গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ আষাঢ়, ১৪১৫

সূচীপত্র

gift 06.08.08

৪৫

	পৃষ্ঠা
পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) পরিবর্তনের প্রচেষ্টা (সম্পাদকীয়)	৭৫
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যবিররণী	৭৬
পার্থসারথি মন্ডল বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং ইহার বিভিন্ন সমস্যা	৮০
শোকসংবাদ	৮১
দেবব্রত রায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যান্ড আর্টগ্যালারির গ্রন্থাগার — একটি সমীক্ষা	৮২
রামপ্রসাদ মজুমদার ইলেকট্রনিক বই (ই-বই) ঃ গঠন পদ্ধতি	৮৬
গ্রন্থাগার সংবাদ	৮৮
পরিষদ সংবাদ	৯১
পুস্তক সমালোচনা	৯৬
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 2)	৯৭

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  [illegible]
  মূল্য : ১২.০০ টাকা
- **রমাকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  [illegible]
  মূল্য : ২০.০০ টাকা
- **ড. অদিতা ওহদেদার**
  [illegible]
  মূল্য : ৬১.০০ টাকা
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অলোক গোস্বামী**
  [illegible]
  ইংরেজী সং ১৯৮৮
  মূল্য : ২১.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  ১৯০০-১৯১৪ ১৯৯০
  মূল্য : ৬১.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৪০ ১৯৯৪

- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991 Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs 125.00
- **Ohdedar, A.K.,**
  Book classilication 1994.
  Rs 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanbhusan Roy Commemorative volume
  1998. Rs 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules. 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998 Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : [illegible] • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (মেঘ) • মূল্য : ২৭০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. প্রমীলা চন্দ্র বসু প্রণীত **গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অনিতা সরকার ও [illegible]মিতা চট্টোপাধ্যায় (দত্ত) • মূল্য : ১১৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

• ৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ •(পরিবেশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

P১৫৪৫ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৩ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ আষাঢ় . ১৪১৫

সম্পাদকীয়

পাঠ্যসূচী (সিলেবাস) পরিবর্তনের প্রচেষ্টা

একথা পরিস্কার যে গ্রন্থাগারগুলির আধুনিকীকরণ ও গ্রন্থাগারে উন্নতমানের পরিসেবা দেওয়ার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। বিষয়টির গুরুত্ব চিন্তা করে বিগত ১৯৩৭ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট শিক্ষাক্রমের প্রবর্তন করেন। মাঝে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শিক্ষাক্রম বন্ধ ছিল। কিন্তু তারপর থেকে এই শিক্ষাক্রম কোনদিন বন্ধ হয়নি। অতীতে জেলাস্তরে ক্যাম্প ট্রেনিং এর মাধ্যমে (Camp Training) গ্রন্থাগারিক/গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। পরিষদে দুটি সময়ে গ্রীষ্মকালীন (Summer Session) April to September এবং সাপ্তাহান্তিক (week-end) December to September কোর্স চালু আছে। ১৯৭৯ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন হয়, তখন যেমন গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তেমন সেই সব গ্রন্থাগারের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মীর। সেই সময় চাহিদার কথা চিন্তা করে পরিষদ তিনটি কোর্স কলকাতায় এবং দুটি কোর্স উত্তরবঙ্গে চালু করে। পরে চাহিদা কমার ফলে উত্তরবঙ্গের এবং কলকাতার একটি কোর্স বন্ধ করা হয়। এখনও পর্যন্ত পরিষদ পরিচালিত কোর্সে এবং অতীত ক্যাম্পট্রেনিংগুলোতে হাতে কলমে শিক্ষন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে বা ছিল।

ষাটের দশকের পর থেকে তথ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, তথ্য বিস্ফোরণ এবং নতুন তথ্য সমাজ গড়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে তথ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চাহিদার মানেরও পরিবর্তন হতে থাকে। সেই পরিবর্তনের সাথে একই ভাবে চলতে গেলে প্রয়োজন উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর।

ষাটের দশকে সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এই পরিবর্তনের কথা চিন্তা করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে পাঠ্যসূচীতে পরিবর্তন আনেন। সেই অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সাথে "তথ্যবিজ্ঞান" বিষয়টি যুক্ত করেন এবং গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষন শুরু হয়। সেই সময় থেকে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানে কম্পুউটারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এবং কোর্সের সাথে তা যুক্ত হয়। ডি.অর.টি.সি (DRTC) এবং পরে ইনসডক (INSDOC) এর কোর্সে কম্পুউটারের প্রয়োগ দেখা যায় এবং এই বিষয়ে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা হয়।

এরপরে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের তথ্য যাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পেতে পারে এবং ব্যবহার করতে পারে তারজন্য CALIBNET ইত্যাদি চালু হয় এবং এটি সীমাবদ্ধ থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। রাজ্য সরকার এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRRLF) সহযোগিতায় বিভিন্ন জেলার সাধারণ গ্রন্থাগারে যেমন উন্নতমানের পরিসেবা দেওয়ার জন্য কর্মশালা তেমনি কিছু কিছু গ্রন্থাগারে কম্পুউটারের প্রয়োগের ব্যবস্থা করে তথ্য পরিসেবা দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

যেহেতু গ্রামীন গ্রন্থাগারে এখনও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্সে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মী প্রয়োজন তেমনি বি.লিব.এস.সি পড়তেও এর প্রয়োজন আছে। পরিষদ পরিচালিত পাঠক্রমে পাঠ্যসূচী বহুদিন যাবৎ কোন পরিবর্তন করা হয় নি। অথচ পরিষদ বহুদিন ধরে উপলব্ধি করছিল বর্তমানে উন্নতমানের পরিসেবা এবং গ্রন্থাগারের আধুনিকীকরণ করতে গেলে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা আছে। গত কয়েক বছর ধরে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় আগামী সেশন থেকে পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীর উপর ভিত্তি করে পাঠক্রম চলবে।

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৪-১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, ১১/১, মোহন চাঁদ রোড, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩

১৫ই ডিসেম্বর, ২০০৭ প্রথম অধিবেশন :

১৫ই ডিসেম্বর সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকাল ১০টায় প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। মূল আলোচ্য বিষয় ছিল : বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটারপ্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা। সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য। আলোচ্য বিষয়ে প্রকাশিত মোট ১২টি প্রবন্ধের মধ্যে ৭টি প্রবন্ধ সাধারণ গ্রন্থাগার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত এবং ৫টি প্রবন্ধ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার-এর সঙ্গে সম্পর্কিত। সঞ্চালকের প্রস্তাব মত সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত ৭টি প্রবন্ধ সকালের প্রথম অধিবেশনে এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বাকী প্রবন্ধগুলি অপরাহ্নের দ্বিতীয় অধিবেশনে আলোচনার জন্য স্থির করা হয়।

সকালে প্রথম অধিবেশনের আলোচ্য প্রবন্ধগুলির রচয়িতা ও প্রবন্ধগুলির শিরোনাম হল :

১। অশোক কুমার রায় — বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা।

২। অমিত কুমার দাস ও ত্রিদিব ত্রিপাঠী — জনগ্রন্থাগারে অত্যাধুনিক তথ্য প্রযুক্তির (ICT) প্রয়োগ ও ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা পর্যালোচনা।

৩। অনীতা ভট্টাচার্য — পশ্চিমবঙ্গের শহর গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু ভাবনাচিন্তা।

৪। জয়দীপ চন্দ — রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ডাটাবেস : কিছু প্রশ্ন।

৫। অর্পিতা চক্রবর্তী — উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরির কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থায় কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা।

৬। আশীষ হাজরা — বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সম্ভাবনা : গ্রামীণ গ্রন্থাগার।

৭। অভিজিৎ কুমার ভৌমিক — সাধারণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগ ও নেট ওয়ার্কিং সম্পর্কে কয়েকটি কথা।

এই সব প্রবন্ধগুলি উপস্থাপিত হওয়ার পর প্রবন্ধগুলির বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করা হবে। প্রবন্ধ উপস্থাপনের সময় সঞ্চালক সমস্ত প্রবন্ধকারকে তাত্ত্বিক দিক বাদ দিয়ে ব্যবহারিক দিকের উপর জোড় দেওয়ার জন্য আবেদন করেন।

এই ৭টি প্রবন্ধের মধ্যে ৪টি প্রবন্ধ সকালের অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট রচয়িতা দ্বারা উপস্থাপিত হয়। (১) শ্রী অশোক কুমার রায়, (২) অনীতা ভট্টাচার্য, (৩) অর্পিতা চক্রবর্তী ও (৪) জয়দীপ চন্দ তাঁদের রচিত প্রবন্ধ পেশ করেন। শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক তাঁর রচিত প্রবন্ধ অপরাহ্নের দ্বিতীয় অধিবেশনে পেশ করেন। সকালের অধিবেশনে উপস্থিত ৪টি প্রবন্ধের উপর ১০ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন।

১। প্রথমে অশোক কুমার রায় তার রচিত প্রবন্ধ বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের সমস্যা ও সমাধান উপস্থাপিত করেন। তিনি সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তিনি বলেন গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারী শ্রমিক, খেটে খাওয়া বেকার মানুষদের পরিসেবা দিতে হবে তাঁদের মত করে। গ্রামীণ, শহর ও জেলা গ্রন্থাগারের চিত্র আলাদা। শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষদের চাহিদা অনুযায়ী পরিসেবা দিতে হবে এ জন্য উপযুক্ত software দরকার। আমরা পাশের গ্রন্থাগারের সম্পদ ঠিক জানি না। ঐ সম্পদ গুলোতে সমাজের প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে। বর্তমানে আশু দরকার যাতে ঐ সম্পদগুলো সকলে ব্যবহার করতে পারে। সম্পদগুলো দেখা বা জানার ব্যবস্থা করা দরকার। কোন তথ্য যাতে নিকটবর্তী বা পাশের গ্রন্থাগার পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। এলাকাভিত্তিক তথ্যাদি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সমস্ত গ্রন্থাগারে একই পদ্ধতিতে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ হয় না। সূচীকরণ গ্রন্থাগার সম্পদের প্রবেশদ্বার। Inter Library Loan বা আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতায় কোন ব্যবস্থা নেই। কম্পিউটার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব ব্যাপারে ভাবা দরকার। কম্পিউটার গ্রন্থাগারে এনে কি করা হবে তার কোন পরিকল্পনা নেই। যে Data entry গুলি করতে হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিকল্পনা নেই। গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদানের জন্য global computer network এর বদলে

Local Net Work চালু করা দরকার। এখন ছোট বড় বহু প্রতিষ্ঠানের website আছে। Town Library, District library-র website খোলা দরকার। গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে Network দরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার সম্পদ ঠিক ভাবে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা নেই। অনেকে বলবেন এক্ষেত্রে কম্পিউটার-এর কি প্রয়োজন আছে? যে সব গ্রন্থাগার সূচীকরণ ও বর্গীকরণ করা আছে বা করা হয়, সেখানে কম্পিউটার প্রয়োগ দরকার। বাংলা ভাষায় উপযুক্ত সর্বজনগ্রাহ্য software দরকার যেটি গ্রামীন, মহকুমা, জেলা স্তরে তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। এ প্রসঙ্গে তিনি সংক্ষেপে বলেন (১) বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে Network চালু করতে হবে। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে website খোলা দরকার (২) Data entry গুলো সবাই নিজের মত করতে পারবে এমন ব্যবস্থা করতে হবে। (৩) গ্রন্থাগারিকের computer সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দরকার। তিনি আরও বলেন গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা আছে সম্ভাবনাও আছে। সরকারের এ ব্যাপারে পাশে থাকতে হবে। জরুরী প্রয়োজনে কম সময়ের ব্যবহারকারীদের তথ্য সরবরাহ করতে হবে। গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিক ও সরকার সকলের যৌথ প্রচেষ্টা দরকার। প্রবন্ধ পেশের পর সঞ্চালক অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন প্রবন্ধ রচয়িতার মূল বক্তব্য (i) Local Area Network (LAN) চালু করা (ii) Computer কে গ্রন্থাগারে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য পরিকল্পনা করা দরকার (iii) গ্রন্থাগারিকের Computer-এর Training এর ব্যবস্থা করা। (iv) সহজলভ্য বাংলাভাষায় সর্বজনগ্রাহ্য software যোগান দেওয়া।

২। এরপর অনীতা ভট্টাচার্য তাঁর রচিত প্রবন্ধ পশ্চিমবঙ্গের শহর গ্রন্থাগারে কম্পিউটার ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু ভাবনাচিন্তা উপস্থাপিত করেন।

তিনি বলেন কম্পিউটার কেনার আগে দেখতে হবে এটি যেন ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হয়, এটি যেন cost effective হয় এবং এটি যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়। হার্ডওয়্যার (সি.পি.ইউ, কি বোর্ড, ভিডিও স্ক্রীন, প্রিন্টার, প্রভৃতি) নির্বাচন বলতে বোঝায় memory capacity কত হবে। Desk এর size কেমন হবে, কতগুলি terminal থাকবে তাও দেখতে হবে ইত্যাদি। এটি নির্বাচন করার সময় বিবেচনা করতে হবে (১) বর্তমানে ব্যবহারকারীদের সংখ্যা কত। (২) কত ডেটা রাখতে হবে, (৩) কত প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে (৪) অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার কি কি কাজের জন্য ব্যবহৃত হবে প্রভৃতি। সফটওয়্যার দুধরনের হয় সিস্টেম সফটওয়্যার এবং অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার। (১) সিস্টেম সফটওয়্যার এর অন্তর্ভুক্ত হল অপারেটিং সিস্টেম, যেমন ডস, ইউনিক্স, উইন্ডোস (১৯৯৮/২০০০/২০০২/-এক্সপি/ভিস্টা, লিনাক্স) প্রভৃতি।

২। অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার বলতে বোঝায় কম্পিউটার থেকে নির্দিষ্ট কোন কাজ করার জন্য যে নির্দিষ্ট সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয়, যেমন - MS-OFFICE, CDS-ISIS, WINISIS, LIBSYS, SOUL প্রভৃতি সফটওয়্যার নির্বাচনের সময় গ্রন্থাগারের বিভিন্ন বিষয় ও ব্যবহারকারীদের প্রয়োজন বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে বিভিন্ন কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহার-এর ক্ষেত্রে স্তর অনুযায়ী অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার নির্বাচন করতে হবে। যেমন সম্পূর্ণ কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে LIBSYS, SLIM, KOHA প্রভৃতি, সূচিকরণ, সঞ্চালন কার্য, তথ্য অন্বেষন, হিসাবনিকাশ প্রভৃতি কাজের জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে CDS-ISIS, WINISIS, MS ACCESS, MS EXCEL প্রভৃতি। সীমিত কাজের কম্পিউটার ব্যবহারের ক্ষেত্রে CDS/ISIS, WINISIS, MS ACCESS প্রভৃতি।

সফটওয়্যার নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখতে হবে এটি যেন user friendly হয়। এছাড়া screen design কেমন, কাজ করার সামর্থ কতটা প্রভৃতিও দেখতে হবে।

এরপর তিনি কম্পিউটার প্রোগ্রাম সম্বন্ধে বলেন নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কোনো প্রোগ্রাম তৈরী করে নেওয়া যেতে পারে। কোন প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরী করা যেতে পারে। আবার তৈরী প্রোগ্রাম কেনা যেতে পারে। ইন্টারনেট সহযোগ, বিভিন্ন সফটওয়্যার, অ্যান্টি ভাইরাস সফটওয়্যার প্রভৃতির বাজেট প্রায় ২ লক্ষ টাকা। গ্রন্থাগারের কর্মীদের কম্পিউটারের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগার দপ্তর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ও রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর তিনি বাংলা ডেটাবেস সংক্রান্ত সমস্যা ও সমাধানের সূত্র নিয়ে বক্তব্য রাখেন। বাংলা সফটওয়্যার থাকলেও কিবোর্ডে বাংলা ফন্টের কোন স্থান নির্দিষ্ট হয় নি, যুক্তাক্ষরের সমস্যা আছে। তার মতে বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে রোমান লিপি গ্রহণ বাঞ্ছনীয়, ইংরাজিতে ট্রান্সলিটারেট করা যুক্তিযুক্ত। রোমান লিপির জন্য একটা মান (standard) থাকা দরকার। ডেটাবেসের পরিকাঠামো, ডিসপ্লে,

প্রিন্টিং, আউটপুট প্রভৃতির জন্য CCF, MARC 21 প্রভৃতি ফরমাট এবং AACR-2র মত কোন আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োজন। লেখকের নামের পদবীর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অবলম্বন করে অথরিটি ফাইল রাখা প্রয়োজন। সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার দপ্তরকে উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে, রাজ্য গ্রন্থাগার পর্ষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সহযোগিতা করতে হবে। ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন বিধিবদ্ধ হয়েছে। ফলে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে। গ্রন্থাগার গুলিতে স্বল্প সময়ে অধিক তথ্য পরিবেশন করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে।

তিনি আরও বলেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ায় পর গ্রন্থাগারে আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি হলেও জনজীবনে তেমন ছাপ ফেলতে পারে নি। অনেক গ্রন্থাগারে সদস্য সংখ্যা আগের তুলনা হ্রাস পেয়েছে। এর আংশিক কারণ টিভি। ছাত্রছাত্রীদের পড়ার চাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি হলেও অন্যান্য কারণ হল জীবনজীবিকার উপযোগী তথ্য সরবরাহ করতে না পারা এবং জনসাধারনের তথ্য সচেতনতার অভাব। সাধারণ গ্রন্থাগারকে তথ্যপরিসেবা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে। গ্রন্থাগারিককে ব্যক্তিগতভাবে অনুলয় পরিসেবা দিতে হবে। গ্রন্থাগার যে জীবনজীবিকার প্রয়োজন মেটাতে পারে এটা সকলের গোচরে আনতে হবে। স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদা বিশ্লেষন করতে হবে। তথ্যচাহিদা অনুযায়ী অনুলয় ফাইল তৈরী করতে হবে। কম্পিউটার ডেটাবেস তৈরী করে আইন, স্বাস্থ্য, বীমা প্রকল্প, যোজনা বিষয়ের তথ্য, ডাক্তার, হাসপাতাল, কলেজ, বিভিন্ন পাঠক্রম প্রভৃতি বিষয়ের তথ্য রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের কার্যাবলী বিষয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রচার করতে হবে। শহর গ্রন্থাগারে গ্রন্থপঞ্জির তথ্য পরিসেবা। গ্রন্থাগারে তৈরী তথ্যাধার (database) ভিত্তিক অনুলয় পরিসেবা। ইন্টারনেট নির্ভর তথ্য পরিসেবা করতে হবে। Yahoo বা Google প্রভৃতি সার্চ ইঞ্জিনের সাহায্যে বিভিন্ন তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে। কাজেই ইন্টারনেট ব্যবহার প্রশিক্ষিত গ্রন্থাগার কর্মীর প্রয়োজন, সংক্ষেপে শ্রীমতী ভট্টাচার্য্যের মতে কম্পিউটার প্রয়োগের আগে সবদিক বিচার করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিতে হবে। সব ব্যাপারে নীতি নির্দ্ধারণ করতে হবে। এই নীতিগুলির ব্যবহারে সরকার, গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগারবিজ্ঞানীদের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো না করে ধাপে ধাপে পরিকল্পিতভাবে এগোতে হবে।

৩। এরপর অর্পিতা চক্রবর্তী (উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরী) তাঁর রচিত উত্তর পাড়া প্রবন্ধ **উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরীর কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থার কিছু সমস্যা ও সম্ভাবনা** উপস্থাপিত করেন। তিনি বলেন ২০০৯ সালে উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক লাইব্রেরি ১৫০ বছর পূর্ণ হবে। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ভারতবর্ষের জাতীয় সম্পদ। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারে পঞ্চাশ হাজারের বেশী প্রাচীন গ্রন্থ আছে। ২০০/৩০০ বছরের পুরোনো পুঁথি আছে। অসংখ্য দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ আছে। এড়াড়া সবধরনের গ্রন্থ এখানে সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। এই গ্রন্থাগারের সংগ্রহ কম্পিউটারে নথিভুক্তকরণ করার প্রয়োজন আছে। এটি একটি গবেষণার স্থান। প্রতি মাসে ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাইরে থেকে যেমন ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক, এই গ্রন্থাগারে আসেন। কিন্তু এই গ্রন্থাগারে প্রশাসন, সংগঠন প্রভৃতি বিষয়ে যথাযথ নজর দেওয়া হয় না। এর কারণ জানা নেই। তিনি বলেন উপযুক্ত পরিকল্পনা ছাড়া হঠাৎ কম্পিউটার, সার্ভার, হার্ডওয়্যার webel থেকে এসে গেল। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়া সব ঠিক হয়ে গেল। গ্রন্থাগারে আপাতত একটি Server সহ দুটি কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে। LAN সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ৪টি কম্পিউটারে সূচিকরণের কাজ চলছে। দুটিতে সূচিকরণের পাশাপাশি পাঠক নথিভুক্তির কাজ চলছে। গ্রন্থলেনদেন বিভাগ, পাঠ্যপুস্তক বিভাগ, আকরগ্রন্থ বিভাগ, রিডিং রুম প্রভৃতি বিভাগে কোন কম্পিউটার নেই। বর্তমানে ৮টি পদ শূন্য। কাজের তুলনায় পেশাদার কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। কর্মীর তুলনায় কম্পিউটারও অপ্রতুল। হার্ডওয়্যার, গ্রন্থাগার সফটওয়্যার CDS/ISIS-এ কাজ চলছিল। Libsys-এর প্রথম পর্যায়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয় নি। কিন্তু Libsys-এর অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। Library তে কম্পিউটারাইজেশনের জন্য সার্বিক Software নির্বাচন করা দরকার Libsys বা কোন Software নির্বাচনের ক্ষেত্রে BLA র ভূমিকা থাকা উচিত। প্রবীণ, নবীন, গ্রন্থাগারিক, Computer Engineer দের নিয়ে Technical Committee গঠন করা উচিত। কোন কোন library software serial-এর ক্ষেত্রে যথাযথ কাজ দিচ্ছে না। গ্রন্থাগারের ৪টি কম্পিউটার দিয়ে দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহ (Rare Collection) ও নতুন বই নিয়ে Database তৈরী করার জন্য বলা হল। টেন্ডার-এর মাধ্যমে লোক নেওয়া হল। বই process-এর মধ্যে কোন স্বচ্ছতা নেই। নবীন কর্মীদের কাজের স্পৃহা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বা নষ্ট

করে দেওয়া হচ্ছে। গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ গবেষণা ও আকর গ্রন্থ বিভাগ। এখানে ৫৫০০০ দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য বই কি ভাবে আছে গ্রন্থাগার কর্মীরা নিজেরাই জানেন না। গ্রন্থলেনদেন বিভাগে কোন computer নেই। পাঠবিভাগে কম্পিউটার পরিসেবা অত্যন্ত জরুরী। এই বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী Internet এর মাধ্যমে অনুলয় পরিসেবা দিতে পারে। মূল্যের বিনিময়ে Net surfing-এর সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে একজন কম্পিউটার প্রশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে কম্পিউটারে কাজ করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি নানা ক্ষেত্রে পরিকল্পনার অভাব দেখেছেন। যথাযথ পরিকল্পনা ছাড়া কোন কিছুই ভালভাবে হতে পারেনা বলে তিনি মনে করেন।

৪। **জয়দীপ চন্দ** (কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের **শ্রী জয়দীপ চন্দ** তাঁর প্রবন্ধ "**রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কম্পিউটার ডাটাবেস : কিছু প্রশ্ন**" পেশ করে বলেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাদের সংগ্রহের কম্পিউটার ডাটাবেস করার কাজে হাত দেন ১৯৯৯ সালে। প্রথম দিকে এই কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় CDS/ISIS সফটওয়্যার এবং ইংরেজী বাদ দিয়ে অন্য ভাষার জন্য বিশেষ করে বাংলা বই-এর এন্ট্রির জন্য ব্যবহার হয় GIST কার্ডের। কিছুদিন পর GIST Card Technology কর্মীদের পক্ষে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অসুবিধা দেয়। যেহেতু CDS/ISIS সফ্‌ট্‌ওয়ার গ্রন্থাগার পরিচালনা software নয় তাই গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কাজকর্ম এই সফ্‌ট্‌ওয়্যার-এর মাধ্যমে বেশিদিন চালানো কঠিন। তখন দরকার হল একটা নতুন software যা এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থসমূহের সঠিক ডাটাবেস তৈরী করতে সমর্থ হবে। রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর এই কাজের জন্য টেন্ডার ডাকেন। নিউ দিল্লীর সংস্থা Infotek Consultant (যাদের তৈরী LIBSYS software) এই কাজের বরাত পায়। টেন্ডার ডাকার কিছুদিন আগেই কোম্পানিটি তাদের প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের software টি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে বিনামূল্যে দেয়। চুক্তি অনুযায়ী তাদের করণীয় কাজ হল বইয়ের ডাক সংখ্যা ও বিষয় শিরোনাম ঠিক করা, বইয়ের আখ্যাপত্র দেখে MACR 21 পদ্ধতি অনুযায়ী ওয়ার্কসীট পূরণ, সেই ওয়ার্কসীট দেখে কম্পিউটার ডাটা এন্ট্রি করা, গ্রন্থপুট (spine label) বা বার কোড মুদ্রণ। জানা গেছে এই সব কাজ করলে সংস্থাটি পাবে বই পিছু ১৮ টাকা। প্রায় ৯০,০০০ বই-এর কাজ তাদেরকে করতে হবে। সময়সীমা ২০০৮ সালের ৩১শে মার্চ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে সংস্থাটি কাজ শুরুর সঙ্গে সঙ্গে চুক্তির প্রধান শর্ত অমান্য করতে আরম্ভ করে। বই দেখে আগে ওয়ার্কসীট পূরণ করে, সেই ওয়ার্কসীট দেখে কম্পিউটারের ডেটা এন্ট্রি করার শর্ত ছিল। কিন্তু তা না করে তাদের নির্দেশক্রমে তাদের নিযুক্ত কর্মীরা বই দেখে সরাসরি কম্পিউটার এন্ট্রি করতে শুরু করে। সেই এন্ট্রির একটা মুদ্রণ কম্পিউটার থেকে পরে নেওয়া হয়। ফলে বইদেখে ওয়ার্কসীট মেলানো পালন করা সম্ভব হয় না। এই কাজের নির্ভুলতা ও গুণমান রক্ষা করাও সম্ভব হয় না। নিযুক্ত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে যে অতিরিক্ত লাভ করার জন্য সংস্থাটি তাদের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে জনপিছু প্রতিদিন অন্ততপক্ষে ৮০-১২০ টি এন্ট্রি বা ১২০-১৫০টি বই-এর ডাক সংখ্যা, বিষয় শিরোনাম নির্বাচন। লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে না পারলে প্রথমে বেতনকাটা, পরে ছাঁটাই করার কথা বলা হয়েছে। যে বিশাল লক্ষ্যমাত্রা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের নবীন ছাত্রছাত্রীদের কাছে ধার্য করা হয়েছে তার বহু অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে একদিনে করা অত্যন্ত দুরূহ। ফলে কাজ টিকিয়ে রাখার জন্য কাজের গুণমান কমতে বাধ্য। সংস্থাটির কাছে Quantity দরকার Quality দরকার নেই। বিষয় শিরোনাম তালিকা অনুকরণ করে দৈনিক ১২০-১৫০টি বই-এর শিরোনাম নির্বাচন এবং একই সঙ্গে বইএর ডাক সংখ্যা নির্বাচন কোন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিকের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। ফলে সংস্থাটি ২০০৭সালে তাদের কর্মীদের লক্ষ্যমাত্রা কমায়। সেটি হয় জনপিছু প্রতিদিন ৫০টি বই-এর ডাকসংখ্যা ও বিষয় শিরোনাম নির্বাচন বা ৬০টি বই-এর এন্ট্রি। অর্থাৎ ১২ জন ডাটা এন্ট্রির কাজে নিযুক্ত হলে প্রতিদিন মোট ১২×৬০=৭২০টি বই এন্ট্রি হবে। এই কাজের মূল্যায়নের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর ২ জনকে নিয়োগ করেন। কিন্তু দুজনের পক্ষে ৭২০টি বই একদিনে মূল্যায়ন করা দুষ্কর কারণ বই আর ওয়ার্কসীট সম্পূর্ণ ভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। ৩১শে মার্চের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। তাই সংস্থাটি কাজ শেষ করার জন্য প্রায় ৪০ জন কর্মী নিয়োগ করেছে। গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর যে আশা নিয়ে LIBSYS সফটওয়ার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য নির্বাচন করেছেন তার যে পরিণতি হয়েছে তা কাম্য নয়। ডেটাবেস-এর মূল্যায়ন সম্পর্কে গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর যথেষ্ট যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের ভূমিকা এবং ইহার বিভিন্ন সমস্যা

পার্থসারথি মণ্ডল

ভূমিকা ঃ

মানবসত্তার উন্নয়ন এবং চেতনার উন্মেষ ঘটানোর জন্য বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ইহা আমাদের মধ্যে শৈশব থেকেই পড়ার অভ্যাস তৈরী করে দেয়। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারকে সু-শৃঙ্খলিত এবং উপযুক্ত পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত করা উচিত। বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের সার্থকতা ভার সংগ্রহে নয়, তার উপযুক্ত ব্যবহারে। তাই ইহাকে ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য, আমাদের দরকার সু-শিক্ষিত এবং গুণ-সম্পন্ন গ্রন্থাগারিক। যদি তা না হয়, তবে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি হয়ে দাঁড়াবে আত্মাহীন অথবা প্রাণহীন দেহ অথবা ভিত বিহীন ঘর।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ঃ

ডঃ রঙ্গনাথন বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে বলেছেন "The Library is the heart of the School from which everything connected with the education of the child should radiated and be irradiated". বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার হল, বিদ্যালয়ের শিক্ষা পদ্ধতির এক সক্রিয় চালিকা শক্তি। ইহা বিদ্যালয়ের মধ্যে অবস্থিত সু-সংগঠিত জ্ঞানের ভাণ্ডার। ছাত্র/ছাত্রী এবং শিক্ষক/শিক্ষিকারা-হল এর প্রধান ব্যবহারকারী। ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত যথা-শিক্ষালয়, শিক্ষনীয় প্রতিষ্ঠান এবং যোগাযোগ কেন্দ্র। গ্রন্থাগার হল, জ্ঞান-বিজ্ঞান; আনন্দ-বেদনা, হাসি-অশ্রুর সার্বজনীন ভোজসভা। ইহা ভাব-তৃষিত ও জ্ঞান-পিপাসু সহস্র চিত্তের তৃপ্তির-সরোবর, তথা অমৃত-সরোবর।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ঃ

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল বহুমুখী। ইহার মুখ্য ভূমিকা হল পাঠকের সাথে পাঠ্যের পরিচয় করিয়ে দেওয়া, গ্রন্থ সংগ্রহ, গ্রন্থ সংরক্ষন এবং সু-সংগঠিত করা। এছাড়াও ইহার অন্যান্য কাজ হল —

- মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং উন্মেষ ঘটানো
- মানব সম্পদের ব্যবহার করতে শেখানো
- শিক্ষক / শিক্ষিকা এবং ছাত্র / ছাত্রীদের চাহিদা অনুসারে তথ্য সরবরাহ করা
- আত্ম উপলব্ধি করে শেখানো
- স্ব-শিক্ষার প্রসার ঘটানো
- গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা
- পাঠক মণ্ডলী গঠন করা, ইত্যাদি

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ঃ

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা আছে শিক্ষার, তথ্য সরবরাহের, বিনোদনের এবং অনুপ্রেরনার জন্য। এছাড়াও ইহার অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা হল —

- ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা
- শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটানো
- বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিপূর্ণতা দেওয়া
- শিশুদের বোধ শক্তির বিকাশ ঘটানো
- সুশিক্ষিত এবং সু-নাগরিক গঠন করা ইত্যাদি

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অনাস্থার কারণ সমূহ ঃ

বর্তমানে ছাত্র / ছাত্রীদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার না করার প্রবণতা দেখা যায়। ইহার অন্যতম কারণগুলি হল —

- ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ অত্যাধিক পাঠ নির্ঘন্ট এবং পরীক্ষা পদ্ধতি
- গ্রন্থাগারিকদের অসহযোগিতা
- সঠিকতথ্য সঠিক সময়ে না পাওয়া
- তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার
- শিক্ষকরা আকর গ্রন্থের উপর গুরুত্ব না দিয়ে, পাঠ্য বইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের অসুবিধা সমূহ ঃ

বর্তমানে আমাদেররাজ্যে সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার নাই। কোনকোন বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার থাকলেও, গ্রন্থাগারিক নাই। এ-ছাড়াও অন্যান্য কারণ গুলি হল নিম্নরূপ —

- শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের উদাসীনতা
- সরকার ও কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা
- গ্রন্থাগারিকদের হীনমন্যতা
- অর্থ এবং উপাদানের অভাব

- বেশীর ভাগ বই পুরাতন, জীর্ণ এবং ব্যবহারের অনুপোযোগী
- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কক্ষ / কক্ষগুলি আকর্ষণীয় এবং সু-সজ্জিত নয়
- বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে করনিকের অথবা শিক্ষক-এর কাজ করানো হয়, যার ফলে গ্রন্থাগারিক তার কাজ ঠিকমত করতে পারেন না।
- অন্যদিকে গ্রন্থাগারের কাজের জন্য গ্রন্থাগারিককে কেউ সাহায্য করেনা, তার ফলে তাহাকে সব কাজ একা করতে হয় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির উপায় ঃ

উপরোক্ত সমস্যাগুলির সমাধান করা যেতে পারে নিম্নক্ত উপায়ে —

- রাজ্য সরকারের এবং কর্তৃপক্ষের উচিত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির সংস্কার করা
- গ্রন্থাগারিকদের বেতন এবং সম্মান সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া
- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলা
- বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলির উচিত, বিদ্যালয়ের ক্লাসের নির্দিষ্ট সময়ের থেকে কমপক্ষে একঘন্টা বেশি সময় খুলে রাখা
- সপ্তাহে প্রত্যেক শ্রেনীর জন্য কমপক্ষে একটি করে 'গ্রন্থাগার ব্যবহারের ক্লাস' এর ব্যবস্থা করা
- সু-শিক্ষিত এবং সু-দক্ষ গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা
- ফল প্রসূ তথ্য সংগ্রহের প্রতি জোর দেওয়া
- বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবহার ঠিকমত হয় কিনা, তা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দেখা উচিত

উপসংহার ঃ

গ্রন্থাগার সভ্যতার প্রতীক চিহ্ন স্বরূপ। সভ্যতার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যোগ সূত্র হইল বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। শিক্ষার অগ্রগতির পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থাগারে। পণ্ডিত নেহেরু গ্রন্থাগারকে 'key to knowledge of the world' বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলির অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আমরা আশা করতে পারি, মহামান্য সরকার এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলি শীঘ্রই নতুন আঙ্গিক রূপ লইবে। 'key to knowledge of the world' বলে অভিহিত করেছেন। বর্তমানে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলির অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। তবে আমরা আশা করতে পারি, মহামান্য সরকার এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার গুলি শীঘ্রই নতুন আঙ্গিক রূপ লইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮ শে জুন ২০০৮ শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় পরিষদ ভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ডিজিটাইজেশন প্রসঙ্গে শচীদেবী স্মারক বক্তৃতা দেবেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ পূর্নেন্দু বিকাশ সরকার। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

— কর্মসচিব

শোক সংবাদ

মালদা জেলার হবিবপুর ব্লকের অন্তর্গত ৬০ বছরের পুরনো গ্রন্থাগার — 'সৃজনী টাউন লাইব্রেরি'। ১৯৭৫ সালের ২৬শে ডিসেম্বর এই গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা হয়। যদিও ১৯৫৭ সালে এই লাইব্রেরি সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত যিনি সৃজনী টাউন লাইব্রেরির গ্রন্থাগারিক ছিলেন তাঁর নাম — বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

সৃজনী টাউন লাইব্রেরির প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রাক্তন সদস্য, পঃবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, মালদা জেলা কমিটির প্রাক্তন সম্পাদক, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি, মালদা জেলার প্রাক্তন সদস্য বিজয় গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৮ বৎসর বয়সে গত ৮ই এপ্রিল, ২০০৮ সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মালদা জেলা সদর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মালদা জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন। তাঁর সুন্দর ও পরিষ্কার হাতের লেখা আধিকারিক থেকে শুরু করে কর্মী সকলের কাছে ছিল ঈর্ষেনীয়। তাঁর মৃত্যুতে পঃবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মালদা জেলার সকল সদস্যবৃন্দ মর্মাহত।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্টগ্যালারির গ্রন্থাগার — একটি সমীক্ষা

শ্রী দেবব্রত রায়
কাঁটাপুকুর, বর্ধমান

ভূমিকা ঃ

সুপ্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালার অস্তিত্ব ছিল। ভারতবর্ষে আটের দশক থেকে এর প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ্ বেঙ্গল মিউজিয়াম, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল লাইব্রেরী : রেয়ার বুকস সেক্শন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মিউজিয়াম, আশুতোষ মিউজিয়াম অফ্ ইণ্ডিয়ান আর্ট, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মিউজিয়ামের সন্ধান পাওয়া যায়। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত "Museum and Art Gallery" সংগ্রহ এবং ঐতিহ্যের দিক দিয়ে উল্লেখের দাবি রাখে। মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা হল সংগ্রহের সমাহার। সংরক্ষণ ও সংগ্রহ থেকে সমাজে মিউজিয়ামের সৃষ্টি। এখানে বিভিন্ন ধরণের ডকুমেন্টস পদ্ধতিগতভাবে সংরক্ষণ করা হয় তথা, শিক্ষা এবং বিনোদনের জন্য। তাই মিউজিয়াম হল ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও শৈল্পিক কারুকার্যের ভাঁড়ার ঘর। এখানকার মূল্যবান সংগ্রহগুলিকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়। বস্তুতঃ মিউজিয়াম হল 'works of art'-এর প্রদর্শন ক্ষেত্র। এখানে ডকুমেন্টস্গুলি প্রাথমিক তথ্য উৎস হিসেবে কাজ করে। অমুনাফাকারী স্থায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে এখানে প্রথা বহির্ভূত শিক্ষাও দেওয়া হয়। কালের প্রবাহে সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার আঙিনায় প্রবেশ মিউজিয়াম-এর এক অভিনব পদক্ষেপ। মিউজিয়াম প্রাথমিকভাবে অতীত বিষয় নিয়ে কথা বললেও বর্তমানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে।

মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারি-র ইতিহাস ঃ

মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারি ১৯৬৫ সাল অর্থাৎ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে তার পদযাত্রা শুরু করেছে। রাজবাটী প্রাঙ্গনের দক্ষিণ দিকে উপাচার্যের বাসভবন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় ৬০০০ বর্গফুট এলাকা জুড়ে তার অবস্থিতি। ওই প্রাসাদোপম অট্টালিকাটি স্বগর্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে যা বিশ্ববিদ্যালয় তথা রাজপরিবারের ঐতিহ্যকে স্মরণ করায়। তৎকালীন বর্ধমানরাজ কিছু মূল্যবান সংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য প্রকাশনা, প্রাচীন পুঁথি, মার্বেল পাথরের খোদাইকার্য এবং কয়েকটি ইন্দো ইউরোপিয়ান স্কুলের চিত্রকল্প বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে। এই সব দুষ্প্রাপ্য ঐতিহাসিক সংগ্রহ নিয়েই মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারির পথ চলা শুরু।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের ইতিহাস ঃ

মিউজিয়াম গড়ে ওঠার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবে এখানে গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। সাধারণভাবে গ্রন্থাগার বলতে যা বোঝায় মিউজিয়াম গ্রন্থাগার তার থেকে পৃথক। সমস্ত মিউজিয়ামে গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যিক কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারে মিউজিয়ামের কোন অস্তিত্ব নেই। কারণ মিউজিয়ামে সমস্ত object-ই সংরক্ষিত হয়। সংগ্রহগুলি বাতিল বা পুরানো হয় না বরং পুরানো হলেই সেই মিউজিয়ামের গুরুত্ব বাড়ে — যা সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই এর সংগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে যা রঙ্গনাথনের পঞ্চম সূত্রকে (Library is a growing organism) স্মরণ করায়।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ক) মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বিষয় সমূহ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

খ) মিউজিয়ামের মূল্যবান সংগ্রহসমূহ সুদক্ষ পরিসেবার মাধ্যমে ব্যবহারকারীর (user) কাছে সহজপ্রাপ্য করা।

গ) একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা কেন্দ্র হিসাবে ডকুমেন্টেশন ও অনুলয় পরিসেবা (Reference service) দিয়ে গবেষণার সুযোগ সুবিধা সরবরাহ করা।

ঘ) তথ্য সরবরাহ সংস্থা হিসেবে পরিসেবা দেওয়া এবং গবেষকদের মিউজিয়াম সম্পর্কিত বিশেষ তথ্য কেন্দ্রিক অনুসন্ধানের উত্তর দেওয়া।

ঙ) উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রী ও গবেষক যারা প্রত্নতাত্ত্বিক (Archaeological), সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য (Cultural Heritage) এবং বিশেষতঃ 'History of Radha'-র সংস্কৃতি

এবং ধর্মীয় দিক নিয়ে পড়াশোনা করতে চান তাদের সাহায্য করা ও সাধারণ দর্শকদের সংগ্রহশালা সংক্রান্ত নানা বিষয়ের কৌতূহল পূরণ করা।

কাজ ঃ

ক) মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। সংগ্রহগুলি সাধারণতঃ অনুসন্ধান, খনন কার্য, উপহার, উইল, ডোনেশন, ধার, ক্রয় ইত্যাদির মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

খ) ডকুমেন্টেশন (documentation)-এর কাজটিও মিউজিয়ামে গুরুত্ব সহকারে করা হয়।

গ) এখানে বইপত্র ছাড়াও প্রতিটি উপাদান (object)-এর ক্যাটালগ কার্ড করা হয়। এই ক্যাটালগ কার্ডে বিষয়টির সমস্ত রকম প্রাসঙ্গিক তথ্য বর্ণিত থাকে।

নিয়মাবলী ঃ

১) ব্যবহারকারীরা হচ্ছেন শিক্ষক, গবেষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল অফিসার ও কর্মীবৃন্দ।

২) মিউজিয়াম গ্রন্থাগার 10.30 A.M. থেকে 5 P.M. পর্যন্ত খোলা থাকে।

৩) বইপত্র, পত্রিকা সাধারণতঃ গ্রন্থাগারেই ব্যবহৃত হয়, বিশেষ ক্ষেত্রে হোম ইস্যু করা যায়।

৪) রেফারেন্স বই এবং Rare বই কেবলমাত্র গ্রন্থাগারেই ব্যবহৃত হয়।

৫) বই-এর ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির দিন এবং প্রতিমাসের Pay day-তে গ্রন্থাগার পরিসেবা বন্ধ থাকে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ঃ

বই, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন হচ্ছে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের প্রধান সংগ্রহ। মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সংগ্রহে আছে ললিতকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য, সংগ্রহশালা বিদ্যা, শিল্পকলা, চিত্রকলা, চারুকলা, অভিধান ও মিউজিয়াম ডাইরেক্টরীর উপর ২৪০০ মত বইপত্র এবং কিছু নির্বাচিত পত্রপত্রিকা, আর্ট ও আরকিওলজি-র উপর প্রায় ৩০০ মোনোগ্রাফ, মহাভারতের কিছু-পার্বন, স্মৃতি, তান্ত্রিক, বৈষ্ণবদের জীবনী ইত্যাদির উপর প্রায় ১০০ পুঁথি।

বর্ধমান রাজের দুষ্প্রাপ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহ এই গ্রন্থাগারে আছে, যেমন—কিছু তৈল চিত্রকলা (oil paintings), মার্বেল পাথরের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, ক্ষুদ্র চিত্র (miniature), পটচিত্র, পুঁথি, folk art-এর উপর কিছু ডকুমেন্টস, পুরানো ছবি এবং ছাপা উৎকীর্ণ লিপি (inscription), পুথি, টেরাকোটার কাজ, পশমী বস্ত্র, ব্রোঞ্জ, সোনা, রূপা, তামা, পিতল ও সংকর ধাতুর মুদ্রা।

গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য সংগ্রহগুলি হল —

Encyclopaedia India : India, Pakistan, Bangladesh; 20 vols.

Encyclopaedia of District Gazetters of India: 11 vols.

The Journal of Numismatic Society of India: 38 vols. & Index 3 vols.

Journal of World Archaeology: 13 vols.

Great Museums of the world series : Art History Museum.

Jaina Art and Architecture; 3 vols.

গ্রন্থাগারের বইপত্রগুলিকে আমরা বিভিন্ন শ্রেণী হিসেবে ভাগ করে এভাবে আমরা রাখতে পারি—

Category of books	Number of books	Percentage
Art	1200	50
Sculpture	240	10
Archaeology	240	10
Folk Art	168	7
Indian History	120	5
World History	120	5
Geography	72	3
Coin	120	5
Religion	48	2
General	72	3
	2400	100

বিষয়টি একটি Pie-chart-এর সাহায্যে (চিত্র-১) এভাবে রাখা যায়—

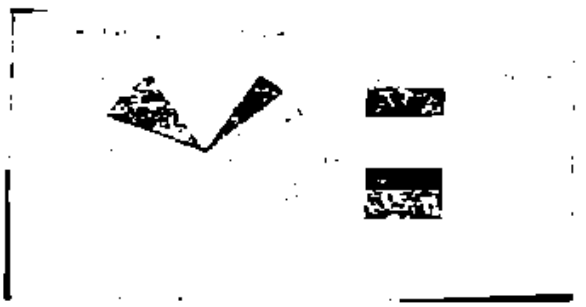

গ্রন্থাগারের আয় ঃ

ক) ইউনির্ভাসিটি বাজেট

খ) কেন্দ্রীয় সরকার

গ) পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য আসে যেমন — ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, কলকাতা প্রায় ৪ লক্ষটাকা দান করেছে। Museum illumination এবং Art object প্রদর্শন-এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান 1.25 লক্ষ টাকা এবং রাজ্যসরকারের দেওয়া ৫ লক্ষ টাকা মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্ট গ্যালারিকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ঃ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষক, শিল্পী, সকল অফিসার এবং কর্মী গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া অন্যান্য পেশার সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও সাধারণ নাগরিকরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারে।

গত এক বছরে (সেপ্টেম্বর, ২০০৬ থেকে আগষ্ট, ২০০৭) ব্যবহারকারীর একটি হিসেব নিচে দেওয়া হল —

মোট ব্যবহারকারী — ৯০০ জন

এর মধ্যে

ছাত্র — ৭৯০ জন

শিক্ষক — ৫৬ জন

শিল্পী — ১০ জন

অন্যান্য পেশা — ৪৫ জন

পেশার উল্লেখ নেই এমন ব্যক্তি — ৬৯

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাই বেশী।

কর্মী ঃ

এখানে বর্তমানে স্থায়ী কর্মী সংখ্যা-৫, এঁরা হলেন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর, মিউজিয়াম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট, গ্যালারি অ্যাটেনডেন্ট-২ জন। মিউজিয়াম গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হলে মিউজিয়ামের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর-এর অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে যেহেতু কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী নেই সেকারণে গবেষক, শিক্ষক, কর্মী, ব্যবহারকারী (user)-দের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর, ব্যক্তিগতভাবে রেফারেন্স পরিসেবা ও গ্রন্থপঞ্জী সম্পর্কিত উপদেশ দেন। কিন্তু এখানে খুব সংক্ষেপে পরিসেবা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। টেকনিক্যাল কোন কাজ করার প্রয়োজন হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে অস্থায়ীভাবে কোন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়।

অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কিউরেটর বা মিউজিয়াম অ্যাসিস্ট্যাণ্ট-এর সহায়তায় একজন সিনিয়র করণিক গ্রন্থাগারের পরিচর্যা করেন।

টেকনিক্যাল শাখা ঃ

গ্রন্থাগারে ডকুমেন্টসগুলির প্রথমে অ্যাকসেসন তারপর বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা হয়। বই ও পত্র-পত্রিকার ক্যাটালগ এ এ সি আর-২ এবং বর্গীকরণ ডি ডি সি-১৯ তম সংস্করণ অনুযায়ী করা হয়। বিষয় শিরোনামের জন্য Sears' List of Subject Heading ব্যবহার করা হয়। ক্যাটালগ কার্ডগুলি বর্ণানুক্রমিকভাবে এবং বইপত্রগুলি Accession Number অনুযায়ী সাজানো আলমারিতে বইগুলি নিজেদের সুবিধামত করে রাখা আছে। অন্যান্য Object-গুলির ক্যাটালগ মিউজিয়ামের নিজস্ব একটি আদলে (Format) করা হয়। ক্যাটালগ-এর আদল (Format) নিম্নরূপ ঃ

Name of Object	
Type of object :	Time period :
Size :	Number:
Provenance :	Material / Medium :
Short description :	

লেনদেন ঃ

গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক লেনদেনের সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। এখানে বিশেষ ইস্যু রেজিষ্টারে সই করে সদস্যদের বই দেওয়া হয়। বই ফেরত দিলে রেজিষ্টারে নামটি কেটে দেওয়া হয়।

কম্পিউটার / ফটোকপি ঃ

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে কোন কম্পিউটার বিভাগ বা ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। বই বা পত্রপত্রিকা ফটোকপি করে দেওয়ার ব্যবস্থা নেই।

পাঠ কক্ষ ঃ

মিউজিয়ামের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারীরা সাধারণতঃ ছাত্র ও গবেষক। তাই রিসার্চ স্কলার এবং কর্মীবন্ধুদের জন্য ৬ আসন সংখ্যা বিশিষ্ট ছোট একটি পাঠকক্ষ আছে।

পুস্তক নির্বাচন ঃ

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে কোন প্রশিক্ষন প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্মী নেই। সেকারণে পুস্তক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষকে একটু অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এখানকার পুস্তকগুলি সাধারণতঃ শিল্প, চিত্রকলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য প্রভৃতি ঐতিহাসিক কাহিনী সম্বলিত।

সমস্যা ঃ

ক) অর্থনৈতিক সমস্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।

খ) অপর্যাপ্ত জায়গার ফলে মিউজিয়াম object সমূহ প্রদর্শন এবং বইপত্র display করা যায় না।

গ) এখানে কোন Conservation এবং Preservation Unit নেই।

ঘ) কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী নেই। ফলে Technical Processing-এর সমস্যা আছে।

ঙ) অত্যাধুনিক Audio Visual ব্যবস্থা, Computer বা Internet-এর ব্যবস্থা নেই।

চ) বিশেষ ধরণের ব্যক্তিদের আবেদনের ভিত্তিতে তথ্য সরবরাহ করা হয়।

উপসংহার ঃ

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের প্রতিটি জিনিসপত্র মূল্যবান সম্পদ। সেকারণে এগুলি ভালোভাবে সংরক্ষণের জন্য বাতানুকূল ব্যবস্থা জরুরী। পুঁথি, চিত্রকলা, তৈলচিত্র এগুলি সংরক্ষণের জন্য আধুনিক উন্নত প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ফটোগ্রাফগুলি আরও বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সাজানো প্রয়োজন। গবেষণা ও গ্রন্থাগার সমৃদ্ধির জন্য দেশের মধ্যে মিউজিয়াম সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকাশিত ম্যাগাজিন, পত্রিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারে যদি মুক্তমঞ্চ ব্যবস্থা চালু করা যায় এবং আরও বেশী অনুলয় সেবা বা উন্নত তথ্য পরিসেবা দেবার ব্যবস্থা করা যায় তাহলে আরও উন্নতমানের গ্রন্থাগারে পরিণত হতে পারে।

একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত যাতে করে ধারাবাহিক উন্নতির একটি চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। মিউজিয়াম সম্পর্কিত বিষয় একটি compulsory paper হিসাবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তি করা যাতে এই অগ্রণাগত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান এবং এর সংগ্রহ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়। এটা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমাজের Heritage building হিসাবে মিউজিয়াম এবং আর্টগ্যালারির প্রতি যত্ন নেওয়া। সেমিনার, কনফারেন্স, আলোচনা চক্র, সংগঠিত আন্তঃগ্রন্থাগার পরিসেবা চুক্তি ও পেশাগত ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের সহযোগিতা মিউজিয়াম এবং ব্যবহারকারীদের সমৃদ্ধ করবে।

মিউজিয়াম অ্যাণ্ড আর্টগ্যালারি ও গ্রন্থাগার বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তথা দেশের জাতীয় সম্পত্তি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে উন্নত মনোভাব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Annual Report of the University of Burdwan, 2004-2005.

2. Descriptive catalogue of sculptures in the Museum and Art Gallery, Burdwan University, 2001

3. Prolile of the Museum Art Gallery. The University of Burdwan.

4. Ray, Debabrata "Museum and Art Gallery (The University of Burdwan) : A case study" Dissertation paper submitted for MILISc. Degree under the university of Burdwan, 2003. Awarded on 2003.

ইলেকট্রনিক বই (ই-বই) ঃ গঠন পদ্ধতি

রামপ্রসাদ মজুমদার
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিশ্বভারতী
ই-মেল : mazumdar_ram@yahoo.co.in

ভূমিকা ঃ

গ্রন্থাগারের ইতিহাসে ৮০র দশক থেকে যা কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, আজ বর্তমানে তা ব্যাপক রূপ ধারন করিয়াছে। গ্রন্থাগারের আধুনিক যুগে বিরাট পরিবর্তন হইল ডিজিটাল গ্রন্থাগার। আধুনিক প্রযুক্তি বিশেষতঃ কম্পিউটার এবং নেটওয়ার্ক পদ্ধতি তথ্য জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আনিয়াছে। এই নতুন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য পরিবেশনের ক্ষেত্রে অনেক নতুন সামগ্রী আনিয়াছে। তার মধ্যে একটি হইল ইলেকট্রনিক বই (ই-বই)। ভৌগোলিক ভাবে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বসবাসকারী মানুষ এই 'ই' বই-এর মাধ্যমে তার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিতে পারে অতি সহজেই।

সংজ্ঞা ঃ

ইলেকট্রনিক বই (ই-বই) সম্বন্ধে প্রচলিত অনেক সংজ্ঞা থেকে দুটি সংজ্ঞা দেওয়া হইল :—

1) According to ARCR2 (2002 Revison and 2003 up date), Appendix D-5 Glossary :

"Monograph is a bibliographic resources that is complete in one part or intended to be completed within a finite number of parts", if any Electronic Sources fits the above delinition, it is an Electronic Book".

2) According to International Encyclopedia of Information and Library Science. 2nd ed. Edited by John Feather and Paul Sturges, 2003 :

"The result of Integrating Classical Book Structure, or rather the familiar concept of a book, with features that can be provided within an electronic environment is referred to us an electronic book (ore-book), which is intended as an interactive Document that can be composed and read on a computer".

সুতরাং বলা যায় যে ইলেকট্রনিক বই হইল সেই বই যে বই নেটওয়ার্ক মাধ্যমে ইলেকট্রনিক ফরমাটে পড়িতে হইবে।

ই-বই ঃ কিছু প্রসঙ্গ ঃ

ই-বই ব্যবহারের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে যেমন CD, DVD বা সার্ভার থেকে Direct এবং দূরবর্তী সার্ভার থেকে Remote পদ্ধতির মাধ্যমে।

ই-বই বিভিন্ন Vendor এর কাছ থেকে ক্রয় করা যাইতে পারে। যেমন - Palm Digital Media, Barnes and Noble, Springer, Amazon. com, Cup, Elsevier ইত্যাদি।

এছাড়াও গ্রন্থাগার OCLC এর সদস্য গ্রহন করিলে ই-বই ব্যবহার করিতে পারিবে।

ই-বই মুদ্রিত বই এর মত লেখা, ছবি, লেখচিত্র সবই থাকে, তাই এইগুলি কম্পিউটার দ্বারা পড়িবার জন্য কিছু বিশেষ সফটওয়্যারের প্রয়োজন হয়। এই রকম অনেক সফটওয়ার এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু বাণিজ্যিক এবং কিছু ফ্রী পাওয়া যায় যেমন

১। মাইক্রোসফট রিডার

২। RCA REB এবং

৩। Adobe Acrobat Reader বিপুল ব্যবহৃত

গ্রন্থাগারে ই-বই তৈরীর পদ্ধতি ঃ

গ্রন্থাগার তার নিজস্ব গুরুত্বপূর্ণ দুস্প্রাপ্য বই গুলিকে অতি সহজেই ই-বই এতে রূপান্তরিত করিতে পারে। একটি বই এর জন্য 80-90 MB হার্ড ডিস্কের প্রয়োজন এটা অবশ্যই বই এর পৃষ্ঠা সংখ্যার উপর নির্ভর করে।

উপকরণ ঃ

১। স্ক্যানিং এর জন্য সাধারণতঃ একটি 80 GB কম্পিউটার

২। সার্ভার (LINUX)

৩। স্ক্যানার (OS 5000)

৪। অপারেটিং সিস্টেম

৫। OCR সফটওয়ার

৬। ডেটাবেস ঃ- MSSQL, ORACLE ইত্যাদি

৭। মেটাডেটা (Dublin core)

৮। সার্চ ইঞ্জিন ঃ- Z39.50 ইত্যাদি

স্ক্যানিং ঃ

প্রথমে বইটিকে পরিস্কার করে প্রতিটি পাতা ধরে ধরে স্ক্যান করিতে হইবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে বইটি যাহাতে নষ্ট না হয়। স্ক্যান করিবার পর স্ক্যান ইমেজকে প্রকৃত বইয়ের সহিত্রের সমান করিয়া এবং যদি কোন শব্দের উপর দাগ থাকে তাকে যতটা সম্ভব তা পরিস্কার করিয়া স্ক্যান ফিক্সড করিতে হইবে।

ই-বই এর তথ্য তৈরী ঃ

স্ক্যান ফিক্সড করিবার পর প্রতিটি ইমেজ পাতাগুলিকে করিয়া OCR (Optical Character Recognisation) সফটওয়ার চলাইয়া ইমেজগুলিকে গ্রহনযোগ্য তথ্যে রূপান্তরিত করিতে হইবে। প্রয়োজন অনুসারে টেক্সটের জন্য .txt, .DOC, .rtf, .tif, HTML, ছবির জন্য .Pdf, .Jpg, .gif, অডিওর জন্য mp3, ram, rm ভিডিওর জন্য Mpeg, Mor ইত্যাদি ফাইল তৈরী করিতে হইবে।

ই-বই এর মেটাডেটা তৈরী ঃ

ই-বই এর ডেটাবেস তৈরী হইয়া যাইবার পর বইটির মেটাডেটা তৈরী করিতে হইবে। এই মেটাডেটা একটি নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম মেনে তৈরী করা হয়। এই মেটাডেটা আর কিছুই নয় এটি প্রকৃত ই-বই এর ডেটাবেসের উপর একটি আস্তরনের কাজ করে। এই মেটাডেটা তৈরীর বিভিন্ন ফরমাট আছে যেমনঃ- MARC 21, Dublin Care, এবং FRBR এর মধ্যে বর্তমানে Dublin Care মেটাডেটা সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং ব্যবহৃত।

Dublin Care এর যে Unqualified Subfield Delimeter আছে সেগুলি হল-Title, Creator, Subject, Description, Contributor, Publisher, Date, Type, Format, Identified Source, Language, Relation, Coverage, Rights.

ই-বই এর আপলোড ঃ

প্রকৃত বইটির ডেটাবেস এবং মেটাডেটা তৈরী হইয়া যাওয়ার পর ডেটা ফাইলগুলিকে CD, DVD বা সার্ভারে আপলোড করিতে হইবে। যেখান থেকে ই-বইটিকে ই-ফরমাটে পড়া যাইবে।

ই-বই এর লিঙ্ক আপ ঃ

ই-বই এর ডেটা ফাইল আপলোড হইবার পর, ঐ ডেটাবেসের সার্চ ইঞ্জিন তৈরী করিয়া গ্রন্থাগারের নিজস্ব ওয়েবসাইটের সঙ্গে লিঙ্ক আপ করিতে হইবে যাতে বহির্বিশ্বের সমস্ত ব্যবহারকারী তা ব্যবহার করিতে পারে।

বর্তমানে ফ্রী সফটওয়ার D-Space এবং Green Stone এর সাহায্যে অতি সহজেই 'ই-বই' বহির্বিশ্বে ব্যবহারের যোগ্য করিয়া তোলা যায়।

ই-বই এর সুবিধা ঃ

১। একটি ব্যবহারকারী মাধ্যমের সাহায্যে একাধিক ই-বই ব্যবহার করা যায়।

২। বিশ্বের যেকোন জায়গা থেকে যে কোন সময় ই-বই ব্যবহার করা যায়।

৩। ই-বই চুরি হওয়া, ক্ষতি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

৪। ই-বই প্রথাগত ও দূরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থায় যথেষ্ট সাহায্য করে।

৫। ই-বই এর মধ্যে কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে অতি সহজেই সার্চ করা যায়।

৬। ই-বই আধুনিক ব্যবহারকারীদের উৎসাহিত ও আনন্দিত করে।

৭। বিদেশী প্রকাশনার ক্ষেত্রে ই-বই অতি সহজেই গ্রন্থাগারে এসে পৌছায়।

৮। ব্যবহারকারী তার ইচ্ছেমত ই-বই এর আকৃতি, সাইজ পরিবর্তন করিতে পারে এবং প্রিন্ট করিতে পারে।

৯। ই-বই এর জন্য গ্রন্থাগারে স্থান সংকুলান জনিত সমস্যা অনেক কম।

১০। একটি ই-বই একাধিক ব্যবহারকারী একসঙ্গে ব্যবহার করিতে পারে।

ই-বই এর অসুবিধা ঃ

১। ই-বই তৈরি করার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রচুর ব্যয় সাপেক্ষ।

২। আমাদের দেশে ইন্টারনেটের গতি খুব কম যার ফলস্বরূপ অন লাইন ই-বই এর ক্ষেত্রে অসুবিধে তৈরী করে।

৩। ব্যবহারকারীর চোখের উপর চাপের সৃষ্টি হয়।

৪। ব্যবহারকারীকে কম্পুউটার স্বাক্ষর হইতে হইবে।

৫। ভিন্ন ভাষার ই-বই তৈরীর ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়।

৬। কম্পুউটার এবং গ্রন্থাগার উভয় বিষয়ে দক্ষ ব্যক্তির অভাব।

৭। ই-বই এর ক্ষেত্রে কপিরাইট একটি অন্যতম সমস্যা।

৮। পুরো ব্যবস্থাটাই যন্ত্র নির্ভর ফলে যান্ত্রিক গণ্ডগোল প্রধান অসুবিধার কারণ হইতে পারে।

উপসংহার :

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই পরিবর্তনশীল। গ্রন্থাগারেও আজ প্রিন্টিং বই এর জায়গায় এসেছে ইলেকট্রনিক বই। তবে ইলেকট্রনিক বই এর জন্য যে প্রিন্টিং বই এর মর্যাদা নষ্ট হইবে তা ভাবা ভুল। ইলেকট্রনিক বই বা প্রিন্টিং বই হোক গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের উদ্দেশ্য একই আছে ও থাকিবে। তাহা হইল ব্যবহারকারীকে সঠিক সময়ে সঠিক বই প্রদান করা। আজ আধুনিক যুগে ইলেকট্রনিকের প্রভাবে গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব আরো বাড়িয়ে তুলিয়াছে। আজ আমাদের দেশে যেখানে অধিকাংশ মানুষ নিরক্ষর সেখানে ই-বই এর কথা হয়তো অনেকের কাছে স্বপ্ন। তবুও ই-বই আসছে তাই আমাদের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের তার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখিবার জন্য ই-বই-এর ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি, নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি ইত্যাদি পরিচালনায় দক্ষ হইতে হইবে।

রেফারেন্স :

১। Anglo-American Cataloguing Rules. 2nd ed. 2002 rev. Chicago, ALA 2002.

২। Chowdhury, G. G. & Chowdhury Sudatta. Introduction to digital Libraries London, Facet Publishing, 2003.

৩। International Encyclopedia of Information and Library Science. 2nd ed. Ed. by John Feather and Paul Sturges. London : Routledge, 2003.

৪। www.ifla.org.

৫। www.loc.gov.

৬। www.oclc.org.

OUR PUBLIC LIBRARIES : Evaluation of the Public Library Services in W. B. [Report of the UGC Major Res. Proj] By: Prof. Dr. Amit Kumar Bandyopadhyay. 2008. Rs. 400/- Dedicated to Late Prof. Prabir Roychowdhury. Contact : amitkrb@yahoo.com, 09332027020(M) **Published by** Ruma Bandyopadhyay. F6, Tarabag, P.O. Rajbati, Burdwan, 713104, W.B.
Order your copy with the Publisher and avail 15% discount and free delivery.
[Also available: *"Bibliometrics with the help of computer". Same author, Price: Rs. 500/- Discount 20%.*]

KOLKATA INFORMATION DIRECTORY
Madhab Chandra Chatterjee.
Kolkata : Gyanpith Publication, 2008. Rs. 495/- only
Sales Counter :
ANANDA PRAKASHAN, K1/9 Marquis Square (Behind Mahajati Sadan),
Kolkata: 700007, Phone : 9433954587(M), 6451-1322

গ্রন্থাগার সংবাদ

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে (হীরাপুর, হাওড়া) ২৮ শে এপ্রিল ২০০৮ পাঠাগারের প্রাক্তন সভাপতি ও শিক্ষক পতিত পাবন পাত্রের ৩১তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। পতিত পাবন পাত্রের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন গ্রন্থাগারিক অশোককুমার দাস এবং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। অনুষ্ঠানটি সকলের উপস্থিতিতে সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক - অশোককুমার দাস

পল্লীশ্রী পাঠাগার, হীরাপুর, হাওড়া

পল্লীশ্রী পাঠাগারের উদ্যোগে (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে গত ২০ এপ্রিল ২০০৮ রবিবার পাঠাগার কক্ষে বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগের উদ্বোধন হয়। বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন শিক্ষক কালীপদ মন্ডল ও সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক গোবিন্দ চন্দ্র সাপুই।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন অনুমোদিত ১৫০০০.০০ টাকায় বই ও আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়। এই অনুদান পাওয়ার জন্য ফাউন্ডেশনকে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই।

বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগ সচল রাখার জন্য স্থানীয় বয়স্ক অধিবাসীদের পাঠাগারে আসার জন্য একান্তভাবে আহ্বান জানানো হয়। বয়স্ক অধিবাসীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক - অশোককুমার দাস

মেমারী মিলন সংঘ টাউন লাইব্রেরি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ২০০৮

বিগত বৎসরগুলির ন্যায় এবারও মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, মেমারি পৌরসভা ও পঃ বঃ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী, মেমারি শাখার সহায়তায় মেমারি নতুন বাসষ্ট্যাণ্ড সংলগ্ন 'একুশে উদ্যান' চত্বরে ২১শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করল। 'প্রভাতী অনুষ্ঠান' ও বিকেলে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান' — এই দুই পর্বে সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শ্রী প্রমল মজুমদার মহাশয়। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী নীলমাধব ওহ, গ্রন্থাগারের সভাপতি মহাদেব মাজি, জাতীয় শিক্ষক ডঃ শ্রী প্রফুল্ল কুমার পান ও মেমারি পৌরসভার উপ-পৌরপিতা মাননীয় শ্রী অভিজিৎ কোঙার মহাশয়। 'স্বজন হারানো ব্যথিত নয়নে' উদ্বোধনী সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়। পরে বিভিন্ন সমাজসেবী সংস্থা, ভ্রাতৃপ্রতিম অন্যান্য সংগঠনের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন। বিকাল ৫ টায় নতুন বাসষ্ট্যাণ্ডে প্রায় তিনশত মানুষের সমাগমে শুরু হয় বৈকালিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মাতৃভাষা ভিত্তিক গান, নৃত্যানুষ্ঠান, আবৃত্তি কোলাজ, শিশু শিল্পী কর্তৃক কবিতা আবৃত্তি এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুনভাবে সঞ্চালনা করেন গ্রন্থাগারের সম্পাদক ডঃ শ্যামল ভট্টাচার্য মহাশয়।

প্রতিবেদক - রূপনারায়ণ রায়

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি' ০৮ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার এক মনোজ্ঞ আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলেন। সভাপতি অমিয় নন্দীর প্রারম্ভিক ভাষণের পর হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা বুলবুলি ব্যানার্জী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষা বিষয়ে বলেন। ভাষার অসীম শক্তি মাতৃভাষা একটি জাতিকে, শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক কারণে ভাষা প্রাধান্য পেয়ে থাকে। তিনি আক্ষেপ করেন, 'কিম্বারন' এর আতিশয্যে বাঙালী আত্মনিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলছে। বাংলা ভাষার মর্য্যাদা রক্ষায় আদালতে ও সরকারী কাজকর্মে সর্বতোভাবে বাংলা চালু করা দরকার।

লেখিকা দীপালি দে সরকার পূর্বপাকিস্থানের ভাষা আন্দোলনের সাথে সাথে বরাক উপত্যকায় ভাষা শহীদদের আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, বাঙালীর আত্মোপলব্ধি করা দরকার। অভিভাবক ও মায়েদের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে ছেলে-মেয়েদের বাংলাভাষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করার।

কুমারী বর্ণালী ব্যানার্জীর সংগীত, কেয়া গাঙ্গুলীর ও অরুন্ধতী সেনগুপ্তর কবিতাপাঠ এবং ইলা শীলের আবৃত্তি অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল। সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সম্পাদক সুকুমার নন্দী।

এখানে উল্লেখযোগ্য, শহর গ্রন্থাগারের প্রাচীর পত্রিকা 'অনুভব' এর 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে মূল্যবান লেখা সহ একটি বিশেষ সংখ্যা অমিয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। সংখ্যাটির অলংকরণ করেন কিরণ্ময় দত্ত।

প্রতিবেদক - শ্রী অমিয়কুমার দত্ত

সবুজ গ্রন্থাগার, হাওড়া
গ্রন্থাগার দিবস ২০০৭

ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনে গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে প্রতিটি প্রদেশে একটি করে গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। তারই ফলশ্রুতিতে ১৯২৫ সালের ২০ শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গঠিত হয়। বাংলার মানুষের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার বাড়ানো ও মানুষকে আরো বেশী গ্রন্থপাঠ, তথ্য আহরণ ও চিত্তবিনোদন-ই এর মুখ্য লক্ষ্য এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতি বছর নানা কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে সমগ্র বাংলার গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। হাওড়া জেলার পাতিহাল গ্রামপঞ্চায়েত অধীন নিজ বলিয়া গ্রামে অবস্থিত ষাট বৎসর অতিক্রান্ত সবুজ গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ২০শে ডিসেঃ '০৭ গ্রন্থাগার প্রাঙ্গন হতে দুপুর ২-৩০ মিনিটে একটি বর্ণাঢ্য বই মিছিল বের হয়ে সমগ্র এলাকা প্রদক্ষিন করে। 'বই পড়ুন-বই পড়ান', 'গ্রন্থাগারে আসুন' 'ভূখা মানুষ ধরো বই-ওটা হাতিয়ার' 'গ্রন্থাগারে বই দান করুন' 'মানুষের জীবনে তিনটি প্রয়োজন বই-বই-আর বই' ইত্যাদি নানা ফেস্টুন, ব্যানার-এ সুসজ্জিত মিছিল স্লোগান সহযোগে অসংখ্য বইপ্রেমী মানুষ শিক্ষাব্রতী, স্থানীয় দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক এবং লাইব্রেরিতে মহিলা প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রের ছাত্রী এবং শিক্ষক সহ বহু সাধারণ মানুষ মিছিলে অংশ নেন। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন গ্রন্থাগারিক সৌমেন ব্যানার্জী, প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক বিমল কুমার মাইতি, গ্রন্থাগার সহায়ক সুশান্ত চ্যাটার্জী, শিক্ষক অরূপ পাল এবং গ্রন্থাগার সচিব বিকাশ ঘোষ মহাশয় প্রমুখ। মিছিল বিকাল ৪-৩০ নাগাদ আবার গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে ফিরে আসে। মিছিল শেষে এলাকার প্রধান কল্যান রায়চৌধুরী এবং অন্যান্য সদস্যগন ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এরপর গ্রন্থাগারের পক্ষ হতে মিছিলে অংশগ্রহনকারী সকল সদস্যকে সামান্য টিফিন বিতরণ করা হয়। এরপর গ্রন্থাগারের স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু হয়।

প্রতিবেদক - শ্রী সৌমেন ব্যানার্জী

গড় ভবানীপুর আর.পি.ইন্সটিটিউশন ওল্ড বয়েস ইউনিয়ন (গ্রামীণ) লাইব্রেরি, হাওড়া

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ (১০ই ফাল্গুন ১৪১৪ বঙ্গাব্দ) শনিবার বিকেল ৩.৩০ মিনিটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে পাঠাগারের আমূল সংস্কারকরণ এবং 'রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন' এর আর্থিক সহায়তায় পাঠাগারের নব রূপায়িত শিশু-কিশোর বিভাগ ও মহিলা এবং বরিষ্ঠ নাগরিক বিভাগের শুভ উদ্বোধন হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সম্মানীয় শ্রী করুনাসিন্ধু দাস মহাশয় ও প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন গ্রন্থাগারিক, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পশ্চিমবঙ্গ, শ্রী অভিজিৎ কুমার ভৌমিক মহাশয় এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করেন রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের উপ-অধিকর্ত্রী শ্রী বিশ্ববরন গুহ মহাশয়। এছাড়া শ্রী সরোজরঞ্জন কাঁড়ার, (প্রাক্তন বিধায়ক ও বিশিষ্ট সমাজসেবী) শিব প্রসাদ চক্রবর্তী (রাজা) সম্পাদক, প. ব. সা. গ্র. ক. সমিতি) অশোক কুমার দাস (রাজা) সহ-সভাপতি, প. ব. সা. গ্র. ক. সমিতি) অসিত কুমার রায় (জেলা সম্পাদক, প. ব. সা. গ্র. ক. সমিতি, হাওড়া) গোলাম আম্বিয়া কাজী, প্রধান, গড় ভবানীপুর সোনাতলা গ্রাম পঞ্চায়েত, মাল্যবান পোড়েল, প্রধান, ভবানীপুর বিধিচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রভৃতি বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পৌরহিত্য করেন পাঠাগারের কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রী কাশীনাথ চন্দ্র মহাশয়। অনুষ্ঠানে সুন্দর ২ খানি উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশিত হয়। পরিবেশন করেন পল্লবী চ্যাটার্জী, সৌমি পাঁজা, অন্তরা চ্যাটার্জী ও ওম্রা মন্ডল। অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিট হতে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমগ্র অনুষ্ঠানে পাঠাগার সদস্য ছাড়াও এলাকার বহু বিশিষ্ট্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক - শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়

দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার

কৃষ্ণদেবপুর, কালনা, বর্ধমান

দেবেন্দ্রনাথ সিকদারের স্মরণ সভা

গত ৬ই মার্চ, ২০০৮ বৃহস্পতিবার দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার-এ প্রথম থেকে যুক্ত দেবেন্দ্রনাথ সিকদার মহাশয়ের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয় পাঠাগারের দেশবন্ধু মঞ্চে। এই স্মরণ সভায় প্রথমে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এর পর তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার এর সভাপতি শ্রী শ্যামসুন্দর কুন্ডু মহাশয়। প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘের সভাপতি শ্রী কালীরঞ্জন মুখার্জী মহাশয়। স্মরণ সভায় উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্প স্তবক অর্পণ করেন। এরপর তাঁর স্মৃতি চারণা করেন দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী কালুরঞ্জন পাল চৌধুরী মহাশয়। দেবেন্দ্রনাথ সিকদার মহাশয়ের পুত্র শ্রী চন্দ্রশেখর সিকদার তাঁর পিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতি চারণা করেন। দেশবন্ধু স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগারের প্রবীণ নাগরিক বিভাগের আহ্বায়ক শ্রী শিবদাস ব্যানার্জী মহাশয় তাঁকে একজন নগন্য ব্যক্তি বলে অভিহিত করেন এবং তাঁর স্মৃতি চারণা করেন। এছাড়াও শ্রী শান্তি হালদার, শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ মন্ডল, শ্রী অশোক রায়, শ্রী নিখিল কুন্ডু মহোদয়গণ তাদের স্মৃতি চারণার মাধ্যমে তাঁর জীবনের কার্যকলাপের কথা এবং তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেন। এই স্মরণ সভায় প্রায় ৬০ জন ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষ্ণদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী সুবল চন্দ্র সেন মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন গ্রন্থাগারিক মহাশয়।

প্রতিবেদক - শ্রী স্বপন কুমার সেন

পরিষদ সংবাদ

অবসরপ্রাপ্ত এবং নবনিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বর্দ্ধনা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা শাখার (হাওড়া) উদ্যোগে গত ৮ই মার্চ ২০০৮ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার হলে সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত ৬ জন গ্রন্থাগার কর্মীর বিদায় সম্বর্দ্ধনা এবং নবনিযুক্ত ২০ জন গ্রন্থাগার কর্মীর নবীন বরণ অনুষ্ঠান হয়। ৬ জন অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মী হলেন নির্মল মন্ডল, রতনচন্দ্র মালিক, কিমলকুমার মাইতি, রণজিৎ কুমার সরকার, সেখ সাহাজাহান আলি ও শ্রীমতি আরতি দে। অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের মানপত্র, ফুলের বোকে, ঘড়ি, ছাতা ও মিষ্টান্ন প্যাকেট উপহার দেওয়া হয় এবং হাওড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরী এমপ্লয়ীজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের তরফে ১০০০.০০ টাকা দেওয়া হয়।

২০ জন নবনিযুক্ত গ্রন্থাগার কর্মীদের গোলাপ ফুল, কলম ও মিষ্টান্ন প্যাকেট দিয়ে নবীনবরণ করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কর্মী সমিতির জেলা সভাপতি জগদীশ সাপুই। সম্পাদক অসিতকুমার রায় বিদায় কর্মী ও নবনিযুক্ত কর্মীদের সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে সংগঠনের বর্তমান কর্মধারা সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কর্মী সমিতির অতীত ইতিহাস ও বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। সভায় অমিত কুমার পাল, অশোক কুমার দাস, কমলকান্তি দাস, সুবীরকুমার পাড়ুই, প্রান্তর ব্যানার্জী, স্বপন কুমার চন্দ উপস্থিত ছিলেন। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি সাফল্য লাভ করে।

প্রতিবেদক - শ্রী অশোক কুমার দাস

হাওড়া জেলা সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মীদের কর্মশালা

হাওড়া জেলা স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের উদ্যোগে হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার হলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা দপ্তর ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশানের অর্থানুকূলো হাওড়া জেলার সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান উন্নয়নে ১৫ই মার্চ ও ১৬ই মার্চ ২০০৮ দু'দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) মাননীয় শ্রী নরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং উদ্বোধন করেন রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক অভিজিৎ ভৌমিক। প্রধান অতিথি ছিলেন সহঃ গ্রন্থাগার অধিকর্তা দেবব্রত মাজা। বিশেষ অতিথি ছিলেন প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক দিলীপ রায়, প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ও হাওড়া জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মিলন ব্যানার্জী।

১৫ই মার্চ ২০০৮ হাওড়া সদর মহকুমার ৬১টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সম্পাদক, সভাপতি, সংগঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে উদ্বোধক মহাশয় বলেন যে, আমাদের রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকাঠামো উন্নত হলেও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ২½% মানুষ সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবা গ্রহণ করে থাকে। হাওড়া জেলায় ১৩৫টি পোষিত গ্রন্থাগার ও ৮০টি অপোষিত গ্রন্থাগারে পরিচালন সমিতি ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মানুষকে গ্রন্থাগারমুখী করার জন্য বিভিন্ন স্তরে তথ্য পরিবেশনা ও পুস্তক সম্ভারের মাধ্যমে শিক্ষা দান করে যেতে হবে। সহঃ গ্রন্থাগার অধিকর্তা বলেন যে, রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তর ও জেলা আধিকারিক দপ্তরের সাধারণ গ্রন্থাগারে উন্নত করার জন্য সবিস্তারে গঠন প্রণালী ও নিয়মাবলীর ব্যাখ্যা করেন। কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন যে, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এই রাজ্যে সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মীদের বেতন ও বই পত্রিকা-আসবাবপত্র সহ সবচেয়ে বেশী আর্থিক ব্যয় করে থাকে। ১৬ই মার্চ ২০০৮ হাওড়ার উলুবেড়িয়া মহকুমার ৭৪টি সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের সম্পাদক, সভাপতি, সংগঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা রাজ্যের তথা ভারতবর্ষের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, আমাদের রাজ্যে বর্তমান সরকার গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারের অগ্রগতি ও পরিসেবার মান উন্নয়ন সরার লক্ষ্যে প্রতি বৎসর নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে যাচ্ছে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশানের উপ-অধিকর্তা শ্রী বিশ্বরঞ্জন গুহ বলেন যে, গ্রন্থাগার সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার গুরুত্ব অপরিসীম। এজন্য গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য সংগঠক ও কর্মীদের সমন্বয়সাধন করে চলতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজস্ব প্রকল্প ও প্রতি রাজ্যের ম্যাচিং প্রকল্প সম্পর্কে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন। এই কর্মশালা সাফল্যমন্ডিত করার জন্য প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা শাখার সম্পাদক অসিতকুমার রায় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক কমলকান্তি দাস সর্বাতোভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন। উভয় দিনে স্বাগত ভাষণ দেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী তাপস কুমার মন্ডল এবং কর্মশালাটি পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অমিত কুমার পাল। হাওড়া জেলার গ্রন্থাগারের সংগঠক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের আলোচনায় অংশগ্রহন করার জন্য কর্মশালাটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক - শ্রী অশোক কুমার দাস

সাঁকরাইল ও পাঁচলা ব্লকের সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি হাওড়া জেলা শাখার (হাওড়া) উদ্যোগে গত ১২ই এপ্রিল ২০০৮ জয়নগর দেশবন্ধু পাঠাগারে সাঁকরাইল ও পাঁচলা ব্লকের সরকার পোষিত গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন গ্রন্থাগারিক সুব্রত নাগ চৌধুরী। স্বাগত ভাষণ দেন পাঠাগারের সম্পাদক তপন কুমার রায়। প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সহঃ সভাপতি অশোক কুমার দাস বলেন যে, সারা রাজ্যে কর্মী সমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যৌথভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলন সংগঠিত করে গ্রন্থাগার ও কর্মীদের সমস্যা সমাধানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। উভয় সংস্থার সদস্য হয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক অসিত কুমার রায় ও মহকুমা সম্পাদক কমলকান্তি দাস গ্রন্থাগার পরিসেবার মান উন্নয়নে সকল গ্রন্থাগার কর্মী ও সংগঠকদের যৌথভাবে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান। সভায় প্রবীণ প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন রায় উপস্থিত ছিলেন। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে সভাটি সর্বতোভাবে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়।

প্রতিবেদক - শ্রী অশোক কুমার দাস

গ্রন্থাগারিক কর্মশালা

পুরুলিয়া জেলা

P 31683

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশনের আর্থিক সাহায্যে ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ব্যবস্থাপনায় ও জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মহাশয়ের সহযোগিতায় গত ১০ই-১৫ই মার্চ পুরুলিয়া জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের কর্মশালা। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন আদিবাসীও লোকশিল্পী সংঘের রাজ্য সভাপতি নকুল মাহাতো মহাশয়। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মাননীয় অরুণ রায় ও মাননীয় পুলক কর মহাশয়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন, সমিতির জেলা সম্পাদক সতীশ মাহাতো সমিতির রাজ্য কমিটির সদস্য হেমন্ত গোস্বামী, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর শুরু হয় কর্মশালা। আলোচকগণ বিভিন্ন দিনে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন—গ্রন্থাগারে পুস্তক ও নথিপত্র সংরক্ষণ—অরুণ রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা; সাধারণ গ্রন্থাগারের হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা—পুলক কর, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলকাতা, সমাজ ও গ্রন্থাগার — নিখিল মুখার্জী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা সভাধিপতি তথা বিধায়ক; গ্রন্থাগারের নথিপত্র — সতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর মহকুমা গ্রন্থাগার; ব্যবহারিক বর্গীকরণ—সুনীল কুমার মুসিব গ্রন্থাগারিক, নিস্তারিণী মহাবিদ্যালয়; গ্রন্থাগার আইন ও ম্যানেজমেন্ট কলস—তপন কুমার বর্মন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, পুরুলিয়া; ব্যবহারিক সূচীকরণ—পরীক্ষিত মন্ডল, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগারের জনসংযোগ ও তথ্য সচেতনতা—রুদ্রেশ্বর মিশ্র, গ্রন্থাগারিক, মেদিনীপুর বি এড কলেজ, গ্রন্থাগার আন্দোলন ও নবসাক্ষরদের জন্য পরিসেবা—প্রবীর দে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা, রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের কর্মসূচী—দেবব্রত বিশ্বাস, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কলকাতা। সারা জেলা থেকে মোট ৬২ জন গ্রন্থাগারিক এই কর্মশালায় যোগদান করেছিলেন। ৩১ জন করে দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে এই কর্মশালা হয়েছিল। এই কর্মশালায় গ্রন্থাগারিকরা যোগদান করে আনন্দিত এবং উজ্জীবিত।

প্রতিবেদক - শ্রী মৃণাল কান্তি মন্ডল

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের যৌথ উদ্যোগে ৮ই মার্চ ২০০৮ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার হলে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস স্মরণে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তাপসকুমার মন্ডল। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক তপন কুমার সেন। সভার শুরুতে ২১ শে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গ্রন্থাগারিক কমল কান্তি দাস।

ডোমজুড় আজাদ হিন্দ যৌথ স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ অনির্বাণ রায়চৌধুরী বাংলা ভাষার ইতিহাস, আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সুদীর্ঘ প্রাণবন্ত ভাষণে উপস্থিত সকলের মনকে উজ্জীবিত ও প্রেরণাদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা বলেন যে, ভাষা আন্দোলনের মর্যাদা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ স্মরণে বাংলা ভাষাকে আরো উন্নততর করতে হবে। সভায় রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও রাজ্য সহ-সভাপতি অশোক কুমার দাস উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক অমিত কুমার পাল। সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার আন্দোলন তথা ভাষাপ্রেমীদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমন্ডিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জেলা সম্পাদক অসিতকুমার রায়।

প্রতিবেদক - শ্রী স্বপন কুমার সেন

জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণের গ্রন্থাগারকর্মীর সমবায় ঋনদান সমিতি লিমিটেডের ১৭-তম বার্ষিক সাধারণ সভা

জলপাইগুড়ি ২৩শে মার্চ : জলপাইগুড়ি জেলার গ্রন্থাগারকর্মীদের নিজস্ব সমবায় ঋনদান সমিতির ১৭-তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হলো ফালাকাটা সুভাষ পাঠাগার শহর গ্রন্থাগারের হল ঘরে।

সমিতির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন বোর্ড-অব-ডাইরেক্টর্সের সভাপতি শ্রী ভাস্কর গুহ মজুমদার। উদ্বোধনী ভাষনে পশ্চিমবঙ্গ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্রী বাদল চন্দ্র গুহ ঋনদান সমিতির বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য দিকগুলি তুলে ধরে কর্মীদের স্বার্থে আরো সবাইকে সমিতির সঙ্গে একাত্ম হতে আহ্বান জানান। নিম্নমধ্যবিত্ত আয় সম্পন্ন গ্রন্থাগারকর্মীদের একমাত্র আর্থিক ভরসা এই সমিতি। একে যাতে আরো সমৃদ্ধশালী করা যায় সে ব্যাপারে সবাইকে সচেষ্ট হতে বলেন। তিনি সভায় প্রস্তাব রাখেন সমবায় সমিতির মাধ্যমে জেলার ১১০-টি গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় খাতা-পত্র এবং অন্যান্য সরঞ্জাম সরবরাহ করতে। প্রায় একই বক্তব্য পেশ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক শ্রী তমাল দে। তিনি বলেন প্রয়োজনবোধে ঋনদান সমিতির মাধ্যমে জেলার সবকটি গ্রন্থাগারের হিসেব-নিকেষ, পরিগ্রহন খাতা লেখা সহ বিভিন্ন কাজগুলির মধ্যে যাতে সমতা বজায় থাকে সে ব্যাপারে প্রশিক্ষন দেওয়া বা সহযোগিতা করা হবে।

সভায় বিগত আর্থিক বৎসর ২০০৬-২০০৭-এর বিবরনী এবং ২০০৮-২০০৯-এর খসড়া বাজেট পেশ করেন সম্পাদক শ্রী দুলাল চক্রবর্ত্তী।

সম্পাদকীয় বিবরণীর উপর চারজন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। জবাবি ভাষনে সম্পাদক শ্রী দুলাল চক্রবর্ত্তী কর্মীদের মধ্যে থেকে উঠে আসা প্রস্তাবগুলি যেমন, গৃহঋনের পরিমানে বৃদ্ধি, আপৎকালিন ঋনের পরিমান বৃদ্ধি এবং পড়াশোনা, পুজোর সময়ে স্বল্পমেয়াদি ঋনের ব্যবস্থা ইত্যাদি সভায় অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড-অব-ডাইরেক্টর্সের কাছে পেশ করেন।

এরপরে পরবর্তী টার্মের জন্য ১২ জনের বিরুদ্ধে কোন নমিনেশন জমা না পড়ায় ঐ ১২ জনকেই নির্বাচিত বলে ঘোষনা করেন রিটার্নিং অফিসার শ্রী স্বপন সরকার। উল্লেখ্য পূর্ববর্তী বোর্ডের আয়ুকেই ছিল মেয়াদ শেষের শেষ সাধারণ সভা। সভায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল প্রায় দেড়শো জন।

প্রতিবেদক - শ্রী অসীমকুমার মৈত্র

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা কমিটির ডেপুটেশন

শিলিগুড়ি মহকুমার সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা দীর্ঘদিন দার্জিলিং লোকাল লাইব্রেরি অথোরিটির অধীনে পড়ে থাকায় এবং শিলিগুড়িতে তা স্থানান্তরিত না করায় কর্মীরা অসুস্থ হলে, পারিবারিক প্রয়োজনে এবং অবসর গ্রহনের পরও তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা তুলতে পারছিলেন না।

১৯৯৯ সাল থেকে এই অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছিল এবং কর্মীগণ এই অসুবিধা ভোগ করছিলেন। ইতিপূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি অনেক ডেপুটেশন ও আন্দোলনের সামিল হলেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি।

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার পরিষদের দার্জিলিং জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ১লা এপ্রিল, ২০০৮ তারিখে দার্জিলিং জেলা শাসক রাজেশ পান্ডের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। জেলা শাসক দার্জিলিং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারীক পুষ্প ছেত্রীকে এক মাসের মধ্যে শিলিগুড়িতে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা জমা করার নির্দেশ দেন। তিনি বাধ্য হয়ে সম্মতি জানান।

দার্জিলিং জেলা শাসকের দপ্তরে উপস্থিত হয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, দার্জিলিং জেলা কমিটির সভাপতি বীরেন চন্দ এবং জেলার গণ আন্দোলনের নেতা রমাশংকর প্রসাদ ও বি.এল.সুব্বা অংশগ্রহন করেন।

প্রতিবেদক - শ্রী স্বপন কুমার সেন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা সম্বলিত স্মারকলিপি

মাননীয়,
অধ্যাপক স্বপন কুমার প্রামানিক
উপাচার্য, বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়,
মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১১০২

মাননীয় মহাশয়,

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমরা আপনাকে শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যথোপযুক্ত হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করি।

১) বেসরকারী কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগের ক্ষেত্রে "নেট-সেট" উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে (স্মারক সংখ্যা - 89-Edn(CS)/6R-1/99 Kolkata 17.01.2001) নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুটে গ্রন্থাগারিকদের জন্য কোন লিভ রুলস্ না থাকার জন্য কলেজ গ্রন্থাগারিকরা লিভ এনক্যাশমেন্ট-এর সুযোগ পাচ্ছেন না তাই এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানাই।

২) গ্রন্থাগারিকদের পদোন্নতি এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সুনির্দিষ্ট রিফ্রেশার, ওরিয়েন্টেশান কোর্স সহ বৃত্তিমূলক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে যোগদান এবং পেশায় নিজেকে আরও উপযুক্ত করে তুলতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষকদের ন্যায় (স্টাডি লিভ, অন ডিউটি লিভ, ইত্যাদি) সবেতন ছুটি গ্রন্থাগারিকদের দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাই।

৩) প্রতিটি কলেজে অধ্যক্ষ বা টিচার-ইন-চার্জকে সভাপতি এবং গ্রন্থাগারিক/সহ-গ্রন্থাগারিককে সম্পাদক করে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রদের প্রতিনিধি নিয়ে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি গঠন করতে হবে।

৪) গ্রন্থাগার সহায়ক/গ্রন্থাগার করণিক পদে নিয়োগের ন্যূনতম যোগ্যতা—গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট কোর্স করার জন্য আবেদন জানাই।

৫) কলেজ গ্রন্থাগারিকদের মর্যাদা ও অবস্থানের বিষয়টি এখনও নির্ধারিত হয়নি। ফলে গ্রন্থাগারিকগণ এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে কাজকর্ম করছেন। যেহেতু গ্রন্থাগারিকগণ এখন নেট/সেটের মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছেন এবং ইউ.জি.সি অনুমোদিত পে-স্কেল পাচ্ছেন তাই গ্রন্থাগারিকদের কলেজ শিক্ষকদের অনুরূপ পদমর্যাদার পাশাপাশি নন-ভ্যাকেশনাল স্টাফ হিসাবে গণ্য করা হোক।

৬) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে যে সমস্ত গ্রন্থাগারিক / সহ-গ্রন্থাগারিকের পদগুলি শূন্য পড়ে আছে সেগুলি নিয়োগের জন্য অবিলম্বে কলেজ সার্ভিস কমিশনের দৃষ্টিগোচর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ জানাই।

৭) বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু Library Automation এর জন্য পূর্বের ন্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের পরিচালনায় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের জন্য ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা করতে হবে।

৮) সমস্ত ক্ষেত্রেই কলেজ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও সহ-গ্রন্থাগারিকের পদমর্যাদা ও সুযোগ সুবিধা যাতে একই রকম হয় তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

আশা করি উপরোক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ও নির্দেশ জারী করে আমাদের বাধিত করবেন।

শ্রদ্ধান্তে
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে

অধ্যাপক পীযূষ কান্তি জানা
সভাপতি

শ্রী মিলন সরকার
সম্পাদক

পুস্তক সমালোচনা

সূচীকরণ : কিছু নতুন ভাবনা / বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় — কলকাতা : প্রভা প্রকাশনী, ২০০৭
১৬, ১৭৫ (২) পৃ.; ২৩ সেমি. ISBN 81– 86964 – 85 – x : Rs. 150.00

অধ্যাপক বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় রচিত সূচীকরণ : কিছু নতুন ভাবনা ১৭টি প্রবন্ধের সংকলন। এই সকল প্রবন্ধের মধ্যে ১৪টি প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে সূচীকরণ বিষয়ের বিভিন্ন দিকের সমস্যা ও সমাধানের উপর রচনাগুলিকে একত্রিত করার প্রয়োজন ছিল। প্রতিটি প্রবন্ধই অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের গভীর গবেষণার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন সমস্যা ও তার দূরীকরণ করার উদ্দেশ্য নিয়েই এইসকল প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

সূচীকরণের বিভিন্ন দিক যেমন সিদ্ধান্ত সারণী (decision table) কী এবং তার প্রয়োজনীয়তাই বা কী; বাস্তবধর্মী সূচী (FACTS catalogue) এর প্রয়োজন কেন? সূচীকরণ কাজের বিভিন্ন ধাপগুলি কী? তার উদাহরণ সহযোগে আলোচনা; এ এ সি আর ২ আর কোডের সমালোচনামূলক উপস্থাপনা, যেমন এটি একটি অসম্পূর্ণ কোড কিনা অথবা এই কোডটি কতটি উদার; প্রধান সংলেখ (Main Entry) ও অতিরিক্ত সংলেখ (Added Entry) সম্পর্কে এক নতুন ধারণা সংযোজিত হয়েছে। অতিরিক্ত সংলেখ কী সত্যই অতিরিক্ত? বাংলা গ্রন্থসূচীকরণ ও বিবরণ ভিত্তিক বিকল্প প্রবেশ পথ (Description-based Alternative access point) পদ্ধতির সুবিধা ও প্রয়োজন; অবিচল আখ্যা (Uniform title) প্রস্তুত করার নিয়মাবলী এ এ সি আর ২ আর কোডে আছে কিন্তু সি সি সি কোডে নেই কেন? এ এ সি আর ২ আর এ অসরাসরি (Indirect) প্রবেশপথ তৈরী করা প্রসঙ্গে কী নিয়মাবলী আছে, ইত্যাদি। আলোচনা গুলি সূচীকরণে সম্পূর্ণ নতুন চিন্তাধারা। এর আগে এ বিষয়ে এরূপ আলোচনা হয়নি। স্মরণিকা (tracing) প্রস্তুত করার প্রয়োজন আছে কীনা; যদিও স্মরণিকা সংক্রান্ত কোনো নিয়ম এ এ সি আর কোডে নেই, তবে সংলেখে এটি কোথায় লেখা প্রয়োজন, কেন লেখা হয়, আদৌ প্রয়োজন আছে কী না, এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থসংখ্যা (Book number) নির্মাণ এই গ্রন্থে একটি অভিনব সংযোজন। প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থকারের নামের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণের ত্রুটি কোথায় তা উদাহরণ সহযোগে বোঝানো হয়েছে এবং কী করে উপযোগী গ্রন্থসংখ্যা নির্মাণ করা সম্ভব তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বাংলা পুঁথি সূচীকরণ পদ্ধতি উদাহরণ সহযোগে আলোচিত হয়েছে। এ এ সি আর ২ আর অনুযায়ী সংস্কৃত পুঁথি সূচীকরণ, মানচিত্র সূচীকরণের জটিলতা ও সেইসঙ্গে বিভিন্ন কোডের প্রচেষ্টা নিয়ে আলোচনা; দেখুন বিশ্লেষক সংলেখ (In-Analytical entry) প্রস্তুত করার প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে এই সংলেখ প্রস্তুত করতে হয়; সূচীকরণ ও বর্গীকরণ একের সঙ্গে অন্যের মিথোজীবী সম্পর্ক (Symbiotic relation) নিয়ে আলোচনা এই গ্রন্থের অন্যতম সম্পদ। বাংলা গ্রন্থ ও অগ্রন্থ সূচীকরণের ক্ষেত্রে সমস্যার সমাধানের দিক্ নির্দেশও কয়েকটি প্রবন্ধে দেখা যায়।

শুধুমাত্র তাত্ত্বিক কথা নয়, প্রায়োগিক সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধানের পথ দেখিয়েছে এই প্রবন্ধগুলি। যথেষ্ট উদাহরণ সহযোগে সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনা সকল প্রকার গ্রন্থাগারের সূচীকরণ সমস্যা অনেকাংশে দূর করবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। প্রবন্ধগুলি গ্রন্থকারের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রসূত এক নতুন সৃষ্টি। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় অধ্যাপনার পূর্বে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে দায়িত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন সূচীকরণ সমস্যা তিনি জেনেছিলেন এবং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে সহজ সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। তাঁর লিখিত প্রবন্ধের প্রতিটিতে সকল ছাত্রছাত্রী, গবেষক ও গ্রন্থাগারিক দৈনন্দিন সূচীকরণের যে কোনো জটিল সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা ও অনায়াস সমাধানের পথ খুঁজে পাবে।

গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ প্রাঞ্জল ভাষা। সহজ সরল সরস বাংলা ভাষা গ্রন্থটিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

বাংলা ভাষায় সূচীকরণের মত নিরস বিষয়কে উপস্থাপনের অন্যতম অন্তরায় পরিভাষা। এই গ্রন্থের শেষে ইংরেজী শব্দের বাংলা পরিভাষা ও বাংলা শব্দের ইংরেজী পরিভাষা দুটি পৃথক তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। পরিভাষাগুলি থেকে বোঝা যায় এগুলির মধ্যেও গ্রন্থকারের দীর্ঘ গবেষণা জড়িয়ে আছে। এই গ্রন্থটি গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান বিষয়ে এক মূল্যবান সংযোজন।

সমালোচক - রত্না বন্দ্যোপাধ্যায়

GRANTHAGAR

Vol 58 No 2 Editor : Goutam Goswami Asso Editor Joydeep Chanda May. 2008

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Gratitude to Late Nirmalendu Mukhopadhyay (Editorial) p.39

Nirmalendu Mukhopadhyay, former President of Bengal Library Association as well as former Editor of Granthagar and one of the pioneer of the library movement in West Bengal passed away on 5th April 2008. Discussed here late Mukhopadhyay's short biography as well as his some personal characteristics. At last mentioned his ability of writing as well as thinking about Granthagar and training course conducted by the Association and made an appeal to complete his serialized article 'Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association'.

Different editions of library classification schedules and college library–by Sarama Das p.40

Mentioned at the beginning different editions of Dewey Decimal classification and the use of its 19th edition in the college libraries in West Bengal. Discussed in details the treatment of mathematics class in 19th and 21st edition with examples. Mentioned also here the problems to be faced to classify micro subjects in mathematics by 19th edition as well as problems of scattering of same subjects from 19th to 21st edition of the same schedule. At last provided some useful means followed by the librarians to solve these problems

Career guidance section in district libraries : an experience– by Mridul Kumar Mitra. p.44

Discussed in details different aspects of career guidance section in district libraries such as its scope, type of books and periodicals to be procured, counceling and coaching, users, selection of resource persons, subjects of coaching, developments of skills to the library staffs associated this section and at last provided some suggestions for the betterment of this section.

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association–by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.47

In this part of the serialized article the author tried to describe some of the important events in the history of library movement in Bengal in 1966 such as appointment of new

director for the USIS. Calcutta: inauguration of children section at West Bengal State Central Library: govt. plans on development of libraries in West Bengal; reunion of DLIS, Jadavpur University; 4th Five Year Plan and Liabraries etc.

In memory of late Prabir Roychaudhury : a poem – by Anil Dan p.50

Errata p.43

Library News p.51-52

1. Celebration of 57th foundation day of Nabadwip Adarsha Pathagar, Nadia on 30th March 2008. Reported by Khagendrabijoy.

2. Organization of 5 day workshop on Decision table by the Central Library of Burdwan Universsity between 18-22nd February 2008. Reported by Kanchan Kamila.

3. Celebration of Library Day organised by Tarun Samiti Pathagar, Nadia on 29th December 2007. Reported by Kanchan Kamila.

Nirmalendu Mukhopadhyay Memorial Meeting. p.53

Former President of Bengal Library Association Nirmalendu Mukhopadhyay passed away on 5th April 2008. In memory of him a condolence meeting was held on 20th April 2008 at the Association building. Different personnels closed to him reminisced his work. President of the Association presided over the meeting. Reported by Sudip Roy.

Association news p.54-56

1. Organization of workshop on problems of college librarian under Burdwan District Committee of BLA on 23rd February 2008. Reported by Swapan Kumar Ghosh.

2. Organization of Library Day on 20th January 2008 by the Malda District Committee of BLA. Reported by Pulak Roy.

3. Organization of condolence meeting in memory of late Prabir Roychaudhury jointly by the District Committees of BLA and WBPLEA, Midnapur (West) and DLIS as well as central Library, Vidyasagar University on 13th October 2007. Reported by Milan Sarkar.

4. Organization of Library Day on 11th January 2008 jointly by the District Committees of BLA and WBPLEA, Midnapur (West). Reported by Milan Sarkar.

Government Order p.57

On procedure for election of the members of the managing committees of the Govt. Sponsored Libraries under the Control of the Directorate of Library Services, West Bengal.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। **গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না।** পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পুস্তকাদির মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :**

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।**

iii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iv) **রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।**

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।**

৬. **গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল এবং সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে।** পত্রিকায় স্থান ভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না।** এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. **গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।**

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No. : SSRM Kol RMS WB/WP-063/2007-08
Licence No. : WP & PMSSRM-KOL.RMS/PWP-83 ; PWP-
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd. No. : R N 3574/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 3 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda June. 2008

CONTENTS

Page

Syllabus change in cert. in Library Science Course at CU (*Editorial*) 75

49th Bengal Library Conference – Proceedings 76

Parthasarathi Mondal 80
Role of School Library & its different problems

Obituary 81

Debabrata Roy 82
Library of Museum & Gallery of Burdwan University-A Survey

Ramaprasad Majumder 86
Electronic Book : Mode of formation

LIBRARY NEWS 88

ASSOCIATION NEWS 91

BOOK REVIEW 96

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 2) 97

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 **C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 2284-8265.** *Editor* : **Goutam Goswami**

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ শ্রাবণ, ১৪১৫

সূচীপত্র

Gift 06.08.08

	পৃষ্ঠা
গ্রন্থাগার পরিসেবা (সম্পাদকীয়)	১০৩
সুবল কুমার বারুই মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনার কয়েকটি দিক	১০৪
সুকুমার খামরই রবীন্দ্র চিন্তায় লাইব্রেরি, আমাদের ভাবনায় রাজনৈতিক দল ঃ একটি সম্ভাব্য আলোচনা	১০৭
জয়দীপ চন্দ বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল ঃ একটি সূচীকরণগত সমস্যা	১০৯
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	১১৬
গ্রন্থাগার সংবাদ	১২২
পরিষদ সংবাদ	১২৬
সরকারি আদেশনামা	১২৮
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 3)	১২৯

C.R. AVENUE

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রকাশনা

এখন পাওয়া যাচ্ছে

- **বিমল কুমার দত্ত**
  রবীন্দ্র সাহিত্যে গ্রন্থাগার, ১৯৮২
  মূল্য : ১৫.০০ টাকা
- **রামকৃষ্ণ সাহা সম্পাদিত**
  রবীন্দ্রনাথ ও গ্রন্থাগার। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২০.০০ টাকা।
- **ডঃ অমিতা গুহঠাকুরতা**
  গ্রন্থ বর্গীকরণ, ২য় সং : ১৯৯৭
  মূল্য : ৬৫.০০ টাকা।
- **বিমল কান্তি সেন, সত্যব্রত রায় ও অশোক পোদ্দার**
  গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিভাষা কোষ
  ইংরেজী-বাংলা। ১৯৮৮।
  মূল্য : ২৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  ১৯০০-১৯১৪ : ১৯৯০
  মূল্য : ৫৫.০০ টাকা
- **গীতা চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত**
  বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী
  মূল্য : ২০০.০০ টাকা
  ১৯১৫-১৯৩০। ১৯৯৪।
- **The Marquis Curzon of Dedleston, K.G.**
  The Victoria Memorial, 1st Indian reprint 1991 Rs. 10.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Research methodology, 1993.
  Rs 125.00
- **Ohdedar, A.K.**
  Book classification. 1994.
  Rs 200.00
- **Bengal Library Association**
  Phanibhusan Roy Commemorative volume 1998. Rs. 200.00
- **Saha, R. K. ed.**
  Library movement in India. 1989.
  Rs. 125.00
- **Bengal Library Association.**
  Revision of pay and allowances rules, 1998 relating to the employees of the libraries sponsored by Mass Education Extention Dept. 1998. Rs. 12.00

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

১. **'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সম্মিলিত সূচী** • ১৩৫৮-১৪০৭ • সঙ্কলক : অসিতাভ দাশ • সহযোগিতায় : গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায় (ঘোষ) • মূল্য : ২০০.০০

২. **বাংলা সাময়িক পত্রিকাপঞ্জী** • ১৯৩১-১৯৪৭ সঙ্কলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় • মূল্য : ৩০০.০০

৩. **সূচীকরণ** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • সম্পাদনা : প্রবীর রায় চৌধুরী • মূল্য : ৩০০.০০

৪. **প্রমীল চন্দ্র বসু প্রণীত গ্রন্থকার নামা** • ২য় সংস্করণ (সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত) • দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০০৪ • অলকা সরকার ও ভোমরা চট্টোপাধ্যায় (ধর) • মূল্য : ১২৫ টাকা

৫. **Memorandum of Bengal Library Association** • Rs. 10.00

৬. **বিষয় শিরোনাম গঠন পদ্ধতি : দর্শন, সাহিত্য, শিল্পকলা** • রত্না বন্দ্যোপাধ্যায় • মূল্য : ১২৫.০০

৭. **'প্রবাসী'র সম্মিলিত সূচি (১৩০৮-১৩৩৩ বঙ্গাব্দ)** • সংকলক : গীতা চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতি মিত্র • মূল্য : ৩০০.০০ • (পরিবেষক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি ১৩৪ সি আই টি স্কীম ৫২, কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫ ৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৪ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ শ্রাবণ , ১৪১৫

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পরিসেবা

বেশ কিছুদিন ধরে গ্রন্থাগার পরিসেবা নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে। বর্তমানে এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যাচ্ছে। অনেকেই হয়তো অবগত আছেন বিভিন্ন মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও তার পরিসেবার মান নিয়ে আলোচনা চলছে। যদিও বিভিন্ন মিটিং-এ, সেমিনারে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে মত বিনিময় চলছে। কিন্তু তবু যেন মনে হচ্ছে এনিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করার সময় এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গে যেসব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে পরিসেবা দেওয়া হয় তার মধ্যে পরে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার, কলেজ/মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার; বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং সর্বসাধারণের জন্য সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সরকারি গ্রন্থাগার এবং বেশ কিছু বেসরকারি গ্রন্থাগার।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে পরিসেবার মান অনেকটাই নির্ভর করে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের উপর। বিদ্যালয় ক্ষেত্রে পরিসেবা যে সকল জিনিসের উপর নির্ভরশীল যেমন বই ও পত্রপত্রিকা ক্রয় করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমান অনুদান, ইত্যাদি। পরিষদ কয়দিন ধরে এই নিয়ে আন্দোলন করে আসছে কিন্তু এখনও পর্যন্ত এর সুষ্ঠু সমাধান করে উঠতে পারা যায়নি। যদিও বা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বা কিছু জায়গায় এর ব্যবস্থা আছে এবং গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট ঘরের ব্যবস্থা আছে কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবহারের জন্য ছাত্রদের কোন নির্দিষ্ট সময় / পিরিয়ডের ব্যবস্থা করা যায়নি। এখনও পর্যন্ত সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার / গ্রন্থাগারিকের ব্যবস্থা করা যায়নি। পরিষদের আন্দোলনের ফল হিসাবে কথা হয়েছিল পরবর্তী পর্যায়ে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু তার ব্যবস্থা করা যায়নি। অনেক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে ক্লাস নেওয়া হয়। কিন্তু তবুও যে সকল ক্ষেত্রে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার আছে, সে সকল ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে আসতে হবে কিভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিসেবার মান বাড়ানো যায় যাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ-এর প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পারে।

কলেজ/মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের কিছু সমস্যা নিয়ে পরিষদ আন্দোলন করছে এবং তার কিছু ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে কিন্তু এখনও অনেক সমস্যা আছে। যেমন কর্মী সমস্যা। বহু কলেজ গ্রন্থাগার আছে যার কোন গ্রন্থাগারিক নেই। কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় অধিকাংশ কলেজ কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজনীয়তার কথা সার্ভিস কমিশনের কাছে জানান নি। আবার অনেক কলেজ গ্রন্থাগারে আংশিক সময়ের কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা করছে। এতে পরিসেবার মান ক্ষুন্ন হচ্ছে। তবু আমাদের সতর্ক হতে হবে। যাতে এই সীমিত অবস্থার মধ্যে থেকে পরিসেবার মানের অবনতি না হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে একই সতর্কবাণী আমাদের অবলম্বন করতে হবে।

সবশেষে সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, যে সাধারণ মানুষের জন্য এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তাদের সঙ্গে নিয়ে চলতে গেলে অবশ্যই পরিসেবার মান এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে প্রত্যেকে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য যদি পাঠককে সরবরাহ করা যায়, তবেই পাঠক গ্রন্থাগারে আসবে এবং তার সমৃদ্ধি কামনা করবে। পরিসেবার মান উন্নয়নের জন্য কয়েকটি জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্যরা এবং জেলা গ্রন্থাগার কৃত্যক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করেছে। বিভিন্ন জেলায় রিফ্রেসার কোর্স পরিষদ ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরির ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিসেবার মানের উন্নতি করতে এইসব প্রয়াস যাতে ব্যর্থ না হয় তার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পরিশেষে একটা কথাই বলা যেতে পারে, যে জনগণের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগের মাধ্যম হল পরিসেবা। সেটা যদি সঠিক ভাবে না দেওয়া যায় তবে আমরা জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব এবং গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা ও সম্ভাবনার কয়েকটি দিক

সুবল কুমার বারুই
(সহকারী গ্রন্থাগারিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

সার : মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার হল মহাবিদ্যালয়ের প্রাণকেন্দ্র, আর এই প্রাণকেন্দ্র সুগঠিত, সুসজ্জিত ও সুপরিচালিত হয় তিনটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় দ্বারা। যথা অর্থ (Finance), গ্রন্থাগার কর্মী (Library Staff) ও গ্রন্থাগার ভবন (Library Building)। এই তিনটি বিষয় যথাযথ না পাওয়া গেলে প্রাণকেন্দ্রের কাজ বিঘ্নিত হয় ও বিবিধ সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই এই সমস্যাগুলিকে সরকার ও কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ তুলে ধরতে পারলে অনেকটা সমাধানের পথ পাওয়া যাবে।

ভূমিকা :

মহাবিদ্যালয় হল উচ্চশিক্ষার প্রবেশপথ তথা উচ্চশিক্ষার জগতে প্রবেশের প্রথম ধাপ। এরপরেই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান। আমাদের দেশে শতকরা ৭-১০ শতাংশ ছেলেমেয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রছাত্রীদের স্কুল বা কলেজে পড়াশোনা সংক্রান্ত যে কয়েকটি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তারমধ্যে একটি অন্যতম সুবিধা হল গ্রন্থাগার পরিসেবা। আমাদের দেশে স্কুল বা হাইস্কুলে গ্রন্থাগার প্রায় নেই বললেই চলে। বলা যায় বর্তমানে সরকারি প্রচেষ্টায় স্কুলগুলিতে গ্রন্থাগার পরিসেবা শুরু হতে চলেছে। কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ে এসে ছাত্রছাত্রীর প্রথম পরিচয় গড়ে ওঠে গ্রন্থাগারের সঙ্গে। এই পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্রছাত্রীদের বই পাওয়া বা না পাওয়া, এবং গ্রন্থাগার পরিসেবার বিভিন্ন দিকগুলি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভালো বা গুণগত পরিসেবা ছাত্রছাত্রীদের আকৃষ্ট করে এবং গ্রন্থাগার জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও গুণগত পরিসেবা দিতে গেলে যে তিনটি বিষয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হয়, তাহল ৩-পি

১। গ্রন্থ সংগ্রহ (Procure)

২। গ্রন্থ পাঠোপযোগী করে তোলা (Process)

৩। গ্রন্থ সংরক্ষণ (Preserve)

উপরোক্ত তিনটি বিষয়কে সুচারু রূপে পরিচালনা করতে গেলে একান্ত জরুরী বিষয়গুলি হল—

১। অর্থ

২। গ্রন্থাগার কর্মী

৩। গ্রন্থাগার ভবন

এই তিনটি বিষয় যথাযথ পরিমাণে না পেলে উৎকৃষ্ট মানের পরিসেবা দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায় বা এক কথায় বিঘ্নিত হয়। মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার পরিসেবার সমস্যা শুরু হয় এখান থেকেই। সংক্ষেপে সমস্যাগুলিকে পরপর আলোচনা করে সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা করা হল।

সমস্যা :

১। **অর্থ :** যে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় বিষয়। অর্থকে বাদ দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না চলা সম্ভব নয়। অনুরূপ ভাবে আর্থিক সংস্থান ঠিক মত পাওয়া না গেলে সুষ্ঠুভাবে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। গ্রন্থাগার তার ব্যবহারকারীকে গুণগত পরিসেবা দিতে গেলে চাই প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সঙ্গে আর্থিক পরিকল্পনা। এই আর্থিক পরিকল্পনার যে বিরাট ভূমিকা রয়েছে তা ডঃ এস আর রঙ্গনাথন তাঁর দ্বিতীয় সূত্র আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন—"...a necessary factor for the maintenance of a library system, which can render satisfactory book-service to every member of a community, is finance"। সাধারণ ছাত্রছাত্রী চায় পরিসেবা। এই পরিসেবা দিতে গেলে দরকার প্রয়োজনীয় অর্থ, আর এই অর্থ ছাড়া একধাপও এগোন সম্ভব নয়।

মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে অর্থের উৎস (Sources of Finance) :—

(ক) গ্রন্থাগারের চাঁদা

(খ) জরিমানা বাবদ প্রাপ্ত অর্থ

(গ) ব্যক্তিগত অনুদান

(ঘ) রাজ্য সরকারি অনুদান

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের অনুদান

নিচে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারের অর্থের উৎসগুলিকে সংক্ষেপে পরপর আলোচনা করা হল :

(ক) গ্রন্থাগারের চাঁদা : মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী বলতে বোঝায় ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী। মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের অন্যান্যদের পড়াশোনার সুযোগ খুব একটা নেই বললেই চলে। অর্থাৎ কলেজের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা যা তা থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা গ্রন্থাগার তহবিলে জমা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই টাকার উপর নির্ভর করে কোন আর্থিক পরিকল্পনা করা যায় না, কারণ টাকার পরিমাণ খুবই সামান্য।

(খ) জরিমানা : কোন কোন মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারে এই জরিমানা দিনপ্রতি ২৫, ৫০ পয়সা অথবা খুব বেশি হলে ১ টাকা। স্বাভাবিক ভাবে এই টাকার উপর ভরসা করা যায় না।

(গ) ব্যক্তিগত অনুদান : আগেকার দিনে এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি চলত কিছু কিছু জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্যে। বর্তমানে এই আর্থিক সহায়তা খুব একটা পাওয়া যায় না, বলাই ভালো।

এই প্রসঙ্গে বলা রাখা ভালো বর্তমানে কিছু কিছু রাজ্য ও লোকসভার সদস্য (MLA & MP) তাঁদের Local Area Development Fund থেকে কিছু কিছু টাকা স্থানীয় স্কুল কলেজের উন্নয়নের জন্য দিচ্ছেন। এই রকম আর্থিক সহায়তা পরিসেবার মানকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে তুলবে।

(ঘ) রাজ্য সরকারী অনুদান : রাজ্য সরকার প্রতি আর্থিক বছরে সরকারী কলেজগুলিকে আর্থিক অনুদান দেয়। কিন্তু সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত (Aided College) কলেজগুলি প্রতি বছর তা পায় না, ফলে আর্থিক কষ্টের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। গুণগত পরিসেবার কথা বাদ দিলাম সাধারণ পরিসেবাই অসম্ভব হয়ে পড়ে।

(ঙ) ইউ জি সি অনুদান : প্রতি পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকার ইউ জি সির মাধ্যমে কলেজগুলিকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে, এই অনুদান কলেজ ভবন, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে এই অনুদান থেকে গ্রন্থাগারের বই, পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা হয়। কিন্তু পাঁচ বছরের জন্য টাকার পরিমাণ অতি সামান্য। তাই ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক, গবেষকদের চাহিদা বা প্রয়োজন মত বই, পত্র-পত্রিকা ক্রয় করা যায় না, ফলে সাধারণ পরিসেবা বিঘ্নিত হয়।

সমাধান : এই সমস্যা থেকে খানিকটা মুক্তি পেতে গেলে প্রয়োজনে কলেজগুলিকে ছাত্রছাত্রীদের সদস্য চাঁদা ও জরিমানার পরিমাণ বাড়ানোর চিন্তা ভাবনা করতে হবে। এখনো এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান করতে চান তাঁদের কাছে আবেদন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বলছেন কলেজগুলিকে Resource Generate করতে হবে। অর্থাৎ কলেজের বর্তমানে যা সম্পদ আছে তার যথাযথ ব্যবহার করে সেই উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে খানিকটা হলেও আর্থিক সাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় দু-একটি সেলফ-ফিনান্স পাঠক্রম (Self-finance Cource) চালু করে, কলেজের যদি প্রেক্ষাগৃহ (Auditorium) অথবা খেলার মাঠ থাকে তাকে সামাজিক কাজে ভাড়া দিয়ে কিছুটা আর্থিক উন্নতি নিজেদের করতে হবে। অনেক কলেজ বর্তমানে দূর শিক্ষা কার্যক্রমের (Distance Education Centre) কেন্দ্র হিসাবে কাজ করছে। এর ফলে আর্থিক লাভ হয় সঙ্গে সঙ্গে অন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

২। গ্রন্থাগার কর্মী : গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের প্রতিটি সূত্র ধরে যদি আমরা আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে প্রতিটি কাজের পেছনে গ্রন্থাগার কর্মীর বিরাট অবদান রয়েছে। গ্রন্থ সামগ্রীকে গ্রন্থাগারকর্মী পাঠকের পাঠযোগ্য করে তোলার পেছনে, প্রতিটি ব্যবহারকারীকে তাঁর পঠন পাঠন সামগ্রী পাওয়ার লক্ষ্যে, এবং প্রতিটি গ্রন্থকে তার পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের অবদান অনস্বীকার্য। রঙ্গনাথন মনে করতেন যে গ্রন্থাগার হল গ্রন্থ, পাঠক, এবং কর্মীর একটি ত্রিত্ব—'Trinity of books, readers, and staff'। যে কোন গ্রন্থাগারই গ্রন্থাগার হিসাবে বিবেচিত হবে যদি তারমধ্যে এই ত্রিত্ব - অর্থাৎ গ্রন্থ, পাঠক ও কর্মীর সমন্বয় হয়। চতুর্থ সূত্রে রঙ্গনাথন শুধুমাত্র পাঠকের সময় সাশ্রয়ের কথা ভাবেন নি, গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সময়ের যে মূল্য আছে তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। সর্বোপরি পাঠকদের সময়ের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে গ্রন্থাগার কর্মীদেরকেই। প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থাগারে উৎসাহী ও প্রশিক্ষিত কর্মীই গ্রন্থাগারের প্রাণ বললে ভুল হয় না।

সমস্যা : বর্তমানে অধিকাংশ মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির এমন অবস্থা যেখানে একজন বা মাত্র দু জন গ্রন্থাগার কর্মী দিয়ে গ্রন্থাগার পরিচালিত হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ওঁদের বৃত্তিমূলক যোগ্যতা বা থাকে না। ফলে সমস্ত রকম টেকনিক্যাল কাজকর্ম সব গ্রন্থাগারিককেই করতে হয়। ফলে ছাত্রছাত্রী বা ব্যবহারকারীরা ঠিক সময়ে তাদের পাঠ্য বই পায় না এবং প্রয়োজনীয় সেবা থেকে বঞ্চিত হয়।

সমাধান ঃ এই সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় সরকার গ্রন্থাগার করণিক পদে যে পদগুলি পূরণ করেন তার বাঞ্ছনীয় যোগ্যতা হওয়া উচিৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি। এখনো পর্যন্ত এই পদে কোন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি লাগে না। উপোরক্ত যোগ্যতা বাঞ্ছনীয় হলে খানিকটা সমস্যার সমাধান হবে। করণিক পদ ছাড়া অন্যান্য পদগুলির ক্ষেত্রে কয়েক দিনের বৃত্তি সংক্রান্ত ট্রেনিং বা ওয়ার্কশপ হলে প্রচুর গ্রন্থাগার কর্মী উপকৃত হবেন, উৎসাহ পাবেন এবং গ্রন্থাগার তার মূল লক্ষ্যে পৌছাতে পারবে।

৩। **গ্রন্থাগার ভবন ঃ** মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ভবনগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় কোন সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই গড়ে উঠেছে। বেশিরভাগ কলেজেরই আলাদা কোন গ্রন্থাগার ভবন নেই। গ্রন্থগারগুলি এমন কয়েকটি ঘর নিয়ে গড়ে ওঠে যেখানে আলো, হাওয়া ঠিকমত পৌছায় না। মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কোথায় হওয়া উচিৎ তা নিয়ে কর্তৃপক্ষ ভাবেন না। এই প্রসঙ্গে একটা কথা না বলে পারছি না - তাহলে গত বছর একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় তাঁদের বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য একটি ঘর নির্বাচন করেছেন যে ঘরটার আয়তন ১০ফুট/৫ফুট এবং একটি করে দরজা ও জানালা, এই রকম একটিমাত্র ঘর নিয়ে গড়ে উঠছে গ্রন্থগার।

সমস্যা ঃ বিশেষ করে লক্ষ্য করার মত কলকাতা বা শহরতলীর যে কলেজগুলিতে একটি ভবনে দুটি অথবা তিনটি কলেজের পঠন পাঠন পরিচালিত হয় সেখানকার গ্রন্থগারের অবস্থা আরো খারাপ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় গ্রন্থাগারের স্টাক রুম (Stack Room) কমন অর্থাৎ একই ঘরে দুটি বা তিনটি কলেজের বই রাখা আছে পৃথক পৃথক আলমারিতে। এমন বেশ কয়েকটি কলেজের এমন কি পাঠগৃহ (Reading Room) শেয়ার করতে হয় সকাল বা সান্ধ্য কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে। যেখানে একই ভবনে দুটি বা তার বেশি কলেজ পরিচালিত হয় তাদের পরস্পারের সম্পর্ক যদি ভালো না হয় সে সমস্যা আরো অবর্ণনীয়।

সমাধান: জায়গার অভাবে পৃথক ভবন তৈরি করা সম্ভব হয় না বলে গ্রন্থাগার পরিকল্পনার দিকটি স্থান পায় না। ফলে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও পরিসেবার দিকটা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সর্বোপরি সরকার কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষাকর্মীদের গ্রন্থাগার মনস্কতা। পঠন পাঠন একই ভবনে হলেও গ্রন্থাগার একেবারে পৃথক জায়গায় হওয়া উচিৎ।

উপসংহার ঃ অর্থ, গ্রন্থাগার কর্মী ও গ্রন্থাগার ভবন এই তিনটি বিষয় সঠিক পরিমাণে না পেলে উৎকৃষ্ট মানের পরিসেবা দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। গ্রন্থাগারের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে একে অপরকে ছাড়া চলতে পারে না। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষকে গ্রন্থাগার মনস্ক হয়ে সমস্যাগুলিকে যত্ন সহকারে সরকারের কাছে তুলে ধরতে হবে। উক্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে দেখলে তাহলে সমস্যার সমাধান হবে তাড়াতাড়ি। সর্বোপরি গ্রন্থাগারিক কর্তৃপক্ষের কাছে সমস্যাগুলিকে যত শীঘ্র সম্ভব তুলে ধরে সমাধানের পথ প্রশস্ত করবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: এই প্রবন্ধ রচনার জন্য সব রকমের সাহায্য পারমিতা রায় করেছেন, এজন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

তথ্যসূত্র:

১। অর্জুন দাশগুপ্ত. গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র. কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০২

২। Ranganathan (S.R.). Five laws of library science. Bangalore : Sarada Ranganathan Endowment for Library Science, 1957 (rep. 1988).

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, দে'জ, নবা উদ্যোগ, প্রত্যেকিত, উমা, বোলা, জ্যাম্প, রাজা, পাতিরাম ·

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি চলতী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৪০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, ওয়ালীউল্লাহ্, আবু ইসহাক,শহিদুল জহির, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিচারণ সাক্ষাৎকার ইত্যাদি মূল্যবান। দাম ১০০টাকা।

রবীন্দ্র চিন্তায় লাইব্রেরি, আমাদের ভাবনায় রাজনৈতিক দল ঃ একটি সম্ভাব্য আলোচনা

সুকুমার খামরাই

বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারে রবীন্দ্রনাথ এমনই একজন ব্যক্তি, যিনি অনেক বিষয়েই তাঁর সুচিন্তিত ও সুদূরপ্রসারী বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কি সাহিত্যে, কি অঙ্কনে, কি স্বাধীনতার লড়াইয়ে নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়ানো - সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন আমাদের গর্ব। তাঁর অজস্র রচনার অংশ থেকে মাত্র দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে নিয়ে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক্ষেত্রেও তিনি সবার উপরে, যা এত বছর পরেও কত সত্য। শুধু সত্যই নয়, কি সুন্দর ভাবে মিলে যাচ্ছে তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী। লাইব্রেরিয়ান হিসাবে লাইব্রেরির দৃষ্টিকোণ থেকেই রবীন্দ্র চিন্তায় লাইব্রেরি এবং তাঁরই ভাবনাকে অনুসরণ করে রাজনীতির দিকটি আলোকপাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লাইব্রেরি সম্বন্ধে বলেছেন যে, "অধিকাংশ লাইব্রেরিই সংগ্রহবাতিকগ্রস্ত। তার বারো আনা বই প্রায়ই ব্যবহারে লাগে না, ব্যবহারযোগ্য অন্য চার আনা বইকে এই অতিস্ফীত গ্রন্থপুঞ্জ কোণঠাসা করে রাখে। যার অনেক টাকা আমাদের দেশে, তাকে বড়োমানুষ বলে; অর্থাৎ মনুষ্যত্বের আদর্শ বিষয় নিয়ে, আশয় নিয়ে নয়। প্রায় সেই একই কারণে বড়ো লাইব্রেরির গর্ব অনেকখানিই তার গ্রন্থসংখ্যার উপরে। সেই গ্রন্থগুলিকে ব্যবহারের সুযোগ-দানের উপরই তার গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আপন অহঙ্কার-তৃপ্তির জন্য সেটা অত্যাবশ্যক নয়। ক্রোড়পতি সভায় উপস্থিত হলে সসম্ভ্রমে আমরা আসন ছেড়ে তার অভ্যর্থনা করি। এই সম্মান লাভের জন্য ধনীর বদান্যতার প্রয়োজন নেই, তার সঞ্চয়ই যথেষ্ট।"

এখানে কিন্তু সমাজসচেতন রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। লাইব্রেরি যেমন তার সংগ্রহ বাড়িয়ে সমাজে তার কৌলিন্য প্রতিষ্ঠা করতে চায়, অনুরূপে আজকের রাজনৈতিক দলগুলিও সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে, প্রকাশ্য স্থানে মিছিল মিটিং করে, বাহুবলের ক্ষমতা দেখিয়ে জনমানসে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। উভয়ই কিন্তু জোর দেয় সংখ্যার উপরে - গুণগত মানকে সেখানে উপেক্ষা করা হয়। পরিণতিস্বরূপ লাইব্রেরি তার মুখ্য উদ্দেশ্য জনশিক্ষা, সমাজসচেতনতা থেকে সরে আসে। আমাদের দেশে জনগ্রন্থাগারগুলি বেশিরভাগই প্রেমভালবাসা, হালকা উপন্যাস, গল্প, কিছু কবিতা ইত্যাদির সংখ্যা বাড়িয়ে তার ভাণ্ডার পূর্ণ করে যা পাঠককে আকৃষ্ট করে তোলে কিন্তু পাঠককে সঠিক পথের নিশানা দিতে ব্যর্থ হয়। অনালিকে ইতিহাস, চলমান ঘটনা, সমাজসচেতন রচনাসামগ্রীর সংগ্রহ থাকে কম। যদিও বা থাকে সেগুলি পাঠে পাঠকরা আগ্রহী হয় না, বা পাঠকদের টানার মত গ্রন্থাগার কর্মী প্রয়াস দেখান না। এক্ষেত্রে কবি বলেছেন, লাইব্রেরিয়ানের প্রতিথি পালনের যোগ্যতা থাকতে হবে, গুদাম রক্ষকের নয়।

অনুরূপভাবে রাজনৈতিক দলগুলি সদস্য সংখ্যার দিকে যত বেশি ঝুঁকছে, ততই দল তার আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সদস্য বৃদ্ধির সময় কিন্তু সদস্যের গুণাগুণ বিচার করা হয় না। যেমন অনেক সময় বিচার করা হয়নি বই নির্বাচনের সময় বইয়ের গুণাগুণ, প্রকাশকের যোগ্যতা এবং পাঠকদের প্রকৃত চাহিদার উপর। এক্ষেত্রে কেবল দেখা হয় বাহুবলের বা অর্থবলের দিকটি। কোন বলটিকে কাজে লাগিয়ে দল নিজের স্বার্থ দেখবে? রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলেছেন যে সমাজে আমরা ক্রোড়পতিদের সসম্মানে আসন ছেড়ে অভ্যর্থনা করি, এক্ষেত্রে আমরা তার কালো অতীতকে ভুলে গিয়ে তার অর্থকেই বেশি করে জোর দিই। ফলে রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের আস্থা যাচ্ছে কমে।

আমরা যদি লাইব্রেরিকে রাজনৈতিক দল (একটি প্রতিষ্ঠান) হিসাবে ভাবি, তার সংগ্রহ অর্থাৎ বই, পত্র-পত্রিকাগুলিকে সদস্য ভাবি, তবে রবীন্দ্রনাথের কথা দিয়ে বলতে পারি "লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে সক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না, সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে"। অর্থাৎ রাজনীতির দিক থেকে যদি আমরা দেখি তবে কবির কথা অনুসরণ করেই বলতে পারি যে, রাজনৈতিক দলগুলিরও নীতি ও লক্ষ্য আছে, এই নীতি ও লক্ষ্যগুলিকে পালন করা তার কর্তব্য। আর এ কাজে সাহায্য করবে তার সদস্যেরা—আশীর্বাদ থাকবে সাধারণ মানুষের; অবশ্য সদস্যরা যদি যথার্থই হয় আদর্শ ও সামাজিক উন্নতমনস্ক। নাহলে অব্যবহৃত গ্রন্থ কেবল লাইব্রেরির কলেবর বৃদ্ধি করবে, তাকে সুদৃশ্য করে তুলবে - কিন্তু তার কোন প্রাণ থাকবে না। অনুরূপ ভাবে রাজনৈতিক দলগুলিও সমাজবিরোধী, স্বার্থবান, দুর্নীতিগ্রস্ত সদস্য ও নেতাদের

ছত্রছায়ায় দল হিসাবে নিজে যেমন অধঃপতিত হবে, দেশের অগ্রগতিও স্তব্ধ হবে। আমাদের মূল্যবোধহীন রাজনীতি তার প্রমাণ। কবি যথার্থই বলেছেন যে, "লাইব্রেরি বলতে আমি এই বুঝি তাতে সকল বিভাগের বই থাকবে, কিন্তু একেবারে চোখা চোখা বই।" যা নিত্য ব্যবহৃত হবে, যা পড়ে মানুষ যথার্থই উপকৃত হবে। এই সম্পর্কের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বলতে পারি যে দলের নেতা থেকে তৃণমূলস্তর পর্যন্ত প্রতিটি সদস্যই হবেন দেশসেবায়, সমাজসেবায়, মানুষের উন্নতিতে নিয়োজিতপ্রাণ। সমাজসেবার মানসিকতা যেন তাদের মধ্যে কাজ করে, নিজের আখের গোছানো মনোবৃত্তি তাকে ত্যাগ করতে হবে।

কবিগুরু আরো বলেছেন যে বড় লাইব্রেরি তাকেই বলা হবে, যার মধ্যে প্রাণ থাকবে, সে বড় হবে প্রকৃতিতে, আকৃতিতে নয়। রাজনৈতিক দলগুলিরও বড় হতে হবে, তা সেবামূলক কাজের মাধ্যমে, সদস্য ও সম্পদ বৃদ্ধিতে নয়।

সূত্র:

১। বালক, পৌষ সংখ্যা, ১২৯২ব

২। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ, নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন, কলিকাতা, ডিসেম্বর ১৯২৮।

গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৮

ইয়াসলিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় আগামী ১০ই অগাস্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে গ্রন্থাগারিক দিবস ২০০৮ অনুষ্ঠিত হবে। বর্তমান বছরে গ্রন্থাগারিক দিবসের আলোচ্য বিষয় 'গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকা'। অনুষ্ঠানে যোগদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আগামী ৮ই অগাস্টের মধ্যে ইয়াসলিক বা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ অফিসে ৭৫.০০ টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

নাম নথিভুক্তিকরণ : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (সোলাপবাগ)

সময় : সকাল ৯-১০.টা

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান : সকাল ১০টা

পথনির্দেশ : বর্ধমান স্টেশন থেকে যেকোন যানবাহনে সোলাপবাগ

ডঃ অরুণ কুমার চক্রবর্তী	ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার	শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী	আব্দুল মোমিন মিদ্দা
সাধারণ সম্পাদক	কর্মসচিব	সাধারণ সম্পাদক	গ্রন্থাগারিক
ইয়াসলিক	বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ	পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি	বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্তমান লেখকদল।

হকারদের সাতখুন মাপ: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ বে, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল : একটি সূচীকরণগত সমস্যা

জয়দীপ চন্দ
(কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)

সার : গ্রন্থ প্রকাশনায় বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকালের কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং সেই সব প্রকাশকালকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার পদ্ধতি ও তার সমস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

ভূমিকা : 'প্রকাশকাল', তা গ্রন্থ প্রকাশনার হোক বা পত্রপত্রিকা প্রকাশনারই হোক, প্রকাশনা জগতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন প্রকাশনা কোন্ সময়ের, তা কতটা সাম্প্রতিক বা কতটা প্রাচীন বা দুষ্প্রাপ্য তা প্রকাশকাল থেকেই বোঝা সম্ভবপর হয়। কোন কোন প্রকাশনায় বিশেষ করে বেশ কিছু বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রকাশকরা প্রকাশকালের উল্লেখ করেন না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা প্রকাশকদের একপ্রকার চাতুরি কারণ তাহলে সেই নথিকে সাম্প্রতিক বলে চালিয়ে দেওয়া যায়।

সূচীকরণের ক্ষেত্রেও প্রকাশকালের গুরুত্ব অসীম। সূচীকরণের বর্ণনার অঞ্চলে যেসব আবশ্যিক তথ্য দেওয়া হয় তার একটি হল এই প্রকাশকাল। সূচীকরণের ক্ষেত্রে প্রকাশকাল না থাকা যেমন একটি বড় সমস্যা তেমনই বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকালের উপস্থিতি আর একটি বড় সমস্যা। সুতরাং সূচী প্রস্তুতির সময় সূচীকারকদের সমস্ত দিক বিবেচনা করেই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয়।

পরিধি : গ্রন্থাগারে সূচী প্রস্তুত করার সময় সূচীকারকরা প্রকাশকাল সংক্রান্ত যে সব অসুবিধা বা প্রশ্নের সম্মুখীন হন তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রবন্ধের অবতারনা। মূলত ইংরেজি ও বাংলা গ্রন্থের সূচীকরণে AACR2R কোডে যেসব নিয়মাবলী আছে তার প্রয়োগই এই প্রবন্ধের মূল আলোচিত বিষয়।

সূচীকরণের বর্ণনার অঞ্চল : AACR2R কোডে কোন নথিকে বর্ণনার জন্য যে আটটি অঞ্চল নির্দিষ্ট করা আছে তারই চতুর্থ অঞ্চলের নাম প্রকাশনা, পরিবেশনা, ইত্যাদি অঞ্চল (Publication, Distribution, etc. area)। এই অঞ্চলেই অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেমন প্রকাশনার স্থান, প্রকাশক ইত্যাদির অন্যতম হল প্রকাশকাল। আর এই কোড অনুযায়ী প্রকাশকালের ব্যবহার হবে এই ভাবে—

কলকাতা : আনন্দ, ২০০৩

London : Macmillan, 2006

প্রকাশকালের সাথে যদি বইটিতে কপিরাইট সালও দেওয়া থাকে এবং কপিরাইট সাল যদি প্রকাশকালের থেকে আলাদা হয় তবে সূচীকারক ইচ্ছে করলে অতিরিক্ত তথ্য হিসাবে কপিরাইট সাল ও দিতে পারেন এইভাবে (Rule 1.4F5)-

Kolkata : Longman, 2007, c 2003

যদি নথিটিতে প্রকাশকাল না থাকে কিন্তু কপিরাইট সাল বা মুদ্রণ সাল থাকে তবে কোড অনুযায়ী সূচীকারক সেই তথ্য দেবেন এইভাবে (Rule 1.4F6)—

Delhi : S. Chand, c 2004

Kolkata : Asia, 2002 printing

এমন অনেক নথি থাকে যার মধ্যে প্রকাশকাল না থাকলেও পুনর্মুদ্রণের (reprint) সাল দেওয়া থাকে বা একই সঙ্গে প্রকাশকাল ও পুনর্মুদ্রণ সাল দেওয়া থাকে। বিশেষ করে দেখা যায় যে ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম বা ভ্রমণের বইগুলি বেশ কিছুদিন পরে পুনর্মুদ্রিত হয়। এই পুনর্মুদ্রণের সাল পাঠকদের জানা দরকার। AACR2R কোড কোন নথির বর্ণনার সপ্তম অঞ্চল অর্থাৎ টীকা অঞ্চলে (Note area) এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলেছে এইভাবে Repr. 2006

কিন্তু যেহেতু পুনর্মুদ্রণ সংক্রান্ত তথ্য পাঠকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই টীকা অঞ্চলে এই সংক্রান্ত তথ্য না দিয়ে বর্ণনার চতুর্থ অঞ্চলে প্রকাশকালের জায়গাতেই এই তথ্য দেওয়া যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন AACR2R কোডের ভূমিকায় উল্লিখিত 0.9 ধারার প্রয়োগ। যেমন —

Delhi : S. Chand, 1960, r 2007

কলকাতা : আনন্দ, ১৯৭৮, পুন ২০০৬

কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। যদি আলোচ্য নথিটিতে প্রকাশকাল কপিরাইট সাল, পরিবেশনার সাল পুনর্মুদ্রণের সাল কিছুই থাকে তাবে সূচীকারককে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে খোঁজ নিয়ে মোটামুটিভাবে একটি সাল বর্ণনার মধ্যে লিখতে হয় যেমন (Rule 1.4F7)—

[1980?] সম্ভাবা সাল

[between 1906 and 1912]

যদি দুটি সালের ব্যবধান
২০ বছরের মধ্যে হয়

[198-] দশক সম্পর্কে নিঃসংশয়

[19--] শতক সম্পর্কে নিঃসংশয়

কিন্তু সমস্যা হল উপরোক্ত পদ্ধতি গ্রন্থাগারগুলো খুব কমই অনুসরণ করে। তারা যা করে তা হল প্রকাশকাল না থাকলে 'n.d.'(no date) বা 'সা.না.' (সাল নাই) ইত্যাদি প্রকাশকালের জায়গায় লিখে রাখে বা জায়গাটিকে শূন্য রাখে। যেমন—

Kolkata : Oxford, n.d.

কলকাতা : গ্রন্থনা, সা.না.

Kolkata : Asia

এ তো গেল প্রকাশকাল থাকা বা না থাকা সংক্রান্ত সমস্যা। সূচীকরণের সময় আর একটি বড় ধরনের সমস্যা সূচীকারকরা অনুভব করেন তা হল বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকালের উপস্থিতি। এটি যেমন ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের ক্ষেত্রে সত্যি তেমনি বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রেও সত্যি। নিচে বিস্তারিত ভাবে এই সংক্রান্ত সমস্যা আলোচিত হল।

ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল : ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত দু'রকমভাবে প্রকাশকাল দেওয়া থাকে — ক) আরবীয় সংখ্যায়, যেমন 1995, 2006 ইত্যাদি, এবং খ) রোমান বড় হরফে, যেমন MCMXXX, MCMXL ইত্যাদি। যে ভাবেই দেওয়া হোক না কেন প্রকাশকাল লিখতে হবে আরবীয় সংখ্যাতেই (Rule 1.4F1)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বা কিছুটা হলেও বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত রোমান বড় হরফে প্রকাশকাল লেখার রীতি ছিল। কিন্তু সূচীকারকদের ক্ষেত্রে অসুবিধা হল যেহেতু এইসব হরফগুলো এখন অধিকাংশেই অব্যবহৃত তাই ওই সব হরফের আরবীয় সংখ্যায় যথাযথ মান নির্ণয়। তাই কোডে না থাকলেও অনেকেই এইসব ক্ষেত্রে সূচীকরণ করার সময় রোমান বড় হরফে প্রকাশকাল লিখে দেন বা বইটা পত্রে সূচীকরণ করবেন বলে সরিয়ে রাখেন। তাই সকলের সুবিধার্থে রোমান বড় হরফের আরবীয় সংখ্যায় মান নিচে দেওয়া হল —

M = 1000	CM = 900
D = 500	XC = 90
C = 100	XL = 40
L = 50	
X = 10	MCMXXX = 1930
V = 5	MCMXL = 1940. ইত্যাদি
I = 1	

এখানে উল্লেখ্য যে উপরে বর্ণিত দুই ধরনের প্রকাশকালের দুটিই খ্রিস্টাব্দ।

বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল : বাংলা বইয়ে সাধারণত তিন রকমভাবে প্রকাশকাল দেওয়া হয়ে থাকে — ক) খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ ২০০৪, ২০০৫ ইত্যাদি, খ) বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৪০৫, ১৪০৬ ইত্যাদি এবং গ) খ্রিস্টাব্দ, বঙ্গাব্দ দুটোই একসাথে অর্থাৎ ২০০৬, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ। তবে বেশ কিছুদিনের পুরনো বইয়ে বঙ্গাব্দ ছাড়াও অন্যান্য অব্দের প্রচলনও লক্ষ্য করা যায়। প্রকাশকাল শুধুমাত্র খ্রিস্টাব্দে দেওয়া থাকলে সূচীকরণের সময় খ্রিস্টাব্দই লেখা হয়, শুধুমাত্র বঙ্গাব্দে দেওয়া থাকলে সেই বঙ্গাব্দের খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরিত সংখ্যা ও সেই বঙ্গাব্দ উভয়ই লেখা হয় অর্থাৎ [২০০৬], ১৪১৩ব এবং বঙ্গাব্দ, খ্রিস্টাব্দে দুটোই দেওয়া থাকলে শুধু খ্রিস্টাব্দ লেখা হয়। এছাড়া বইয়ে খ্রিস্টাব্দ বা বঙ্গাব্দ দুটোই না থেকে অন্য কোন অব্দ থাকলে তার খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরকরণ আবশ্যিক। সূচীকরণের সময় খ্রিস্টাব্দ দেওয়া আবশ্যিক কারণ খ্রিস্টাব্দই বহুল প্রচারিত। তাই অন্যান্য অব্দ থেকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার নিয়ম জানা বাঞ্ছনীয়। নিচে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বিভিন্ন ভারতীয় অব্দ ও তাদের খ্রিস্টাব্দে রূপান্তরকরণ : খ্রিস্টাব্দ বা বঙ্গাব্দ ছাড়াও ইংরেজি বা বাংলা বইয়ে প্রকাশকাল হিসাবে অন্যান্য অব্দও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং এইসব ভারতীয় অব্দ সম্বন্ধে সূচীকারকদের অবহিত থাকা দরকার।

অব্দ - সৌর ও চান্দ্র : অব্দ (Era) শব্দটি সংস্কৃত, বাংলা ভাষায় এটি তৎসম শব্দরূপে পরিচিত। এর অর্থ হল বছর। সমার্থক 'সন' বা 'সাল' শব্দ দুটি যথাক্রমে আরবী ও ফারসী শব্দ যা আমাদের এখানে বহুল প্রচারিত। অব্দ দু'প্রকার - সৌর ও চান্দ্র অব্দ। খ্রিস্টাব্দ, শকাব্দ, বঙ্গাব্দ প্রভৃতি সৌর অব্দ আর

হিজরি হল চান্দ্র অব্দ। সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর একবার আবর্তনের সময় অর্থাৎ ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড সময়কে ১ সৌর অব্দ বা বছর বলে। এই অব্দের বর্ষমান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বীকৃত। সমস্ত সৌর অব্দেরই বর্ষমান এক, তফাৎ শুধু তাদের শুরুর সময় নিয়ে। আর পৃথিবীর চারিদিকে চন্দ্রের ১২ বার পরিক্রমণকাল অর্থাৎ ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড সময়কে ১ চান্দ্র অব্দ বা বছর বলে। সৌর ও চান্দ্র অব্দের মধ্যে পার্থক্য হল ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ১২ সেকেন্ড।

বিভিন্ন ভারতীয় অব্দ : ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে নানা সময়ে বেশ কিছু অব্দের প্রচলন ছিল। এই সব অব্দেরই শুরু অতীতের কোন স্মরণীয় ঘটনাকে সাক্ষী রেখে। যদিও এই সব অব্দের অনেকগুলিই আজ অপ্রচলিত তবু বিভিন্ন প্রাচীন ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ে বা পুঁথির মধ্যে এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। নিচে বর্ণানুক্রমে এই সব অব্দগুলো দেওয়া হল (খ্রিস্টাব্দ সহ) :

• **আব্দুলরাজাব্দ :** আব্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রামচরণ রায় এর পুত্র রামলোচন রায় ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রবর্তন করেন বলে মনে করা হয়। সুতরাং,

১ আব্দুলরাজাব্দ = ১৭৬৭ খ্রিস্টাব্দ

• **আমলী সন :** এই সনের আরম্ভ প্রতি বছর ভাদ্র শুক্লা দ্বাদশী। প্রথম শুরু হয় ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। এই সনের প্রচলন মুখ্যত উড়িষ্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং,

১ আমলী সন = ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ

• **কলচুরি বা চেদি অব্দ :** ২৪৮ খ্রিস্টাব্দে কলচুরিদের মধ্যে ব্যবহৃত অব্দ কলচুরি অব্দ নামে খ্যাত। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে এই অব্দের প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ কলচুরি অব্দ = ২৪৮ খ্রিস্টাব্দ

• **কল্যব্দ :** খ্রিস্টপূর্ব ৩১০১ (মতান্তরে ৩১০২) অব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে এই অব্দের সূচনা। প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ আর্যভট্ট ৪৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এর উল্লেখ করেন। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৩১০১ কল্যব্দ

• **কৃতাব্দ :** দেখুন বিক্রম সংবৎ

• **কোল্লম অব্দ :** পূর্বতন মালাবার প্রদেশের কোল্লম নগরে ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের সূচনা হয়। উত্তর ও দক্ষিণ মালাবারে এর প্রচলন আছে। সুতরাং,

১ কোল্লম অব্দ = ৮২৪ খ্রিস্টাব্দ

• **খ্রিস্টপূর্বাব্দ :** প্রভু যীশুর জন্মের আগে অর্থাৎ ১ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখের পূর্ববর্তী সময়কে খ্রিস্টপূর্বাব্দ (B.C.) দিয়ে সূচিত করা হয়। এই অব্দের কোন আরম্ভ নেই, শেষ আছে। এই শেষ হল ১ খ্রিস্টপূর্বাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর। এর মাসগুলো খ্রিস্টাব্দের মাসের অনুরূপ।

• **খ্রিস্টাব্দ :** প্রভু যীশুর জন্মের সময় থেকে খ্রিস্টাব্দের (A.D.) সূচনা। এই অব্দের ক্ষেত্র পৃথিবী বিস্তৃত এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশেই এর ব্যবহার দেখা যায়।

• **গাঙ্গেয় সংবৎ :** মাদ্রাজের গঙ্গা বংশীয় জনৈক রাজা ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রবর্তন করেন। এর স্থিতকাল কমবেশি ১০০ বছর। সুতরাং,

১ গাঙ্গেয় সংবৎ = ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ

• **গুপ্ত বলভী সংবৎ :** দেখুন গুপ্ত সংবৎ

• **গুপ্ত সংবৎ বা গুপ্ত বলভী সংবৎ বা গুপ্তাব্দ :** গুপ্ত সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন লাভের বছর অর্থাৎ ৩২০ (মতান্তরে ৩১৯) খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের শুরু। গুপ্ত শাসনাধীন বঙ্গ দেশে এর প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ গুপ্ত সংবৎ = ৩২০ খ্রিস্টাব্দ

• **গুপ্তাব্দ :** দেখুন গুপ্ত সংবৎ

• **গৌরাব্দ :** দেখুন চৈতন্যাব্দ

• **গ্রহ পরিবৃত্তি :** দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে এই অব্দ চলিত আছে। ৯০ বছর অন্তর এর এক একটি অব্দ গণিত হয়।

• **চালুক্য অব্দ :** দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রচলন হয়। এর স্থিতকাল আনুমানিক ১০০ বছর। সুতরাং,

১ চালুক্য অব্দ = ১০৭৫ খ্রিস্টাব্দ

• **চেদি অব্দ :** দেখুন কলচুরি অব্দ

• **চৈতন্যাব্দ বা শ্রীচৈতন্যাব্দ :** শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মকাল অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুনী পূর্ণিমা থেকে এই অব্দ শুরু হয়। সুতরাং,

১ চৈতন্যাব্দ = ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ

• **তারিখ-ই-ইলাহি বা তারিখ-ই-এলাহী অব্দ :** ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট আকবর সূচিত ও ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর (এদিন আকবর ২য় পানিপথের যুদ্ধে হিমুকে পরাস্ত করেন) থেকে গণিত অব্দ তারিখ-ই-ইলাহি অব্দ নামে পরিচিত। আকবরের

মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পরেই এই অব্দের বিলুপ্তি ঘটে। সুতরাং,

১ তারিখ-ই-ইলাহি অব্দ = ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ

• **ত্রিপুরাব্দ ঃ** ত্রিপুরার রাজা ধীররাজ প্রবর্তিত অব্দ ত্রিপুরাব্দ নামে খ্যাত। ৫৯১ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের শুরু। সুতরাং,

১ ত্রিপুরাব্দ = ৫৯১ খ্রিস্টাব্দ

• **নসরৎশাহী সন ঃ** নসরৎ শাহ্-র সিংহাসন আরোহণের বছর অর্থাৎ ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের শুরু। এই সনের কাগজি প্রথম বর্ষারম্ভকাল ৫৯২ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং,

১ নসরৎশাহী সন = ৫৯২ খ্রিস্টাব্দ

• **নানকাব্দ ঃ** গুরু নানকের জন্মকাল অর্থাৎ ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। এর উৎপত্তি ও বিস্তার স্থল প্রধানত পাঞ্জাব। সুতরাং,

১ নানকাব্দ = ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দ

• **নেওয়ার অব্দ বা নেবার অব্দ ঃ** ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ শে অক্টোবর থেকে নেপালে প্রচলিত অব্দ নেওয়ার অব্দ নামে খ্যাত। নেপাল সংলগ্ন অঞ্চলে এই অব্দের প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ নেওয়ার অব্দ = ৮৭৯ খ্রিস্টাব্দ

• **নেবার অব্দ ঃ** *দেখুন* নেওয়ার অব্দ

• **পরগনাতি সন ঃ** বঙ্গদেশে এই সনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এর আরম্ভ আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ হতে। সুতরাং,

১ পরগনাতি সন = ১২০০ খ্রিস্টাব্দ

• **পরশুরাম অব্দ ঃ** মালব, মঙ্গালোর, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই অব্দের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ১১৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আশ্বিন মাসে এই অব্দের সূচনা হয়। এটি সহস্র বছর পরিবৃত্তিতে গণনা করা হয়।

• **পাল অব্দ ঃ** *দেখুন* পাল সংবৎ

• **পাল সংবৎ বা পাল অব্দ ঃ** ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে বঙ্গদেশে পাল শাসনকালে এই অব্দের সূচনা হয়। সুতরাং,

১ পাল সংবৎ = ৭৫০ খ্রিস্টাব্দ

• **ফসলী ঃ** *দেখুন* ফসলী সন

• **ফসলী সন বা ফসলী ঃ** সম্রাট আকবর রাজস্ব আর প্রশাসনের প্রয়োজনে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের সূচনা করেন। এই সনের কাগজি প্রথম বর্ষারম্ভকাল ৫৯৩ (মতান্তরে ৫৯২) খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। পাঞ্জাব ও সংযুক্ত প্রদেশে এ সনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং,

১ ফসলী সন = ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ

• **বঙ্গাব্দ ঃ** বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম বাঙালি রাজা শশাঙ্কের স্বাধীন রাজত্বের সূচনাকাল ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল থেকে এই অব্দের সূচনা। ১ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ সোমবার ছিল। সুতরাং,

১ বঙ্গাব্দ = ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ

• **বঙ্গালি সন ঃ** বঙ্গদেশে এই সনের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এর সূচনা আনুমানিক ১২০০ খ্রিস্টাব্দ হতে। সুতরাং,

১ বঙ্গালি সন = ১২০০ খ্রিস্টাব্দ

• **বল্লভী অব্দ ঃ** ৩১৮ খ্রিস্টাব্দে বল্লভীপুরের রাজা বল্লভ-এর নাম অনুসারে এই অব্দের সূচনা। কাথিয়াবাড় ও সৌরাষ্ট্রে বেশ কিছুকাল এই অব্দের প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ বল্লভী অব্দ = ৩১৮ খ্রিস্টাব্দ

• **বাংলা সন ঃ** 'বাংলা সন', 'বাংলা সাল', 'যবন নৃপতে শকাব্দ', 'যাবনী বৎসর' প্রভৃতি বঙ্গাব্দের নামান্তর ও সবারই আদিবিন্দু বঙ্গাব্দের সমান অর্থাৎ ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল। সুতরাং,

১ বাংলা সন = ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ

• **বিক্রম সংবৎ বা বিক্রমাব্দ বা সংবৎ ঃ** কথিত আছে খ্রিস্টপূর্ব ৫৭ (মতান্তরে ৫৮) অব্দে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য প্রবর্তিত অব্দই হল বিক্রম সংবৎ। কিন্তু ইতিহাসে এই সময় উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে কোন রাজার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। এই অব্দের ব্যবহার প্রথম দেখা যায় কাথিয়াবাড় রাজ্যের এক শিলালিপিতে। একে মালবগণাব্দ বা কৃতাব্দও বলা হত। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৫৭ বিক্রম সংবৎ

• **বিক্রমাব্দ ঃ** *দেখুন* বিক্রম সংবৎ

• **বিলায়তী সন ঃ** প্রায় ফসলী সনের অনুরূপ এই সনের আরম্ভ আশ্বিন কৃষ্ণা চতুর্থী। এ সনের কাগজি প্রথম বর্ষারম্ভকাল ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস। উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের কিছু অংশে এই সনের প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ বিলায়তী সন = ৫৯৩ খ্রিস্টাব্দ

• **বিশ্বসিংহ শক ঃ** কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহ প্রবর্তিত

অব্দ বিশ্বসিংহ শক নামে পরিচিত। এর সূচনা ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং,

১ বিশ্বসিংহ শক = ১৫১০ খ্রিস্টাব্দ

• **বিষ্ণুপুরী সন ঃ** *দেখুন মল্লাব্দ*

• **বুদ্ধাব্দ ঃ** গৌতম বুদ্ধের মহানির্বাণের বছর অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫৪৩ (মতান্তরে ৫৪৪) অব্দ থেকে বুদ্ধাব্দের সূচনা। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৫৪৩ বুদ্ধাব্দ

• **বৃহস্পতি চক্রাব্দ ঃ** অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারত, তিব্বৎ, চীন ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে এই অব্দের প্রচলন ছিল। সূর্য সিদ্ধান্ত মতে ১২টি রাশি একবার পরিভ্রমণ করতে সূর্যের লাগে ৩৬৫ দিনের কিছু বেশি কিন্তু ১টি রাশি একবার পরিভ্রমণ করতে বৃহস্পতির লাগে ৩৬১ দিন। এই হল বৃহস্পতি চক্রাব্দ।

• **ভাটিক সংবৎ ঃ** জয়মঙ্গলমীত্রের ভাট্টি বা ভাট্টিক বা ভাটি নামক জনৈক রাজা ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রবর্তন করেন। সুতরাং,

১ ভাটিক সংবৎ = ৬২৩ খ্রিস্টাব্দ

• **ভাস্করাব্দ বা অসমীয়া সাল ঃ** এই অব্দ অসমীয়াদের অব্দ। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা ভাস্করবর্মার নামে এই অব্দের নাম। এই অব্দ বঙ্গাব্দের সমান। অর্থাৎ এর সূচনা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে। সুতরাং,

১ ভাস্করাব্দ = ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দ

• **মগী অব্দ ঃ** ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু এই অব্দের প্রবর্তন স্থল চট্টগ্রাম আরাকান অঞ্চল। পুরনো বাংলা পুথিতে এই অব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুতরাং,

১ মগী অব্দ = ৬৩৮ খ্রিস্টাব্দ

• **মঘাকাল ঃ** *দেখুন সপ্তর্ষি অব্দ*

• **মঘাসত্তাব্দী ঃ** *দেখুন সপ্তর্ষি অব্দ*

• **মল্লাব্দ বা বিষ্ণুপুরী সন বা রাজসন ঃ** বিষ্ণুপুরের রাজা আদিমল্ল প্রবর্তিত এই অব্দের সূচনা ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দে। এর প্রচলনক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর অঞ্চল। সুতরাং,

১ মল্লাব্দ = ৬৯৪ খ্রিস্টাব্দ

• **মহাবীরাব্দ ঃ** সর্বশেষ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণের বছর অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫২৭ (মতান্তরে ৫২৮) অব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৫২৭ মহাবীরাব্দ

• **মালবগণাব্দ ঃ** *দেখুন বিক্রম সংবৎ*

• **মৌর্য সংবৎ বা মৌর্যাব্দ ঃ** মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসন আরোহণকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ (মতান্তরে ৩২২) অব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৩২৩ মৌর্য সংবৎ

• **মৌর্যাব্দ ঃ** *দেখুন মৌর্য সংবৎ*

• **যুধিষ্ঠিরাব্দ ঃ** মহাভারতের রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বকাল অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ২৪৪৮ (মতান্তরে ২৪৪৯) অব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ২৪৪৮ যুধিষ্ঠিরাব্দ

• **রাজশক বা রাজ্যাভিষেক শক ঃ** মারাঠা অধিপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক কাল অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। মারাঠা রাজ্যে এই অব্দের প্রচলন ছিল। সুতরাং,

১ রাজশক = ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ

• **রাজসন ঃ** *দেখুন মল্লাব্দ*

• **রাজেন্দ্র অব্দ ঃ** নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময় (১৭১০-১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দ) থেকে গণিত অব্দ রাজেন্দ্র অব্দ নামে পরিচিত। তবে এই অব্দের শুরুর সঠিক সময় নিয়ে মতভেদ আছে।

• **রাজ্যাভিষেক শক ঃ** *দেখুন রাজশক*

• **লক্ষ্মণ সেন সংবৎ বা লক্ষ্মণাব্দ ঃ** লক্ষ্মণ সেনের জন্মকাল অর্থাৎ ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। এর প্রবর্তক বল্লাল সেন। সুতরাং,

১ লক্ষ্মণ সেন সংবৎ = ১১১৯ খ্রিস্টাব্দ

• **লক্ষ্মণাব্দ ঃ** *দেখুন লক্ষ্মণ সেন সংবৎ*

• **শকাব্দ ঃ** কুষাণ সম্রাট কণিষ্ক প্রবর্তিত (মতান্তরে শালিবাহন রাজ্যের মৃত্যুর দিন থেকে প্রবর্তিত) অব্দ শকাব্দ নামে খ্যাত। এর সূচনাকাল ৭৮ খ্রিস্টাব্দে। প্রাচীন ভারতে এক সময়ে বিদেশী বলতে 'শক' শব্দটি ব্যবহৃত হত। যেহেতু কণিষ্ক ছিলেন মূলত বিদেশী, তাই তাঁর প্রবর্তিত অব্দ শকাব্দ নামে খ্যাত। এর সাথে শক জাতির কো সম্পর্ক নেই। সুতরাং,

১ শকাব্দ = ৭৮ খ্রিস্টাব্দ

• **সাহুর সন ঃ** মহম্মদ-বিন-তুঘলক প্রবর্তিত এই অব্দের সূচনাকাল ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই মে (মতান্তরে ১৩৮২

খ্রিস্টাব্দের ৬ই জুন)। সুতরাং,

১ শাকর সন = ১৩৪৪ খ্রিস্টাব্দ

• **শিবসিংহ সংবৎ ঃ** কাথিয়াবাড়ের মহারাজা শিবসিংহ ১১১৩ খ্রিস্টাব্দে এই অব্দের প্রবর্তন করেন। মূলত কাথিয়াবাড়ের মধ্যে এই অব্দের প্রচলন সীমাবদ্ধ ছিল। সুতরাং,

১ শিবসিংহ সংবৎ = ১১৩ খ্রিস্টাব্দ

• **শ্রীচৈতন্যাব্দ ঃ** *দেখুন চৈতন্যাব্দ*

• **সংবৎ ঃ** *দেখুন বিক্রম সংবৎ*

• **সপ্তর্ষি অব্দ বা মঘাকাল বা মঘাশতাব্দী ঃ** নক্ষত্রমণ্ডলের সাতটি বিশেষ তারা নিয়ে গঠিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের নামানুসারে খ্রিস্টপূর্ব ৩১৭৬ অব্দে (বৃদ্ধগর্গ বা পুরাণ মতে ৩১৭৭ অব্দে ও বরাহমিহিরের মতে ২৪৭৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে) এই অব্দের সূচনা। এখনও জ্যোতিষিদের মধ্যে এই অব্দের প্রচলন দেখা যায়। সুতরাং,

১ খ্রিস্টাব্দ = ৩১৭৬ সপ্তর্ষি অব্দ

• **হর্ষাব্দ ঃ** থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্যাভিষেকের বছর অর্থাৎ ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে এই অব্দের সূচনা। সুতরাং,

১ হর্ষাব্দ = ৬০৬ খ্রিস্টাব্দ

বিভিন্ন অব্দ থেকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার সমস্যা ঃ আগেই আলোচিত হয়েছে যে সূচীকরণের সময় খ্রিস্টাব্দ দেওয়া আবশ্যিক তাই বইতে প্রকাশকাল হিসাবে খ্রিস্টাব্দ না থেকে যদি অন্য কোন অব্দ থাকে তবে তাকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করতেই হবে। খ্রিস্টাব্দ ও অন্যান্য অব্দের ব্যবধান জানা থাকলে এই রূপান্তর করতেই হবে। খ্রিস্টাব্দ ও অন্যান্য অব্দের ব্যবধান জানা থাকলে এই রূপান্তর আপাতদৃষ্টিতে কোন সমস্যাই নয়। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ ও অন্যান্য অব্দের বছর শুরুর ব্যবধান নিয়ে। যেমন বঙ্গাব্দের সূচনা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল। এ যাবত কালে বঙ্গাব্দ শুরুর সময় ৬-১৫ই এপ্রিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ও খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বছর শুরুর ব্যবধান ৩ $\frac{১}{২}$ মাসের কিছু এদিক ওদিক। এই জন্য কোন বিশেষ বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫৯৪ যোগ করলে যে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায় তা ওই বঙ্গাব্দের হতে পারে আবার নাও পারে। যেমন ১৪১৩ বঙ্গাব্দের সাথে ৫৯৪ যোগ করলে প্রাপ্ত ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ উক্ত বঙ্গাব্দের খ্রিস্টিয় রূপান্তর। কিন্তু ২০০৬ খ্রিস্টাব্দেরও কিছু অংশ ১৪১৩ বঙ্গাব্দের মধ্যে পড়ে। এর কারণ হল কোন বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে পৌষের মাঝামাঝি এই ৮ $\frac{১}{২}$ মাস পড়ে এক খ্রিস্টাব্দে আর পৌষের বাকি অংশ থেকে চৈত্র এই ৩ $\frac{১}{২}$ মাস পড়ে অন্য খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। সুবিধা হয় যদি প্রকাশক বঙ্গাব্দের কোন মাসে বইটি প্রকাশিত হয়েছে সেই তথ্যও দিয়ে দেন। কিন্তু প্রকাশকরা তো আর সূচীকারকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে গ্রন্থপ্রকাশ করেন না তাই বইতে প্রকাশকাল হিসাবে শুধুমাত্র বঙ্গাব্দ দেওয়া থাকলে তার খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার ক্ষেত্রে একটা প্রমাদের সম্ভাবনা থেকেই যায়। তবে আশার কথা এই যে এই প্রমাদের ব্যবধান অনধিক ১ বছর।

এই সমস্যা শুধুমাত্র বঙ্গাব্দের নয়, অন্যান্য অব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মনে রাখতে হবে উপরে যে বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন অব্দের সূচনার সময় বলা হয়েছে তা প্রায় সব কটিই আনুমানিক। যেমন চৈতন্যদেবের জন্মকাল কারও মতে ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দ আর কারও মতে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দ। অন্যান্য অব্দের সূচনাকাল নিয়েও অনেক মতান্তর আছে। এখানে বিভিন্ন অব্দের সূচনা কাল হিসাবে যেসব সাল ব্যবহার করা হয়েছে তা-ই বহুল প্রচলিত। শুধু একটি কথা না উল্লেখ করলেই নয় তা হল ফসলী সনের সূচনাকাল বিষয়ে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবল মিত্র বা জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের যে সব বাংলা অভিধান আছে তার সব কটিতেই এই সনের সূচনাকাল হিসাবে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের (১৪৭৮ শকাব্দ) কথা বলা হয়েছে। এদের উল্লিখিত সালটি সম্ভবত সঠিক নয় কারণ এটি তারিখ-ই-ইলাহী অব্দের সূচনাকাল।

এ তো গেল সমস্ত সৌর অব্দের কথা। চান্দ্র অব্দর (যেমন হিজরি) আবার অন্য ধরনের সমস্যা। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে যে হিজরি সনের সূত্রপাত, বর্তমান হিজরি সনের সাথে ৬২২ যোগ করলে খ্রিস্টাব্দ পাওয়া উচিত কিন্তু বাস্তবে তা হয়না। এখন ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ আর হিজরিতে হল ১৪২৯ অব্দ। অর্থাৎ দুই সালের ব্যবধান ৫৭৯। এর কারণ হল প্রতি বছর সৌর অব্দ ও চান্দ্র অব্দর মধ্যে ব্যবধান অর্থাৎ ১০ দিন ২১ ঘন্টা ১২ সেকেন্ড। সুতরাং হিজরি থেকে খ্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার পদ্ধতি কিছুটা জটিল। সূচীকরণের সময় এ রকম সমস্যার কথা মাথায় রেখেই বিভিন্ন অব্দের মধ্যে রূপান্তর করতে হবে। আর বঙ্গাব্দ বোঝানোর জন্য 'ব' ব্যবহার করা হলে হিজরি বা শকাব্দ বোঝানোর জন্য যথাক্রমে 'হি' বা 'শ' কবিংশ শতাব্দীর এই সময়ে অনেক বইয়ে প্রকাশকাল না থাকাই অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক — সূচীকারককে সময় ব্যয় করতে হয় সম্ভাব্য প্রকাশকাল নির্ণয়ে,

আর অন্যদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশকাল ও তাদের ষ্ট্রিস্টাব্দে রূপান্তর করার সমস্যা সম্বন্ধেও সূচীকারকদের যথেষ্ট ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। তাই সূচীকরণের কাজ অত্যন্ত জটিল ও প্রয়োজন দক্ষ সূচীকারকের।

তথ্যসূত্র ঃ

১. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাশ, সম্পা. বাঙ্গালা ভাষার অভিধান. ২য় সং. ২খ. পুন ১৯৭৯. সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা.

২. নগেন্দ্রনাথ বসু, সম্পা. বাংলা বিশ্বকোষ. ২২খ. ১৮৮৬-১৯১১. বি আর পাবলিশিং, দিল্লী. খ১, পৃ৪২৮-৩৩.

৩. ভারতকোষ. ৫খ. ১৯৬৪-৭১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা. খ১, পৃ ৮৮-৯২.

৪. সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়. বঙ্গাব্দের উৎসকথা. ১৯৯৭. রেখা বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর ২৪ পরগনা.

৫. সুবলচন্দ্র মিত্র, সঙ্ক. সরল বাঙ্গালা অভিধান. ৮ম সং. ১৯৭১. নিউ বেঙ্গল প্রেস, কলিকাতা.

৬. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়. বঙ্গীয় শব্দকোষ. ১৯৬৬. ২খ. সাহিত্য অকাদেমি, নিউ দিল্লী.

৭. Gorman, Michel and Winkler, Paul W., *Ed.* Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed., 1988 rev. 1988. Oxford & IBH, Calcutta. p33-42.

৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়

এবার ৫০তম বঙ্গীয় সম্মেলন বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরে নভেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। আলোচ্য বিষয় স্থির হয়েছে 'গ্রন্থাগার পরিসেবার মান নিরূপণ ও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা'। বিষয়টি ইতিপূর্বে গ্রন্থাগার পত্রিকায় বিজ্ঞপিত হয়েছে। সদস্য বা সম্মেলনে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের নিকট হতে নিম্নোক্ত বিষয়ের উপর নিবন্ধ আহ্বান করা হচ্ছে। ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের কাগজে এক পৃষ্ঠায় নিবন্ধ লিপিবদ্ধ বা টাইপ করে আগামী অক্টোবরের ২৭ তারিখের মধ্যে পরিষদ ভবনে জমা দিতে হবে। নিবন্ধ মুদ্রণের যোগ্য হিসাবে বিবেচিত হলে মুদ্রিত হবে।

আলোচ্য বিষয়

১. গ্রন্থাগার পরিসেবার মান নিরূপণ

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান

(খ) ইফলা ও ইউনেস্কো সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবার মান

(গ) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিসেবার মান

(ঘ) কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার পরিসেবার মান

(ঙ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের মান

এছাড়া সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো, নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া, গ্রন্থাগার গৃহ/কক্ষ, যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়েও মান নিরূপণ করা যেতে পারে।

কর্মসচিব

With Best Compliments from :-

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

5B, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার দিবস ১৯৬৬

১৯৬৬'র গ্রন্থাগার দিবসের প্রাক্কালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একটি খসড়া কর্মসূচী ও খসড়া প্রস্তাব সহ একটি আবেদন প্রচার করে বলেন বিগত ও বর্তমান দিনের খতিয়ানে গ্রন্থাগার দিবস আগামী দিনের কর্মপন্থা ও সংকল্প গ্রহণের সময়। জনচিত্তে এই দিন একযোগে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও অসুবিধাগুলিকে তুলে ধরা দরকার। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ নিম্নলিখিত কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে গ্রন্থাগার দিবস পালনের আহ্বান জানাচ্ছে:

খসড়া কর্মসূচী :

১। ২০ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস ও ঐ দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী গ্রন্থাগার সপ্তাহরূপে উদ্‌যাপন।

২। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলকে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সদস্য হবার জন্যে অনুরোধ করা এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থাগারের জন্য অর্থ ও পুস্তক সংগ্রহ করা।

৩। গ্রন্থাগার কর্মীদের আঞ্চলিক বৈঠকে প্রয়োজনীয় বিষয়াদি আলোচনা করা।

৪। জনসভা, গ্রন্থ ও প্রচারপত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা এবং তৎসহ সঙ্গীতানুষ্ঠান ইত্যাদির আয়োজন।

৫। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের গ্রন্থাগারের অভিমুখী করার জন্যে অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণ।

গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার সপ্তাহে আয়োজিত বিভিন্ন জনসভায় নিম্নলিখিত খসড়া প্রস্তাবগুলি বিবেচনা ও গ্রহণের জন্যেও পরিষদ আবেদন জানায়।

খসড়া প্রস্তাব:

১। এই সভা স্থানীয় অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য এতদঞ্চলের সকল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত যত্ন লইতে ও অঞ্চলস্থ গ্রন্থাগার গুলির সহিত সহযোগিতা করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

২। এই সভা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন, সুপরিচালন ও বিনা চাঁদায় সর্বজনের ব্যবহারোপযোগী ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে অনুরোধ জানাইতেছে।

৩। এই সভা এতদঞ্চলে আগামী সাধারণ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রত্যেককে অনুরোধ করিতেছে যে নির্বাচিত হইলে তিনি যেন পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য যত্নবান হন।

৪। এই সভা সারা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে যথোপযুক্ত সংখ্যক ডে স্টুডেন্টস হোম খুলিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে।

৫। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুপরিচালনা ও সাফল্যের জন্য কর্মীদের যথোচিত বেতন দেওয়া আবশ্যক; এই সভা সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বিভিন্ন পর্যায়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন ও ন্যায্য সুবিধাদি প্রদানের জন্য অনুরোধ করিতেছে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে কলকাতার কেন্দ্রীয় জনসভা

২০ডিসেম্বর কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে খ্যাতনামা সাহিত্যিক বিনয় ঘোষের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই উপলক্ষে পূর্ব-প্রচারিত খসড়া প্রস্তাবগুলি উত্থাপন করে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের কাছে গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত হওয়া উচিত। এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা বর্ণনা করে তিনি বলেন, ১৯৪৭ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গ্রন্থাগারের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে বটে, কিন্তু চাঁদার বাধা আজও অপসারিত হয়নি। আইনের সাহায্য ব্যতীত বাংলাদেশে একটি সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ১৯৩০-৩২ সাল থেকেই এই রাজ্যে আইন প্রণয়নের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়ে গেলেও বাংলাদেশে এখনও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হয়নি।

শ্রী রায় চৌধুরী শহর ও শহরতলিতে আরও অধিকসংখ্যক ডে-স্টুডেন্টস হোম খোলা, সর্বধরনের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও পদ-মর্যাদা সম্পর্কে বিবেচনা করা, সার্ভিস রুল প্রবর্তন,

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের ন্যায় বেতন দেওয়া এবং স্কুলের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের অনুরূপ বেতন দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন।

খসড়া প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে প্রমীল চন্দ্র বসু বলেন, ৪২ বছর পূর্বে এই দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পুরোভাগে রেখে এই পরিষদের জন্ম হয়। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার ও এদেশে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়েছে। সমাজের পরিবর্তনের ফলে গ্রন্থাগারেরও পরিবর্তন হয়েছে।

গ্রন্থাগার দিবস পালনের সার্থকতা বর্ণনা করে তিনি বলেন, আজকের এই প্রস্তাবের অনেকগুলিই বহুকাল পূর্ব থেকেই বারবার উত্থাপিত হয়েছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করতে চাননা বলেই বোধ হয় তাঁদের দাবি মেটেনি। এইসব প্রস্তাবের বিরোধিতা কেউই করেন নি। অনেকে এই সকল প্রস্তাব সমর্থনও করেছেন কিন্তু তাহলেও প্রস্তাবগুলি এ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি।

গ্রন্থাগার আইনের যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এজন্য কিছু কর ধার্য করারও প্রয়োজন আছে। কর পর্যাপ্ত না হলে সরকারি তহবিল থেকে এজন্য সাহায্য পাওয়া উচিত। জনপ্রতিনিধিরা মনে করেন আইন প্রবর্তন করতে গেলে তারা জনপ্রিয়তা হারাবেন। কিন্তু এজন্য তাদের সাহসের সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এমনভাবে কর ধার্য করতে হবে যাতে বিত্তহীনদের ওপর চাপ না পড়ে।

প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর জাতীয় গ্রন্থপঞ্জি বিভাগের সুনীল বিহারী ঘোষ বাংলা পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে একটি বেসরকারি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভাপতি বিনয় ঘোষ তাঁর লিখিত ভাষণে বলেন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ নন কিন্তু গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী হিসেবে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই সম্পর্কেই তিনি কিছু বলতে চান। বাংলাদেশের পুরানো গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য মূল্যবান বই ও দলিলপত্র ঘাটতে ঘাটতে তাঁর মনে হয়েছে যে যত্নের অভাবে বহু জিনিস আমরা হারাচ্ছি। এ বিষয়ে তিনি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

অতঃপর এ বৎসর পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ পরীক্ষায় যাঁরা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের উপ-গ্রন্থাগারিক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী:

১। পশ্চিমবঙ্গের নিরক্ষরতাকে একটি জরুরী সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতায় এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগ আয়োজন করিবার জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে এবং সকল সমাজসেবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে সাধ্যমত যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছে।

২। এই সভা মনে করে যে পড়িবার স্থান ও প্রয়োজনীয় পুস্তকের অভাবে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা ব্যাহত হইতেছে। তজ্জন্য এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে উপযুক্ত সংখ্যক ডে স্টুডেন্টস্ হোম খুলিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৩। রাজ্যের গ্রন্থাগার গুলিকে সুপরিচালনা এবং সহযোগিতামূলক সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার প্রয়োজনে এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে সত্বর পশ্চিমবঙ্গে উপযুক্ত একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

৪। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার কর্মীদের উপযুক্ত বেতন প্রদান করা আবশ্যক। তজ্জন্য এই সভা বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত স্মারকলিপি অনুযায়ী বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদানের বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হইবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ করিতেছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে, শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা অপরিহার্য বিষয় হল পুস্তক। কিন্তু বর্তমানকালে বইয়ের বিশেষ করে বাংলা বইয়ের দাম যেভাবে ক্রমশই বর্ধিত হচ্ছে, তাতে আশঙ্কা করা যায় যে শিক্ষার প্রসার ব্যাহত হবে। এই সভা বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভাকে অনুরোধ করিতেছে তারা যেন অল্পমূল্যে গ্রন্থাগারে ব্যবহারের যোগ্য পুস্তক প্রকাশ করায় যত্নবান হন।

প্রতি বৎসরের মত কলকাতার ও জেলার অন্যান্য যে সব প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার দিবস পালন করেছেন তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হল:

চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, কলিকাতা-৯; নারী শিল্প নিকেতন, কলিকাতা-১২; পশ্চিমবঙ্গ সরকারি মুদ্রণ গ্রন্থাগার, কলিকাতা-২৭; খেলাঘরিয়া সুধা-স্মৃতি পাঠাগার, ২৪ পরগনা; কৃষ্ণনগর মহিলা বিদ্যাপীঠ, নদীয়া; জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, বর্ধমান; রামকৃষ্ণ পাঠাগার, মহেশপুর, বাঁকুড়া; জেলা

গ্রন্থাগার, তমলুক, মেদিনীপুর; কোলাঘাট দেশপ্রাণ গ্রামীণ গ্রন্থাগার, কোলাঘাট, মেদিনীপুর; শহীদ পাঠাগার, চৈতন্যপুর, মেদিনীপুর; ছোটদের গ্রন্থাগার, শ্রীরামপুর, হুগলী; ইছাপুর পাবলিক লাইব্রেরি, গোপীনগর, হুগলী; ত্রিবেণী হিতসাধন সমিতি সাধারণ পাঠাগার, ত্রিবেণী, হুগলী; বিবেকানন্দ পাঠাগার শ্রীরামপুর, হুগলী; রামকৃষ্ণ পাঠাগার, কিশোরপুর হুগলী; হেমচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগার, হুগলী। উল্লেখযোগ্য, পরিষদ প্রস্তাবিত খসড়া প্রস্তাবগুলি এইসব অনুষ্ঠানের অধিকাংশে স্থানেই গৃহীত হয়।

২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভা, প্রদর্শনী, প্রভাত ফেরি, অর্থসংগ্রহের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। এ বৎসর ঐ দিনে বেকবাড়ি দিবস উপলক্ষে হরতাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থাগার দিবসের কার্যসূচী যথেষ্ট ব্যাহত হয়। অধিকাংশে অনুষ্ঠানেরই কোন বিবরণ পাওয়া যায়নি বলে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ছাপা যায়নি। যে অনুষ্ঠানগুলির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তা হল: বরানগর পিপলস লাইব্রেরি, বেলঘরিয়া সুধা-স্মৃতি পল্লী পাঠাগার, জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার, মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার, পুরুলিয়া রবীন্দ্র পরিষদ, কল্যানবগ্রাম আশুতোষ গ্রন্থাগার, সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার, হেঁড়্যা এবং গোদায় এর গোড়ায় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন, ভাস্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার, উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি, কলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার, শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরি, বেনেপুকুর লাইব্রেরী ও রিডিংক্লাব, গোপীনাথ লাইব্রেরি, গড়বেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, বয়েজ ওন লাইব্রেরি, বানী নিকেতন লাইব্রেরি, জেলা গ্রন্থাগার তমলুক, রামনারায়ণ পাঠাগার, রোহিনী, প্রভৃতি।

পরিষদের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুণর্মিলন উৎসব ১৯৬৬

কলেজ স্কোয়ারস্থিত স্টুডেন্টস হলে ১৮ ডিসেম্বর ১৯৬৬ পরিষদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাক্তন ছাত্র অধ্যক্ষ অনিল কুমার রায় চৌধুরী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

উৎসবের শুরু হয় প্রীতির প্রতীক লালগোলাপের গুচ্ছ ও চন্দনের স্পর্শে সমাগতদের সুন্দর অভ্যর্থনার মধ্য দিয়ে।

সভাপতি বরণের পর এস আর রঙ্গনাথন এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করা হয়। সমাগত ছাত্রছাত্রীদের প্রতি স্বাগত সম্ভাষণ জানান উৎসবের যুগ্ম আহ্বায়ক প্রবীর দে।

উৎসব উপলক্ষে মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন ইউ-এস-আই-এস গ্রন্থাগারের জগমোহন মুখোপাধ্যায়, পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন ছাত্রী বাণী বসু ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষক প্রবীর রায় চৌধুরী।

বিগত পুনর্মিলন উৎসবের (১৯৬৫) আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন প্রাক্তন আহ্বায়ক বিভাবসু ঘোষ।

সভাপতির ভাষণের পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়। উৎসবের প্রীতি স্নিগ্ধ পরিবেশ সরসতর হয়ে ওঠে জলযোগের আপ্যায়নে।

জাতীয় গ্রন্থাগারে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ দান

সম্প্রতি স্যার আশুতোষের স্মৃতি রক্ষার্থে ২৪৮৪ খানি বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়েছে। এর আগে ১৯৪৯ সালে স্যার আশুতোষের আরও ৭২,০০০ বই জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করা হয়। এর মধ্যে অনেক পত্র-পত্রিকা ও পুস্তিকা ছিল। মোট ২৪৮৪টি বইয়ের মধ্যে ২২১টি পাশ্চাত্য, ২০৩টি বাংলা, ৫৯টি সংস্কৃত ও ১টি নেপালী ভাষায় লেখা। অধিকাংশ বই-ই আইন বিষয়ক। এর মধ্যে কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য বইও আছে। সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ধর্ম, ভাষাতত্ত্ব ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বই ছাড়াও কিশোরোপযোগী ৬০০টি বই আছে।

ইয়াসলিক লাইব্রেরি স্টাডি সার্কল

গত তিনমাসে অক্টোবর, নভেম্বর '১৯৬৬ ও জানুয়ারি ১৯৬৭ তিনটি অধিবেশন হয়। ডিসেম্বর মাসে কোন সভা হয়নি।

২১তম অধিবেশনে ৮ই অক্টোবর বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Procurement of Government publications and Technical reports'। মূলবক্তা ছিলেন পি এন ভেঙ্কটাচারী।

১২ নভেম্বর ২২তম অধিবেশনে বক্তৃতার বিষয় ছিল 'Gandhi Bibliography; Its principles and methods'। মূলবক্তা ছিলেন এন বি মারাঠে।

২৩ তম অধিবেশনে ১৩ জানুয়ারী DRTC সেমিনার সম্পর্কে রিপোর্ট করেন সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। IASLIC সেমিনার সম্পর্কে পি এন ভেঙ্কটাচারী লিখিত রিপোর্ট পাঠ করেন সি ডি সুব্বারাও। INSDOC সেমিনার সম্পর্কে রিপোর্ট করেন এস এম কুলকর্নি। সভাপতিত্ব করেন ফণিভূষণ রায়।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির (১৯৬৬)

চতুর্বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের (১৯৬৬) আহ্বায়ক ও ব্যবস্থাপক শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দিরের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। গ্রামটি উন্নত সংস্কৃতি ও শিক্ষার পীঠস্থান বলে পরিচিত। বিখ্যাত সব বৈষ্ণব কবিদের সাধন ভজন একে একে মহিমাময় তীর্থভূমিতে পরিণত করেছে। কৃষ্ণ-চৈতন্যের পূর্ণ স্পর্শে পূত এই গ্রাম।

১৩৩৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৭) কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের সভাপতিত্বে এই পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন হয়। দেশবরেণ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের নামে হয় এই পাঠাগার। সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে শ্রীখণ্ড ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক জীবনকে যথাসাধ্য উন্নত করার কাজে এই পাঠাগার নিযুক্ত আছে। কালক্রমে এটি কাটোয়া মহকুমার মধ্যে একটি আকর্ষনীয় জ্ঞানকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে এটি সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী 'গ্রামীণ গ্রন্থাগারে' উন্নীত হয়। এই সম্প্রসারণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, ধীরানন্দ ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

আলোচ্য বছরে এর সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫০ জন। অনধিক ৫০ জন সদস্য এই মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে আছেন। বহু প্রাচীন পুথি, পাণ্ডুলিপি ও পত্রপত্রিকা এই গ্রন্থাগারের বিশেষ আকর্ষণ। প্রাচীন পুথি ও লুপ্তপ্রায় গ্রন্থ সংগ্রহ পাঠাগারের প্রধান কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত, পাঠচক্র, গ্রন্থপাঠ, আলোচনা সভার নিয়মিত আয়োজন করা হয়। সাধারণ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত হল ৫ মাইলের মধ্যে গ্রামগুলির গ্রন্থাগারে বই জোগানো।

গ্রন্থাগারকর্মীদের "দাবী সপ্তাহ" পালন, ১০—১৬ জুলাই, ১৯৬৭ সালের ১০ থেকে ১৬ জুলাই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য দাবী ও পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতির জন্য বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পলর্ড গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আহ্বানে কলকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলায় জেলায় 'দাবী সপ্তাহ' পালিত হয়। দাবী সপ্তাহের কর্মসূচী অনুসারে উপযুক্ত বেতনের হার, ভাতা প্রভৃতির দাবীতে বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের নিকট যাওয়া হয়। কলিকাতায় ও মফঃস্বলে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা ব্যাজ পরিধান করেন এবং তাঁদের দাবীর সমর্থনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করেন। এই উপলক্ষে কলকাতায় দুটি কেন্দ্রীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। দুটি সভারই সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু।

১৫ জুলাই স্টুডেন্টস হলে গ্রন্থাগারী কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় কুমার মুখোপাধ্যায় জানান যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য তাঁরা আইন প্রণয়নের কথা চিন্তা করছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা বিস্তারের প্রভূত অবকাশ আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী দাওয়া সম্পর্কেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং এ ব্যাপারে সাধ্যমত চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানান। তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিভিন্ন সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, আজকাল ধারণা হয়েছে জোরদার মিছিল বা ঘেরাও না করলে কিছু পাওয়া যায় না। গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে ঘেরাওয়ের আগেই তাঁরা একটা কিছু করতে চান। তিনি বলেন পশ্চিমবঙ্গ এখন তীব্র আর্থিক সংকটের সম্মুখীন - শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, সমগ্র ভারতব্যাপীই এই আর্থিক সংকট চলেছে। তবু গ্রন্থাগার কর্মীদের ন্যূনতম ন্যায্য দাবীগুলি সম্পর্কে যাতে কিছু করা যায় এ সম্পর্কে মন্ত্রী সভায় বসে তাঁরা সিদ্ধান্ত নেবেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন এখনও বহু ব্যক্তিগত সংগ্রহে বহু মূল্যবান পুস্তক রয়েছে এগুলি গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

সভাপতির ভাষণে প্রমীল চন্দ্র বসু বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের দাবীদাওয়া সম্পর্কে গণ স্বাক্ষর সংগ্রহ করেছেন, পরে তা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা হবে। তিনি বলেন, গ্রন্থাগার কর্মীদের এই আন্দোলন কেবলমাত্র তাঁদের বেতনবৃদ্ধির জন্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থ প্রণোদিত নয়। গ্রন্থাগার কর্মীরা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সমুন্নতিও কামনা করেন। গ্রন্থাগারের উন্নয়নে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদার কথা উপেক্ষা করা যায় না। ইতিপূর্বে পূর্বতন রাজ্য সরকারের আমলে গ্রন্থাগার কর্মীরা অনেক আবেদন নিবেদন করেছিলেন কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়া সংক্ষেপে উপস্থিত করেন।

গ্রন্থাগার কর্মীদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই সভায় উপস্থিত হবার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের সম্মুখে নানা সমস্যা আছে - সে সম্পর্কে

আমরা সচেতন কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের যে ন্যায্য দাবীগুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত হয়ে এসেছে, তার পূরণ হওয়া প্রয়োজন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেন, তাঁদের অন্ততঃ বাঁচার মত বেতন দেওয়া প্রয়োজন।

দাবী সপ্তাহের শেষ দিন অর্থাৎ ১৬ জুলাই ভারত সভা ভবনে আর একটি কেন্দ্রীয় সমাবেশে বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের বিভিন্ন দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। এই সভারও সভাপতি ছিলেন প্রদীপ চন্দ্র বসু।

পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। তিনি জানান, গ্রন্থাগারিকদের জন্য তাঁরা কতটা করতে পারবেন তা এখনই স্পষ্ট করে বলতে পারছেন না। তবে গ্রন্থাগার কর্মীরা শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের যে স্মারকলিপি দিয়েছেন তার মাধ্যমে আলাপ-আলোচনা হবে। বেসরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের ক্ষেত্রে সরকারের সুপারিশ করার অসুবিধা আছে। কেননা সরকারের উপর আর্থিক দায়িত্ব এসে যাচ্ছে। তিনি বলেন যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই বেসরকারী কর্মীরাও সরকারী কর্মীদের মত সুযোগ সুবিধা দাবী করছেন কিন্তু বর্তমান বাজেটের বরাদ্দে এইসব দাবীর কাছাকাছি যাওয়াও সম্ভব নয়।

তিনি বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক - কর্মচারীর অবস্থা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে এখন খুব খারাপ। যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর চারদিকে যে উৎসাহের বান ডেকেছে সরকার প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে তাল রেখে উঠতে পারছেন না। যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কেন্দ্রীয় নিয়ম কানুন অনুযায়ীই চলতে হচ্ছে। তার বাধা আসছে বাইরে থেকে - বাধা আসছে ভিতর থেকেও। কিন্তু তাঁরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ কায়েমী স্বার্থের হাতিয়ার তাঁরা হবেন না। জনসাধারণই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন - জনগনের সহযোগিতার ফলেই যুক্তফ্রন্ট সরকার দাঁড়িয়ে আছেন। যুক্তফ্রন্ট সরকার লড়াকে-লড়াইকে এগিয়ে দেবার ও চেষ্টা করবেন। জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ও সংগঠনকে তাঁরা আরও বাড়িয়ে দেবেন। আশাকরি, গ্রন্থাগার কর্মীরা তাঁদের ভুল বুঝবেন না। বিশ বছর ধরে পুঁজিবাদ যেভাবে কায়েমী হয়ে বসেছে তাতে একমাত্র দীর্ঘ আন্দোলনের দ্বারাই তাকে হঠানো যাবে।

লোক সেবক সঙ্ঘের অরুণ ঘোষ বলেন, সারা বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যেসব গ্রন্থাগার কর্মী এসেছেন তাঁরা আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। জাতীয় সরকারের কর্তব্য জাতীয় অগ্রগতির জন্য জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালানো কিন্তু সেই কর্তব্যে আমরা এতকাল অবহেলা করেছি। আমাদের পিতৃপুরুষের মহান দান বহন করছে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার - এগুলি উপযুক্তভাবে রক্ষিত না হলে আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত দৈন্যের অবস্থা দেখা দেবে। গ্রন্থাগারিকদের দাবী অত্যন্ত ন্যায় সঙ্গত - এ বিষয়ে আমাদের যতটুকু করনীয় তা করব। দেশের ভার এখন যাঁদের উপর তাঁদের অনেক সমস্যা রয়েছে। কিন্তু তাহলেও আপনাদের আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। এমন কি যুক্তফ্রন্ট সরকার আপনাদের নিজেদের সরকার হলেও, দাবী আদায়ের জন্য আপনারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। আপনাদের এই সংগ্রাম ঐতিহ্যের সংগ্রাম।

প্রভাস রায়, এম.এল.এ বলেন, যুক্তফ্রন্ট সরকার সরকারী কর্মচারীদের মাগ্গি ভাতা, পদমর্যাদা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সুপারিশ করেছেন তা থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা বাদ পড়ে গেছেন বোধ হয় দুটি কারণে—প্রথমতঃ যে ধরণের সংগঠন ও আন্দোলন করলে সরকারের মনে থাকার কথা তা আপনাদের ছিলনা বা আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে ছিল। অবশ্য সংখ্যার দিক দিয়ে কম থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের আন্দোলন জোরদার করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বিচ্ছিন্নভাবে এক একটি জেলায় ছড়িয়ে থাকার ফলে বোধ হয় আপনাদের শক্তিকে সংগঠিত করার অসুবিধা ছিল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারের অন্তর্গত পার্টিগুলির অন্ততঃ আপনাদের কথা মনে থাকা উচিত ছিল। আপনাদের বিষয়টি বাদ যাওয়াও উচিত হয়নি। যাই হোক আপনারা আমাদের স্মারকলিপি শিক্ষামন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের দিয়েছেন; তাছাড়া বিভিন্ন এলাকা থেকে নির্বাচিত বিধানসভা সদস্যদের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হয়েছে। বিধানসভার চলতি অধিবেশনে শেষে আপনাদের প্রতিনিধি মণ্ডলী নিয়ে একটা বৈঠকে বসলে হয়তো সমস্ত বিষয়ে সঠিক জানা যাবে। এজন্য দিন স্থির করতে হবে।

প্রসঙ্গত তিনি বলেন, তাঁর এলাকার (বিদ্যালয়ের) জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচনের সময় দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, ভারতের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ের বই যাতে কেনা হয় এবং যেসব ছাত্র আছে তারা যাতে তাদের প্রয়োজনীয় বই পেতে পারে তার প্রতি গ্রন্থাগারিকদের নজর রাখা উচিত।

পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী বলেন, নতুন সরকারের আমলে আমরা দুবার ডেপুটেশন নিয়ে গিয়েছি এবং UGC বেতনক্রমে চালু করতে হবে বলে দাবী করেছি। আমরা কলেজ ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের কথাও বিবেচনা করতে দাবি রেখেছি। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা পাইনি। সরকারের তরফ থেকে যতটা তথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল তা করা হয়নি। মনে হয়, সরকারের মধ্যে এখন কিছুটা অসহিষ্ণুতার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি জানান, তাঁদের সমিতি ১ আগস্ট দাবী দিবস পালন এবং মিছিল করেছেন। গত ২০ বছরে শিক্ষাক্ষেত্রে যে নৈরাজ্য চলেছে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে তার অবসান করতে হবে। বৃত্তিমূলক সংগঠনের রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি করা ঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন। গণতন্ত্রের নিয়ম অনুযায়ীই তিনি এই সভায় সরকারের সমালোচনা করছেন - সরকারকে সংশোধন করার জন্য। তিনি বলেন, সরকারের কোথায় আটকাচ্ছে তা তাঁদের জানতে হবে। টাকার প্রশ্ন যদি হয় - তবে শিক্ষা দপ্তরের অনেক তথ্য তাঁর জানা আছে। যেখানে অর্থের প্রয়োজন নেই সেখানে গলদ দূর করার জন্য সরকারের দেরী হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, আমরা অপেক্ষা করতে রাজি আছি। কিন্তু কতদিন তা বলতে হবে।

মাধ্যমিক, প্রাথমিক এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাইকে নিয়ে একটা consultative committee করার কথা ভাবা হচ্ছে বলে তিনি জানান।

অতঃপর তিনি গ্রন্থাগারিকদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানান। সভায় শিক্ষামন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রীর পত্র পাঠ করা হয়। অনিবার্য কারণে সভায় উপস্থিত হতে পারেননি তবুও গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি জানিয়েছেন।

সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, এই সভায় বিভিন্ন বক্তা গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর সমর্থনে বক্তৃতা করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই সেগুলি বিবেচনা করে দেখবেন। দেখা যায় দাবী পূরণে অর্থের অভাব অনেক সময়েই থাকে। আবার আন্দোলনের চাপে অর্থাভাব আর থাকে না। গ্রন্থাগারকর্মীরা উগ্র আন্দোলনে অগ্রসর হননি। গ্রন্থাগার কর্মীরা যেভাবে নিরলসভাবে কাজ করে থাকেন তার তুলনা হয় না - তাঁদের ন্যায্য দাবী আশা করি পূরণ করা হবে।

এই সভায় কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবগুলি সমর্থন করে বক্তৃতা করেন প্রবীর রায় চৌধুরী। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার। জেলায় জেলায় এইরূপ আরও কয়েকটি সভা হয়েছে বলে জানা যায়।

সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির যুগ্ম আহ্বানে অনুষ্ঠিত এই জনসভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করিতেছে।

১। এই সভা রাজ্যের গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী সপ্তাহের কর্মসূচী সার্থক করিয়া তোলার জন্য অভিনন্দন জানাইতেছে এবং গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য জননেতা, শিক্ষাব্রতী ও জনসাধারণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছে।

২। এই সভা পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খরাবস্থার কথা চিন্তা করিয়া দাবী করিতেছে যে স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের কর্মীদের মাসের প্রথমে বেতনাদি দেওয়া হউক।

৩। এই সভা মনে করে যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দাবী-দাওয়ার আন্দোলন পরবর্তী পর্যায়ে পরিচালনার জন্য এই রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগার সমিতি সমূহের সংহতি প্রয়োজন। এই বিষয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করিবার জন্য এই সভা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতিকে অনুরোধ জানাইতেছে।

পরিষদের একবিংশ বার্ষিক সাধারণ সভা ১৯৬৬

গত ২৭ আগস্ট ১৯৬৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। পরিষদের সম্মানিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন যোগেশ চন্দ্র বাগল, হরিহর শেঠ ও এস আর রঙ্গনাথন।

নবনির্বাচিত কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সভাপতি চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়; কর্মসচিব সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়; যুগ্ম কর্মসচিব বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়, সহ কর্মসচিব দীপক রঞ্জন চক্রবর্তী, কোষাধ্যক্ষ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক অশোক বসু ও 'গ্রন্থাগার' সম্পাদক নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

যোগেশচন্দ্র বাগল পরিষদের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত ১৯৬৬

সম্প্রতি বিশিষ্ট পণ্ডিত, গবেষক, সাংবাদিক ও ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত হয়েছেন। গত ১৭ এপ্রিল ১৯৬৬ পরিষদের বার্ষিক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতিপূর্বে ডঃ এস আর রঙ্গ নাথন ও হরিহর শেঠ পরিষদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের জন্ম ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ মে পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলার রাখবগঞ্জে পিরোজপুর মহকুমার কুমীরমরা

গ্রামে মাতুলালয়ে। পিতার নাম জগবন্ধু, মাতা তরঙ্গিনী দেবী। পিতৃ নিবাস ঐ পিরোজপুর মহকুমার চলিসা গ্রামে।

যোগেশচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয় গ্রামের পাঠশালায় এবং পরে পাশের গ্রামের জর্জ এইচ ই স্কুলে। ঐ স্কুল থেকে ১৯২২ খৃঃ তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বাগেরহাট কলেজে আই এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৯২৪ সালে আই এ পাশ করেন। ১৯২৬ খৃঃ তিনি কলকাতার সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ ক্লাসেও ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু নানা অসুবিধায় শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

১৯২৭ খৃঃ বরিশাল জেলার কাচাবেলিয়া নিবাসী হরেন্দ্রনাথ বসুর কন্যা অমিয় প্রভার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি এক পুত্র ও দুই কন্যার জনক।

যোগেশচন্দ্র ১৯২৯ খৃঃ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিয়্যু'র সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। এখানে তিনি প্রুফ রিডিং ও পত্রিকা পরিচালনা বিষয়ে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৯৩৪ খৃঃ থেকে 'মর্ডান রিভিয়্যু'র সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৯৩৫ খৃঃ আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী পরিচালিত 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। এখানে কার্যরত অবস্থায় চোখের মুকুমা রোগে আক্রান্ত হন। ১৯৩৯ খৃঃ কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে তাঁর ডান চোখে অস্ত্রোপচার হয় কিন্তু চোখটি রক্ষা করা যায়নি। এর কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় প্রবাসীর সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান করেন। ১৯৬১ খৃঃ প্রায় অন্ধ অবস্থায় প্রবাসী থেকে অবসরগ্রহণ করেন। উচ্চ বেতনের নিরাপদ চাকুরীর মোহ ত্যাগ করে যোগেশচন্দ্র নিজেকে সাহিত্য ও সাময়িক পত্র সেবায় নিযুক্ত করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রবিবাসর, সাহিত্যিক, সাহিত্য সেবক সমিতি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত ছিলেন।

তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ ও সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পদক লাভ করেন (১৯৫৬)। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সরোজিনী বসু স্বর্ণ পদক লাভ করেন (১৯৫৮)। তার ঐ বক্তৃতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি শিশির কুমার পুরস্কার দ্বারাও সম্মানিত হয়েছেন। তিনি ইন্ডিয়া হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য হন এবং প্রদেশে প্রদেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংকলনের জন্য জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠিত হয় তিনি তার সদস্য ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করে অনেক নতুন তথ্যের সন্ধান পান। প্রায় চল্লিশটি গবেষণা গ্রন্থ ও বহুসংখ্যক প্রবন্ধের রচয়িতা যোগেশচন্দ্র শেষ জীবনে অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু তাঁর গবেষণা ও বিদ্যাচর্চা অব্যাহত থাকে। লোকের সাহায্য নিয়ে তিনি তাঁর লেখালেখি চালিয়ে যান।

গ্রন্থাগার সংবাদ

সত্যময় সাধারণ পাঠাগার

২৩ এপ্রিল, ২০০৮ বিশ্ব সাহিত্যে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের অবদানের কথা স্মরণ করে আন্তর্জাতিক পুস্তক দিবস উপলক্ষে কালনা সত্যময় সাধারণ পাঠাগারে প্রায় একশো জন উৎসাহী পাঠকের সামনে সন্ধ্যা ৬টা থেকে শুরু হওয়া আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন কালনা কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়। শেক্সপিয়ার আজও কেন প্রাসঙ্গিক শীর্ষক বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক কল্যান ভট্টাচার্য্য প্রথমে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে শেক্সপিয়ারের অবদানের কথা উল্লেখ করে তাঁর প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করেন। পরে 'মানুষের জন্য বই, বই এর জন্য মানুষ', বিষয়ে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক দীপক গোস্বামী। তিনি এ দুটি কিভাবে জীবনের শুরু থেকেই অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে যায় তা বলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিষয় উপস্থাপন করেন গ্রন্থাগারিক অমিতাভ চক্রবর্তী। সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশালতা সরকার এবং স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন শিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শেষে শ্রোতৃমণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন পাঠাগারের সম্পাদক নিরঞ্জন কর ও সভাপতি অসিত মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদক - অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৭ তম জন্মবার্ষিকী অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করলেন চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার। কিশোর প্রগতি সংঘের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ২৫শে বৈশাখের সকালে এক বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। স্থানীয় কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী সহ রবীন্দ্র অনুরাগী বহু মানুষ পথ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন এবং গানে গলা মেলান।

ঐদিনই সকাল ৭-৩০ ঘটিকায় দ্বিতল সভাকক্ষে এক মনোজ্ঞ কবি প্রণামের আয়োজন করা হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত, কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে নাউথ অর্গান বাদন, নৃত্য সব মিলিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রধান অতিথি জ্যোতিষচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী নন্দদুলাল বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের ওপর আলোচনা করেন এবং সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন শ্রী গণেশ নন্দী, তুলসী বসু, তপন মুখার্জী ও গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্ত। সম্পাদক শ্রী সুকুমার নন্দী সকলকে স্বাগত জানান।

প্রতিবেদক - শ্রী অমিয় কুমার দত্ত

বাংলা প্রকাশনার নির্ঘন্টীকরণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ—আলোচনাচক্র

গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগ আয়োজিত 'বাংলা প্রকাশনার নির্ঘন্টীকরণ : তত্ত্ব ও প্রয়োগ' বিষয়ে আলোচনাচক্র ২৮শে মার্চ ২০০৮ তারিখে বিভাগীয় গ্রন্থাগার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনাচক্র উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক করুণাসিন্ধু দাস মহাশয়। অধ্যাপক সনৎ কুমার ঘোষ, অধ্যক্ষ, কলা অনুষদ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সম্মানীয় অতিথির পদ অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন Centre for Studies in Social Science-এর প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক শ্রী অরুণ ঘোষ মহাশয়। বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক পিনাকীনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্বাগত ভাষণ দিয়ে আলোচনাচক্র শুরু হয়। অধ্যাপক সনৎ কুমার ঘোষ তাঁর ভাষণে এই ধরনের আলোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন এই জন্য যে গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞান একটি hard core বিষয় হিসাবে পরিচিতি পাচ্ছে কারণ বিষয়টি শুধু তত্ত্বের উপর না থেকে কৌশল ও প্রয়োগ নির্ভর হচ্ছে। শ্রী অরুণ ঘোষ তার বক্তব্যে বাংলা প্রকাশনার ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করেন। তিনি নির্ঘন্টীকরণের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রয়োজনীয়তার উপর বিশেষ আলোকপাত করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়, শ্রী শান্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কাজের উদাহরণ দেন। মাননীয় উপাচার্য তাঁর ভাষণে মাতৃভাষা চর্চা, ব্যবহার ও রক্ষায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এরপর তিনি বাংলা শব্দের উদ্ভব ও বিকাশের নানা উদাহরণ দিয়ে তাঁর বক্তৃতাকে সমৃদ্ধ করেন। তিনি এই বিষয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ ও প্রতিবেশী রাজ্য উড়িষ্যার ভাষার ব্যবহারের সঙ্গে আমাদের ভাষার একটি সামঞ্জস্যের উল্লেখ করেন। নির্ঘন্টীকরণ যে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হতে পারে এই সমৃদ্ধ ভাষায় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য কাজ সহজে খুঁজে পাওয়ার জন্য এই বিষয়ে তাঁর বিশ্বাস ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠান অধিকর্তা শ্রী সলিল চন্দ্র খান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। মূল বিষয়গত আলোচনা শুরু হয় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রী বিনোদ বিহারী দাস কৃত রচনা উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকবৃন্দ, গ্রন্থাগারিক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিক, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং ছাত্রছাত্রীরা আলোচনায় যোগদান করেন। উপরিউক্ত আলোচনার থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মতামত পরবর্তী কর্মের দিক নির্দেশ করবে।

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যবিবরণী আগামী শ্রাবন মাস থেকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হবে।

— সম্পাদক

শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী পালন

শরৎতীর্থ দেবানন্দপুরে শরৎচন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের উদ্যোগে গত ১৮ মে সান্ধ্যকালীন অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৪৭তম জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গ্রন্থাগারের সদস্য এবং বিশিষ্ট অতিথিগণ কবির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা নিয়ে আলোচনা করেন ইটাচুনা বিজয়নারায়ণ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক সুজিত রেজ। শ্রী রেজ আগামী প্রজন্মের শিশুদের মনীষীদের জীবনধারার প্রতি আকৃষ্ট করার দায়িত্ব অভিভাবকদের নেওয়ার কথা উল্লেখ করেন।

দ্বিতীয় পর্বে পাঠাগারের শিশু বিভাগের সদস্য সৌমী নন্দী, ইন্দ্রনীল রায়, সহেলী দত্ত, অমৃতা মুখার্জী রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি এবং রবীন্দ্রনৃত্য পরিবেশন করে। শিল্পী অম্বালিকা চ্যাটার্জীর রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশনের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি পর্ব সূচিত হয়।

প্রতিবেদক - প্রদীপ ঘোষ

নাদানঘাট শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ গ্রামীণ পাঠাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

গত ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ উৎসাহ উদ্দীপনা, শ্রদ্ধার সাথে সারাদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হ'ল ভাষাদিবস। স্থানীয় উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গ্রন্থাগারের পাঠক-পাঠিকাগণ, গণসংগঠন, বিশিষ্ট প্রধান শিক্ষাবিদগণ, স্থানীয় কবিসহ বহিরাগত কবি, ভাষাতত্ত্ববিদগণ অংশ নেন। মোট ৫২ জন কবি-সাহিত্যিক, ভাষাতত্ত্ববিদ তাঁদের সাহিত্যের ডালি নিয়ে উপস্থিত হন।

বেলা ১১টায় কর্ণাঢ্য পদযাত্রা মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা, পদযাত্রার পর পতাকা উত্তোলন, শহীদবেদীতে মাল্যদান, আলোচনা ও গুণীজন সম্বর্দ্ধনা কর্মসূচী নিষ্ঠার সাথে পালন করা হয়।

বেলা ১-৩০মিঃ থেকে ২-৩০ মিঃ বিরতির পর কবিতা পাঠ, সঙ্গীত, আলোচনা দ্বিতীয় পর্যায়ে সংযোজিত হয়। অনুষ্ঠানে ৫২ জন কবিই তাঁদের রচিত কবিতা পাঠ করে শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শ্রী ভবানী প্রসাদ মজুমদার (ছড়াকার), সিরাজুল ইসলাম (ভাষাতত্ত্ববিদ) ও প্রবীর জানা (সাহিত্যিক)।

বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁদের প্রকাশিত/রচিত ৩৫টি কবিতা সংকলন পাঠাগারে দান করেন।

মাননীয় প্রধান, নাদনঘাট গ্রামপঞ্চায়েত, শিক্ষাবিদ শেখ সাকাউৎ হোসেন ও পঞ্চায়েত সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রী বাসুদেব ঘোষ মহাশয়।

প্রতিবেদক - মন্টু ঘোষ

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার আষাঢ়, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ (বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৩) সংখ্যায় অনবধানবশত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। অনিচ্ছাকৃত এই ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

পৃষ্ঠা	বিষয়	যা আছে	যা হবে
৭৬	৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের কার্যবিবরণী : প্রথম অধিবেশন	সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ ভট্টাচার্য	সঞ্চালক ছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ চ্যাটার্জী

সঞ্চয়ন পাঠাগারে আলোচনাচক্র

১৯শে জানুয়ারি ২০০৮ শনিবার আলোচনার বিষয় ছিল "পাঠক সমাজ গড়তে গ্রন্থাগারে ভূমিকা"। এই বিষয়ের উপর আলোচনা করেন আসানসোল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ মাননীয় প্রশান্ত কুমার দে সরকার, বি.বি. কলেজের গ্রন্থাগারিক অনিল রঞ্জন সরকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জননেতা মাননীয় অশোক সামন্ত, আসানসোল জেলা গ্রন্থাগারিক মাননীয় সুব্রত দাস মহাশয় ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এই আলোচনা সভার সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী অসিত বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৭ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শুক্রবার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিক বিভাগের উদ্যোগে ও সঞ্চয়ন পাঠাগারের ব্যবস্থাপনায় পাঠাগার ভবনে "মুখোমুখি" শিরোনামে "শিক্ষার একাল ও সেকাল" নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন বি. বি. কলেজের প্রাক্তন বাংলার অধ্যাপক ও কবিকণ্ঠের কবি ও লেখক মাননীয় অসীম কৃষ্ণ দত্ত, আসানসোল পৌর নিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মাননীয় মাণিক মালাকার, বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জননেত্রী মাননীয়া দিপ্তী সান্যাল, আসানসোল তথ্য ও সংস্কৃতিক দপ্তরের আধিকারিক মাননীয়া মধুমা মল্লিক। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই বিষয়ে আলোচনা করেন। সঞ্চালক ছিলেন কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদস্য সম্মানীয় অমিত দাস মহাশয়।

প্রতিবেদক - অসীম কুমার দে

পল্লীশ্রী পাঠাগার
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন

পল্লীশ্রী পাঠাগারের (হীরাপুর, হাওড়া) উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পাঠাগার প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শিক্ষক দীপক দাস ও শিশু ও কিশোর বিভাগের সদস্যা অন্বেষা পাত্র। শহীদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। গ্রন্থাগারিক অশোক কুমার দাস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। ভাষাপ্রেমীদের উপস্থিতিতে মাতৃভাষা দিবসটি সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

প্রতিবেদক - অশোক কুমার দাস

দেউলপাড়া ভূধারিনাথ বিদ্যানিকেতন ও দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন

দেউলপাড়া ভূধারিনাথ বিদ্যানিকেতন ও দেউলপাড়া সবুজ সংঘ সাধারণ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে বৃহস্পতিবার, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০৮, দুপুর ২টায় বিদ্যানিকেতনের সভাকক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সহ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় তিন শতাধিক দর্শক/শ্রোতার উপস্থিতিতে ঠিক দুপুর ২টায় অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পাঠাগারে সদস্যা কুমারী স্বস্তিকা মান্না। এরপর শহীদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন এবং শহীদ স্মৃতি স্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্যে দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। বিদ্যানিকেতনের সুযোগ্য শিক্ষক শ্রী নবকুমার মণ্ডল অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করেন এবং পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী সন্দীপ বেরা ভাষা দিবসের প্রাসঙ্গিকতা আলোচনা করেন। এরপরে প্রখ্যাত আবৃত্তিকার কেশবচন্দ্র সাধারণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী শেখর নাথ সিংহরায় কবিতা পাঠ করেন। সবশেষে বিদ্যানিকেতনের সম্পাদক তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি শ্রী লক্ষ্মণ চন্দ্র মাইতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন এবং ভাষা-দিবস সংক্রান্ত বেশ কিছু কবিতা পাঠ করেন বিদ্যানিকেতনের শিক্ষক শ্রী অমরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য।

প্রতিবেদক - পার্থসারথি মিত্র

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে স্মারকলিপি

গত ২৬. ০৫. ২০০৮ পরিষদের পক্ষ থেকে কলেজ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাসের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করা হয়। পরিষদের সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা সবিস্তারে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজ গ্রন্থাগারিক/ সহ গ্রন্থাগারিকদের জন্য চাকুরির শর্তাবলী, ছুটির নিয়মকানুন, স্টাডি লিভ, সরকারী নির্দেশনামা অনুযায়ী অবসরকালে ২৪০ দিনের লিভ এনক্যাশমেন্ট, গ্রন্থাগার উপসমিতিতে গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক করা, শিক্ষকদের সমতুল পদমর্যাদা, শূন্য পদে নিয়োগ, গ্রন্থাগার সহায়ক পদের জন্য যোগ্যতা গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট উত্তীর্ণ প্রভৃতি তুলে ধরেন। তিনি বলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটিউটে ঐ সমস্ত বিষয়গুলির কোন উল্লেখ নেই। স্যাটিউট সংশোধন করার জন্য বর্তমান সিনেট সদস্য স্বপন কুমার ঘোষের চিঠি উল্লেখ করে বিষয়ের দ্রুত নিষ্পত্তির অনুরোধ করেন। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, কলেজগুলিতে ইনফোনেট সম্প্রসারিত করা, ইনফ্লিবনেটের পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র কলকাতায় যাতে করা যায় তার উদ্যোগ নেয়া এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের পরিচালনায় 'গ্রন্থাগার অটোমেশন' নিয়ে ওয়ার্কশপ সংগঠিত করার অনুরোধ করা হয়। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মরত সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড২) পদের বেতন সংক্রান্ত অসঙ্গতি নিরসনের জন্য আবেদন করা হয়। পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার অবিলম্বে স্ট্যাটিউট সংশোধন করে দীর্ঘকালীন সমস্যাগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি রাখেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের শিক্ষক ও সিণ্ডিকেট সদস্য ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তী, স্বপনকুমার ঘোষ প্রমুখ।

মাননীয় উপাচার্য বলেন, কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিষয়ে ইতিপূর্বে সিণ্ডিকেটে আলোচনা হয়েছে এবং পদ মর্যাদা, ছুটির নিয়মকানুন, চাকুরির শর্তাবলী প্রভৃতি বিষয়ে সিণ্ডিকেটে আলোচনার জন্য ডঃ বিপ্লব চক্রবর্তীকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। এছাড়া মাননীয় উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক (গ্রেড ২) দের সমস্যা দূর করতেও ডঃ চক্রবর্তীকে উদ্যোগ নিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন 'এ + ', সেন্টার অফ্ এক্সসেলেন্স প্রাপ্ত 100 টি কলেজকে ইনফোনেট ব্যবস্থার মধ্যে আনা হচ্ছে। গ্রন্থাগারিকদের ট্রেনিং ইত্যাদি বিষয়ে তিনি কার্যকরী ব্যবস্থা নেবার আশ্বাস দেন।

স্মারকলিপি পেশ কালে উপস্থিত ছিলেন পরিষদের কাউন্সিল সদস্য প্রবীর নাগ, কলেজ গ্রন্থাগার সাবকমিটির কয়েক জন সদস্য ও বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগারিকগণ।

প্রতিবেদক - মফিজুল কবির, সুকুমার দত্ত চৌধুরী

ইউ.জি.সি. পে রিভিউ কমিটির সভা

গত ৯ ও ১০ই জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউ.জি.সি. পে রিভিউ কমিটির এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রন্থাগারিক, অধ্যক্ষ, শিক্ষক সংগঠন, অধ্যক্ষ সংগঠন এবং গ্রন্থাগারিক সংগঠন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে স্বপন কুমার ঘোষ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বলেন কলেজ গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রে এম. ফিল., পি. এইচ. ডি ইনক্রিমেন্ট, 14940/- স্কেল, পদোন্নতি বিষয়ে অসঙ্গতি আছে। বর্তমান পে রিভিউ কমিটির কাছে দাবি রাখা হয় কলেজ গ্রন্থাগারিকদের পদ মর্যাদা, বেতনক্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, স্টাডি লিভ, পদোন্নতি, অবসরের বয়স প্রভৃতি সমস্ত অর্থনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে শিক্ষকদের সমতুল করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতন, পদমর্যাদা, অবসরকালীন বয়স ও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমতুল করতে হবে। কর্মী সংখ্যা স্থির করতে হবে ফ্যাকাল্টি সংখ্যা ও ফ্যাকাল্টি সদস্য ছাত্র-সংখ্যা, বইয়ের সংখ্যা ও কি পরিসেবা দেওয়া হয় তার উপর।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি ও পশ্চিমবঙ্গ কলেজ গ্রন্থাগারিক সমিতির পক্ষ থেকে গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম শিক্ষকদের সমতুল করার দাবি জানানো হয়। এছাড়া বিনোদ বিহারী দাস, সৌমিত্র সরকার, অরুণ রায়, রবীন্দ্র নাথ কর বক্তব্য পেশ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন পে রিভিউ কমিটির সদস্যা অধ্যাপিকা মণিমালা দাস। পরিষদের সহ সভাপতি অনুপ কুমার সরকার উপস্থিত থেকে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক - ডঃ অমিতাভ দাস

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সমীপে স্মারকলিপি পেশ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও সহ গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মাননীয় অধ্যাপক অরবিন্দ কুমার দাস মহাশয়ের কাছে কলেজের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সমস্যা সম্পর্কে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয় ১১ই এপ্রিল ২০০৮। পরিষদের পক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্ট সদস্য মদন মোহন মণ্ডল সবিস্তারে স্ট্যাটিউট, গ্রন্থাগারিকদের পদমর্যাদা, ছুটির নিয়মাবলী, গ্রন্থাগার সাব উপসমিতি, শূন্যপদ পূরণ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। স্বপন কর্মকার, প্রবীর নাগ ও স্বপন কুমার ঘোষ গ্রন্থাগার প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়, আইন-স্ট্যাটিউট, নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়ে মাননীয় উপাচার্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্মারকলিপিতে যে সমস্ত বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয় তা হল—স্ট্যাটিউট পরিবর্তন করে সরকারী আদেশনামা লিভ এনক্যাসমেন্ট (২৪০ দিন) রূপায়ণে ছুটির নিয়মাবলী তৈরি করা, কলেজ শিক্ষকদের সমতুল পদমর্যাদা, উচ্চ শিক্ষাথে সাবেতন ছুটি, শূন্যপদ পূরণে ব্যবস্থা নেওয়া, প্রধান/ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে সভাপতি ও গ্রন্থাগারিককে আহ্বায়ক করে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, ছাত্র প্রতিনিধি নিয়ে গ্রন্থাগার উপসমিতি গঠন, লাইব্রেরি এসিসটেন্ট পদে ন্যূনতম যোগ্যতা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট পাশ এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা চালু করার লক্ষ্যে কলেজগুলিতে পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করা ইত্যাদি।

মাননীয় উপাচার্য মহাশয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তাঁর এক্তিয়ারভুক্ত সমস্যাগুলির বিবেচনার আশ্বাস দেন। তাঁকে সহায়তা করেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত উপ-গ্রন্থাগারিক ডঃ অসিতাভ দাস।

প্রতিবেদক - স্বপন কর্মকার

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজগঞ্জ ব্লকের সাধারণ সভা

গত ২৭শে এপ্রিল ২০০৮ পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজগঞ্জ ব্লকের সাধারণ সভা শ্রী দুলাল চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় স্থানীয় চাউল হাটির মিলনী পাঠাগারে।

উদ্বোধনী ভাষণে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজস্ব সমস্যাগুলি সমাধানের পাশাপাশি গ্রন্থাগার এবং পাঠকদের প্রতি আরো দৃষ্টি দিতে বলেন। আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যাতে মাথাচাড়া দিতে না পারে সে ব্যাপারে সবাইকে সজাগ থাকতে বলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে সবাইকে যোগ দেবার আহ্বান রাখেন।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন বিদায়ী আহ্বায়ক শ্রী সুব্রত দত্ত। প্রতিবেদনের উপর প্রায় সব সদস্যই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

সভায় পুনরায় শ্রী সুব্রত দত্তকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠিত হয়।

প্রতিবেদক - অসীম কুমার মৈত্র

OUR PUBLIC LIBRARIES : Evaluation of the Public Library Services in W. B. [Report of the UGC Major Res. Proj] By: Prof. Dr. Amit Kumar Bandyopadhyay. 2008. Rs. 400/- Dedicated to Late Prof. Prabir Roychowdhury. Contact : amitkrb@yahoo.com, 09332027020(M) **Published by Ruma Bandyopadhyay, F6, Tarabag, P.O. Rajbati, Burdwan, 713104, W.B.**

Order your copy with the Publisher and avail 15% discount and free delivery.

[Also available: *"Bibliometrics with the help of computer"*, Same author, Price: Rs. 500/- Discount 20%.]

সদস্যদের প্রতি

প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরীর স্মরণে গ্রন্থাগার পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা (আশ্বিন সংখ্যা) প্রকাশিত হবে। সদস্যদের প্রতি অনুরোধ করা যাচ্ছে তারা যদি এই বিশেষ সংখ্যায় কোন লেখা/প্রবন্ধ পাঠাতে চান তবে তা আগামী ১৫ই আগস্টের, ২০০৮ তারিখের মধ্যে পাঠাতে হবে।

— সম্পাদক, গ্রন্থাগার পত্রিকা

Government of West Bengal
Mass Education Extension Department
Bikash Bhawan, Slat Lake, Kolkata-700 091

No. 226/MEE/Sectt. Dated. 4th March, 2008
5L-223/2007

MEMO

In supersession of the sponsored Public Library Management Rules, 1981, published with the Education Department Notification No. 679-Edn (SE), dt. 03.11.1981, a new and revised West Bengal Sponsored Public Library Management Rules, 2005 has been published in terms of Notification no. 599-MEE/Sectt dt. 10. 08. 2005.

2. In para 4 of the New Management Rule. the following condition has been adopted for the purpose of acquiring membership in a Library :—

(a) In case of a General Member acquiring life membership :—

(I) In a district library Rs. 10,000/- in single instalment, and

(II) In any other library Rs. 5,000/- in a single instalment.

3. After introduction of West Bengal Sponsored Public Library Management Rules, 2005, a question has arisen whether the existing life/donor members who have taken membership prior to introduction of West Bengal Public Library Management Rules, 1981 have to pay requisite fee in order to retain their life membership.

The matter regarding retention of life membership as stated in para (3) above was under active consideration of the Government for some time past since introduction of the new Management Rules, 2005.

Now after careful consideration of the matter the undersigned is directed by order of the Governor to say that the Governor has been pleased to order that the existing life/donor members of Govt. sponsoed Library who were granted memebrship prior to introduction of WBPLMR 1981 can retain their membership in the Sponsored Libraries without depositing any fee as per sub-para (I) & (II) of para (4) of West Bengal Sponsored Public Library Management Rules, 2005.

All concerned are being informed.

Sd/-
Deputy Secretary
Dated, 4th March, 2008

No. 226/1(45/MEE/SectL)

Copy forwarded for information and necessary action to the :—

1. Pr. Accountant General (A&E), W. B. Treasury Buildings, Kolkata-1.
2. Director of Library Services, West Bengal.
3. District Magistrate.
4. District Library Officer.
5. D. S. to MOS Incharge, Deptt. of Library Services, West Bengal.
6. P. A. to the Pr. Secretary, MEE Deptt.,
7. Guard file.

Sd/-
Deputy Secretary

GRANTHAGAR

Vol. 58 No. 3 Editor Goutam Goswami Asso. Editor Joydeep Chanda June, 2008

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Syllabus change in Certificate in Library Science Course : an effort (Editorial) p.75

Certificate in Library Science course conducted by Bengal Library Association was started in 1937 to render better library service & modernisation of the library. Sometimes Camp Training Programme was also enunciated to educate librarians as well as library staffs in different districts. The Association also organised different workshops at district level in collaboration with DLS as well as RRRLF. Recently effort has been made to modernise as well as updat syllabus of Certificate in Library Science Course. Hoped that the new syllabus will be implimented in the next session.

49th Bengal Library Conference : Proceedings p.76

In continuation of the previous proceedings this part described in details the reporting of the first session of the 49th Bengal Library Conference. In this session four papers were presented. Ashok Kr. Roy presented on computer applications of different types of libraries : problems and solutions', Anita Bhattacharya presented on 'Application of computer in different town libraries in West Bengal : some opinion', Arpita Chakraborty presented on 'computerised system in Uttarpara Joykrishna Public Library : problems and prospects' and Joydeep Chanda presented on 'Computer database in State Central Library : some questions'. The main themes were to develop a public library network in this state, to recommend a library friendly software for public libraries & staff to train prolessional.

Role of school library and its different problems – by Partheserathi Mondal. p.80

Discussed in details the role of school library and its different problems. Included the meaning of school library, scope and necessity of school library, reasons for less use tendency, problems and their solutions etc. At last hoped that the government and school committee would take initiative to run school library in proper way.

Museum and Art Gallary Library of Burdwan University : a survey – by Debabrata Roy p.82

– Discussed in details the Museum and Art Gallary Library of Burdwan University from its establishment in 1965 to till date. Mentioned here its historical background, scope and coverage, collection, income from different sources, users, staffs, technical section, circulation system, computerisation, reading room and book selection. Pointed out different problems faced by the library and in conclusion some necessary recommendations provided by the author.

Electronic book : mode of preparation – by Ramprasad Majumdar. p.86

Highlights mode of preparation of e-book in the context of library. The author mentioned here the necessity of e-book, its definition and its different features. Pointed out in details the requirements for e-book preparation such as scannar, server etc, the scanning procedure, creation of information as well metadata, uploading and linking and at the end different advantages as well as disadvantages of e-book.

Obituary p.81

Bijoy Gopal Banerjee, ex-librarian of Srijani Town Library, Malda district as well as ex-member of BLA and District Secretary of WBPLEA, Malda passed away on 8th April 2008.

Library news **p.80-91**

1. Inauguration of senior citizen section on 20th April 2008 as well as celebration of death anniversery of Late patil Paban Patra, ex-President of the library on 28th April 2008 by Pallisri Pathagar, Howrah. Reported by Asok Kr. Das.

2. Celebration of International Mother Language Day on 21st February 2008 by Memari Milan Sangha Town Library, Burdwan. Reported by Rupnarayan Roy.

3. Celebration of International Mother Language Day on 24th February 2008 by Chinsurah Kishore Pragati Sangha Town Library. Reported by Amiya Kumar Dutta.

4. Celebration of Library Day on 20th December 2007 by Sabuj Library, Howrah. Reported by Soumen Banerjee.

5. Inauguration of children, women and senior citizen section by Garh Bhowanipore R.P. Institution Old Boys' Union (Rural) Library, Howrah on 23rd February 2008. Reported by Partha Chattopadhyay.

6. Organization of condolence meeting in memory of Debendranath Sikdar by Deshbandhu Smriti Sangha Rural Library, Kalna on 6th March 2008. Reported by Swapan Kumar Sen.

Association news. **p.91-95**

1. Organization of farewell as well as freshers' welcome programme by WBPLEA, Howrah District Committee on 8th March 2008. Reported by Asok Kr. Das.

2. Organization of meeting of library staffs associated with Govt. sponsored public libraries, Howrah district by LLA, Howrah between 15th-16th March 2008. Reported by Asok Kr. Das.

3. Organization of meeting of library staffs associated with Govt. sponsored public libraries in Sankrail and Panchla Block, Howrah by WBPLEA, Howrah District Committee on 12th April 2008. Reported by Asok Kr. Das.

4. Organization of six-day workshop for public library librarians of Purulia district by BLA between 10th-15th March 2008. Reported by Mrinal Kanti Mandol.

5. Celebration of International Mother Language Das jointly by WBPLEA, BLA and Howrah District Library on 8th March 2008. Reported by Swapan Kr. Sen.

6. Organization of 17th Annual General Meeting of Public Libraries' Cooperative Credit Society Ltd., Jalpaiguri district on 23rd March 2008. Reported by Asim Kr. Mitra.

7. Deputation to the District Magistrate, Darjeeling district by BLA Darjeeling District Committee on 1st April 2008. Reported by Swapan Kr. Sen.

8. Memorandum to the Hon'ble Vice-Chancellor, Vidyasagar University regarding problems of college librarians under this University by BLA, Midnapore (West) District Committee.

Book review – by Ratna Bandyopadhyay

p.96

The reviewer critically commented on the new release book in Bengali namely 'Suchikaran : Kichu natun bhabna' by Bijoypada Mookerjee. The book contains 17 essays of which 14 were published in Granthagar. It tried to discuss different aspects of cataloguing such as decision table, steps of cataloguing etc. among which the article on Book number according to the reviewer to be specially noted. Easily understandable language as well as English-Bengali and Bengali-English terminology at the end make it the book valuable addition to the library science literature in Bengali.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা **২০০০ (দুই হাজার)** শব্দের মধ্যে হওয়া **বাঞ্ছনীয়**। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words)** মধ্যে সংক্ষিপ্তসার **(ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি** রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'জপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সম্পর্কে সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সম্পর্কে সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন**। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের** বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের **ইংরাজী ১০ তারিখের** মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে **'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা** সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে **নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ)** পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.:MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 4 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda July, 2008

CONTENTS

Page

Library Service (*Editorial*) 103

Subal Kr. Barui

Problems and Prospects of College Library 104

Sukumar Khamrui

Rabindranath's view on Library but our opinions it is a Political Party : A Discussion 107

Joydeep Chanda

Different Kinds of [illegible]ations : [illegible] Problem 109

Nirmalendu Mukhopad[illegible]

LIbrary Movement in Bengal : [illegible]ory of the Bengal LIbrary Association 116

LIBRARY NEWS 122

ASSOCIATION NEWS 126

BOOK REVIEW 128

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 3) 129

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.** *Editor*: **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ অগ্রহায়ন, ১৪১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
পঞ্চম বেতন কমিশন (সম্পাদকীয়)	২২৭
অভিজিৎ প্রামাণিক গ্রামীণ উন্নয়নে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের ভূমিকা	২২৮
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৩১
অনীতা ভট্ট্যাচার্য সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ ঃ চোদ্দটি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন	২৩৫
গ্রন্থাগার সংবাদ	২৪৫
পরিষদ সংবাদ	২৪৬
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 7)	২৪৯

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিষেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

শীঘ্রই প্রকাশের পথে

■ রামকৃষ্ণ সাহা

বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য বাংলা ভাষার পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বর্গীকরণের অন্যন্য গ্রন্থ। প্রায় ১৫০০০ পদ সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার উপরে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ২০তম সংস্করণ অবলম্বনে সংকলিত। বর্গগুলি বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বর্ণিত। ভারতীয় বিষয় সমূহের বিস্তারিত তালিকা - বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও ভূগোল - ইতিহাসের ভারত তথা বঙ্গদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা। তালিকার পৃষ্ঠা ৩০৫ আর নির্ঘন্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০। আরো আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংক্ষিপ্তসার, তৃতীয় সংক্ষিপ্তসারের ইংরাজি নির্ঘন্ট। বিভিন্ন বর্গের ব্যাখ্যা, ভারতীয় জাতিসমূহের বিস্তারিত তালিকা।

মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৭ | সম্পাদক : গৌতম গোস্বামী | সহঃ সম্পাদক : জয়দীপ চন্দ | অগ্রহায়ন , ১৪১৫

সম্পাদকীয়

পঞ্চম বেতন কমিশন

গত ২৮.৮.২০০৮ তারিখে অর্থদপ্তরের প্রস্তাব নং ৮০২০ এফ এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যসরকারি কর্মীদের জন্য এবং পার্ট-এ, পার্ট-বি অনুযায়ী অন্যান্য শ্রেণীর কর্মীদের জন্য পঞ্চম বেতন কমিশন নিয়োগ করিয়াছেন এবং এর বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। কমিশন সকল অ্যাসোসিয়েশন, ইউনিয়ন, ইন্‌স্টিটিউশন, অন্যান্য সংস্থা এবং ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আহ্বান জানাচ্ছে তারা যেন দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজ্য সরকারের সম্পদ এবং উন্নয়নের কাজকর্মের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধতাকে দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে রেখে মতামত দিতে। প্রসঙ্গক্রমে লাইব্রেরির সাথে যুক্ত কর্মীরা পার্ট-এ শ্রেণীভুক্ত।

এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ১৬ই অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে পরিষদের তরফ থেকে মেমার সেক্রেটারির কাছে এক মেমোরান্ডাম (Memorandum) দেওয়া হয়। এতে (১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগার (২) সাধারণ গ্রন্থাগার (৩) বিভাগীয় গ্রন্থাগার (Department) (৪) মেডিকেল গ্রন্থাগার (৫) পলিটেকনিক গ্রন্থাগার (৬) কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত লাইব্রেরি প্রফেশনাল, অক্সিলিয়ারী স্টাফ (Auxiliary staff) এর মধ্যে যথাক্রমে লাইব্রেরি ক্লার্ক, জুনিয়ার লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট, বাইন্ডার, ডকুমেন্টারি কাম বুক বাইন্ডার, লাইব্রেরি সর্টার, লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট, সাইকেল পিওন ইত্যাদি এবং নন্‌প্রফেসনাল স্টাফ, অন্যান্য করনিক (Clerical staff), টেক্‌নিকাল ও গ্রুপ ডি স্টাফ। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার ইউ জি সি, এ আই সি টি ই ও ডিফেন্স সার্ভিসের সঙ্গে কর্মরত ব্যক্তিদের জন্য ৬ষ্ঠ বেতন কমিশনে যে সুপারিশ করেছেন তার সঙ্গে সমতা রেখে এই সুপারিশ করা হয়েছে।

এর আগে ৪র্থ বেতন কমিশন ১৯৯৫ সালে নিয়োগ হয়েছিল এবং পরিষদের তরফ থেকে ২৯শে আগষ্ট, ১৯৯৬ সালে যে সুপারিশ করা হয়েছিল সেখানেও একই ধরনের লাইব্রেরিতে কর্মরত ব্যক্তিদের বেতন সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়েছিল।

পঞ্চম বেতন কমিশনে যা সুপারিশ করা হয়েছে তা গ্রন্থাগার পত্রিকার পরবর্তী কোন সংখ্যায় ছাপানোর ব্যবস্থা করা হবে। এখানে কয়েকটির উল্লেখ করা হল। যে সুপারিশগুলি করা হয়েছে তা মূলত শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে এবং মুদালিয়ার কমিশন (১৯৫২-৫৩), কোঠারি কমিশন (১৯৬৪-৬৫) মিত্র কমিশন (১৯৯২) সুপারিশ এবং পঃ বঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারে কর্মরত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনার ভিত্তি অনুযায়ী :

বর্তমানে যে বেতন আছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে

১) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি যে কোন বিষয়ে + বি.লিব.আই.এস. সি অথবা স্নাতক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর	টাঃ ৪৬৫০-১০,১৭৫
২) স্নাতক + বি.লিব.আই.এস.সি	টাঃ ৪৫০০-৯৭০০
৩) মাধ্যমিক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট বা সুপারিশ করা হয়েছে	টাঃ ৩৩৫০-৮০২৫
১) স্নাতোকত্তর + বি.লিব.আই. এস.সি অথবা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতোকত্তর বা রাজ্যসরকার দ্বারা স্বীকৃত সমতুল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা	টাঃ ৮৭০০-৩৪,৮০০ তৎসহ গ্রেড পে টাঃ ৪২০০
২) যে কোন বিষয়ে অনার্স + বি.লিব আই.এস.সি	টাঃ ৮৭০০-৩৪৮০০ তৎসহ গ্রেড পে টাঃ ৪২০০
৩) স্নাতক + বি লিব আই এস সি	টাঃ ৪৮৬০-২০,২০০ তৎসহ গ্রেড পে টাঃ ২৮০০
৪) স্নাতক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট	টাঃ ৪৮৬০-২০,২০০ তৎসহ গ্রেড পে টাঃ ২৮০০

এছাড়া আছে অন্যান্য আর্থিক সুবিধা।

অন্যান্য গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রেও আলোচনার ভিত্তিতে বেতনহার সুপারিশ করা হয়েছে।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে বর্তমান সমাজের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে। গ্রন্থাগারকে "শিক্ষার উৎসের কেন্দ্র" বা জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে, প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার এবং আর্থসামাজিক উন্নতির জন্য তথ্যের যোগান রাখা অবশ্যই প্রয়োজন। কারণ আমাদের দেশ জ্ঞান/তথ্যের সমাজে (Information/Knowledge Society) রূপান্তরিত হতে চলেছে। কেন্দ্রীয় সরকার "নলেজ কমিশন" (Knowledge Commission) করেছেন যেখানে প্রাথমিক শর্ত হল জ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থা করে দেশের উন্নতি করা। এর পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। এই সকল বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বলা যেতে পারে গ্রন্থাগারের যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি সেই গ্রন্থাগার চালাতে দক্ষ গ্রন্থাগার কর্মীরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং তাঁদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি না হলে সুষ্ঠ পরিষেবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। এই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে আগামী দিনে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার চালনোর জন্য দক্ষ কর্মী প্রয়োজন আছে তা প্রমান করার সুযোগ এসেছে।

গ্রামীণ উন্নয়নে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা

অভিজিৎ প্রামাণিক

গ্রন্থাগার বলতে বুঝি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থের সংগ্রহশালা। অবশ্য বর্তমানে কেবলমাত্র বই ছাড়াও যে কোন ধরনের তথ্যের সংগ্রহশালাকেই আমরা লাইব্রেরি বলে থাকি। ভারতবর্ষের লাইব্রেরিগুলিকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়— ১) সাধারণের গ্রন্থাগার, ২) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার ও ৩) বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার। ব্যক্তিগত সংগ্রহে বিশেষ ধরনের গ্রন্থের প্রতি পক্ষপাতিত্ব থাকা স্বাভাবিক। কারণ, গ্রন্থ নির্বাচনে ব্যক্তি বিশেষের অভিরুচিই সেখানে মুখ্য। অপর দিকে পাবলিক লাইব্রেরি বা সাধারণের গ্রন্থাগারে বহু জনের পছন্দ অপছন্দকে গুরুত্ব দিতে হয়। তাই সেখানে গ্রন্থের বৈচিত্র যেমন, সংখ্যাও তেমনি বেশি।

এক একটি প্রতিষ্ঠান এক একটি দিক দিয়ে ঐতিহ্যমন্ডিত। যেমন কলকাতায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', বহু দুষ্প্রাপ্য বাংলা গ্রন্থ ও সাময়িক পত্রের অদ্বিতীয় সংগ্রহ শালা। আবার কলকাতারই 'এশিয়াটিক সোসাইটি'-র সংগ্রহে সংস্কৃত, আরবী ও ফার্সিতে লেখা অসংখ্য হস্ত লিখিত পুঁথি। এছাড়াও নানা ধরনের গ্রন্থাগার এই দেশে আমরা দেখে থাকি। এদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিদেশী রাষ্ট্রের উদ্যোগে পরিচালিত কয়েকটি প্রতিষ্ঠান। কলকাতার ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি ইংরেজ সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের অধীনস্থ লাইব্রেরিটির তদারক করেন মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগ। পৃথিবীর বহু উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা নগন্য। তবে স্বাধীন ভারতে এ ধরনের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। আজকাল অধিকাংশ জেলা ও মহকুমা শহরে কিছু গ্রন্থাগার চোখে পড়ে।

বিভিন্ন ক্লাব ও জনহিতকর সংস্থা এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নেয়। এছাড়া আছে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার। সভ্যসংখ্যা এসব জায়গায় সীমাবদ্ধ। শুধুমাত্র বিদ্যার্থী, শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কর্মীরাই এগুলো ব্যবহারের সুযোগ পান। অফিস, আদালত এবং কারখানা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ও গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ কেবলমাত্র কর্মীদের মধ্যে সীমিত। এছাড়াও হাসপাতাল বা নার্সিংহোমেও গ্রন্থাগার আছে। প্রতিবন্দিরাও আজকাল তাদের বিশেষ ধরনের গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায়। তা ছাড়া জেল বা সংশোধনাগারে ও আজকাল গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা আছে। আবার ভ্রাম্যমান মোটরে, রেলে ও জাহাজে গড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা দিন দিন বাড়ছে। মানুষ ক্রমে উপলব্ধি করছেন দেহের খাদ্যই সব নয়, মনের খাদ্য ও চাই। গ্রন্থাগারই পারে ক্লান্ত মানুষের মনকে প্রফুল্ল করে তাকে পছন্দ মাফিক জিনিসের সন্ধান দিয়ে মনের খোরাক যোগাতে। দেহের খাদ্যের বেলায় যেমন জনে জনে পার্থক্যও রুচিভেদ থাকে, মনের খাদ্যের বেলায় ও তাই। গ্রন্থাগারের পাঠক সমাজও বড় অদ্ভুত ও বিচিত্র। বড় গ্রন্থাগারগুলিতে গেলে পাঠকের চাহিদার রকমফের ও মানসিকতার বৈচিত্র চোখে পড়ে।

আজকের দিনে বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়ে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অগ্রসর ও উন্নতিশীল দেশে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের গ্রন্থাগার। আমাদের ভারত এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর এদেশেও গ্রন্থাগারের সংখ্যা দ্রুত বেড়েছে। শিক্ষিত জন সাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে নূতন আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এখনও অস্বীকার করা যায় না যে শতকরা নব্বইভাগের ও বেশী মানুষ গ্রন্থাগারের সুবিধা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এর কারণ হল ভারতবর্ষের বিশাল এলাকার মধ্যে বেশির ভাগ এলাকাই গ্রাম। আবার গ্রামাঞ্চলের বেশীর ভাগ মানুষই অল্পশিক্ষিত বা নিরক্ষর। ২০০০ সালে শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (মিলেনিয়াম ডেভালাপমেন্ট গোলস) ঘোষিত হয়। সেই লক্ষ্যমাত্রাতে বলা হয়েছিল ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুকন্যা, শিশুপুত্র নির্বিশেষে সবাইকে সার্বিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে।

এই স্লোগান অর্থনীতি উন্নয়নের ও মূল স্লোগান। দেশে গড় পুরুষ সাক্ষরতার হার ৭৫.৩ শতাংশ এবং গড় নারী সাক্ষরতার হার ৫৩.৭ শতাংশ এবং দেশে এমন রাজ্য ও আছে যেখানে (পশ্চিমবঙ্গ নয়) পুরুষ সাক্ষরতার হার ৫৯.৭ শতাংশ এবং নারী স্বাক্ষরতার হার ৩৩.১ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গে সেই পরিপ্রেক্ষিতে গড় সাক্ষরতার হার ৬৮.২ শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হার ৬০.২ শতাংশ। যোজনা কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী নারী শিক্ষার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মিড ডে মিল প্রকল্প, সর্বশিক্ষা অভিযান, ডি.পি.ই.পি প্রকল্পের মাধ্যমে

প্রায় ৮৭ শতাংশে খরচ করছেন।

এই পরিস্থিতিতে গ্রামের অল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর মানুষের উন্নতিকল্পে কেন্দ্র বা শাখা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকগণ নাগরিক পরিসেবা দেওয়ার চিন্তায় চিন্তিত হয়ে সরববাহ পদ্ধতির এক আকর্ষণীয় রূপ উদ্ভাবন করেছেন। বিদেশের অনুসরণে এক ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যক্তি মিলিত হয়ে একটি গ্রন্থাগার গড়ে অথবা কোন কেন্দ্রীয় বা শাখা গ্রন্থাগার থেকে কয়েকশত বই কোন গাড়ী বা ভ্যান রিক্সায় করে বহু দূরবর্তী স্থানে নিয়ে গিয়ে ঋণ হিসাবে সরববাহ করেন। প্রতিটি স্থানের জন্য সময় নির্দিষ্ট করা থাকে এবং এই সময় সূচী আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ভ্রাম্যমান বই পরিসেবা অনেক সময় রিক্সা বা সাইকেলে করেও করা হয়। উদাহরণস্বরূপ সম্প্রতি বর্দ্ধমানের মন্ডেশ্বর গ্রামে একবছর হল এরূপ একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার তৈরী হয়েছে যার স্থায়ী গ্রাহক প্রায় ২০০০। এখানে স্কুল পড়ুয়ার সংখ্যা ১৩১০ জন। বাকিদের মধ্যে গ্রামের গৃহবধূ বা মহিলা সভ্যের সংখ্যা ৬০০র বেশি। কিন্তু এই সরববাহের সীমাবদ্ধতা ৫০টি গ্রাম পর্যন্ত। একটি ভ্যানে ৫০০ র বেশী বই বহন করা যায় না। চাহিদা অনুযায়ী বই এর সংখ্যা কম। আমাদের রাজ্যে বর্ধমানের মত বহু এলাকাতেই এই রকম গ্রন্থাগার রয়েছে। শহরে কর্পোরেশন এলাকায় এর পরিধি ব্যাপক হলেও গ্রামে এই ধরনের গ্রন্থাগার পরিসেবা খুবই সীমিত।

প্রয়োজনীতা

ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিক্ষিতের হার ৭০ ভাগেরও কম সেখানে প্রথাগত শিক্ষার বাইরে গ্রামের দরিদ্র ও অল্প শিক্ষিত লোকেদের কাছে যাতে শিক্ষাকে পৌছে দেওয়া যায় তার জন্য এই পরিসেবা বিশেষ জরুরি। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের সদস্যদের সময় মত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ না থাকায় এবং পরিজ্ঞঠামোর অভাবে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। তাদের মনের খোরাক যোগাতে এবং কৃষক ও শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের কর্মক্ষেত্রে আরও উপযোগী করার জন্য তাদের উপযোগী বই সরবরাহের মাধ্যমে জীবন জীবিকার আরও উন্নতি সম্ভব। তা ছাড়া গ্রামের গৃহবধূ ও মহিলারা যারা সমস্ত দিন কাজের মধ্যে থেকে একাকিত্ব ও একঘেয়েমি বোধ করেন তাদের জন্য এই পরিসেবা অত্যন্ত জরুরি। শিশু কিশোররাও যদি তাদের মনের মত বইটি হাতের কাছে পায় তবে দূরবর্তি কোন গ্রন্থাগারে তাদের ছুটতে হয় না। ঘরে বসেই তারা তাদের মনের মত বইটি পেয়ে যেতে পারে। আবার কর্মহীন যুবকরা যদি এই পরিসেবার মাধ্যমে তাদের মনোমত কর্মসংস্থানের খোঁজখবর বাড়ীতে বসেই পান তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য তাদের শ্রম ও সময় দুইয়েরই সাশ্রয় হয়। বিশেষ করে বয়স্করা যাদের দূরবর্তি গ্রন্থাগারে গিয়ে বই নিয়ে আসার অসুবিধা তারা ঘরে বসেই তাদের কাঙ্খিত পরিসেবা পেয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া গ্রামের দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী পরিবার গুলির ছাত্রছাত্রীরা যাদের পাঠ্য পুস্তকের ক্রয় ক্ষমতা নেই তারা যদি তাদের পাঠ্যপুস্তক গুলি ভ্রাম্যমান গ্রন্থগারে পেয়ে যায় তবে তারা পড়াশুনা চালিয়ে যেতে পারে তাতে স্কুল ছুটের সংখ্যাও কম হয়। ফলে সার্থক হয় সর্বশিক্ষা অভিযানও।

সীমাবদ্ধতা

তবে এই পরিসেবায় কতকগুলি অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় ১) ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারে বহু বই একসঙ্গে বহন করা যায় না। ২) সকলের চাহিদা মত একসঙ্গে বইয়ের সম্ভারও কম। ৩) গ্রামীণ এলাকায় বহু জায়গায় রাস্তাঘাট যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত নয়। ৪) গ্রামের প্রত্যন্ত এলাকা গুলি নদী নালা প্রভৃতিতে। সে সব জায়গায় নদী পথে ভ্রাম্যমান নৌকা বা নৌকার সাহায্যে বই সরবরাহ করা ব্যয় বহুল। এছাড়া পাহাড়ী পথে দুর্গম অঞ্চল গুলিতে এই পরিসেবা দেওয়া কষ্টসাধ্য। এই ধরনের পরিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সহযোগিতার অভাব। ৬) এই ধরনের ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত কর্মীর অভাব। ৭) গ্রামীণ এলাকায় নিরক্ষরের সংখ্যা বেশি থাকায় এই পরিসেবা সকলে গ্রহণ করতে পারেন না। ফলে উপযুক্ত পাঠকেরও অভাব থেকে যায়।

প্রস্তাব

১) এই ধরনের পরিসেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ করতে হবে। ২) কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আর্থিক সাহায্যের পরিকল্পনা দরকার। ৩) রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগার থেকে পুস্তক ঋন দান প্রথাকে আরও জোরদার করতে হবে। ৪) কেবল মাত্র পুস্তক সরবরাহ নয় এই ধরনের পরিসেবাকেও আরও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষামূলক প্রদর্শনী, সেমিনার ও বিনোদনের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তাছাড়া শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কারিগরী কর্মশালার মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে আরও প্রচারমুখী করা প্রয়োজন। ৫) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য

ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে কর্মসূচি নেওয়া দরকার। ৬) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য এবং কৃষকদের সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য আলোচনা সভার আয়োজন করে গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করা এবং এ সংক্রান্ত পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র বিনামূল্যে বিতরণ করার ব্যবস্থা। ৭) প্রতিটি ব্লক বা পঞ্চায়েত স্তরে একটি করে ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার অবশ্যই স্থাপন করা দরকার।

উপসংহার

আধুনিক যুগে গ্রন্থাগারের দায়িত্বগুলি যথা গ্রন্থসংগ্রহ, সংগৃহীত গ্রন্থকে সঠিক ভাবে রক্ষনাবেক্ষন এবং সংগৃহীত গ্রন্থগুলিকে কাজে লাগানো ভ্রাম্যমান লাইব্রেরির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ জন্য চাই উপযুক্ত সংগঠন এবং ব্যবস্থা যাতে আগ্রহী ব্যক্তিরা বিভিন্ন গ্রন্থকে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে পারেন। বহুকাল আগে থেকেই পৃথিবীর মানুষ গ্রন্থগারের গুরুত্ব মেনে নিয়েছে। প্রাচীন যুগে যখন কাগজ, ছাপাখানা ইত্যাদি কিছুই ছিল না তখন তাদের চিন্তা ভাবনা সংরক্ষনের পদ্ধতি ও ছিল বিচিত্র। বর্তমানে ইন্টারনেট, ই-মেল, কম্পিউটারের যুগেও ফ্লপি, সি.ডি.র পাশাপাশি মুদ্রিত পুস্তকের চাহিদা ক্রমবর্দ্ধমান একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বড় বড় শহর গুলিতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের নানা সুযোগ সুবিধা থাকলেও গ্রামগুলি আজও সে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায় না। সেদিক থেকে একমাত্র ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার গুলিই পারে গ্রামীণ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে। তাই এ ব্যাপারে সরকার, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ব্যক্তি সকলকেই এই কর্মযজ্ঞে সামিল হতে হবে। তবেই আমাদের আকাঙ্খিত পরিসেবাকে আমরা আমাদের গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি স্তরে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। মানুষের চেতনার মান উন্নয়নে এই ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগারগুলি এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে ফলে গ্রামীণ এলাকার শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক মানোন্নয়নে এর গুরুত্ব অপরিসীম। একটি সুস্থ শিক্ষিত ও পরিকল্পিত সমাজ গঠনে তাই ভ্রাম্যমান গ্রন্থগার অপরিহার্য।

তথ্য সূত্র

1. Alfred.J : A preliminary Study of the involvement of Public Libraries with Adult Learners, 1979

2. Ashworth, W. : Speccial Librarianship, 1978

3. Chandler, G. : International and National Library and Information Services, 1982.

4. Corbet, E.V. : An Introduction to Librarianship, 1969

5. Corbett. E.V. : Fundamentals of Library Organisation and Administration, 1978.

6. Gates Jean Key : Introduction to Librarianship, 1964.

7. Khanna J.K. : Fundamentals of Library Organizations, 1984.

8. Ranganathan, S.R. : Library Manual, 1966.

9. Taylor, L.N. : Public Libraries and their Use, 1978.

With Best Compliments from :-

Gutenberg's

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

গ্রন্থাগার দিবস ১৯৬৭

১৯৬৭ সালের ২০ ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে ও শান্তি ইন্সটিটিউটের সহযোগিতায় গ্রন্থাগার দিবসের কেন্দ্রীয় জনসভা শান্তি ইন্সটিটিউট হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু।

সভার সূচনায় শান্তি ইন্সটিটিউটের কর্মসচিব বিপ্রদাস দত্ত বলেন, আমাদের গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে কয়েকদিন ব্যাপী আলোচনাচক্রের আয়োজন করবার ইচ্ছা আমাদের ছিল, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব হল না। তাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিবকে অনুরোধ করি গ্রন্থাগার দিবস উৎসব যাতে আমাদের এই লাইব্রেরিতে পালন করা হয়। বহুদিন পূর্বে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী মশাইয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সম্মেলন এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর শান্তি ইন্সটিটিউটের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার সম্মেলনের একখানা প্রাচীন আলোকচিত্র তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে উপহার দেন।

গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন,

যাঁরা শান্তি চান তাঁরা গ্রন্থাগারের মাধ্যমেই তা পেতে পারেন। গ্রন্থাগারে সব রকমের চিন্তাধারার সমাবেশ হয়। বিভিন্ন মত এখানে নির্বিরোধে পাশাপাশি বাস করে। শ্রেণী বিন্যাসের সময় যে বই যেখানে স্থান পাওয়া উচিত সেখানেই তাকে স্থান দিতে হয় গ্রন্থাগারিককে। আর এই কারণেই গ্রন্থাগারিককে সব সময়েই ব্যক্তিগত মতামতের উর্দ্ধে বিচরণ করতে হয়।

১৯২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে এই পরিষদ গঠিত হয়। তাই আজকের দিনটি গ্রন্থাগার প্রেমিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের কাছে একটা পবিত্র দিন। আজকের দিনে আমাদের পূর্বসূরীদের স্মরণ করার সিদ্ধান্ত আগেই গ্রহণ করেছি। তাই এই সভার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ, কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, সুশীলকুমার ঘোষ, তিনকড়ি দত্ত, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী চৌধুরানী, ডঃ কালিদাস নাগ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অনাথ নাথ বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

পরিষদের কর্মসচিব সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

"এই সভা মনে করে যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সর্বস্তরের মানুষের যথোচিত শিক্ষার আশু প্রয়োজন এবং ধনী নির্ধন, সাক্ষর নিরক্ষর নির্বিশেষে সর্বজনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠ মাধ্যমে গ্রন্থাগার। দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু, স্থায়ী ও সুদৃঢ় বুনিয়াদের প্রয়োজনে অবিলম্বে একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্য এই সভা পঃ বঃ সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছে।"

প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে প্রবীর রায় চৌধুরী বলেন, গ্রন্থাগার আইনের মাধ্যমে যদি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় তাহলে ছোট বড় সাধারণ পাঠাগার পরিচালনার ক্ষেত্রে আর্থিক সমস্যা সহজেই সমাধান করা যায়। আইনের ফলে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সুসংবদ্ধতা আসবে এবং বিনা চাঁদায় সর্বসাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকার পাবেন। কলকাতা শহরে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কলকাতা কর্পোরেশনের কাছেও আমরা আবেদন জানাচ্ছি। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এরপর তুষার সান্যাল উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অভ্যন্তরে পুলিশী অনুপ্রবেশের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সমর্থন করেন নারায়ণ চক্রবর্তী। পল্লব সিংহ ঐ প্রস্তাবের সঙ্গে কয়েকটি শব্দ সংযোজন করতে অনুরোধ জানান। সর্বসম্মতিক্রমে এ বিষয়ে যে প্রস্তাবটি গৃহীত হয় তা নিম্নরূপ :

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের ও ক্ষোভের সঙ্গে অবগত

হইলাম যে, গত ১৭ ডিসেম্বর ১৯৬৭ তারিখে উত্তরপাড়া প্যারীমোহন কলেজের অন্যানাদের সঙ্গে ঐ কলেজের গ্রন্থাগারিক হরেকৃষ্ণ দত্তকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করিয়াছে। শ্রীযুক্ত দত্ত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রবীণ সদস্য। মাত্র কিছুকাল আগে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার আমরা তীব্র নিন্দা করিতেছি। এই সঙ্গে শিক্ষায়তনে পুলিশের অনুপ্রবেশেরও আমরা নিন্দা করিতেছি।

পরিশেষে সভার সভাপতি অধ্যক্ষ প্রশান্ত কুমার বসু বলেন, আমি গ্রন্থাগার পরিচালনা বা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী নই, তাই ও বিষয়ে কিছু বলতে চাইনা; তবে ব্যক্তিগত ভাবে আমি গ্রন্থাগারকে ভালবাসি, তাই এখানে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলব। Library Mindedness বলে যে কথাটা আছে সেটা আমি আগে বুঝতাম না। আমি যখন অক্সফোর্ডে ছিলাম তখন একদিন নিছক কৌতূহলের বশে বডলিয়ানে লাইব্রেরিতে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে এক সুন্দর পবিত্র পরিবেশ দেখলাম, যদিও আমি সেদিন খুব বেশিক্ষণ পড়াশুনা করতে পারিনি তাহলেও ঐ পরিবেশ আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করল। আমি পরদিনও সেখানে গেলাম এবং তার পরের দিনও অন্যান্য ছাত্রদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে পড়তে দেখে প্রতিজ্ঞা করলাম ওদের মত আমিও পড়ব। তারপর থেকে আমিও অন্যান্য ছাত্রদের মত লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম এবং বুঝলাম, একেই বলে Library mindedness। শুধু ক্লাসে বক্তৃতা দিয়েই ছাত্রদের সত্যিকার জ্ঞান দান করা সম্ভব নয়। তাদের যদি Library minded করতে পারা যায় তাহলেই তারা সত্যিকারের জ্ঞানের সন্ধান পাবে এবং এই ছাত্রদের যদি আপনারা অনুপ্রাণিত করতে পারেন তাহলে তারাতো উপকৃত হবেই উপরন্তু আপনারাও গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনে তাদের সহযোগিতা অর্জন করতে পারবেন। এ বৎসর গ্রন্থাগার দিবস পালনের আবেদন জানিয়ে মাসাধিক কাল আগে গ্রন্থাগার পত্রিকায় পরিষদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানান হয়।

১) ২০ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহ ব্যাপী পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার দিবস যেন যথোপযুক্ত মর্যাদা সহকারে পালন করা

২) জনসভা প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন

৩) কর্মসূচির অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের পক্ষে জনমত গ্রহণ ও প্রচার

৪) সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থ ও গ্রন্থ সংগ্রহ

৫) স্থানীয় অধিবাসীদের নিরক্ষরতা দূরীকরণ। শিক্ষিতদের পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি ও গ্রন্থাগারাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ

৬) স্থানীয় অঞ্চলের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসে লোকান্তরিত বিশিষ্ট কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের স্মরণ ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

অন্যান্য বৎসরের মত এবারও কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস পালিত হয়। নীচে এমন কতকগুলি নাম দেওয়া হল :

বরাহনগর সাধারণ গ্রন্থাগার, শিশির স্মৃতি পাঠাগার, হরিসভা স্ট্রীট। এন্টালী ইন্সটিটিউট রাজলক্ষ্মী শূর স্মৃতি পাঠাগার। কাশীপুর ইন্সটিস্টিউট, চিন্ময়ী স্মৃতি পাঠাগার, নারী শিল্প নিকেতন, কলকাতা ১২, শেঠ সূরজ মল জালান পুস্তকালয়, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু, কলকাতা; গাইঘাটা জনশিক্ষা মন্দির তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, শিরাকোল, বান্ধব পাঠাগার; সাবাঙ্গাবাদ, বজবজ, ২৪ পরগণা; কৃষ্ণনগর মহিলা বিদ্যালয়; কৃত্তিবাস স্মৃতি ভবন ও সংগ্রহশালা; নদীয়া জেলা পর্ষদ; কৃষ্ণনগর মনোহরপুর পাবলিক লাইব্রেরি ডানকুনি, মান্দবা উন্নয়ন সংসদ, ধনিয়াখালি, ভদ্রেশ্বর পাবলিক লাইব্রেরি; মহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থাগার রিষড়া, হুগলী; সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবালিয়া, পাতিজান, হাওড়া; সবুজ সঙ্ঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার মেদিনীপুর; বিধান পাঠাগার চাপাবাগান শেওড়াফুলি বিবেকানন্দ ক্লাব, কোওরং, বিবেকানন্দ পাঠাগার চাতরা, হুগলী; অশ্বিনীকুমার স্মৃতি পাঠাগার নগরা (নবগ্রাম), নবীন পাঠাগার, কান্দী, মুর্শিদাবাদ; কাশীরাম দাস পাঠাগার সিঙ্গি, চাতুল চরনিকা সঙ্ঘ ও পাঠাগার, ধাত্রীগ্রাম সাধারণ

পাঠাগার, সুভাষ পাঠাগার, ফটকবার, কালনা, বর্ধমান; বিবেকানন্দ পাঠাগার ও রামরঞ্জন টাউন হল, সিউড়ি, প্রফুল্লচন্দ্র সেন কৃষ্টি পরিষদ গ্রন্থাগার বোলপুর, বীরভূম; নেটেলি পাবলিক লাইব্রেরি, জলপাইগুড়ি, বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়পুর, পুরুলিয়া।

বেতন কমিশনের কাছে পরিষদের স্মারকলিপি ১৯৬৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার কর্মী কো অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিযুক্ত বেতন কমিশনের নিকট রাজ্যের সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক দাবি দাওয়া বিবেচনার জন্য বেতন কমিশনের নিকট স্মারকলিপি পাঠানো হয়েছে।

বেতন কমিশনের নিকট যে সব শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্বন্ধে স্মারকলিপি পাঠানো হয় বা হল (ক) বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার, (খ) রাজ্য সরকারের উদ্যোগে স্থাপিত জেলা, গ্রামীন, কেন্দ্রীয়, শহর/মহকুমা, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার, (ঘ) এশিয়াটিক সোসাইটি গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, মহাজাতি সদন গ্রন্থাগার।

স্মারকলিপিটি বৃহৎ তাই অন্যান্য স্মারকপত্রের মত এটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় ছাপা হয়নি।

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে সোভিয়েত গ্রন্থাগার প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠান

১৯৬৭, ২৮ আগষ্ট সম্প্রতি শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে সোভিয়েত গ্রন্থাগার প্রদান উপলক্ষে ২৮ আগষ্ট ১৯৬৭ মনোজ্ঞ এক অনুষ্ঠান হয়। এই সোভিয়েত গ্রন্থাগারে ১৫০০ বই আছে। এর মধ্যে রুশ চিরায়ত সাহিত্য ও আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ সোভিয়েত লেখকদের রচনাবলী আছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন পুশকিন, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কী, চেকভ, গোর্কী ও একালের শোলোকভ এরেনবুর্গ, পাউস্তভোস্কী ও অন্যান্য খ্যাতনামা লেখকগন। এছাড়া রয়েছে ভি আই লেনিনের সমগ্র রচনাবলী এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ও দার্শনিকদের রচনাসংগ্রহ। সোভিয়েত বিজ্ঞান ও মহাকাশ অভিযান সম্পর্কিত গ্রন্থসমূহ। কলকাতার সোভিয়েত কনসুলেটের বার্তা বিভাগের শ্রী এম এ চুকিনোভ আনুষ্ঠানিকভাবে এই উপহার প্রদান করেন এবং বিশ্বভারতীর উপাচার্য ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে গ্রহণ করেন।

উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বভারতীতে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা হয় বহুকাল পূর্ব থেকেই। এখানকার চীনাভবন বিখ্যাত। জাপানী ভাষা চর্চার কেন্দ্রও এখানে আছে। পূর্বে এখানে ফরাসী, জার্মান, ডাচ প্রভৃতি ভাষার বিখ্যাত পণ্ডিতগণ, সিলভ্যা লেভি, উইন্টার নিজ নিজ ভাষা অধ্যাপনা করে গেছেন।

অমিতাভ নন্দীরায়ের জীবনাবসান

সিটি কলেজ কমার্স এ্যান্ড বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ও উমেশচন্দ্র কলেজের (মির্জাপুর স্ট্রীট) গ্রন্থাগারিক অমিতাভ নন্দীরায়ের গত ১৯.১২.১৯৬৬ তারিখে অকস্মাৎ মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন একজন অভিজ্ঞ কলেজ গ্রন্থাগারিক। ১৯৪৭ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রন্থাগার বিদ্যায় ডিপ্লোমা পাশ করেন।

শ্রী নন্দীরায় ১৯১০ সালে শ্রীহট্টে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫৪ সালে মালদহে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রিফ্রেসার কোর্সের শিক্ষকরূপে তিনি যে গ্রুপ গত শিক্ষাদানের পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেন তা সকলের প্রশংসালাভ করেছিল।

তাঁর স্ত্রী আরতি নন্দী রায়ও একজন গ্রন্থাগারিক। তিনি কলকাতার ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশনের গ্রন্থাগারিক। মাত্র ৫৬ বছর বয়েসে শ্রী নন্দীরায়ের মৃত্যু একরকম অকালমৃত্যু বলা চলে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল ডিসেম্বর ১৯৬৫

প্রথম শ্রেণীতে ৭ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২৪ জন উত্তীর্ণ হন। যথাক্রমে পুলিন বিহারী বড়ুয়া, এস সাবিত্রী ও হোমেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ পরীক্ষার (বিলিব এস সি) ফলাফল ১৯৬৬

প্রথম শ্রেণীর ৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীর ২৪ জন উত্তীর্ণ

হয়েছেন। যথাক্রমে মমতা মুখোপাধ্যায়, প্রীতিচৌধুরী ও দীপ্তিময় রায় প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ স্থান অধিকার করেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফলাফল আগষ্ট ১৯৬৬

প্রথম শ্রেণীতে ২০ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিয়ানশিপ ডিপ্লোমা পরীক্ষার ফল ডিসেম্বর ১৯৬৬

প্রথম শ্রেণীতে ৫ জন ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। যথাক্রমে দীপঙ্করঞ্জন চক্রবর্তী, রবীন্দ্র প্রসাদ রায় ও অশোক কুমার বসু প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন জেলা গ্রন্থাগার পরিচালিত লাইব্রেরিয়ানশিপ পরীক্ষার জানুয়ারী ১৯৬৭ (১০ম কোর্স)

ডিস্টিংশনে ৭ জন ও শুধু পাশ ২২ জন, যথাক্রমে জীবনন্দ বসুবলিদ্র, রতনকুমার খাঁ ও শঙ্কর প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সার্ট লিব কোর্স পরীক্ষার ফলাফল ১৯৬৭

ডিস্টিংশন ১৮ জন ও শুধু পাশ ৯০ জন।

গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৮

আগামী ২০শে ডিসেম্বর, ২০০৮ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে (কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪), গ্রন্থাগার দিবস, ২০০৮ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আলোচ্য বিষয় "আধুনিক সমাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা"। বিশিষ্ট বক্তারা সভায় বক্তব্য রাখবেন। আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকা ভাদ্র সংখ্যার ১৪১৫ (বর্ষ-৫৮, সংখ্যা ৫) নিম্নলিখিত মুদ্রণ প্রমাদ ঘটার জন্য আমরা দুঃখিত।

যা আছে	যা হবে
গ্রন্থাগার সচেতনতা কর্মশালা	গ্রন্থাগার সচেতনতা কর্মশালা
স্থান : খাতড়া শহর গ্রন্থাগার ভবন	স্থান : খাতড়া শহর গ্রন্থাগার ভবন
প্রতিবেদক - শ্রী সমৎ ব্যানার্জী	প্রতিবেদক - শ্রী প্রবণ পাত্র

সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবায় প্রশাসনিক কাঠামো বিশ্লেষণ : চোদ্দটি রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার আইন

অনীতা ভট্টাচার্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সারণি ৬ : সংগঠিতকরণ সংক্রান্ত সারণি

আইন	ধারা	বিধি (Rules) উপবিধি (Bye-laws) ও প্রনিয়ম (Regulations) তৈরির ক্ষমতা	সংশোধন / বাতিল
মাদ্রাজ	১১ ১৮	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার - প্রনিয়ম রাজ্য সরকার - বিধি	সরকার
অন্ধ্রপ্রদেশ	১৮ ২৫	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার - উপবিধি রাজ্য সরকার - বিধি	অধিকর্তা ১৪ দিনের জন্য বিধানসভার প্রত্যেক কক্ষে উত্থাপন করা হবে, বিধানসভা পরিবর্তন ও বাতিল করতে পারে।
কর্ণাটক	৪১ ৪২	রাজ্য সরকার - বিধি স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও রাজ্য গ্রন্থাগার প্রাধিকার - উপবিধি	বিধানসভার প্রতিকক্ষে ৩০ দিনের জন্য উপস্থাপিত করা হবে। বিধানসভা একে পরিবর্তন অথবা বাতিল করতে পারে। রাজ্য সরকার প্রাধিকারকে সুযোগ দিয়ে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।
মহারাষ্ট্র	২৬	রাজ্য সরকার - বিধি	৩০ দিনের জন্য বিধানসভার প্রতি কক্ষে উপস্থাপিত করা হবে, প্রয়োজনে বিধানসভা পরিবর্তন ও বাতিল করতে পারে।
পশ্চিমবঙ্গ	১২ ১৩ ২৩	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার - প্রনিয়ম রাজ্য সরকার পরিষদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে - বিধি	সরকার পরিবর্তন অথবা বাতিল করতে পারে। বিধানসভায় ১৪ দিনের জন্য উপস্থাপিত করা হবে, বিধানসভা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।
মণিপুর	১৯ ২৫	জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকার - উপবিধি রাজ্য সরকার - বিধি	সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে অধিকর্তা পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে। ১৪ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হবে (table of the House of the State Legislature); বিধানসভা একে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।
কেরালা	৪০ ৪১	রাজ্য সরকার - বিধি সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ - উপবিধি	১৪ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হবে, বিধানসভা একে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।

সারণি ৬ : সংগঠিতকরণ সংক্রান্ত সারণি

আইন	ধারা	বিধি (Rules) উপবিধি (Bye-laws) ও প্রনিয়ম (Regulations) তৈরির ক্ষমতা		সংশোধন / বাতিল
হরিয়ানা	২৪ ৪(৭)	রাজ্য সরসার রাজ্য গ্রন্থাগার প্রাধিকার	- বিধি - প্রনিয়ম	১০ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হবে। বিধানসভা একে পরিবর্তন বা বাতিল করতে হয়
মিজোরাম	১২	রাজ্য সরকার	- বিধি	
গোয়া	২২ ৪(৮)	রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ	- বিধি - প্রনিয়ম	১০ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হবে, বিধানসভা একে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে।
গুজরাট	২৮ ২৯	রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ	- বিধি - প্রনিয়ম	কমপক্ষে ৩০ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হবে, বিধানসভা একে পরিবর্তন করতে পারে।
ওড়িশা	১৯	রাজ্য সরকার	- বিধি	
রাজস্থান	২৬ ২৭	রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ	- বিধি - প্রনিয়ম	কমপক্ষে ১৪ দিনের জন্য বিধানসভায় উপস্থাপিত করতে হবে, বিধানসভার একে পরিবর্তন অথবা বাতিল করার ক্ষমতা আছে
উত্তরপ্রদেশ	১৮ (১) ১৯(১)	রাজ্য সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার	- বিধি - প্রনিয়ম	

কর্মীনিয়োগ

এর উদ্দেশ্য হল মানব সম্পদকে যথাযথভাবে ও অধিকতর সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করে মূল লক্ষ্যে পৌছান। সুষ্ঠভাবে কর্মীবর্গ নিয়োগের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কর্ণাটক [ধারা ১৫, ১৪ (২) (c)], মহারাষ্ট্র [ধারা ১০] ও মিজোরাম [ধারা ১৪, ৫ (২) (e)], সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী ও আধিকারিকগণ রাজ্য গ্রন্থাগার পরিসেবার (State Library Services) অন্তর্গত। এদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা কর্ণাটক ও মিজোরামের ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রন্থাগারিক, মহারাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার। এরা সকলেই সরকারি কর্মী। এদের বেতন ও ভাতা রাজ্য সরকারি তহবিল (consolidated fund of the state) থেকে হবে।

হরিয়ানাতে [ধারা ১৮.১১ (২)] ও সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের জন্য রাজ্য সরকার কর্মী কাঠামো (caders for public libraries) গঠন করবে। এদের বেতন, ভাতা সবই অন্যান্য সরকারি কর্মীদের অনুরূপ। রাজ্য গ্রন্থাগারিকের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা রাজ্য সরকার।

অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে [৮ (j), ২৫ (e),৫ (f)] কর্মীপদ সৃষ্টি কর্তা অধিকর্তা, নিয়োগ সম্পর্কিত রুল প্রণয়ন কর্তা সরকার, সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অনুমোদনকর্তা অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থালয় পরিষদ।

মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) [ধারা ৯ (c)] পশ্চিমবঙ্গের [১০ (c), ১৬ A] ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ কর্তা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে সরকার সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী ছাড়া অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীদের স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কর্মীরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। মণিপুরেও [ধারা ১৪ (c)] কর্মী নিয়োগ কর্তা জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকর।

কেরালায় [৮ (h)১৭ (h),২৫(h)] সুদক্ষ কার্য পরিচালনার জন্য আধিকারিক ও কর্মীনিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তিনটি স্তরেই বণ্টিত হয়েছে। রাজ্যস্তরে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ। জেলাস্তরে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুকস্তরে তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন।

গোয়া, গুজরাট ও ওড়িশা, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে কর্মীনিয়োগ বিষয়টি অনুল্লেখিত।

সারণি ৭ : কর্মীনিয়োগ সংক্রান্ত সারণি

আইন	ধারা	নিয়োগ নিয়ন্ত্রণকর্তা	কর্তৃত্বের অধীন
মাদ্রাজ	৯ (c)	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার	উল্লেখ নেই
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮ (j) ২৫ (e) ৫ (f)	অধিকর্তা কর্মীপদ উত্থাপনকর্তা সরকার - নিয়োগ সম্পর্কিত বল প্রয়োগ কর্তা গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক অনুমোদনকর্তা	উল্লেখ নাই
কর্ণাটক	১৫, ১৪ (i) ১৪ (২) (c)	রাজ্য সরকার-রাজ্য গ্রন্থাগারিকের নিয়োগকর্তা রাজ্য গ্রন্থাগারিক	কর্ণাটক রাজ্য গ্রন্থাগার পরিসেবা
মহারাষ্ট্র	১০	রাজ্য সরকার	মহারাষ্ট্র রাজ্য গ্রন্থাগার পরিসেবা
পশ্চিমবঙ্গ	১৬ ১০ (c)	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার
মণিপুর	১৪ (c)	জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকার	উল্লেখ নেই
কেরালা	৮ (h) ১৭ (h) ২৫ (h)	রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ তালুক গ্রন্থাগার উইনিয়ন	
হরিয়ানা	১৮, ১১ (২) ১৪ (d)	সরকার-রাজ্য গ্রন্থাগারিকের নিয়োগকর্তা, জেলা গ্রন্থাগার সমিতি-জেলা গ্রন্থাগার কর্মী; নগর/শহর গ্রন্থাগার সমিতি - নগর/শহর গ্রন্থাগারকর্মী	সরকার
মিজোরাম	৫ (২) (e) ১০ (২), ১৪	রাজ্য গ্রন্থাগারিক	মিজোরাম রাজ্য গ্রন্থাগার পরিসেবা
গোয়া	উল্লেখ নেই		
গুজরাট	উল্লেখ নেই		
ওড়িশা	উল্লেখ নেই		
রাজস্থান	উল্লেখ নেই		
উত্তরপ্রদেশ	উল্লেখ নেই		

নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ

নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ বলতে অনবরত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ও সিদ্ধান্তকে আদেশের আকারে কর্মীদের জানানো ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে বলা এবং যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা যথাযথভাবে ঘটছে কিনা তা যাচাই করা বোঝায়। এই প্রক্রিয়ায় কর্তৃপক্ষ অবিরত ফললাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হতে পারেন। নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি হরিয়ানা, গোয়া ও ওড়িশা বাদে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার আইনেই উল্লেখিত হয়েছে। অধিকাংশ আইনেই এই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তার উপর।

অধিকর্তার এই নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি মহারাষ্ট্রে ৯ (২) (b), রাজস্থানে ১২ (২) (a), উত্তরপ্রদেশে ৭ (/) সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সংক্রান্ত। মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু) [৪ (a), (b) (d)] মণিপুর [৯ (a) (b) (d)], অন্ধ্রপ্রদেশে [৮ (b) (d)], সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কার্যসম্পাদন সংক্রান্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে [১৭ (A) (২)] এই ক্ষমতা অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থালয় পরিষদের উপরও অর্পিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইনে [৬ (bb) (d)] রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরিচালনাসহ সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারকে নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তার। প্রাধিকারের কোনো কর্মসূচি সরকারি নীতিকে অমান্য করলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতাও অধিকর্তার আছে। অন্ধ্রপ্রদেশ ৮ (a) ও মণিপুরে ৯(a) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অধিকর্তার।

কর্ণাটকের ক্ষেত্রে [১৩ (a) (c)] সাধারণ গ্রন্থাগার ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারকে নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রন্থাগার বিভাগের।

কেরালার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা দুটি স্তরে বন্টিত হয়েছে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ে নির্দেশদান ও তত্ত্বাবধান করবে। এছাড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক গ্রন্থাগার ইউনিয়নের কার্যবলী সম্পর্কে নির্দেশদান করবে এবং এই নির্দেশ আগ্রাহ্য করার ক্ষমতা এই স্তর দুটির নেই। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক গ্রন্থাগার ইউনিয়নকে নির্দেশদান করতে পারে - অবশ্যই এই নির্দেশ যেন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো নির্দেশের বিরুদ্ধাচারণ না করে। [৮ (d) ৮ (২) ১৭ (২)]।

মিজোরামের ক্ষেত্রে [৫ (২) (b,h)] রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির প্রধান প্রশাসক হলেন রাজ্য গ্রন্থাগারিক। সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলি সমস্ত বিষয়ে নির্দেশদানেরও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব রাজ্য গ্রন্থাগারিকের। গুজরাট গ্রন্থাগার আইনে [১২ (২) (a)] উল্লেখিত হয়েছে রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির তত্ত্বাবধান করবেন গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা।

হাসতে যাদের মানা, পড়তে তাদের মানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

হকারদের সাতখুন মাপ দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ জে, জার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অনন্যতর লেখা নিয়মিত স্বাগতিম। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। বা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, কেজ, নয়া উদ্যোগ, প্রত্রেনিক, উনা, বেলা, ক্যাম্প, প্রজা, পাতিরাম।

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি প্রধান উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৬০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখণ্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রোপাধ্যায়, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উপন্যাসের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিকথার বাংলাদেশ প্রবন্ধ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

সারণি ৮ : নির্দেশদান, তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের বিষয় ও দায়িত্ব সংক্রান্ত সারণি

আইন	ধারা	সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত	স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার সম্পর্কিত	দায়িত্ব
মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	৪ (b,d)	√	√	অধিকর্তা
অন্ধ্রপ্রদেশ	৭ (a) (২) ৮ (b,d)	√ √	জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা	সচিব, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ, অধিকর্তা
কর্ণাটক	১৩ (a), ১৩ (e)	√		গ্রন্থাগার বিভাগ
মহারাষ্ট্র	৯ (b)	√		অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ	৬ (bb,d)	√	√	অধিকর্তা
মণিপুর	৯ (a,b.d)	√	√	অধিকর্তা
কেরালা	৮ (d,2) ১৭ (২)	√	জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন	রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ
হরিয়ানা	উল্লেখ নেই			
মিজোরাম	৫ (২) (b,h)	সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়		রাজ্য গ্রন্থাগারিক
গোয়া	উল্লেখ নেই			
গুজরাট	১২ (২) (a)	√		গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা
ওড়িশা	উল্লেখ নেই			
রাজস্থান	১২ (২) (a)	√		অধিকর্তা
উত্তরপ্রদেশ	৭ (f)	√		অধিকর্তা

সমন্বয়সাধন

সমন্বয়সাধন কথাটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Co-ordination Co = একত্রে, ordination - সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা। সমন্বয়সাধন হল উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষে কাজের ঐক্যের জন্য দলগত প্রয়াসের এক সুবিন্যস্ত ব্যবস্থা।

সমন্বয় সাধনের বিষয়টি কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ওড়িশা ও উত্তপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে পরিলক্ষিত হয়।

কেরালা : [ধারা ৮ (c), ১৭ (c), ২৫ (b)] রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন এই তিনটি স্তরই সমন্বসাধনের দায়িত্ব পালন করবে। রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়নের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন করবে। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ জেলার অন্তর্গত গ্রন্থাগার ও দেশের সামাজিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহযোগিতামূলক কার্যক্রমে উৎসাহিত করবে। তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন তালুকের অন্তর্গত গ্রন্থাগার পরিসেবার তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়সাধন করবে এবং অনুমোদিত (affiliated) গ্রন্থাগারগুলিকে প্রাত্যহিক কার্যনির্বাহ ও কার্য পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করবে।

অন্ধ্রপ্রদেশ : [ধারা ৫ (0)] অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থালয় পরিষদ গ্রন্থাগার পরিসেবার সমস্ত রকম কার্যে সমন্বয়সাধন করবে এবং এই সংক্রান্ত কার্যকলীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এমনকি জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা কর্তৃক কর মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের ও যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান করবে।

ওড়িশা : [ধারা ৫ (a)] গ্রন্থাগার প্রাধিকার সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রন্থাগারের পরিসেবার উন্নয়ন পরিকল্পনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে এবং গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা

একে বাস্তবায়িত করবেন ও গ্রামীণস্তর থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগার পরিসেবা মান নির্ধারণ করবেন এবং সমন্বয়সাধন করবেন।

গোয়া : [ধারা ৩ (h)] রাজ্য সরকার সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সাংস্কৃতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সহযোগিতা বজায় রাখতে উৎসাহিত করবে।

প্রতিবেদন প্রদান

প্রতিবেদন পেশের উদ্দেশ্য হল কাজের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য নির্দিষ্ট সময়ান্তর কাজের অগ্রগতি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষকে তথ্যাদি সহ অবহিত করা। এতে কাজের মূল্যায়ন হয় ও ত্রুটি দূর করা যায়। প্রতিবেদন পেশের বিষয়টি মিজোরাম বাদে সমস্ত সাধারণ গ্রন্থাগার আইনেই উল্লেখিত হয়েছে।

মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গে, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা রাজ্য সরকারের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করবেন।

উক্ত রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন নিম্নলিখিত বিষয় সংক্রান্ত হবে-

১। মাদ্রাজ : সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী [ধারা ৪ (e)]

২। মহারাষ্ট্র : সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যবলী [ধারা ৯ (g)]

৩। গুজরাট : সাধারণ গ্রন্থাগার এবং সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির কার্যাবলী (ধারা ২৪)।

৪। ওড়িশা : গ্রন্থাগার প্রাধিকার (Authority) দ্বারা সাধিত গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়ন ও কার্যবলী (ধারা ১৬)।

৫। অন্ধ্রপ্রদেশ : সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী [ধারা ৮ (e)]

৬। পশ্চিমবঙ্গ : সাধারণ গ্রন্থাগার ও স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কার্যাবলী [ধারা ৬ (e)]।

৭। রাজস্থান : সাধারণ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির কার্য পরিচালনা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে (ধারা ২২)।

৮। উত্তরপ্রদেশ : সাধারণ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির কার্য পরিচালনা ও অগ্রগতি সম্বন্ধে [ধারা ১৪ (৩),৭ (h)]।

অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের মাধ্যমে এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কাছেও পেশ করতে হবে।

হরিয়ানার ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করবে [৬ (১) (b)]।

মণিপুরের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা রাজ্য গ্রন্থাগার সমিতির কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যপরিচালনার সম্বন্ধে প্রতিবেদন পেশ করবেন [ধারা ৯ (f)]।

কর্ণাটকের ক্ষেত্রে রাজ্য গ্রন্থাগারিক রাজ্য গ্রন্থাগারের কার্যকলীর সঙ্গে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকারের উন্নয়ন ও কার্যবলী সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন তথ্যাদিসহ রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবেন। (ধারা ৪০)

গোয়াতে রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকারিক রাজ্য গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন আয় ব্যয়ের বিবরণসহ পরিষদের নিকট পেশ করবেন [ধারা ১০ (১) (d)]।

এছাড়া তিনি সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ (issue) করবেন [৯ (২) (j)]।

কেরালার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়নের তথ্যাদি সমন্বিত কার্যাবলী সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করবেন। (ধারা ৩৭)।

এই সমস্ত প্রতিবেদন অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে বিধানসভার উভয় কক্ষে এবং কেরালা ও ওড়িশার ক্ষেত্রে বিধানসভায় (table of the Legislative Assembly) পেশ করতে হবে।

জেলাস্তরেও এই প্রতিবেদন পেশের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার সংস্থা (ধারা ২৩) ও পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার (২০), মণিপুরে জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকার (২৩) নির্দেশমতো অধিকর্তার কাছে কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রতিবেদন পেশ করবে।

কর্ণাটকে স্থানীয় প্রাধিকার রাজ্য গ্রন্থাগারিকের কাছে (ধারা ৩৮) কেরালায় জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদের কাছে নির্দেশমতো প্রতিবেদন পেশ করবে (ধারা ৩৬)।

গ্রন্থাগারগুলির ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদন পেশের দায়িত্বটি বর্তিত হয়েছে গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর। অন্ধ্র প্রদেশ (ধারা ২৩), পশ্চিমবঙ্গ (ধারা ২০), মণিপুর (২৩), গুজরাট (ধারা ২২), ওড়িশা (ধারা ১৪), রাজস্থান (ধারা ২০), উত্তরপ্রদেশে [ধারা ১৪ (১)] সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অধিকর্তা বা অনুমোদিত

ব্যক্তির নিকট প্রতিবেদন ও বিবরণী তথ্যাদি সহ পেশ করবেন। উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকেও এই প্রতিবেদন পেশ করতে হবে। কর্ণাটকের ক্ষেত্রে (ধারা ৩৮) এই প্রতিবেদন পেশ করতে হবে রাজ্য গ্রন্থাগারিকের কাছে।

সারণি ৯ : প্রতিবেদন প্রনয়ণ

রাজ্য	ধারা	প্রতিবেদন পেশকর্তা	প্রতিবেদন গ্রহণকর্তা	মাধ্যম	উপস্থাপিত হবে
মাদ্রাজ	৪(৩) ১৬	অধিকর্তা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সরকার অধিকর্তা		
অন্ধ্রপ্রদেশ	৮ (৩) ২৩	অধিকর্তা জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সরকার অধিকর্তা	রাজ্যগ্রন্থাগার সমিতি	বিধানসভা উভয়কক্ষ
কর্ণাটক	৪০ (১,২) ৩৮	রাজ্য গ্রন্থাগারিক স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য সরকার, রাজ্য গ্রন্থাগারিক/অনুমোদিত ব্যক্তি		
মহারাষ্ট্র	৯ (g) ২৩	গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য সরকার অধিকর্তা/অনুমোদিত ব্যক্তি		
পশ্চিমবঙ্গ	৬ (৩) ২০	গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা স্থানীয় গ্রন্থাগার প্রাধিকার ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য সরকার এবং সরকার অধিকর্তা/অনুমোদিত ব্যক্তি		
মণিপুর	৯ (f) ২৩	অধিকর্তা জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা ও সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ অধিকর্তা		
কেরালা	৩৭ ৩৬	সভাপতি, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ ও তালুক লাইব্রেরি ইউনিয়ন	সরকার রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ / অনুমোদিত ব্যক্তি		বিধানসভার (to be laid on the table of the State Legislative Assembly

রাজ্য	ধারা	প্রতিবেদন পেশকর্তা	প্রতিবেদন গ্রহণকর্তা	মাধ্যম	উপস্থাপিত হবে
হরিয়ানা	৬ (i) (b) ১১ (d)	রাজ্য গ্রন্থাগার অধিকার, রাজ্য গ্রন্থাগারিক	গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা		
মিজোরাম		উল্লেখিত হয়নি	উল্লেখিত হয়নি		
গোয়া	১০ (১) (d) ৯ (২) (j)	রাজ্য গ্রন্থাগার আধিকারিক	রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ		
গুজরাট	২৪ ২২	গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা, সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সরকার অধিকর্তা		
ওড়িশা	১৬ ১৪	গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা, সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সরকার অধিকর্তা		
রাজস্থান	২২ ২০	অধিকর্তা, সাধারণ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য সরকার, অধিকর্তা		
উত্তরপ্রদেশ	১৪ (৩) ১৪ (১)	অধিকর্তা সাধারণ গ্রন্থাগার ও সাধারণ গ্রন্থাগার সমিতির প্রত্যেক ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি	রাজ্য সরকার রাজ্য সরকার		

আয়-ব্যয় বরাদ্দ

অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

আয়-ব্যয় বরাদ্দের বিষয়ে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইনে উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। রাজস্থানের (ধারা ১৫) ও উত্তরপ্রদেশের (ধারা ৭ : ৪) আইনে অধিকর্তা বাৎসরিক আয়-ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে পেশ করবেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ জেলা গ্রন্থালয় সংস্থা ও পরিষদের Budget-Estimate অনুমোদন করবে। [ধারা ৫ (১) (c)]।

রাজস্থানের আইনে গ্রন্থাগার অধিকর্তা বাৎসরিক আয়-ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব রাজ্য সরকারকে পেশ করবেন (ধারা ১৫)।

সারণি ১০ : আইনগুলিতে বর্ণিত গ্রন্থাগার পরিসেবা

ক্রমিক সংখ্যা	কার্যাবলী
১	রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তার শাখা গ্রন্থাগারকে পরিচালনা বা পরামর্শদান
২	সরকারি অনুদান পাওয়ার উপযুক্ত গ্রন্থাগারের নাম ঘোষণা
৩	জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান
৪	জেলা গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সিদ্ধান্তকে বাতিল করা / অনুমোদন না করা
৫	সাধারণ গ্রন্থাগারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ
৬	সাধারণ গ্রন্থাগারের কার্যাবলী সম্বন্ধে বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ করা
৭	সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিচালনা, সংগঠন এবং উন্নয়নের জন্য প্রকল্প রচনা করার দায়িত্ব
৮	গ্রন্থাগার পরিসেবার সম্প্রসারণ ও প্রতিপালন
৯	সহায়ক অনুদানপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার / সাধারণ গ্রন্থাগার পরিসেবার জন্য সহায়ক অনুদান প্রদান / অনুমোদন ব্যবস্থা করা
১০	অর্থভাণ্ডারের যথাযথ প্রয়োগ ও হিসাব রক্ষা করা
১১	সাহায্যপ্রাপ্ত ( ) গ্রন্থাগারের নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান
১২	সময়ে সময়ে সাধারণ গ্রন্থাগারের নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করা
১৩	সাধারণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন করা
১৪	পরিদর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে অসুবিধা দূরীকরণ ও প্রয়োজন হলে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রন্থাগার বন্ধ করে দেওয়া
১৫	যৌথসূচি ব্যবস্থা
১৬	বার্ষিক গ্রন্থপঞ্জী প্রকাশ করা
১৭	প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী গ্রন্থাদির সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
১৮	কর্মীপদ সৃষ্টি
১৯	কর্মী নিয়োগ, বদলি, শাস্তিদান ও অবসরদান
২০	গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রশিক্ষণ
২১	সদ্যসাক্ষর / শিশুদের জন্য গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রদান
২২	রাজ্য গ্রন্থাগার প্রাধিকারের সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করা
২৩	আইনের ধারা ও সরকারি নির্দেশমত অন্যান্য কার্যসম্পাদন করা

সারণি ১১ : অধিকার ও অধিকর্তা / সমপদাধিকারীর কার্যাবলী

মহারাষ্ট্র	অন্ধ্রপ্রদেশ	কর্ণাটক	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	মণিপুর	কেরালা	হরিয়ানা	হিমাচলপ্রদেশ	গোয়া	গুজরাট	ওড়িশা	রাজস্থান	উত্তরপ্রদেশ
√	√	√		√	√			√				√	
√	√		√		√			√					
√	√	√		√	√								√
				√									
√	√	√	√	√	√			√		√		√	√
√			√	√	√		√		√	√		√	√
√	√		√				√	√	√	√		√	√
		√	√				√	√	√	√		√	
	√		√				√	√	√	√		√	
		√	√							√		√	
√		√		√	√		√						
		√		√						√		√	
				√			√		√	√		√	√
				√									
	√												
	√												
			√							√		√	
	√												
		√						√					
			√				√	√	√	√		√	√
								√					
				√			√		√	√	√	√	
√	√	√	√	√	√		√	√		√	√	√	√

প্রশাসনের সাতটি উপাদানই সবকটি সাধারণ গ্রন্থাগার আইনেই আলোচিত হয়েছে। একমাত্র ব্যয়বরাদ্দ বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচনায় বিরত থেকেছেন সবকটি আইনই, অন্ধ্রপ্রদেশ ও রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশ সাধারণ গ্রন্থাগার আইন ছাড়া।

(সমাপ্ত)

গ্রন্থাগার সংবাদ

পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগার

পানুয়া, বাঁকুড়া

গত ৫ই জুলাই, ২০০৮ শনিবার বেলা ১২টায় পানুয়া রামকৃষ্ণ সাধারণ পাঠাগারের নূতন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন হয়ে গেল। দ্বারোদ্ঘাটন করলেন বাঁকুড়া জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক মনঞ্জয় রায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের স্থায়ী সভাপতি তুলসীদাস চ্যাটার্জী। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কোতুলপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নব কুমার দিগার। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী কৃষ্ণদাস বৈরাগী মহাশয়। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির বাঁকুড়া জেলা সম্পাদক কান্তি মুখার্জী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পানুয়া কবিচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ, শিক্ষক শিক্ষিকাগণ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগন এবং পাঠাগারের সমস্ত পাঠক সদস্যগণ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে প্রানবন্ত করে তোলেন।

পাঠাগারের পুরাতন দিনের স্মৃতিচারণ করেন পাঠাগারের বয়স্ক সদস্য মদন গোপাল দাস। সরকারি অনুমোদন পাবার পর থেকে পাঠাগারের কি উন্নতি হয়েছে, কি হয়নি এবং আগামী দিনে কি কি হতে যাচ্ছে ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করেন গ্রন্থাগারিক তপন কুমার রায়।

প্রতিবেদক - তপন কুমার রায়

বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগার ও কৃষ্টিসংসদ , কলকাতা

১০ম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

২২ জুন, '২০০৮, রবিবার সন্ধ্যায় বিধান নগরের বিদ্যুৎ ভবনে করুণাময়ী আবাসনের বৃন্দাবন স্মৃতিপাঠাগার ও কৃষ্টি সংসদের দশম বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন পাঠাগারের সভাপতি শ্রী সুনীল কুমার মজুমদার। মাননীয় উদ্‌বোধক বিধাননগরের পুর প্রধান অধ্যাপক ডঃ বিশ্বজীবন মজুমদার তাঁর ভাষণে আক্ষেপ করেন যে বর্তমান প্রজন্ম গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। এই মনোভাব কাঙ্খিত সমাজ গড়ে তোলার পক্ষে প্রতিকূল। অধ্যাপক মজুমদার বৃন্দাবন স্মৃতি পাঠাগারের গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসারের প্রয়াসকে অভিনন্দিত করেন। পাঠাগারের পরিচালকদের প্রতি পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করে বলেন যে, নির্মীয়মাণ করুণাময়ী সমাজগৃহে এই পাঠাগারের জন্য যে স্থান নির্দিষ্ট করা হয়েছে তার উপযুক্ত ব্যবহারে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ যথার্থ সার্বিক বৃদ্ধি ও প্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে যাবে।

পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রী সুনীলবরণ চক্রবর্তী এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় আগত সদস্য ও বন্ধুদের সাদর সম্ভাষণে স্বাগত জানান। পাঠাগারের গৃহ নির্মান তহবিলের অনুকূলে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে যে উৎসাহ-ব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছে তার জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

২০০৮ এ অনুষ্ঠিত স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বাংলা কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতায় সফল ছেলেমেয়েদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা লগ্নে মাননীয় সভাপতি যাঁদের জন্য এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান সম্ভব হল তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে যে কোনও মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন বিশ্বায়নের আগ্রাসনের হাত থেকে এই ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে হবে।

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার মূল আকর্ষণ ছিল শিল্পায়ন প্রযোজিত রবিশংকর বল নাট্যায়িত আশিষ চট্টোপাধ্যায় নির্দেশিত নাটক 'কর্নেলকে কেউ চিঠি লেখে না।' মার্কেজের বিশ্বখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে রচিত এই বুদ্ধিদীপ্ত নাটকটির প্রযোজনা রসিকদের প্রসংশা কুড়োয়।

প্রতিবেদক - সুনীলবরণ চক্রবর্তী

সারা বাংলা ছোটগল্প প্রতিযোগিতা এবং বিশেষ সাহিত্য সভা

পরিচালনায় : কাঁকসা সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ,
গণতান্ত্রিক লোক শিল্পি সংঘ এবং মিত্র সংঘ পাঠাগার

কাঁকসা সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ এবং মিত্র সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগার (পানাগড় বাজার, বর্ধমান) এর যৌথ উদ্যোগে এলাকার বিশিষ্ট প্রয়াত ব্যক্তি সুধানীল বিশ্বাসের স্মৃতিতে সারা বাংলা স্ব-রচিত মৌলিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল সংবাদপত্রের (আজকাল) মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে।

গত ২১শে জুন' ০৮ তার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ৫০টির মতো গল্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে তার মধ্য হতে প্রথম থেকে দ্বাদশ প্রতিযোগিকে আর্থিক এবং স্মারক পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান শুরু হয় গ্রন্থাগার ভবনে সকাল ১০টায়। প্রথমে সভাপতি সন্তোষ কুমার দে মহাশয় তার বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের ব্যাখ্যা করেন এবং পরে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুধীর রায়, রামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং স্বরাজ ঘোষ মহাশয়। সঙ্গীতে সাবলীল কণ্ঠে খেয়াল পরিবেশন করেন ধীরাজ বন্দোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রসংগীতে মুগ্ধ করেন শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু মিত্র।

মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতির পর দূর-দূরান্ত যথা কলকাতা, আসানসোল, বীরভূম, বাঁকুড়া, দুর্গাপুর এবং স্থানীয় কবি ও সাহিত্যিকরা স্ব-রচিত কবিতা পাঠ ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁদের লেখা বই নিজ হস্তে গ্রন্থাগারিক শান্তি কুমার রায়ের মাধ্যমে গ্রন্থাগারে দান করেন। ৭৪ জনের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি দক্ষ হাতে সু-শৃঙ্খল ভাবে মনোগ্রাহী সঞ্চালনা করেন আশিষ কুমার মিত্র। অনুষ্ঠানটি সকলের কাছে মুগ্ধ হয়ে ওঠে।

প্রতিমাসের প্রথম শনিবার বৈকাল ৪টায় মিত্র সংঘ গ্রামীণ গ্রন্থাগারে (পানাগড় বাজার) নিয়মিত সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসর বসে। আসরে আসার জন্য সকলকে রইল সাদর আমন্ত্রন।

প্রতিবেদক - শান্তি কুমার রায়

পরিষদ সংবাদ

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, বীরভূম জেলা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির বীরভূম জেলা শাখার ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১৩/৭/০৮ তারিখে রামপুরহাটের জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনে। ঐদিন সকালে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি শ্রীসন্তোষ ঘোষ। শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, 'গ্রন্থাগার কর্মী' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীশিবানন্দ পাল এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বীরভূম জেলা শাখার সভাপতি শ্রীকাঞ্চন চ্যাটার্জী।

বেলা ১১টায় লক্ষ্মণচন্দ্র মণ্ডল মঞ্চে স্বরূপা ঘটকের উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়। শুরুতেই সভার উদ্বোধক এবং বীরভূম জেলার নবনির্বাচিত সভাধিপতি শ্রীমতী অন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়কে সমিতির পক্ষ থেকে উত্তরীয়ও পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় সভার উদ্বোধন করে বলেন, ভারতের আকাশে কালোমেঘ ঘনিয়ে আসছে। সে মেঘকে সরিয়ে দিতে আগামী দিনে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে উঠবে - আপনারাও সে আন্দোলনের অংশীদার হবেন। শ্রীশিবানন্দ পাল তাঁর ভাষণে লাইব্রেরিগুলিকে সময়োপযোগী করে গড়ে তোলার উপর জোর দেন। অনুষ্ঠানে জেলার আটজন অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন এবং আয়ব্যয়ের উপর আলোচনায় ১০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। আলোচনা শেষে জবাবি ভাষণ দেন সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী প্রসব দত্ত এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী। মোট ১৩৩ জন প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীসন্তোষ ঘোষ, শ্রীমানবেন্দ্র মুখার্জি এবং শ্রীমতী দীপ্তি ভট্টাচার্যকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সভার কাজ পরিচালনা করেন।

প্রতিবেদক - শান্তি কুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, উত্তর দিনাজপুর

রায়গঞ্জ মহকুমা শাখার ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা রায়গঞ্জ মহকুমা গ্রন্থাগার পাঠ কক্ষে শংকর রাহা মঞ্চে গত ১৫ই জুলাই ২০০৮ কোরাস সঙ্গীতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। প্রয়াত ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি এবং একমিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সর্বপ্রথম সমিতির মহকুমা সম্পাদক জীবনকুমার মুন্সী উপস্থিত সদস্যদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। এরপর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তরদিনাজপুর জেলা কমিটির সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী গ্রন্থাগার উন্নয়নে কর্মী স্বার্থ রক্ষার আন্দোলন যৌথভাবে করার আহ্বান জানান। এরপর পঃবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলাশাখার সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, পরিসেবা বৃদ্ধির উপর জোর দেন। এল.এল.এ সদস্য সৌর্যেন্দ্রকুমার ধর এবং জেলার রাজ্য স্তরের প্রতিনিধি দিগেন বর্মন বক্তব্য রাখেন। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অতীশ চন্দ্র সিংহ। ৮ দফা দাবির সমর্থনে এবং প্রতিবেদনের উপর ৫ জন সদস্য আলোকপাত করেন। উল্লেখযোগ্য দাবির মধ্যে রয়েছে ৩০০ দিন অর্জিত ছুটি, মৃতকর্মী বন্ধুদের পরিবারের সদস্যদের চাকুরি, পারিবারিক পেনশন চালু, শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ। দেরিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মী বন্ধুদের সমস্যা দ্রুত সমাধান, বুক এবং রেকারিং গ্যান্ডস বৃদ্ধি ইত্যাদি। এছাড়া সরকার পোষিত গ্রন্থাগারের অবসরপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীদের বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয় তাঁরা হলেন সত্যেন সরকার (কালিয়াগঞ্জ), অজয় আচার্য, গ্রন্থাগারিক (কালিয়াগঞ্জ), প্রবীর সেনগুপ্ত, গ্রন্থাগারিক (রায়গঞ্জ), জাবেদ আলি (ইটাহার)। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও অন্যতম পথিকৃত অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দেবেশ কান্তি চক্রবর্ত্তী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

প্রতিবেদক - শান্তি কুমার রায়

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, ইসলামপুর মহকুমা সম্মেলন ও বিদায় সম্বর্দ্ধনা

গত ১১ই জুলাই ২০০৮ ইসলামপুর পল্লী পাঠাগারে পঃবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ইসলামপুর মহকুমা শাখার ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগঠক ও অন্যতম পথিকৃত নেতা অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এরপর আমাদের দেশের আর যে সব সু সন্তানদের জীবনাবসান হয়েছে তাঁদের কথাও স্মরন করা হয় এবং এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। সর্বপ্রথম সমিতির মহকুমা সম্পাদক সুখলাল অধিকারী উপস্থিত সদস্যদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদনের উপর ১০ জন সদস্য আলোচনা করেন। উক্ত মহকুমা সম্মেলনে উপস্থিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী বক্তব্য রাখেন। বিশেষ করে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পরিসেবার ওপর গুরুত্ব দিতে অনুরোধ জানান। একই কথা বলেন, উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী জয়ন্ত শিকদার। এছাড়া বক্তব্য রাখেন, সরোজ শেঠিয়া, ভাস্কর রায়, অমরেশ দত্ত, গীতা বসু, মোহিনী মোহন মল্লিক, বিকাশ ভৌমিক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উক্ত সভায় ৮ দফা দাবি পেশ করা হয়। এরপর ইসলামপুর পল্লী পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক অমরেশ দত্তকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়। তিনি দীর্ঘ দিন ধরে জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনে কাজ করে গেছেন।

প্রতিবেদক - বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, উত্তর দিনাজপুর জেলার— ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৭শে জুলাই ২০০৮ কালিয়াগঞ্জ নজরুল নাট্য নিকেতন অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা শাখার ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম শহীদবেদীতে মাল্যদান। এরপর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে উদ্‌বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন কুহেলী আচার্য। শোক প্রস্তাব পাঠ করেন জেলা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়। স্বাগত ভাষণ দেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলাকমিটির সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী উদ্‌বোধনী ভাষণে শ্রী গোস্বামী বলেন, গ্রন্থাগার পরিসেবাকে অধিকতর জনমুখী ও প্রসারিত করার লক্ষ্য নিয়ে এবং সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সদস্যদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে বি.এল.এ. এবং পি.এল.ই.এ কে যৌথভাবে আন্দোলনে সামিল হতে বলেন। গ্রন্থাগার পরিসেবার মান বজায় রাখতে ১২ দফা দাবিও পেশ করা হয়।

প্রতিবেদক - বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা

গত ২৬শে জুলাই ২০০৮ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারের সেমিনার হলে পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির হাওড়া জেলা শাখার ৩৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি জগদীশ সাপুই। শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন জেলা সম্পাদক অসিত কুমার রায়, রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, রাজ্য সহঃ সভাপতি অশোক কুমার দাস, রাজ্য কমিটির সদস্য শিবানন্দ পাল, অমিত কুমার পাল, পার্থ ব্যানার্জী, মহকুমা সম্পাদক সুধীর কুমার পাড়ুই, কমলকান্তি দাসগুহ অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুই পুরোধা ব্যক্তিত্ব প্রয়াত প্রবীর রায়চৌধুরী ও সত্যব্রত সেনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়।

সভার প্রকাশ্য অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জগদীশ সাপুই ও উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক তপন সেন। সাধারণ সভা উদ্বোধন করেন হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র মাননীয় গোপাল মুখার্জী। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়-দায়িত্ব খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। আপামর মানুষকে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চর্চাকে সমৃদ্ধশালী করতে হবে। প্রধান অতিথি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া শাখার সভাপতি ও বালী মিউনিসিপ্যালের চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা বলেন যে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সারা রাজ্যে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার ও কর্মীদের ধারাবাহিক ভাবে আন্দোলন সংগঠিত করে তাদের অগ্রগতি ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রয়াস করে যাচ্ছে। কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি একটানা ৪৩ বছর ধরে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সাহায্যার্থে কাজ করে যাচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার দপ্তরের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সকল কর্মীকে মানুষের স্বার্থে পরিসেবা দিতে যেতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মী পত্রিকার সম্পাদক শিবানন্দ পাল বলেন যে, বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনার সঙ্গে নতুন প্রযুক্তিকে গ্রন্থাগারের কাজে প্রয়োগ করতে হবে এবং আধুনিক প্রযুক্তির দ্বারা গ্রন্থাগারের পরিসেবা দ্রুত মানুষকে দিতে হবে। রাজ্য কমিটির সদস্য পার্থ ব্যানার্জী বলেন যে, বর্তমান গ্রন্থাগারের বিভিন্ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও পরিসেবা যথাসময়ে মানুষের নিকট পৌছে দেওয়ার জন্য রাজ্য গ্রন্থাগার দপ্তরকে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রচারকার্য চালাতে হবে। পর্যবেক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সহঃ সভাপতি অশোককুমার দাস।

অমিত কুমার পাল, জগদীশচন্দ্র সাপুই ও আশিষ কুমার সরকারকে নিয়ে এক সভাপতিমণ্ডলী গঠন করা হয়। সম্পাদক অসিত কুমার রায় সম্পাদকীয় প্রতিবেদন ও আয়-ব্যয়ের (২০০৭-০৮) হিসাব পেশ করেন এবং আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে সভা অনুমোদন করে। সভায় ১৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত শ্যামলকুমার ঘোষ, মন্টু কুমার গুড়িয়া ও সুপ্রীতি পালকে পুষ্পস্তবক, ছাতা, ঘড়ি, মানপত্র ও মিষ্টান্ন দিয়ে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়।

পুলিনবিহারী সাহা, নেপাল প্রামাণিক ও তাপস কুমার চক্রবর্তীকে পোষিত গ্রন্থাগার কাজে যোগদানের জন্য পুষ্পস্তবক ও কলম দিয়ে নবীনবরণ করা হয়।

জেলা গ্রন্থাগারের কর্মীদের সুন্দর ব্যবস্থাপনার জন্য সাধারণ সভাটি সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় এবং যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণ সভাটি সফলতা লাভ করে তারা হলেন স্বপনকুমার চন্দ্র, বরুণকুমার মণ্ডল, প্রবীর কুমার খান, অতনু রায়, বিভাস ঘোষ, অজিত কর্মকার, অনন্ত চ্যাটার্জী সহ আরো অনেক কর্মী। সাধারণ সভাটি সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান গ্রন্থাগারিক অমিতকুমার পাল।

প্রতিবেদক - অশোককুমার দাস

GRANTHAGAR

Vol. 58 No.7 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda October, 2008

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

50th Bengal Library Conference (Editorial) p.191

50th Bengal Library Conference would be held on 7-9th November, 2008 in Bishnupur. This would be the second time after 1961 Library Conference being organised in this city. The theme of the conference are 'Standardisation of library services' and 'Different types of libraries and problems of library staffs'. In 1981 at Burdwan Universty the same topic was selected but its impact is still exist. Requested to take past in discussion and give valuable opinion.

Administrative structure for public libary services : analysis of public library act of 14 states–by Anita Bhattacharjee. p.192

In the first part of the serialized article the author tried to describe in details the comparative study of administrative structure of public libraries in the country where Public Libraries Act had been enacted. Mentioning the seven basic components of administration the author tried to describe with the help of different tables the organizational analysis of different states' administration implementing the Act, statewise implementing process according to the Act, different types of executive authorities district wise, citywise control, planning and preparing work schedule and at last in details organisation.

Special news. p.201

1. Formation of new professor post in the name of late Prof. Prabir Roychaudhury and the selection of Dr. K. P. Majumder, the General Secretary of Bengal Library Association for the above mentioned post.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association–by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.202

In this part of the serialized article the author tried to narrate some of the important events in the history of library movement in Bengal during 1966-1968. This included West Bengal State Central Library in 1966, Library Day, Tinkari Datta Memorial Medal, procession of all Bengal Library Staffs in 1967, Conference of district librarian at Malda in 1968, Library Day 1968 and the accepted proposals.

Design and development of digital library in Bengali using the open source software: an aplication based easy experiment–by Nandadulal Mondal & Abhijit Dutta. p.206

Described in details planning and implementation of digital library in Bengali using open source software. Mentioned main

objectives of digital library, open software and open standards, Greenstone Digital Library Software, setting and implementing digital environment, process of developing digital collection and the search module, with the help of different snap shots. At last hoped to establish the need for digital library in Bengali language.

Library news. p.213-216

1. Organization of cultural programme in memory of poet Kazi Nazrul Islam jointly by the Dept. of Information and Culture, Nadia district and Nabadwip Adarsha Pathagar on 24th June 2008. Reported by Khagendrabijay.
2. Celebration of birth anniversary of poet Rabindranath Tagore by Memary Milan Sangha Town Library on 8th May 2008. Reported by Rupnarayan Roy.
3. Celebration of Yearwise Platinum Jubilee of Nababganj Public Library between July 2007-May 2008. Reported by Keka Panti.
4. Organization of cultural programme in memory of poet Rabindranath, Najrul and Sukanta on 7th July 2008 by Howrah District Library. Reported by Asok Kr. Das.
5. Organization of 13th Annual General Meeting of WBPLEA, Howrah district headquarter subdivision on 26th June 2008. Reported by Asok Kr. Das.
6. Organization of 86th & 87th annual cultural programme by Beldanga Prasannakumar Memorial Town Library, Murshidabad on 19th June 2008. Reported by Md. Nabisuddin.

Association news. p.216-217

1. Deputation to the District Library Officer of Jalpaiguri by the District Committee of WBPLEA on 16th July 2008. Reported by Asim Kr. Maitra.
2. Organization of 12th Annual General Meeting by Public Libraries Employees Co-operative Credit Society Ltd., Howrah district on 22nd June 2008. Reported by Asok Kr. Das.
3. Organization of 30th and 31st Annual General Meeting by BLA, Hooghly District Committee on 9th March 2008. Reported by Satyaki Chaudhuri.

Government Order. p.218

Govt. order having Memo no. 1321 (35)/LS/ OM/Lib.-10/1995 dated 29.09.08 on 'Deputation of library personnel in the Govt. and Govt. sponsored libraries to attend the 50th Bengal Library conference, scheduled to be held from 7th-9th November, 2008 at Jadu Bhatta Mancha, Bishnupur, Bankura, West Bengal.

An appeal by Bengal Library Association to make 50th Bengal Library Conference a grand success.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার'** প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আগের মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.: MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 8 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda November, 2008

CONTENTS

Page

5th Pay Commission (*Editorial*) 227

Abhijit Pramanik
Role of mobile library in rural development 228

Nirmalendu Mukhopadhyay
Library Movement in Bengal & History of the Bengal Library Association 231

Anita Bhattacharjee
Administrative structure for Public Library Service
Analysis of Public Library Act of 14 States 235

LIBRARY NEWS 245

ASSOCIATION NEWS 246

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 7) 249

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 2284-8265.** *Editor*: **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-324X

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ মাঘ, ১৪১৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সাম্প্রতিক কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগবিধি (সম্পাদকীয়)	২৮৭
কেশবচন্দ্র সিন্‌হা পল্লীপুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চলন্তিকা লাইব্রেরির অভিযান	২৮৮
অশোক প্রামাণিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অংসভার	২৯২
নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস	২৯৫
রামপ্রসাদ মজুমদার তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট আই.এস.বি.এন. (ISBN) ঃ গঠন ও গ্রন্থাগারে প্রয়োগ	২৯৯
কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপি	৩০২
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩০৪
পরিষদ সংবাদ	৩০৬
২০০৮ সালের গ্রন্থাগারবিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল	৩০৯
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 9)	৩১৩

C.R. AVENUE 700073 19 C

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম অকের গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

শীঘ্রই প্রকাশের পথে

■ রামকৃষ্ণ সাহা

বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

সমস্ত ধরনের গ্রন্থাগারের জন্য বাংলা ভাষার পুস্তক, পত্র-পত্রিকা বর্গীকরণের অন্যান্য গ্রন্থ। প্রায় ১৫০০০ পদ সম্বলিত ৬০০ পৃষ্ঠার উপরে ডিউই দশমিক বর্গীকরণের ২০তম সংস্করণ অবলম্বনে সংকলিত। বর্গগুলি বাংলা ও ইংরাজি ভাষায় বর্ণিত। ভারতীয় বিষয় সমূহের বিস্তারিত তালিকা - বিশেষভাবে দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও ভূগোল - ইতিহাসের ভারত তথা বঙ্গদেশ সম্পর্কে বিস্তারিত তালিকা। তালিকার পৃষ্ঠা ৩০৫ আর নির্ঘন্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯০। আরো আছে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংক্ষিপ্তসার, তৃতীয় সংক্ষিপ্তসারের ইংরাজি নির্ঘন্ট। বিভিন্ন বর্গের ব্যাখ্যা, ভারতীয় জাতিসমূহের বিস্তারিত তালিকা।

মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : **বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২**
কলকাতা - ৭০০ ০১৪
দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১০ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ মাঘ , ১৪১৫

সম্পাদকীয়

সাম্প্রতিক কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিয়োগবিধি

পাশ্চমবঙ্গে কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার জন্য আন্দোলন দীর্ঘ দিনের। সূত্রপাত হয়েছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশের পর থেকে। উচ্চশিক্ষাকে যুগোপযোগী করার পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের সমুন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য নিয়োজিত হয়েছিল রঙ্গনাথনের নেতৃত্বাধীন কমিটি। ঐ কমিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদার সুপারিশ করে। ১৯৬২ সালে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন তার প্রথম সুপারিশ প্রত্যেক কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠায়।

রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনে স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্ন উঠে আসে তা হল ঐ বেতন ও পদমর্যাদা পেতে গেলে গ্রন্থাগারিকদেরও শিক্ষকদের সমতুল শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই। ১৯৬৪-৬৫ সাল থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই বিষয় নিয়ে মিটিং, মিছিল, ডেপুটেশন দিয়ে এসেছে। কিন্তু ঐ বেতনের বিষয়টি কলেজগুলিতে প্রয়োগের কাজ শুরু হয় বামফ্রন্ট সরকার আসার পর ১৯৭৯ সালে। মনে রাখা প্রয়োজন দেশের সব রাজ্যে আজও UGC-প্রবর্তিত বেতনক্রম চালু হয় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল বেতন ও পদমর্যাদার বিষয়টি শিক্ষক সমাজের একাংশ কখনই সুনজরে দেখে নি এমন কি UGC তেও তারা এ বিষয়ে সক্রিয় ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সত্যেন সেনের নেতৃত্বাধীন UGC-র একটি কমিটি UGC-র পূর্বে গৃহীত নীতি থেকে সরে এসে নিম্নতম বেতন কাঠামোর সুপারিশ করার চেষ্টা করে। সারা দেশে এর প্রতিবাদ হয় এবং দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে পূর্বতন নীতি UGC বহাল রাখতে বাধ্য হয়। এই সব আন্দোলনের বিবরণ গ্রন্থাগার পত্রিকায় সে সময় প্রকাশিত হয়েছে।

কলেজ গ্রন্থাগারিকদের নিয়োগবিধি কলেজ শিক্ষকদের মত ছিল না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কলেজ গ্রন্থাগারিকদের কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগের জন্য দীর্ঘদিন আন্দোলন করে আসছে। দুই বছর আগে কলেজ সার্ভিস কমিশনের আইন পরিবর্তন করে নিয়োগের বিষয়টি এর আওতাভুক্ত হয়। রাজ্যে বহু কলেজে গ্রন্থাগারিক নেই এবং চুক্তিভিত্তিক গ্রন্থাগারিক দিয়ে কাজ চলছে নিয়োগ পদ্ধতির জটিলতার কারণে। UGC-র নিয়মানুসারে কলেজে গ্রন্থাগারিক, সহগ্রন্থাগারিকের পদে নিয়োজিত হতে গেলে NET বা SET পরীক্ষায় পাশ করা আবশ্যিক। কিন্তু কার্যত দেখা যায় ইচ্ছুক গ্রন্থাগারিকদের সামান্য অংশই NET পাশ করতে পারছেন। SET-শুরু হয়েছে দু বছর হল—কিন্তু অবস্থার খুব একটা হেরফের হয় নি। NET বা SET পরীক্ষায় বসতে গেলে UGC-তথা রাজ্য সরকারের (89-Edn(CS)/2001) অনুসারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রি থাকাই ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা। স্বাভাবিক কারণেই সরকার নির্ধারিত ঐ যোগ্যতা অনুসারে ২০০৮ এবং ২০০৯-এর কলেজ সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে - এবং যাঁরা কৃতকার্য হয়েছেন তাঁরা সার্ভিস কমিশনের Interview তে বসারও যোগ্যতা অর্জন করেছেন। কমিশন বিগত ৫ই ডিসেম্বর তারিখে UGC তথা রাজ্য সরকারের নিয়োগ সংক্রান্ত আদেশনামা (89-Edn(CS)2001) কে ভিত্তি করে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে। তাতে BLIS-এর জন্য ২০ ও MLIS-এর জন্য ২০ নম্বর স্থির করে। ২০০৭-এর প্রথম বিজ্ঞাপনেও এইরকম নম্বর ধার্য হয়েছিল। কিন্তু বিগত ১০ই ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপনে বদলে গেল মতটা। ঐ বিজ্ঞাপনে দেখা গেল সাম্মানিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর যোগ্যতার জন্য ২০ আর BLIS-জন্য দশ এবং MLIS-এর জন্য দশ নম্বর ধার্য। সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে সাম্মানিক স্নাতক স্নাতকোত্তর এবং মাষ্টার্স ডিগ্রীর জন্য নম্বর ধার্য করা হল - যা ইতিপূর্বে ছিল না। কিন্তু যারা পাসকোর্সে গ্র্যাজুয়েশন করে BLIS. MLIS পাশ করেছেন তাদের সাধারণ শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কোন নম্বর ধার্য হল না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বাদ যাচ্ছেন বা প্রতিযোগিতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ স্বাভাবিক কারণেই কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে এবং পরবর্তীকালে সমস্ত অসুবিধাগুলি সম্পর্কে জানিয়ে একটি স্মারকলিপি জমা দেন। স্মারকলিপিটি প্রকাশ করা হল। পরিষদের মূল বক্তব্য গ্রন্থাগার পরিসেবা একটি বৃত্তিমূলক পরিসেবা। এর জন্য নিয়োগ যোগ্যতা বৃত্তিমূলক যা UGC এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত। কলেজ সার্ভিস কমিশনের ১০ই ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপন UGCর সুপারিশ ও সরকারি আদেশনামার বিরোধী। ৫ই ডিসেম্বরের বিজ্ঞাপন সঠিক। কোন কারণে বা কাদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য ৫ দিনের মধ্যে বিজ্ঞাপন পরিবর্তন করতে হল তা অজানা।

আর যে বিষয়টি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য তা হল NET/SET পাশ করার পর বা M Phil করে যোগ্যতা অর্জন করার পর স্নাতকদের Interview-এ সরাসরি বাদ দেওয়ার বিষয়টি নৈতিকতার ও আইনি বিচারে মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। এজন্য পরিষদ মনে করে শুধু সরকারি আদেশনামা অনুসারে BLIS; MLIS এর উপর নির্ভর করে কলেজ গ্রন্থাগারিক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। পরিষদ এজন্য সার্ভিস কমিশনকে পুনর্বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ করেছে।

পল্লী পুনর্গঠনে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত চলন্তিকা লাইব্রেরির অভিযান

কেশব চন্দ্র সিনহা (সহ-গ্রন্থাগারিক পল্লীসংগঠন বিভাগ লাইব্রেরি, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন)

সংক্ষিপ্তসার

শিলাইদহ ও পতিসরে পল্লী উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হলে গুরুদেব সর্বাগ্রে অনুভব করেন এমন গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা যা গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘটাতে পারবে শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা এবং পল্লীপুনর্গঠনে হবে কার্যকরি সহায়ক। এজন্য শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠনে গড়ে তোলেন গ্রন্থাগার। তবে চিরাচরিত গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে সহায়ক হবেনা জেনে চলন্তিকা লাইব্রেরি নামে ভিন্নধর্মী গ্রন্থাগার প্রবর্তন করেন। যে গ্রন্থাগারে পাঠক তথ্যের জন্য আসেনা, বরং গ্রন্থাগারই গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাঠকের কাছে উপস্থিত হয় তথ্য বিতরণের জন্য। বৈপ্লবিক ভাবনাপ্রসূত গুরুদেব প্রবর্তিত ঐতিহাসিক চলন্তিকা লাইব্রেরির বিবর্তনের কথাই রচনাটির বিষয়।

মানুষের সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে গ্রন্থাগারের গভীর সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল সমাজ বিকাশের প্রয়োজনে। মুদ্রণ প্রযুক্তি ও কাগজ আবিষ্কারের বহু আগে থেকেই মানুষ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। সুদূর অতীতের মানুষ নিজের অর্জিত বিদ্যা, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির কথা পাহাড়ের গায়ে, গুহার দেওয়ালে, শিলার গায়ে, রক্তমাটি মৃন্ময় ও ধাতব পাত্রে খোদিত করে রাখতেন। পৃথিবীর কয়েকটি প্রাচীনতম সভ্যতায় এ ধরনের শিলালিপি সংগ্রহের নিদর্শন পাওয়া গেছে যা গ্রন্থাগার ধারনারই ইঙ্গিতবাহী। সমাজের বিকাশে ও শিক্ষার প্রসারে গ্রন্থাগার সকল দেশেই সর্বকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। ভারতের নবজাগরণের প্রাক্কালে দেশের যে সমস্ত পরিবার শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়ে গিয়েছিল তাদের পারিবারিক উদ্যোগে গড়ে উঠেছিল নিজেদের পারিবারিক বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। ভারতের জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে, আধুনিক শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে এই পারিবারিক বা ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মানুষের জীবন, জীবনবোধ ও সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রবলভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে তাঁর সুদূরপ্রসারী বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তব রূপায়ণের সূচনাই করেছিলেন সর্বাগ্রে একটি গ্রন্থাগারগৃহ নির্মাণ ও গ্রন্থাগার গড়ে তোলার মাধ্যমে। তাঁর সেই গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল তদানীন্তন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়। সেই অঙ্কুরিত ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর বিশাল মহীরুহে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্তমানে যা বহুধা পল্লবিত। সর্বজনশ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র জীবনীকার, বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক ও ভারতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থাগারকে ও গ্রন্থাগার জগতকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ ও আলোকিত করেছেন। গুরুদেবের ব্যক্তিগত গ্রন্থ সংগ্রহের মাধ্যমে শান্তিনিকেতনের উত্তরায়ণে গড়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের একটি ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার। রবীন্দ্রগবেষণা, রবীন্দ্রচর্চা ও সমসাময়িক কালের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই গ্রন্থাগারটির মূল্য অপরিসীম। এ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে গ্রন্থাগার পরিসেবার একটি অভূতপূর্ব নবদিগন্তের উন্মোচন করেছিলেন যা শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজগঠনের ক্ষেত্রে ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জগতে এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

শ্রীনিকেতনে ১৯২৫ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'চলন্তিকা লাইব্রেরি' এই ঐতিহাসিক নব অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ইদানীং দেশে ও বিদেশে গ্রামোন্নয়ন/ গ্রামাঞ্চলের উন্নতি/রুরাল ডেভালপমেন্ট/গ্রামীণ কল্যাণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি স্তরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু সংস্থা, দপ্তর বহুমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এর গুরুত্ব রবীন্দ্রনাথ বহু পূর্বেই স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই অনুধাবন করেছিলেন। গান্ধীজী, নেতাজী, নেহেরু প্রমুখ বরেণ্য জাতীয় নেতৃবৃন্দের ডাকে স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণে সাড়া দেওয়ার চেয়ে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন পল্লী উন্নয়নের কাজে মনোনিবেশ করে। স্বাধীন ভারতের পল্লীবাসীর সার্বিক উন্নয়নের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তিনি পল্লীবাংলার উন্নয়নের জন্য ব্রত গ্রহণ করেছিলেন শ্রীনিকেতনে পল্লী পুনর্গঠন কর্মসূচির এক ঐতিহাসিক সূচনা করে। ভারতবর্ষ পল্লী অধ্যুষিত দেশ। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'গ্রামে গাঁথা দেশ'। পল্লীবাসীর সর্বাঙ্গীণ মুক্তি ব্যতীত ভারতীয় সমাজের প্রগতি অসম্ভব। এই সমস্যার সমাধানের কথা রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে গভীরভাবে ভেবেছিলেন। বাল্য বয়স থেকে গ্রামীণ জীবনের সাথে রবীন্দ্রনাথের কোনো পরিচয় ছিলনা। জমিদারির দায়িত্ব

পেয়ে শিলাইদহ ও পতিসরের গিয়ে তিনি প্রথম পল্লীজীবনের সংস্পর্শে আসেন এবং গ্রাম বাংলার হতশ্রী দিকগুলি তাঁকে ব্যথিত করতে থাকে। দুর্দশাগ্রস্ত পল্লীবাসীকে সমৃদ্ধ ও উন্নতজীবন বোধে উত্তরণের জন্য নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন শিলাইদহ ও পতিসরের জমিদারিতে। বাঙালীদীপসমূহ পরিভ্রমণ কালে তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমৃদ্ধশালী সুন্দর পল্লীজীবনের সন্ধান পেয়েছিলেন। সেখানে থেকেই তিনি সার্বিক পল্লী উন্নয়নের একটি ধারনা ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯২২ সালে শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠন বিভাগ স্থাপনের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদূরপ্রসারী সার্বিক পল্লী উন্নয়নের ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করেন। শ্রীনিকেতনের পল্লীসংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন এক আদর্শবাদী কৃষিবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষিত বৃটিশ লিওনার্ড নাইট এলমহার্ষ্ট সাহেবের উপর। বহুমুখী পল্লী সংগঠন কর্মসূচির মধ্যে ছিল গ্রাম্য উন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামীণ সেচ্ছাসেবী সংগঠন তৈরী, গ্রামের শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য ব্রতী সংগঠন গড়ে তোলা, উন্নত বৈজ্ঞানিক প্রথায় কৃষিকাজ, লেদজ কুটীর শিল্পের বিকাশ সাধন, গ্রামের মানুষদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবিরের ব্যবস্থা, পশুপালন, স্বাস্থ্য সচেতনতা সৃষ্টি, সমবায় প্রভৃতি। গ্রামের মানুষদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ও সচেতনতা বৃদ্ধি ঘটাতে না পারলে পল্লী উন্নয়নের প্রকল্প ফলপ্রসূ হবে না। এই বাঁধা দূরীকরণে গ্রন্থাগার এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। এই ভেবেই পল্লী উন্নয়নের কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য চলন্তিকা লাইব্রেরির প্রবর্তন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। গ্রামের মানুষদের মধ্যে শিক্ষা, সচেতনতা ও বিনোদন প্রসারের জন্য তিনি ১৯২৫ সালের আগেই শ্রীনিকেতনে পল্লী সংগঠনের অন্যতম অঙ্গ হিসেবে এই চলন্তিকা লাইব্রেরির প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল চলন্তিকা লাইব্রেরি গ্রামের প্রান্তিক সাধারণ মানুষের কাছে সাংস্কৃতিক চর্চা কেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। এর মাধ্যমে শিক্ষাকে প্রসারিত করতে করতে তিনি তা সমাজের নিচুতলা পর্যন্ত প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে শিক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্রত নিয়ে চলন্তিকা লাইব্রেরি পদচারনা শুরু করেছিল। অপসৃয়মান গ্রামীণ সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্য উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য ছিল। সে বিষয়েও চলন্তিকা লাইব্রেরি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১৯২২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এলমহার্ষ্ট সাহেবের নেতৃত্বে। এর কিছুদিনের মধ্যেই চলন্তিকা লাইব্রেরির পরিসেবা শুরু হয়েছিল। ১৯২৫ সালে চলন্তিকা লাইব্রেরির মোট বই সংখ্যা ছিল ২০০ খানা। ১৯৩৭ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ১২০০-তে। ১৯৪০ সালে মোট পুস্তক সংখ্যা ছিল ১৫০৪। গ্রামোন্নয়নের বহুমুখী প্রকল্পের কাজ শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতনের চারপাশের বিভিন্ন গ্রামে শুরু হয়েছিল। গ্রামে গ্রামে নির্দিষ্ট প্রকল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। চলন্তিকা লাইব্রেরির পরিসেবা প্রসারিত করার জন্য প্রথমে পাঁচটি গ্রামে পাঁচটি শাখা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। এই শাখা কেন্দ্রগুলি ছিল বোলপুর, বাঁধগোড়া, সাঁওতালপাড়া, বিনুরিয়া ও গোয়ালপাড়া। এর মধ্যে বোলপুর ও গোয়ালপাড়া শাখা কেন্দ্র দুটির দুটি করে প্রশাখা কেন্দ্র ছিল। চলন্তিকা লাইব্রেরির মূল সংগ্রহ থেকে বই শাখাকেন্দ্র হয়ে প্রশাখা কেন্দ্রে পৌছত। উদ্দেশ্য ছিল বইকে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের নাগালের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। সেখান থেকে গ্রামের মানুষেরা নিজেদের পছন্দ মতো বই নিতে পারত। এবং পছন্দমতো বই সরবরাহ করার জন্য দাবি জানাতে পারত। পাঠশেষে বই প্রশাখা কেন্দ্রে জমা পড়ত এবং শাখা কেন্দ্র হয়ে বইটি পুনরায় চলন্তিকা লাইব্রেরির মূল সংগ্রহে ফিরে আসত। একই বই সারাবছর ধরে বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র ও উপশাখাকেন্দ্র মারফৎ সব কটি গ্রামের মানুষের কাছে সহজলভ্য হয়ে উঠত। গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের পঞ্চনীতিতে রঙ্গনাথন চেয়েছিলেন 'গ্রন্থ ব্যবহারের জন্য', 'প্রত্যেকের জন্য বই,' 'প্রতিটি বই এর জন্য পাঠক'। চলন্তিকা লাইব্রেরির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের এই নীতিগুলির পূর্ণমাত্রায় বাস্তব রূপায়ণ ঘটিয়েছিলেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য, সুস্থ জীবনবোধ রচনার জন্য, সুস্থ ও মানবিক সংস্কৃতি চর্চার জন্য সর্বোপরি গ্রামীণ সমাজ পুণর্গঠনের জন্য গ্রন্থাগার যে বিশাল কার্যকরি ভূমিকা পালন করতে পারবে রবীন্দ্রনাথ সে বিষয়ে সুনিশ্চিত ছিলেন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন উভয় ক্ষেত্রেই কর্মসূচি গ্রহণ করতে গিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। রঙ্গনাথনের দৃষ্টিতে গ্রন্থাগার সতত বর্ধনশীল (লাইব্রেরি ইজ এ গ্রোইং অর্গানিজম)। রবীন্দ্রনাথ সতত বর্ধনশীল গ্রন্থাগারকে প্রসারণশীল ও চলমান গ্রন্থাগারে রূপান্তরিত করেছিলেন তাঁর প্রবর্তিত চলন্তিকা লাইব্রেরির মাধ্যমে।

বিশ্বভারতীর এক প্রান্তে শান্তিনিকেতন অপর প্রান্তে শ্রীনিকেতন। চলন্তিকা লাইব্রেরি শ্রীনিকেতন থেকে পরিচালিত হত। ক্রমে ক্রমে কর্মী, শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বছর কয়েকের মধ্যে বেশ বেড়ে গেলে শ্রীনিকেতনে একটি সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তাও সবাই অনুভব করেছিলেন। এই চাহিদা পূরণের জন্য চলন্তিকা লাইব্রেরির সাথে শ্রীনিকেতন

সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছিল ১৯২৭ সাল থেকে। কর্মী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া শ্রীনিকেতন সংলগ্ন গ্রামের সাধারণ মানুষও এই সাধারণ গ্রন্থাগারের উপযোগীতা গ্রহণ করেছেন। চলন্তিকা লাইব্রেরির পাঠকবর্গের বিশেষ চাহিদা পূরণে মাঝে মাঝে শ্রীনিকেতন সাধারণ গ্রন্থাগারের পুস্তকও ব্যবহৃত হত। শ্রীনিকেতন সাধারণ গ্রন্থাগার গড়ে ওঠার ফলে চলন্তিকা লাইব্রেরি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর চলন্তিকা লাইব্রেরি পরিসেবা অব্যাহত ছিল। পঞ্চাশের দশকে এই পরিসেবা আরও কয়েকগুণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থানুকূল্যে শ্রীনিকেতনে একটি 'এরিয়া লাইব্রেরি' গড়ে উঠেছিল এবং সেটিকে চলন্তিকা লাইব্রেরির সাথে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল ১৯৫২ সালে। এরিয়া লাইব্রেরির পরিসেবা দেওয়ার জন্য দু'জন স্থায়ী লাইব্রেরি কর্মীর ব্যবস্থাও করে দিয়েছিল সরকার। এই এরিয়া লাইব্রেরির উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল অনেকাংশে চলন্তিকা লাইব্রেরির অনুরূপ। ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা প্রসার ও বিনোদনের জন্য গ্রামাঞ্চলে সম্প্রসারণশীল গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়া ছিল এরিয়া লাইব্রেরির অন্যতম লক্ষ্য। ফলে এরিয়া লাইব্রেরির সংযোজন চলন্তিকা লাইব্রেরিকে আরও সমৃদ্ধতর করল। গ্রন্থাগার প্রসারণ পরিসেবা দেওয়ার জন্য এরিয়া লাইব্রেরি ছয়টি গ্রামে ছয়টি ফীডার লাইব্রেরি গড়ে তোলে। এই ফীডার লাইব্রেরিগুলির মাধ্যমেই গ্রামে গ্রামে এরিয়া লাইব্রেরি গ্রন্থাগার পরিসেবা দিতে শুরু করে। এই ছয়টি ফীডার লাইব্রেরিগুলি হচ্ছে গোয়ালপাড়া, আদিত্যপুর, সুরুল, বিনুরিয়া, লালদহ ও আলবাঁধা। রবীন্দ্রনাথের সময়কালে চলন্তিকা লাইব্রেরির পাঁচটি শাখাকেন্দ্র ছিল। সেগুলি বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫টিতে। এই ১৫টি চলন্তিকা লাইব্রেরি হচ্ছে দারুন্দা, কলিকাপুর, পাত্রের, যাদবপুর, সেহালা, নুরপুর, রাইপুর, সুপুর, রজতপুর, লোহাগড়, সালোন, গোয়ালপাড়া, রূপপুর ও দেবগ্রাম।

রবীন্দ্রনাথের প্রদর্শিত পথে পল্লীপুনর্গঠনের কাজ শ্রীনিকেতনে এখনো অব্যাহত। শ্রীনিকেতনের পল্লীপুনর্গঠনের কর্মযজ্ঞ বিশ্ববাসীর সামনে এক অতি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা বা পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে এখনো অম্লান ও ভাস্বরমান। শ্রীনিকেতন শুধুমাত্র একটি তাত্ত্বিক আদর্শ নয়। কঠোর বাস্তবের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। নিজস্ব কোনো পরিচিতি ছিলনা বলে শ্রীনিকেতন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছিল শান্তিনিকেতনের কৃষিদপ্তর নামে। বিবর্তনের পথে সেই শ্রীনিকেতন আজ স্বমহিমায় মহিমান্বিত ও বহুধা পল্লবিত। শ্রীনিকেতন কবির কোনো অলীক স্বপ্নভূমি নয়। কঠোর বাস্তবের মাটিতে এর বীজ বপন করতে রবীন্দ্রনাথ সর্বতোভাবে সচেতন ছিলেন। শ্রীনিকেতন গড়ার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মহান আত্মত্যাগ বিদগ্ধ মহলের কাছে এক বিস্ময়ের বিষয়। পল্লী উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন ষোলো আনা আপোসহীন এবং অটল সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দেশে ও সমাজের স্বার্থে সর্বোপরি বাঙালীর স্বার্থে তিনি নিজের পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন উন্নত প্রথায় কৃষিকাজ, গো পালন, ফার্ম ও ডেয়ারি বিদ্যা আহরণ করতে। শিক্ষাশেষে সস্ত্রীক রথীন্দ্রনাথকে স্থায়ীভাবে কাজ করতে পাঠিয়েছিলেন শ্রীনিকেতনে। পল্লী উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি কতটা আন্তরিক ও নিষ্ঠাদ ছিলেন তাঁর এই অনমনীয় কঠোর মনোভাবে সহজে অনুমেয়। বাঙালীকে, গ্রামবাংলাকে এত নিবিড়ভাবে ভালোবাসার উদাহরণ অত্যন্ত বিরল। তিনি বলছেন সাধনার মধ্যে সত্য থাকলে বাহ্যিক উপকরণের প্রয়োজন নেই। শ্রীনিকেতন গড়ার সাধনায় সত্যের কোনো খামতি তিনি রাখেননি। তাঁর নির্দেশিত পথে শ্রীনিকেতন আজও বহুধারায় প্রবলবেগে প্রবহমান ও বেগবান।

পল্লী উন্নয়নের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পরিসেবা যে অত্যন্ত কার্যকরি ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা শ্রীনিকেতনে চলন্তিকা লাইব্রেরি পরিসেবার উত্তরোত্তর প্রসারে অনুমিত ও প্রমাণিত। গ্রন্থাগার পরিসেবার গুরুত্ব অনুধাবন করে পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার পরিসেবাকে আরও ব্যাপক ও প্রসারিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। চলন্তিকা লাইব্রেরির গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার পরিসেবার অভিযানকে আরও নিবিড়ভাবে ব্যাপকতর করে সার্থক করার জন্য রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে শ্রীনিকেতনে এগিয়ে আসে। ফলে অচিরেই ১৯৭৫ সাল থেকে চলন্তিকা লাইব্রেরির সহায়ক ও পরিপূরক একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে যা চলন্তিকা লাইব্রেরির চরম পূর্ণতাপ্রাপ্তির পথে এক প্রবল সম্ভাবনাময় পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই শুভ উদ্যোগ শ্রীনিকেতনে একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। চলন্তিকা লাইব্রেরির আদর্শকে সামনে রেখে পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে শ্রীনিকেতনের গ্রামে গ্রামে ৩৭টি গ্রামীণ গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে। এই গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে চলন্তিকা লাইব্রেরিরই বিবর্তিত ও প্রসারিত রূপ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। গ্রন্থাগারগুলি বোলপুর-শ্রীনিকেতন ও ইলামবাজার এই দুটি ব্লকে অবস্থিত। প্রত্যেক গ্রামে পল্লী উন্নয়ন সমিতি গঠিত হয়েছে। সমিতিগুলি পল্লী

উন্নয়নের অন্যান্য কর্মসূচির সাথে গ্রন্থাগার পরিসেবার কাজও দেখাশোনা করে। গ্রামের পাঠকদেরকে গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়ার জন্য সমিতি সদস্যদের একজনকে স্বেচ্ছাসেবী গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। অপর এক সদস্য সহ-গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব পালন করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদেরকে আধুনিক গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও দক্ষ করে তোলার জন্য পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন যৌথভাবে সেমিনার, কর্মশালা, আলোচনা সভা ও শিক্ষণ-শিবিরের ব্যবস্থা করে। জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগার সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবছর গ্রামবাসী, পাঠকবর্গ, গ্রন্থাগারিকবৃন্দ সকলকে নিয়ে সমবেতভাবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রন্থাগারদিবস উদযাপন করা হয়। প্রত্যেক গ্রামীণ গ্রন্থাগারের নিজস্ব জমিতে গ্রন্থাগার গৃহ নির্মাণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সামূহিক অগ্রগতির পরিকল্পনা, নীতি নির্ধারণ, পর্যবেক্ষণ ও পুস্তক নির্বাচন করার জন্য একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগার কমিটি গঠিত হয়েছে। গ্রামের সকল শ্রেণীর পাঠকের জন্য গ্রন্থ নির্বাচনের ব্যাপারে কমিটি সচেতন থাকে। সমবেতভাবে ৩৭টি গ্রন্থাগারের বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৮৬,৪৮৬।

বর্তমানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি চলন্তিকা লাইব্রেরির সদস্য লাইব্রেরি হিসেবে স্বীকৃত। ফলে গ্রামের পাঠকবর্গ চলন্তিকা ও এরিয়া লাইব্রেরির মূল সংগ্রহ থেকেও গ্রন্থপরিসেবা লাভের সুযোগ লাভ করেন। চলন্তিকা লাইব্রেরির ১৫টি শাখাকেন্দ্র, এরিয়া লাইব্রেরির ৬টি ফীডার লাইব্রেরি, এবং ৩৭টি গ্রামীণ লাইব্রেরির পরিসেবার নব দিগন্তের সূচনাকারী রবীন্দ্রনাথের পল্লী পুণর্গঠনের সুদূর প্রসারী কর্মসূচি অদ্যাবধি পূর্ণ উদ্যমে সর্বদা প্রবহমান, প্রসারণশীল ও গতিশীল।

সর্বস্তরের গ্রামীণ মানুষদের কাছে আধুনিকতম গ্রন্থাগার ও তথ্য পরিসেবা আরও ব্যাপকভাবে সহজলভ্য করার জন্য বর্তমানে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাঠকবর্গের শ্রেণীবিভাজনকে আরও ব্যাপকতর ও গভীরতর করে তাদের প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী বিশেষ ধরণের বইপত্র, পত্রিকা, সংবাদপত্র সরবরাহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে কার্যকরিও হয়েছে। প্রত্যেকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারে 'চাইল্ড'স কর্নার', 'উইমেন্স কর্নার', 'ওল্ডেজ কর্নার' খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। এছাড়া পাঠকশ্রেণীর মধ্যে আছে ছাত্র-ছাত্রী, নিরক্ষর, নবসাক্ষর, অর্ধসাক্ষর ও শিক্ষিত পাঠক। গ্রামে গ্রামে এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের জনপ্রিয়তার জন্য পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থাগার বিমুখীনতা দেখা দেওয়াতে গ্রন্থাগার পরিসেবা ব্যহত হচ্ছে। এজন্য পাঠককে গ্রন্থাগার মুখীন করার জন্য কম্পিউটার, নেট-ওয়ার্কিং, ও ইন্টারনেট পরিসেবা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রত্যেকটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সাংস্কৃতিক তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার এক অভিনব পরিকল্পনা গৃহিত হয়েছে। যেসমস্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা গ্রামোন্নয়নে নিয়োজিত তাদের রিসোর্স সেন্টারের ভূমিকা গ্রহণ করবে এই সকল গ্রামীণ গ্রন্থাগার। চলন্তিকা লাইব্রেরির পরিচালনা শুরু হয়েছিল গ্রামের মানুষদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও বিনোদনের জন্য। এই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বজায় রেখে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সর্বশেষ স্বপ্ন হচ্ছে গ্রামীণ মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। গ্রামের মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা। গ্রামের মানুষদের সাথে বিশ্বের সংযোগ ঘটাতে চায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি। আর্থ-সামাজিক তথ্য সরবরাহ করে সার্বিক বিকাশে সহায়তা করবে গ্রন্থাগার। এজন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগার সংগ্রহকে হতে হবে স্বয়ং সম্পূর্ণ। গ্রামের মানুষের সর্বপ্রকার তথ্যের চাহিদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে গ্রন্থাগার। নেট-ওয়ার্কিং ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর অপর প্রান্তের সাথে তথ্য আদান-প্রদানে গ্রামের মানুষ অংশগ্রহণ করলে গ্রাম্য জীবনে বিপ্লবায়নের সূত্রপাত ঘটবে। রবীন্দ্রনাথ পল্লী উন্নয়নের স্বপ্নকে সার্থক করতে গ্রন্থাগার পরিসেবার জন্য বীজ বপন করেছিলেন চলন্তিকা লাইব্রেরির মাধ্যমে। গুরুদেবের সেই মহান স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার জন্য এগিয়ে এসেছে এরিয়া লাইব্রেরি এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন যাদের সহযোগিতায় যথাক্রমে ফীডার লাইব্রেরি ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির বিকাশ পল্লী উন্নয়নের ধারাকে চরম সাফল্যের বিন্দুতে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পল্লী পুণর্গঠনে রবীন্দ্রনাথের চলন্তিকা লাইব্রেরির অভিযান ও মধুময় পরিণতি গ্রন্থাগার পরিসেবাকেই মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী :

১। অরুনকুমার মুখোপাধ্যায়।
রবীন্দ্রনাথ : পল্লীপুনর্গঠন। কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং, ১৪০৩।

২। সত্যদাস চক্রবর্তী।
শ্রীনিকেতনের গোড়ার কথা। কলকাতা : সুবর্ণরেখা, ১৩৯৯।

৩। প্রশান্তকুমার পাল।
রবি জীবনী। ৮ম খন্ড : ১৩২৭ - ১৩২৯। কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স, ১৪০৭।

৪। চিত্তরঞ্জন দেব।
শ্রীনিকেতন পরিচয়। কলকাতা : বিচিত্রা, ১৩৬৮।

৫। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৬-২০০৭ : গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিসেবা। পল্লী সম্প্রসারণ কেন্দ্র, বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অসেভার

অশোক প্রামাণিক

সংবাদে প্রকাশ—বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে অধিকন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই দীর্ঘ তথ্যপঞ্জির লেজুর জুড়ে পুঁথিতে বিদ্যার পাণ্ডিত্য ফলানো নয়, বাস্তবের রুক্ষ মাটিতে দাঁড়িয়ে সেই 'অধিকন্তু' গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের হালহকিকত তুলে ধরার উদ্দেশ্যেই এই সন্দর্ভ নির্মাণ।

প্রথমেই প্রবেশ করা যাক গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরে। বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর ১৯৭৮ সালে যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন—রাজ্যের প্রতিটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে। সেই ঘোষণা অনুযায়ী গত ৩০ বছরে সবগুলিতে না হলেও বেশ কিছু বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। তবে গ্রন্থাগারগুলি চালুই শুধু হয়েছে, সেগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পরিকাঠামো আজও গড়ে ওঠেনি; অর্থাৎ, গ্রন্থাগারগুলি থেকে উপযুক্ত পরিসেবা প্রদানের চিন্তাভাবনা সরকারিভাবে কিছুই করা হয়নি। শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক কিছু বই ও একটি কাজ চলার মতো কক্ষ দেখাতে পারলেই সেই বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার চালু করার অনুমোদন দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ।

শিক্ষা দফতরের উদাসীনতায় ও অব্যবস্থার প্রচণ্ড অর্থাভাবের কারণে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির এখন মুমূর্ষু অবস্থা। ভাবলে অবাক হতে হয় — একই সরকারের অধীন জনশিক্ষা দফতর থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি যেখানে বছরে ১৩৫০০ টাকা অনুদান পেয়ে থাকে, সেখানে শিক্ষা দফতর থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির জন্য বরাদ্দ বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ পুরোপুরি শূন্য। সেই কোন মান্ধাতার আমলে ধার্য করা ছাত্রপিছু বার্ষিক ৩ টাকা হারে লাইব্রেরি-ফি আদায়ের উপর নির্ভর করে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে হয়। ১৯৯৩ সালে একবার সরকারি নির্দেশে বিদ্যালয়ের গেম-ফি, ম্যাগাজিন-ফি ইত্যাদি সামান্য কিছু করে বাড়ানো হলেও লাইব্রেরি-ফি বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার কথা কোনও বিচক্ষণের মাথাতেই আসেনি।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার মূলত উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের জন্য। বর্তমানে উচ্চমাধ্যমিকের বিজ্ঞান শাখার যে-কোনও বিষয়ের এক সেট (প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র) বই-এর মূল্য ৩৫০-৪০০ টাকা। তা হলে ছাত্রদের কাছ থেকে আদায়ীকৃত লাইব্রেরি-ফি দিয়ে বইপত্রের এই অগ্নিমূল্যের বাজারে বছরে ক-খানা বই কেনা যায়! অন্য শ্রেণির ছাত্রদের কথা বাদ দিয়ে কোনও বিদ্যালয়ে শুধু উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভাগ মিলিয়ে যদি কমপক্ষে ২০০ জন ছাত্র থাকে — এই অবস্থায় গ্রন্থাগার থেকে তাদের ক-জনের বই-এর চাহিদা মেটানো যাবে! এর উপর গ্রন্থাগারের জন্য পত্রপত্রিকা ক্রয়, আসবাবপত্র মেরামত বা ক্রয়, বইপত্র বাঁধাই ও সংরক্ষণ ইত্যাদির খরচ সংকুলানের কথা তো ভাবাই যায় না। সুযোগের অভাবে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সূচীকরণ - বর্গীকরণের অধীত বিদ্যা কোনও কাজেই লাগে না। এরই মধ্যে হাসির কথা— লাইব্রেরি কল্যানমানির পরিমাণ কিন্তু আজও সেই ১০ টাকাতেই বাঁধা আছে; বইপত্রের বর্তমান বাজারমূল্য সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও শিক্ষা দফতর বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ব্যাপারে যে কতখানি নির্লিপ্ত — এটা তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

যে-সব বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারের বইপত্র কেনার জন্য অন্য কোনও আর্থিক উৎস নেই, সেখানে এতদিন পর্যন্ত প্রকাশকদের পাঠানো কিছু নমুনা কপিই একমাত্র ভরসা ছিল। কিন্তু ইদানীং প্রকাশকরা বিদ্যালয়ে নমুনা কপি না দিয়ে সরাসরি বিষয়-শিক্ষকদের হাতে সেগুলি তুলে দেওয়াতেই আগ্রহী-তাতে অভীষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে। বেশির ভাগ শিক্ষকই আপন অধিকারবলে বইগুলি বগলদাবা করে বাড়ি নিয়ে চলে যান — গ্রন্থাগারে দেন না। আহা, প্রতিটি বই-এর এক কপি করে গ্রন্থাগারে দেওয়ার আইন যদি থাকত।

এখন আবার কয়েক বছর ধরে বিদ্যালয়ের নিচু থেকে উপর পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণীর পাঠক্রম পরিবর্তনের যে হিড়িক পড়েছে, তাকে কষ্টেসৃষ্টে জোগাড়-করা গ্রন্থাগারের পুরানো সংগ্রহ সবই বাতিল হয়ে যাচ্ছে। নতুন পাঠক্রমের বই কেনার রসদ না থাকায় গ্রন্থাগারিকরা পুরানো বইগুলিকেই যক্ষের ধনের মতো আগলে বসে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। গ্রাম-পঞ্জের যে-সব দুস্থ ছাত্র পড়ার বই কিনতে পারে না—গ্রন্থাগারের বই-এর উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, তাদের দুর্দশার কথা সরকারের চিন্তা করার প্রয়োজন আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করেছেন — বর্তমানে শিক্ষকদের বেতন মেটাতেই তারা হিমসিম খাচ্ছেন। তাই বিদ্যালয়ের 'গ্রন্থাগার' নামক বাড়তি বোঝাটা এখন সরকারের কাছে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ। প্রশ্ন জাগে, বিদ্যালয় গ্রন্থাগার তৈরী করার কি প্রয়োজন ছিল?

এবার আসা যাক গ্রন্থাগারিকের প্রসঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক ও অশিক্ষক - কর্মী ছাড়া যে আরও একধরণের কর্মী রয়েছেন — বোধ করি বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীন অধিকাংশে মানুষই সে-ব্যাপারে অবহিত নন। সরকারের সিদ্ধান্তমতে এঁরা কখনও 'টিচিং স্টাফ', কখনও 'নন-টিচিং স্টাফ', আবার কখনওবা এ দুটোর কোনওটাই নন— একটা 'সেপারেট ইউনিট' কিংবা 'সিংগেল পোস্ট'। এবার বুঝতে অসুবিধা নেই, এই হাঁসজারু ধরনের কর্মী-বেচারারা হলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাপত্ন অবহেলিত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকগণ। দীর্ঘকাল ধরে এঁরা মর্যাদাগত ও বেতনসংক্রান্ত সমস্যায় জেরবার হয়ে আছেন।

আশির দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যখন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করলেন, তখন গ্রন্থাগারিকদের জন্য একটা সম্মানজনক বেতনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ৩১.৭.১৯৮১ তারিখের ROPA অনুযায়ী [No. 372 Edn (B)] মাস্টার ডিগ্রি ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাধারী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রম ছিল Rs. 440-1170 (With higher initial at Rs. 560) এবং গ্র্যাজুয়েট ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমাধারীদের বেতনক্রম ছিল Rs. 550-900।

এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, সেই সময় মাস্টার ডিগ্রির জন্য নির্ধারিত বেতনক্রমটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাস্টার ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি; অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মাস্টার ডিগ্রিটাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অন্যান্য বিষয়ের মাস্টার ডিগ্রির (MA/MSc/MCom) সমতুল্য বলে মেনে নেননি। আরও আশ্চর্যের কথা, ঐ ROPA-তে অনার্স গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিকদের জন্য আলাদা কোনও নির্দিষ্ট বেতনক্রমের উল্লেখই করা হয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে গ্র্যাজুয়েটদের বেতন নিতে হয়েছে—আজও হচ্ছে।

এরপর ৭.৩.১৯৯০ তারিখের ROPA অনুযায়ী [No. 33 Edn (B)] মাস্টার ডিগ্রিধারী গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমটির সংশোধিত রূপ হল Rs. 1420-3130 (with higher initial at Rs. 1465) এবং গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিকদের বেতনক্রমটির সংশোধিত রূপ হল 1390-2970।

এখানে তুলনামূলক হিসাবে দেখা যাচ্ছে — B Ed শিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের পূর্বেকার Rs.550-1470 বেতনক্রমটি যেখানে সংশোধিত হয়ে দাঁড়াল Rs. 1780-3780-তে, সেখানে B Lib Sc শিক্ষণপ্রাপ্ত মাস্টার ডিগ্রিধারী গ্রন্থাগারিকদের পূর্বেকার প্রারম্ভিক মূলবেতন 560 টাকা (শিক্ষকদের থেকে ১০ টাকা বেশি ছিল) থাকলেও সংশোধিত বেতনক্রমে তা কমে দাঁড়াল 1465 টাকায়; অর্থাৎ মূল বেতনে পার্থক্য হয়ে গেল (1780-1465) = 315 টাকার। আবার গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিকদের পূর্বেকার প্রারম্ভিক মূলবেতন (550 টাকা) মাস্টার ডিগ্রিধারী শিক্ষকদের মূলবেতনের সমান থাকলেও সংশোধিত বেতনক্রমে তা (1780-1390) = 390 টাকা কমিয়ে দেওয়া হল এবং গ্র্যাজুয়েট বা অনার্স গ্র্যাজুয়েট গ্রন্থাগারিকদের সংশোধিত বেতনক্রমটি অন্যায়ভাবে গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের বেতনক্রমের নিচে নামিয়ে দেওয়া হল। গ্রন্থাগারিকদের প্রতি অবিচারের শুরু এখান থেকেই।

এর পরের ধাপে বেতনবৈষম্য আরও ভীষণভাবে বেড়ে গেল। ১২.২.১৯৯৯ তারিখের ROPA অনুযায়ী [No.25-SE (B) / IM-102/98] মাস্টার ডিগ্রিধারী একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন শিক্ষকের মূলবেতনে পার্থক্য হয়ে গেল (6000-4650) = 1350 টাকার; অনার্স ডিগ্রিধারী একজন গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষকের মূলবেতনে তফাৎ হল (5500-4500) = 1000 টাকা এবং গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রিধারী একজন গ্রন্থাগারিক ও একজন শিক্ষকের মূল বেতনে ফারাক দাঁড়াল (4650-4500) = 150 টাকা।

আশির দশকে গ্রন্থাগারিকদের জন্য শিক্ষকদের চেয়েও বেশি মূলবেতন ধার্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে-বদান্যতা দেখিয়েছিলেন—দিনদিন সরকারের যতই নুন আনতে পান্তা ফুরনো অবস্থা হতে শুরু হল—সেই উদারতা উবে গিয়ে বেছে বেছে কোপ পড়তে লাগল শুধু গ্রন্থাগারিকদের বেতনের উপরেই। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকরা সংখ্যালঘু এবং তাঁদের দাবিদাওয়া - সমস্যা নিয়ে কোনও শিক্ষক-সংগঠনই তেমন .. সোচ্চার নয় বলেই কি দুর্বল গ্রন্থাগারিকদের প্রতি সরকারের এই সীমাহীন বঞ্চনা! তবে গ্রন্থাগারিকদের বৃহৎ সংগঠন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের সমস্যার

প্রতিকারের জন্য সুদীর্ঘকাল ধরে নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন; কিন্তু ফল শূন্য।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন — শিক্ষকদের সঙ্গে গ্রন্থাগারিকদের বেতন তুলনা করার যথেষ্ট যুক্তিসংগত কারণ আছে। সারা পশ্চিমবঙ্গে এমন বিদ্যালয় নেই বললেই চলে— যেখানে গ্রন্থাগারিকদের দিয়ে শিক্ষকের কাজ করানো হয় না। নিয়মিত কটিনে বরাদ্দ ক্লাস নেওয়া থেকে শুরু করে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করা, খাতা দেখা, পরীক্ষাহলে নজরদারি করা, মার্কসীট বানানো—এককথায় একজন শিক্ষকের যাবতীয় কাজ গ্রন্থাগারিককে করতে হয়। উপরন্তু গ্রন্থাগারের সমস্ত কাজও একা-হাতে সামাল দিতে হয়। তাই বেশির ভাগ বিদ্যালয়েই গ্রন্থাগারিক নিয়োগের সময় প্রার্থীর পোশাগত যোগ্যতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিষয়ে অনার্স বা মাষ্টার ডিগ্রি থাকাটাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়—যাতে তিনি একজন শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে পারেন। তা ছাড়া সরকারি আদেশবলে গ্রন্থাগারিকরা বর্তমানে বিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যও হতে পারেন। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় সংগঠন তো গ্রন্থাগারিক নিয়োগের বিজ্ঞাপনে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পদকে 'Miscellaneous Teaching Post' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলস্বরূপ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকরা বহুদিন আগেই শিক্ষকদের সমতুল বেতনলাভ করেছেন। যত বৈষম্য শুধু বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের ক্ষেত্রেই—যত অবহেলা এই রাজ্যস্তরেই।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বার্ষিক অনুদানের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদেরকে টিচিং স্টাফের মর্যাদা দান এবং তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী শিক্ষকদের সমতুল বেতন প্রদান—বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘদিনের এই দাবিপূরণে জনদরদি প্রগতিবাদী বামফ্রন্ট সরকার এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা করতে পারে নি। গত ২৮ বছর ধরে সরকারি বিদ্যালয়গুলিতে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ হয়নি। বেশির ভাগ সরকারি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তাই ইতিমধ্যেই তালা পড়ে গেছে। সরকারি সহায়তায় চলা বেসরকারি বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা তো স্বাভাবিকভাবেই আরও শোচনীয় হবারই কথা—সেগুলির এখন নাভিশ্বাস উঠছে। এই পরিস্থিতিতে 'অধিকন্তু' ঘোষণা করে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকের পদ পুরোপুরি বিলোপ করে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কি অংসভার নামিয়ে ফেলার কথা ভাবছেন?

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৭.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার ($\frac{১}{৪}$ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার ($\frac{১}{৮}$ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

বর্ধমানের একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের বিবরণ

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরির জন্ম হয় ১৯৪৭ সালে কয়েকটি কিশোর ও তরুণের উৎসাহে। এটি বর্ধমান জেলার বুদবুদ থানার অন্তর্গত ও ইস্টার্ণ রেলওয়ের পাশে অবস্থিত একটি সুপ্রাচীন গ্রাম। অন্যূন দশ হাজার জনসংখ্যা সমন্বিত এই গ্রামে হাট-বাজার, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পোষ্টঅফিস, রেজেস্টারি অফিস, ছেলে ও মেয়েদের উচ্চ বিদ্যালয়, বাস, ট্রেন ইত্যাদি বর্তমান জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই আছে এবং সেই সঙ্গে আছে এই লাইব্রেরি।

এই লাইব্রেরি ১৯৫০ সাল পর্যন্ত কোনরকমে চলে, তারপর প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে এসেছিল। ১৯৫২ সালে লাইব্রেরির অবস্থা পর্যালোচনা করে একটি কার্যকরী সমিতি গঠিত হয় এবং লাইব্রেরি তাঁদের প্রচেষ্টায় পুনর্জীবন লাভ করে।

১৯৫৩ সালে প্রথম সরকারি সাহায্য পাওয়া যায়। ১৯৫৫ সাল থেকে শ্রেষ্ঠ পুস্তক পাঠকদের পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৭ সালে আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারটি রেজেস্ট্রি করা হয়। ১৯৫৯ সালে এটি সরকার কর্তৃক গ্রামীণ গ্রন্থাগার রূপে স্বীকৃত হয় এবং গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওন নিযুক্ত হয়।

অজিতকুমার পাল, পাঁচকড়ি পাল, অধীরকুমার পাল ও করুণাময় পাল লাইব্রেরিকে ৩১ শতক জায়গা দান করেন। ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে সেই জায়গায় নির্মিত নিজস্ব গৃহে লাইব্রেরি স্থানান্তরিত হয়।

উল্লেখযোগ্য যে লাইব্রেরির কর্মীদের প্রচেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয়, নৈশবিদ্যালয়, সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগ, সেলাই ও কাটিং শিক্ষা বিভাগ, ছেলেদের ক্রীড়া বিভাগ ইত্যাদি স্থাপিত হয়ে এই লাইব্রেরি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

লাইব্রেরির বর্তমান পুস্তক সংখ্যা ৪৩৭৫ এবং কিশোর ও মহিলা সহ সভ্যসংখ্যা ২৭১। পাঠগৃহে দৈনিক উপস্থিতির হার গড়ে ৫০ জন। শুক্রবার অর্ধদিবস এবং বৃহস্পতিবার পূর্ণ দিবস লাইব্রেরি বন্ধ থাকে। লাইব্রেরি খোলা থাকে সকাল ৭টা থেকে ১০টা এবং বিকাল ৪টা থেকে রাত্রি ৮টা। কিছু প্রাচীন পুথি এবং উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক লাইব্রেরিতে আছে। 'পল্লীসেবক' নামে একটি পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যা লাইব্রেরি থেকে দুবার প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরির মুদ্রিত পুস্তক তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারিক ও সাইকেল পিওনের বেতন দেন এবং লাইব্রেরি নৈমত্তিক খরচ বাবদ ৫০ টাকা প্রতিমাসে দিচ্ছেন। সভ্যগণের দেয় মাসিক চাঁদাই লাইব্রেরির আয়ের উৎস।

দূরবর্তী স্থানের পাঠক-পাঠিকার নিকট বই পৌঁছে দিয়ে লাইব্রেরির সঙ্গে সম্পর্ক নিবিড় করার এবং গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বাহক হওয়া এই লাইব্রেরির লক্ষ্যের মধ্যে রয়েছে। অনেক জ্ঞানী গুণী এই লাইব্রেরি পরিদর্শন করে প্রীত হয়েছেন এবং কাজের প্রশংসা করেছেন।

(এই বিবরণ ১৯৬৮ সালে প্রাপ্ত বিবরণ থেকে দেওয়া হয়েছে)।

মেদিনীপুরে আরও একটি গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্ম

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার রামনগর থানার অন্তর্গত ১নং বাধিয়া অঞ্চলের বিদ্যাধরপুর ও উত্তর মুকুন্দপুর দুটি গ্রাম। সংখ্যার দিক দিয়ে দুটি গ্রাম কিন্তু পঞ্চায়েত নিয়মানুসারে এদের একটি নাম মুকুন্দপুর গ্রাম সভা। গ্রাম দুটি দীঘা থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে। লোকসংখ্যা প্রায় ১৮০০।

জনকল্যাণের উদ্দেশ্যে ১৯৬৬ সালে এখানকার কয়েকজন ছাত্র 'পল্লীশ্রী' নামে একটি ক্লাব স্থাপন করেন। ১৯৬৭ সালে এই ক্লাব নতুন রূপে জন্ম নিল 'উদীয়মান পাঠাগার' রূপে। ১৯৬৮ সালে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ প্রস্তাবিত সমাজশিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। বর্তমানে তার ছাত্র সংখ্যা : নিরক্ষর ২৫, অক্ষর জ্ঞান যুক্ত ১৫, মোট ৪০ জন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও গ্রন্থাগারের উপযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ করায় বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা ৭০০। পত্রপত্রিকার সংখ্যাও খুব কম নয়। খেলাধুলা, সমাজ শিক্ষা, রাস্তা পরিস্কার, অনুষ্ঠান, গৃহনির্মাণ, প্রচার ও জনসংযোগ প্রভৃতি বিভাগগুলি এই পাঠাগারের অঙ্গীভূত। পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও যথেষ্ট। সপ্তাহে প্রতি রবিবার ও বৃহস্পতিবার বই

বিলি করা হয়। এই বই বিলির গড় সংখ্যা ২৫-৩০।

পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা ৩৮।

সরকারি সাহায্যের জন্য পাঠাগার কর্তৃপক্ষ আবেদন করেছেন। শীঘ্রই সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের মঞ্জুরী পাওয়া যাবে বলে আশা আছে।

(১৯৬৮ সালের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে)।

পঞ্চবিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, বালুরঘাট, পঃ দিনাজপুর ১৯৬৮

২৪-২৬ মে ১৯৬৮ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং পঃ দিনাজপুর স্পনসর্ড গ্রন্থাগার সমিতির ব্যবস্থাপনায় বালুরঘাট নাট্যমন্দিরে তিনদিনব্যাপী পঞ্চবিংশ গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

এই সম্মেলন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের দুই শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই সম্মেলনের জন্য কমলেন্দু চক্রবর্তীকে সভাপতি ও চিত্তরঞ্জন দত্ত ও অবনী তলাপাত্রকে যুগ্ম-সম্পাদক করে একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির কার্যালয়ে ২৪ মে প্রতিনিধি ও দর্শকদের নাম তালিকাভুক্তির কাজ শুরু হয়।

অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন পঃ দিনাজপুরের জেলা সমাহর্তা অসিত রঞ্জন সাহা। এই সম্মেলন উপলক্ষে পুস্তক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সভা, ব্রিটিশ কাউন্সিল ও নিজবালিয়া সবুজ গ্রন্থাগার।

সন্ধ্যা ৬-৩০টায় নাট্যমন্দিরে উদ্বোধন অধিবেশন শুরু হয়। রাত্রি দশটায় স্পনসর্ড গ্রন্থাগার কর্মীদের একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিক রাত্রি পর্যন্ত চলে।

২৫ মে সকাল ৭টায় প্রথম কার্যকরী অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। সম্মেলনে পঃবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জনচেতনা বিষয়ক আলোচ্য মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়। এই অধিবেশন বেলা ১টা অবধি চলে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বেলা ৩টায় পুনরায় অধিবেশন বসে। সভাপতিত্ব করেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্মেলনের দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'আন্তঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতাঃ পঃবঙ্গের জন্য একটি কার্যক্রম,' উপস্থাপিত করেন প্রবীর রায় চৌধুরী, অধিবেশন চলে পৌনে ছটা অবধি।

এইদিন সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় ঐ নাট্য মন্দিরেই একটি জনসভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী এবং প্রমীলচন্দ্র বসু ও অজিত কুমার মুখোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন। বালুরঘাট কলেজের গ্রন্থাগারিক ও কর্মীবৃন্দ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল সদস্যদের একটি চা চক্রে আহ্বান করেছিলেন। রাত্রি দশটায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিল-এর সভা আরম্ভ হয়ে অধিকরাত্রি পর্যন্ত চলে।

২৬ মে সমাপ্তি অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে বিভিন্ন প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তী ও যুগ্ম সম্পাদক অবনী তলাপাত্র।

এরপর জাতীয় সঙ্গীত হবার পর তিন দিন ব্যাপী সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে।

উদ্বোধনী অধিবেশন

মীরা সেনের উদ্বোধন সঙ্গীতের পর নির্ধারিত সভাপতিকে সভাপতি পদে বরণের প্রস্তাব করেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন অনিল দত্ত।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি কমলেন্দু চক্রবর্তী তাঁর ভাষণে প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

তিনি বলেন, পৌরানিক ও ঐতিহাসিক যুগের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ও গৌরবময় স্মৃতি বিজড়িত বরেন্দ্রীয় সুসন্তান কবি বাল্মিকী সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে কীর্তিত বসুধার শীর্ষস্থান এই বরেন্দ্রভূমি, তার হৃদয় দেশে অবস্থিত পুণ্ড্রবর্ধন-ভুক্তির অন্তর্গত কোটিবর্ষ বিষয়ে আজ প্রত্ন - কঙ্কাল ব্যতীত কিছুই নাই। ত্রিস্রোতার দুই শাখা আত্রেয়ী - পুনর্ভবার গর্ভপ্রবাহ আজ মন্দীভূত। তিনি এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাস বিবৃত করেন, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিচয় ও তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির পরিচয় দেন। তিনি বলেন, শিক্ষিত চরিত্রবান নাগরিক ব্যতীত গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। গ্রন্থাগারকে সর্বাঞ্চল ব্যাপী করতে হবে। জনসাধারণই গ্রন্থাগার পরিচালনা করবেন, সরকারি কর্মচারী বন্ধুর ন্যায় সৎ পরামর্শ দেবেন ও টাকার অপচয় যাতে না হয় দেখবেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে, তথা গ্রন্থাগার ক্ষেত্রে সরকার যে

ব্যয়-বরাদ্দ করেন প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্তই অল্প। এ অবস্থার অবসান শুধু বাঞ্ছনীয়ই নয়, অত্যাবশ্যক। গ্রন্থাগার পরিষদ পক্ষে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পুরোভাগে তাই সরকারি অর্থ সাহায্য বৃদ্ধির আন্দোলন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

অতঃপর ২২টি প্রদীপ জ্বেলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক প্রমীল চন্দ্র বসু পক্ষ বিংশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শ্রীবসু বলেন, প্রথম দিকের সম্মেলন গুলিতে গ্রন্থাগার সম্পর্কে কিছু ভাববিলাসী লোক সম্মিলিত হতেন, তাঁদের চিন্তাধারা অধিকাংশে ক্ষেত্রেই বাস্তবমুখী ছিলনা। পরে পরিষদের কার্যধারা নানামুখী হতে আরম্ভ করল। ক্রমশঃ গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকে। এই পঞ্চ বিংশ সম্মেলনে পৌঁছে আন্দোলনের অবস্থা কী এবং আমরা সে পথে কতদূর অগ্রসর হয়েছি তা নিশ্চয়ই বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে। দু-রকমভাবে আন্দোলনের প্রসার হতে পারে - আনুভূমিক এবং সমান্তরাল ভাবে। গ্রথাগার আন্দোলনের প্রথম দিকটাই বিস্তৃতিলাভ করেছে—দ্বিতীয়টা দৃঢ়ভাবে বিস্তৃত হয়নি। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অবশ্য গ্রন্থাগার প্রচারের জন্য নানাভাবেই চেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল তলদেশে শিকড় গেড়ে বসেনি। আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলন পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে চলছে। পাশ্চাত্য ভাবধারা বলেই যে এটা তাজ্য একথা আমি বলিনা। কিন্তু কোন আন্দোলনের সঙ্গে যদি দেশের জনসাধারণের যোগ না থাকে — সর্বজনীন রাস্তা, জলের কল প্রভৃতির মত যদি সাধারণ গ্রন্থাগারও না হয়ে উঠতে পারে তবে তা জনমনে দাগ কাটে না। আমরা যাঁরা গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাঁরা এর আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করে চলেছি কিন্তু এখনও জনমনে তেমন করে জিনিসটা পৌঁছে দিতে পারিনি। শ্রীযুক্ত বসু আশা করেন যে, সম্মেলনে যাঁরা উপস্থিত হয়েছেন তাঁরা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সে বিষয়ে চিন্তা করবেন।

এরপরে সম্মেলন উপলক্ষে স্বদেশ ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত (নিম্নে নাম দেওয়া হল) শুভেচ্ছাবাণী গুলি পাঠ করেন বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়।

স্বদেশ থেকে

পি এন পানিক্কার, জেনারেল সেক্রেটারী, কেরালা গ্রন্থালয় সঙ্ঘম, ত্রিবান্দম; আবদুল রহমান, সেক্রেটারী, মহীশূর লাইব্রেরি অ্যাসোশিয়েশন; পি এন দেশী, সেক্রেটারী, বিহার রাজ্য পুস্তকালয় সঙ্ঘ, এস আর রঙ্গনাথন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক, ডি আর টি সি; পি সি মুখার্জী, ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্টাক্সন, পশ্চিমবঙ্গ; হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপাচার্য, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়; সত্যেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; হেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক; নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক, নয়াদিল্লী; প্রফেসর আর কে দাশগুপ্ত, আধুনিক ভারতীয় ভাষা সমূহ, দিল্লি বিশ্ব বিদ্যালয়; ডাঃ এ কে রায়, অবৈতনিক সম্পাদক, জার্নাল অব দি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা; রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রেসিডেন্ট, ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন; সোহান সিং, সেক্রেটারী, মুম্বাই বিভাগ গ্রন্থাগার সঙ্ঘ, বোম্বাই।

বিদেশ থেকে

আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, চিকাগো; ডকুমেন্টেশন, লাইব্রেরিজ অ্যাণ্ড আর্কাইভস, ইউনেস্কো; লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন অব অষ্ট্রেলিয়া, লেনিন স্টেট লাইব্রেরি, মস্কো। এফ আই ডি; ইফ্‌লা; লাইব্রেরি অব কংগ্রেস; লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, ঘানা; কানাডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন; লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, সিঙ্গাপুর।

এই সম্মেলনে তরুণ কবি ও সাংবাদিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। কিছু বলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়ে তিনি বলেন, আপনারা এখানে নিজেদের সমস্যা আলোচনা করতে এসেছেন, এখানে আমি অনধিকারী - তাছাড়া আপনাদের আলোচনায় কোন ভাববিলাসের স্থান নেই। এক জায়গায় সাহিত্যিকরাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন - সাহিত্যিক তাঁর পাঠক পান গ্রন্থাগারের মাধ্যমে। গ্রন্থাগারিকদের অবস্থার কথা, সরকারি ঔদাসীন্যের কথা, গ্রন্থাগারের প্রচার ইত্যাদি প্রশ্ন যেমন ভাবতে হবে তা ছাড়াও আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হবে। বাংলা সাহিত্যের ক্রেতা কমে গেছে। কিনে বই পড়ার স্বভাব অনেকেরই নেই। বাংলা সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকদের। যোগ্য বই তাঁদের পৌঁছে দিতে হবে পাঠকদের। সাহিত্যের নামে অসাহিত্য ও কুরুচিপূর্ণ বই যেন না চলে এটা তাঁদের দেখতে হবে। পাঠক যে বই চান কেবলমাত্র সেগুলোই গ্রন্থাগারে রাখা হবে কিনা এ বিষয়ে তাঁদের স্থির করতে হবে। কেবলমাত্র সাময়িক জনপ্রিয়তার

বিচারে দেখলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, মাইকেলের বইও একসময় কাটতো না অথচ নারায়ন চন্দ্র ভট্টাচার্য নামে একজন লেখকের বই প্রচুর বিক্রী হত - এখন তাঁর নামও লোকে ভুলে গেছে।

সর্বশেষে সভাপতি তাঁর ভাষণ পাঠ করলে উদ্বোধনী অধিবেশন শেষ হয়।

সভাপতি তাঁর ভাষণে বলেন, আধুনিক সমাজ প্রগতিশীল বলে তার সমস্যাও অনেক যার সমাধান অসাধ্য নয়। সুশৃঙ্খল, সুসংবদ্ধ সংগঠনই আধুনিক সমাজ ব্যবস্থার স্বাভাবিক রূপ। নিয়ন্ত্রিত জীবনের যেমন নিরাপত্তা আছে তেমনি দায়িত্ব আছে প্রতিটি নাগরিকের এবং ক্ষমতাধিষ্ঠিত সরকারের সেই পরিবেশের সৃষ্টি করার।

সমাজে ক্রমবর্ধমান অবক্ষয়ের আশঙ্কার উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই পরিস্থিতির জন্য আমাদের বর্তমান শাসনব্যবস্থার যথেষ্ট দায়িত্ব থাকলেও নাগরিক হিসেবে আমাদের যে কিছুটা দায়িত্ব আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। বিকৃত রাজনীতি, কূটনীতি আর শাসনব্যবস্থা প্রায় সকল রাষ্ট্র সকল সমাজকেই লক্ষভ্রষ্ট করেছে। এই বিপথগামী গতিবেগের মোড় ফেরাবার সময় এখন এসেছে। জনসাধারণের শিক্ষার বিস্তৃতি ও গ্রন্থাগারের বিস্তৃত আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগেই সম্ভবপর হয়েছে। কারণ আধুনিক রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষের সকল অধিকার স্বীকৃত এবং সুরক্ষিত করার চেষ্টা চলেছে। সমাজের মূল্যায়ন হয় শিক্ষা ও তৎসংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিতে। যদি এই মাপকাঠিতে আমাদের সমাজের বিচার করি তবে দেখতে পাব আমাদের অসম্পূর্ণতা অনেক। স্বাধীনতা লাভের বিশ বছর পরেও কি আমরা নিখরচায় প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছি?

শিক্ষা প্রধানত রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। কেন্দ্রীয় সরকারেরও কি কোন দায়িত্ব নেই? রাজ্যকে সাংবিধানের নির্দেশ পালনে বাধ্য করানো, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ও উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাদির অধিকার সবই তো কেন্দ্রের হাতে। আর্থিক অসচ্ছলতার অজুহাতে রাজ্য ও কেন্দ্র উভয়েই নিষ্ক্রিয় থাকবে এর চেয়ে পীড়াদায়ক পরিস্থিতি আর কি হতে পারে? আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে জনসাধারণই হচ্ছে সরকারের রাজস্ব ও ক্ষমতার উৎপত্তি স্থল। সুতরাং জনকল্যাণের মূল সাংবিধানিক নির্দেশটি এভাবে অবহেলা করা একপ্রকার সামাজিক অপরাধ। কথাগুলি যদিও অপ্রিয় তবু সত্যকে নির্ভীক চিত্তে অভিব্যক্ত করা গ্রন্থাগারিকের একটা নৈতিক কর্তব্য।

সাধারণ নাগরিকদের শিক্ষামূলক ও তথ্যমূলক প্রেরণা দেওয়ার দায়িত্ব গ্রন্থাগারের মুখ্য কর্তব্য। সমাজের অবিচ্ছিন্ন অংশ হিসেবে গ্রন্থাগারের এ দায়িত্ব যদি আমরা আজও না বুঝি তবে সমস্যাজীর্ণ জটিল এই আধুনিক সমাজের ব্যাধি নিরাময়ের কোনও ব্যবস্থাই করা যাবে না।

সমাজতাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ সমাজের ব্যাধির কারণ বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে জ্ঞান ও তথ্যের উপযুক্ত যোগাযোগের অভাবেই সমাজে বিভেদ ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়। সমাজে বিভেদ, বিবাদ অপরাধ প্রবণতা যখন বাড়তে থাকে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অবিশ্বাস ও বিদ্বেষের বীজ যখন ছড়িয়ে পড়তে থাকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিকূলতা যখন নাগরিকের জীবন অতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে তখন নাগরিকদের চেতনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে, সমাজকে সংরক্ষিত করতে হলে জ্ঞানের বিকীরণ প্রশস্ত করাই প্রকৃষ্ট পন্থা, যা সম্ভব একমাত্র গ্রন্থাগারের মাধ্যমে।

গ্রন্থাগারিকতা শুধু একটা ব্যবহারিক প্রযুক্তি বিদ্যাই নয়, তার মূল তত্ত্বের নীতি নিয়ম আছে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও মতবাদ আছে, সমাজ ভিত্তিক আদর্শও আছে এবং তার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিরপেক্ষ সমাজ সেবা।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকা অগ্রহায়ণ সংখ্যার ১৪১৫ (বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ৮) পৃ. ২৪৭ নিম্নলিখিত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

আছে	হবে
দিগেন বর্মন	দিগেন্দ্র নাথ রায়

তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট আই.এস.বি.এন (ISBN) : গঠন ও গ্রন্থাগারে প্রয়োগ

রাম প্রসাদ মজুমদার, বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

ভূমিকা

মহাবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি ক্ষেত্রে বৈচিত্রের পরিবর্তন ঘটে চলেছে। বৈচিত্রের এই পরিবর্তনের জটিলতা নতুন সৃষ্টিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই বাধা অতিক্রম করার এক বিশেষ মাধ্যম হলো মানক (Standard)। শিল্প ও উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে মানকের ব্যবহার বিপুল পরিমাণ হইলেও গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে অল্প পরিসরে মানকের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থাগার ও তথ্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন মানকের মধ্যে অন্যতম এক মানক হইল আই.এস.বি.এন. (ISBN)। এই ISBN এর সূত্রপাত ব্রিটেনে ষাটের দশকে SBN নামে হইলেও সত্তর দশকে ISBN নামে প্রকাশনা ও বই শিল্পে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় এই ISBN এর ব্যবহার, বই ক্রয়, লেনদেন ও পরিসেবার ক্ষেত্রে বিপুলভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সংজ্ঞা

Encyclopaedia of Library and Information Science - এ ISBN বলিতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইল—

"In bibliography, 10 digits number assigned before publication to a book or edition there of which identifies the works national geographic, language, or their Convenient group, and its publisher, title, edition and volume no. The ISBN is part of the International Standard Bibliographic Description, which was prescribed by the International Organisation for Standardization, delegates adopted the numbering System in 1969. The ISBN provides a standard for the arrangement of bibliographic Information in Single and multivolume publications; its numbers are assigned by publishers and administered by designated National Standard Book Numbering Agencies Ltd. in the UK." সুতরাং বলা যায় যে ISBN হইল একটি অদ্বিতীয় সংখ্যা, যাহা কোন নির্দিষ্ট স্থানের, নির্দিষ্ট প্রকাশকের, নির্দিষ্ট আখ্যার, নির্দিষ্ট খন্ড বা সংস্করণের গ্রন্থকে নির্দিষ্ট করিয়া থাকে।

তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট ISBN এর প্রয়োজনীয়তা

বর্তমান দশ অঙ্ক (10 digit) ISBN ব্যবস্থায় এক লক্ষ কোটি ISBN সংখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু বর্তমান অতিদ্রুত তথ্যবিস্ফোরণ এবং তথ্যানাধ্যয়ের দ্রুত প্রসার লাভের ফলে প্রকাশকের সংখ্যা, মুদ্রিত গ্রন্থের সংখ্যা, ই-বইয়ের (E-Book) সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়িয়া চলিয়াছে। এই 10 digit ISBN ব্যবস্থায় বেশিদিন এই সংখ্যা ধরিয়া রাখা যাইবে না বুঝিয়া আন্তর্জাতিক ISBN সংস্থা 10 digit থেকে 13 digit ISBN সংখ্যা করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছে এবং বর্তমানে গ্রন্থগুলিতে 10 digit ও 13 digit উভয় ISBN ব্যবহার হইতেছে।

গঠন

তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট ISBN সংখ্যাটি পাঁচটি মূল মৌলিক উপাদানে বিভক্ত এবং প্রতিটি উপাদান ড্যাস (-) বা স্পেস দিয়ে চিহ্নিত করা হইয়াছে। উপাদানগুলি যথাক্রমে —

১। প্রারম্ভিক উপাদান (Prefix element)

২। নিবন্ধীকরণ গোষ্ঠী উপাদান (Registration group element)

৩। নিবন্ধীকৃত / প্রকাশক উপাদান (Registrant element)

৪। প্রকাশিত গ্রন্থ / আখ্যা উপাদান (Publication element)

৫। নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit)

১। প্রারম্ভিক উপাদান (Prefix element)

তেরো অঙ্ক (13 digit) বিশিষ্ট ISBN-এর প্রারম্ভিক ৩টি সংখ্যা বই শিল্প (Book Industry) কে চিহ্নিত করিয়া থাকে। এই সংখ্যাটি 9 সংখ্যা দিয়া শুরু এবং এটি EAN (European Article Numbering) International দ্বারা পরিবেশিত।

উদা:- 978 এটি ১লা জানুয়ারি ২০০৭ এর মধ্যে যে বই গুলির ISBN দশ অঙ্ক বিশিষ্ট ছিল তার পূর্বে বসাইয়া নিয়ন্ত্রক সংখ্যা নতুন করিয়া নির্ণয় করিয়া দশ অঙ্ক বিশিষ্ট ISBN কে

তেরো অঙ্ক বিশিষ্ট ISBN-এ রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং 979 : এটি 10 - digit হইতে 13 - digit ISBN রূপান্তরের জন্য ব্যবহৃত হইবে না। এটি প্রকাশকের পুরানো রক্ষিত ভান্ডার শেষ হইবার পর নতুন প্রকাশিত গ্রন্থের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে। এটি এপ্রিল ২০০৮ হইতে ব্যবহৃত হইতেছে।

২। নিবন্ধীকরণ গোষ্ঠী উপাদান (Rigistration group element)

নতুন ISBN এর দ্বিতীয় উপাদানটির দ্বারা জাতীয়, ভৌগলিক, ভাষাগত বা অন্যান্য গোষ্ঠী বোঝা যায়। এই উপাদানটি আন্তর্জাতিক ISBN সংস্থা দ্বারা পরিবেশিত। যেমন ভারতবর্ষ থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের জন্য 81 বা 93 ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উদাঃ- 978-3

– 3 জার্মান ভাষাগত গোষ্ঠীর জন্য ব্যবহৃত।

৩। নিবন্ধীকৃত/প্রকাশক উপাদান (Rigistrant element)

নতুন ISBN এর এই তৃতীয় উপাদানটি প্রকাশক চিহ্নিত-করণের অদ্বিতীয় সংখ্যা, যেটি শুধুমাত্র নির্দিষ্ট প্রকাশককেই চিহ্নিত করিয়া থাকে। এটি প্রকাশকের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সংখ্যা একাধিক হইতে পারে।

উদাঃ- 978-3-12

-12 – প্রকাশক নির্দেশক সংখ্যা।

৪। প্রকাশিত (গ্রন্থ) / আখ্যা উপাদান (Publication element)

নতুন ISBN এর এই অংশটি একটি নির্দিষ্ট প্রকাশকের নির্দিষ্ট আখ্যার গ্রন্থকে চিহ্নিত করিয়া থাকে। এটি সর্বাধিক ছয় অঙ্ক বিশিষ্ট হইবে।

উদাঃ- 978-3-12–000217

-000217 – প্রকাশিত আখ্যা সংখ্যা।

৫। নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit)

তেরো অঙ্ক বিশিষ্ট ISBN এর তেরোতম অঙ্ক হইল নিয়ন্ত্রক সংখ্যা (Check digit)। এই নিয়ন্ত্রক সংখ্যা একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হইয়া থাকে। নীচে বিভিন্ন ধাপে নিয়ন্ত্রক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করা হইল —

ধাপ -১

প্রথমে নতুন ISBN এর প্রথম বারোটি সংখ্যাকে ১ ও ৩ দ্বারা পালা অনুসারে গুন করিয়া প্রতিটি গুনফলের যোগফল নির্ণয় করিতে হইবে

	Prefix element	Rigistration group element	Registrant element	Publication element	Check digit	Sum
ISBN	9 7 8	3	1 2	0 0 0 2 1 7	?	
গুনক	1 3 1	3	1 3	1 3 1 3 1 3	–	
গুনফল	9 21 8	9	1 6	0 0 0 6 1 21	–	82

ধাপ -২

প্রথম ধাপ হইতে নির্ণিত গুনফলের যোগফলকে ১০ দ্বারা ভাগ করিয়া ভাগশেষ নির্ণয় করিতে হইবে।

যেমন - 82 ÷ 10 = 8

ভাগশেষ = 2

ধাপ - ৩

দ্বিতীয় ধাপ হইতে প্রাপ্ত ভাগশেষকে ১০ হইতে বিয়োগ করিতে হইবে এবং যে বিয়োগফলকে পাওয়া যাইবে সেইটি হইবে নিয়ন্ত্রক সংখ্যা বা Check digit। যদি ভাগশেষ '0' হইয়া থাকে তবে Check digit ও '0' হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে 978-3-12-000217 এর নিয়ন্ত্রক সংখ্যা বা Check digit হইবে (10-2) = 8। দেখা যাইতেছে ISBN এর প্রথম ১২টি অঙ্ককে ১ ও ৩ দ্বারা গুন করে যে গুনফল পাওয়া যায় তাদের যোগফল ও নিয়ন্ত্রক সংখ্যার যোগফল ১০ দ্বারা

বিভাজ্য হইবে এবং যাহার কোন ভাগশেষ থাকবে না। সেই ISBN হইবে সঠিক ISBN।

উদা :-

যোগফল = 82
নিয়ন্ত্রক সংখ্যা = 82
যোগফল = 90
90÷10 = 9 ভাগশেষ = 0
978 – 3 – 12 – 000217 – 8
অতএব এই ISBN টি সঠিক ISBN।

আই.এস.বি.এন. পরিবর্তক (ISBN Converter)

ইন্টারনেট হইতে ISBN এর পরিবর্তকের সাহায্যে সহজেই 10 - digit ISBN হইতে 13 - digit ISBN রূপান্তর করা যায়। এই রকম একটি ISBN পরিবর্তকের (Converter) - ইন্টারনেটের ঠিকানা হইল

http://pen.loc.gov/isbncnvt.htms.

গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নতুন (13 digit) এর প্রয়োগ : কিছু প্রসঙ্গ

আমাদের দেশে ISBN এর ব্যবহার খুব বেশি না হইলেও গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ISBN এর ব্যবহার কিছু পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে দ্রুত গতিতে আধুনিকতার প্রভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে এই ISBN এর ব্যবহার বিপুল পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে এবং এই ISBN যে দশ অঙ্ক (10-digit) হইতে তেরো অঙ্ক (13-digit) এ পরিবর্তিত হইয়াছে তাহার জন্য গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে এবং নিম্নলিখিত বিষয় গুলির উপর নজর রাখিতে হইবে।

— গ্রন্থাগারের সমস্ত পুরানো গ্রন্থের দশ অঙ্কের (10-digit) ISBN কে তেরো অঙ্কের (13-digit) ISBN এ পরিবর্তিত করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু গ্রন্থাগার যে সফটওয়ার ব্যবহার করিয়া থাকে তাহাতে 10-digit ও 13-digit উভয় ISBN রাখিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

— বর্তমানে যে সমস্ত গ্রন্থাগারে পাঠকগন 10-digit ISBN দিয়া বই অনুসন্ধান করিয়া থাকে তাহারা কিছুদিন পর 10-digit এর পূর্বে 978/979 যোগ করিয়া 13-digit দিয়া বই অনুসন্ধান করিবে। এই কারণে সফটওয়ারের Index এবং সার্চ ইঞ্জিনের ব্যবস্থায় ISBN এর পরিবর্তন (13-digit) করিতে হইবে।

Remote Client/Web. OPAC এর ক্ষেত্রের এই পরিবর্তন করিতে হইবে। যাহাতে সঠিক বই সঠিক পাঠকের হাতে আসে।

— **গ্রন্থাগার ব্যবস্থায়** Administration module এ ISBN এর ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, বৈধতা, অন্বেষণ করা ও মুদ্রণ করার সুবিধা থাকিতে হইবে।

— বই ক্রয় ও লেনদেন (ILL) এর ক্ষেত্রেও এই ISBN (13-digit) এর সুবিধা থাকিতে হইবে।

— e-book (ই-বই) ক্রয়, কমপিউটারে পড়িবার জন্য এই (13-digit) ISBN খুব প্রয়োজন হইবে।

— Bar-Code মুদ্রনের ক্ষেত্রে 10-digit ও 13-digit মুদ্রণের সুবিধা থাকিতে হইবে।

ISBN পাইবার নিয়মাবলী

লেখক, প্রকাশক ও গ্রন্থ উৎপাদনকারী যে কোন সংস্থা এই ISBN পাইতে পারে। এই ISBN পাইবার জন্য আমাদের দেশের জাতীয় সংস্থা (Indian National Agency for ISBN)-কে নিম্ন লিখিত তথ্যগুলি প্রেরণ করিতে হইবে।

১। প্রকাশক সংস্থার নাম।
২। ঠিকানা (টেলিফন নং, ফ্যাক্স, ই-মেল)।
৩। সংস্থা স্থাপনের তারিখ।
৪। বর্তমান বছরে প্রকাশিত গ্রন্থের আনুমানিক সংখ্যা।
৫। আগামী ১৫-২০ বছরের প্রকাশিত গ্রন্থের আনুমানিক সংখ্যা।

ভারতের ক্ষেত্রে ISBN পাইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিতে হইবে।

Raja Rammohan Roy National Agency for ISBN
Govt. of India, Ministry of Human
Resource Development
(Deptt. of Education)
B–2 - W-3, Curjan Road Barracks.
New Delhi - 110001.

উপসংহার

আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ISBN এর ব্যবহার ব্যাপকভাবে না হইলেও ভবিষ্যতে আধুনিক গ্রন্থাগারে বা ডিজিটাল গ্রন্থাগারে গ্রন্থ ক্রয়, লেনদেন ও অন্বেষণের ক্ষেত্রে ISBN এর ব্যবহার উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বর্তমানে তথ্য বিস্ফোরনের যুগে প্রতিনিয়ত প্রকাশক ও গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। এই বিপুল সংখ্যা 10-digit ISBN দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয় বলিয়া 13-digit এর সৃষ্টি হইয়াছে এবং ব্যবহৃত হইতেছে।

রেফারেন্স :

1. GUHA (B). Documentation and Information : Services, techniques & Systems. 2nd ed. rev. Calcutta, World Press; 1983.
2. wwwisbn.org.

Memorandum submitted to the Chairman, West Bengal College Service Commission on 29.12.2008

Ref. No. 2823/2008-09 Date 29.12.2008

To
The Chairman
West Bengal College Service Commission
6. Bhabani Dutta Lane
Kolkata-700 073

Sub : Recruitment procedure of the college librarians in Non-Govt affiliated colleges.

Dear Sir,

At the outset, I, on behalf of the Bengal Library Association, like to appreciate the efforts you have taken to bring the appointment of college librarians under the purview of the SET. In this connection, I like to draw your kind attention to our discussion held with you on 12.12.2008 regarding change in markings that have been made in relation to the recruitment procedure of the college librarians through the College Service Commission. I like to draw your kind notice to both the advertisements published on 5/12/08 and 10/12/08.

During the discussion it was pointed out that the last advertisement contravenes the provision of the UGC Circular as well as GO 89-Edn(CS)/8R-1/99 dated 17/1/2001. The GO is attached herewith for your ready reference.

The recruitment qualification for the post of Librarian in Non-Govt. affiliated colleges mentioned in the said GO is as such :

"Master's degree in Library science/Information Science/Documentation or an equivalent professional degree with at least 55% of the marks or the equivalent grade of B in the UGC seven point scale with a consistently good academic record and experience in computerisation of Library". It is not known that any other order was published afterward.

It is accepted in the aforesaid order that the post of a librarian is a professional one and the qualification needed is the professional degree like MLIS or its equivalent.

Previously, the commission was maintaining this procedure and the allotment of marks to the candidates was in the same line. The Advertisement published on the 5th of Dec. was also maintaining the same guideline. It is surprising that the in the advertisement published on 10.12.08 those criteria were suddenly changed contravenes the UGC's recommendation as well as the aforesaid GO.

It is not deniable that the Librarians' job is professional one and he has to discharge his duties in his workplace based on his professional qualifications. So the allotment of marks for selection of a librarian should be based on professional qualification. We do not find any reason to lowering the emphasis on the professional qualifications. It may be noted here that your previously published advertisement on the 5.12.08 contains marks 20 for BLIS and 20 for MLIS. Reduction of marks for BLIS (10) and MLIS (10) shall undermine the requisite professional qualification and lowering marks on professional qualification will definitely push the candidates to the lower end.

I also like to point out that by adopting new marking system as published on the 10.12.08, a pretty good number of candidates having qualification pass graduate and MLIS or equivalent degree but passed the NET/SLET examination will be debarred from appearing in interview consequently they will be deprived of getting justice as per UGC/Govt order. Even such Pass graduate candidates having M.Phil in Library and Information Science will not be eligible. We fail to understand the logic behind the decision that is going to debar the candidates having proper recruitment qualification and have passed National Eligibility or State Eligibility Test for getting appointment in the colleges. I feel this decision is against moral as well as natural justice and contravenes the Government order no. 89-Edn. The Commission did not debar such candidates from appearing eligibility test, after being eligible how the Commission will debar them at the time of interview?

Under the circumstances, I would request you kindly reconsider the matter and stick to the previous advertisement as published on 5.12.08 by keeping the new advertisement published on 10.12.08 in abeyance. I also like to request you kindly extend the last date and be allowed to apply pass graduate candidates having requisite professional qualifications as per G.O.89-Edn.

With regards

Prof. K. P. Majumdar

General Secretary

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কলকাতা সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। আছে গল্পের রাজপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রাপ্তিস্থান : এম.বি.এ., বে বুক স্টোর, কে'জ, দত্তা উদ্যোগ, অগ্রেসিভ, উষা, বোনা, ক্যাম্পস, প্রভা, পাতিরাম।

[illegible]

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি প্রথমী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)

প্রতিখণ্ডে কলকাতা২০টি ছোটগল্প ও তার বিস্তৃতকথাকী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, আবু ইসহাক, শামসুর রহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়ন এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিমেদুর বালোকের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

গ্রন্থাগার সংবাদ

রবীন্দ্র প্রয়াণ দিবস উদ্‌যাপন

গত ২২শে শ্রাবণ ১৪১৫ বৃহস্পতিবার (ইং ৭ই আগষ্ট, ২০০৮) মেমারি পৌরসভার উদ্যোগে ও মেমারি মিলন সংঘ শহর গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ (মেমারি শাখা) এবং অগ্নিবীণা সাংস্কৃতিক সংস্থার সক্রিয় সহযোগিতায় বৈকাল ৫টায় সভাকক্ষে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ৬৭তম মহাপ্রয়াণ দিবস শ্রদ্ধা সহকারে পালন করা হল। সভায় সভাপতিত্ব করেন ৮নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রীমতি আরতি গাঙ্গুলী। প্রথমেই রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীরূপনারায়ণ রায়, লেখক শিল্পী সংঘের সম্পাদক ডঃ প্রফুল্ল পাল ও অগ্নিবীণা সংস্থার পক্ষে ললিত দাস। প্রায় ২৫ জন শিল্পী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজন করা হয় রবীন্দ্র আলোচনা, রবীন্দ্রসংগীত, আবৃত্তি, স্বরচিত কবিতা পাঠ ও রবীন্দ্র প্রবন্ধ পাঠ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গণেশ চন্দ্র মন্ডল। রবীন্দ্র প্রবন্ধ "সভ্যতার সংকট" পাঠ করেন রূপানারায়ণ রায় এবং রবীন্দ্র তিরোধান সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা করেন ডঃ প্রফুল্ল কুমার পাল। গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির সদস্য, পাঠক, পাঠিকাবৃন্দ ও এলাকার বিভিন্ন সংস্থার মানুষ জনের সমাগম ছিল চোখে পড়ার মত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌর কর্মীবৃন্দ, কাউন্সিলারবৃন্দ ও মেমারি পৌরসভার উপ পৌরপ্রধান মাননীয় শ্রী অভিজিৎ কোঙার মহাশয়। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী ললিত দাস মহাশয়।

প্রতিবেদক - রূপনারায়ণ রায়

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার

গত ৩১/৭/০৮ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষে গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্তকে চাকরিজীবন হতে অবসরের মুহূর্তে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অমিয় নন্দী এবং অনুষ্ঠানোপযোগী চারটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ণালী বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতী নাথ, অরুণা প্রধান ও বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়।

সভাপতি কর্তৃক মানপত্র প্রদানের পর বিদায়ী গ্রন্থাগারিককে ফুল, মিষ্টি ও উপহার দ্রব্য দ্বারা শুভেচ্ছা জানানো হয়। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে গণেশ নন্দী, রঞ্জিত দে, গোপাল আঢ্য, অশোক চট্টোপাধ্যায়, সমর বসু ও অনন্তদেব মুখোপাধ্যায় ভাষণ দেন। সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অরুন্ধতী সেনগুপ্ত তাঁর কর্মজীবনের স্মৃতিচারণ করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন — অবসর গ্রহণ করলেও শহর গ্রন্থাগারের যে কোন কাজে সহায়তা দিতে তিনি সদাপ্রস্তুত।

সভায় প্রারম্ভিক ভাষণে সম্পাদক সুকুমার নন্দী দু'দফায় স্বল্পকালীন কার্যকালে গ্রন্থাগারিক অরুন্ধতী সেনগুপ্তর কর্মপ্রয়াসের উল্লেখ করেন। সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন কিরণময় দত্ত।

প্রতিবেদক - রূপনারায়ণ রায়

With Best Compliments from :-

Gutenberg

Accession Register, Book Label, Borrower's Card, Catalogue Card, Self-list Card, Accession Card, Stock Taking Card, Guide Card, Book Pocket, Book Card, Due-Date Slip, Requisition Slip, Card Sorter, Pamphlet Box, Book End, Shelf-Guide, Card Cabinet, Charging Box, Periodical Display Board, Steel Rack, Steel Almirah, Book Case, Fumigation Chamber, Preservative Chemicals, Napthalene Bar, Pest Control.

58, COLLEGE ROW, KOLKATA - 700 009
☎ : (R) 2412 2641, MOBILE : 98301 72671

মগরা সাধারণ পাঠাগার
বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

হুগলী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং মগরা সাধারণ পাঠাগারের যৌথ উদ্যোগে গত ৫ই আগষ্ট ২০০৮ পাঠাগার ভবনের দ্বিতলে বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের জন্মোৎসব উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পাঠাগারকে আরও জনমুখী করে তুলতে পাঠকদের সঙ্গে নিয়ে এই উদ্যোগ। বিকশিতা মন্ডলের উদ্বোধনী সংগীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী মণিময় সেনগুপ্ত মহাশয়। নজরুল বিষয়ক আলোচনা সভায় অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায়, গুরুপদ ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। চিত্তাকর্ষক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিজন সেন, কাশীনাথ ঘোষ, শিশু শিল্পী ঐন্দ্রিলা চ্যাটার্জী, রায়তী পাল, পৌরমী সিংহ, বান্না সে প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পাঠাগারের সম্পাদক শ্রী তরুণ তপন মজুমদার এবং মহকুমা তথ্য আধিকারিক শ্রী তাপস ভাওয়াল মহাশয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটিতে সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন নামনি মাহাতো।

প্রতিবেদক - নিখিল বন্ধু গোস্বামী

জাগৃতি পাঠাগার
৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

ডুয়ার্সের ছোট্ট জনপদ গয়েরকাটায় ১৯৭০ এর ১৫ই আগষ্ট এ কিছু উৎসাহী মহিলাদের কর্মপ্রেরণা, সদিচ্ছা এবং চা-বাগান অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষার আলো প্রসারের লক্ষ্যে যে 'জাগৃতি পাঠাগার' জন্মলাভ করেছিল, গত ১৫ই আগষ্ট, ২০০৮ উৎসাহউদ্দীপনা, শ্রদ্ধার সাথে সারাদিন ব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পাঠাগারের ৩৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপিত হয়। 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে সকাল ৮টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় পাঠাগার সংলগ্ন 'রিডিং ক্লাব' মঞ্চে। অনুষ্ঠানে পাঠাগারের সদস্য/সদস্যা-রা ছাড়াও স্থানীয় কিন্ডারগার্টেন স্কুল, প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীরা 'বসে আঁকো', 'আবৃত্তি', 'ছড়ার গান', 'স্বদেশ পর্যায়ের গান', প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তাছাড়া বিবাহিতা মহিলারা 'শঙ্খধ্বনি' প্রতিযোগিতায় বিপুল উৎসাহের সাথে অংশ নিয়ে থাকেন। দর্শকদের মধ্যে ভ্রাম্যমান 'ক্যুইজ' ও তৎক্ষণাৎ পুরস্কার বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এছাড়া, 'বর্তমান সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা' বিষয়ে বক্তৃতা প্রতিযোগিতা হয়। সমগ্র প্রতিযোগিতার ১ম, ২য়, ৩য় স্থানাধিকারীদের 'বই' পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেন পাঠাগারের 'কার্যকরী-সমিতির' সভাপতি শ্রী খগেন্দ্রনাথ পাল। সম্পাদিকা শ্রীমতি কবিতা রায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষক শ্রী প্রণয় দে সরকার। জনসাধারণের বিপুল উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক - অলোক কুমার সরকার

হাসাতে যাদের ধান্দা, পড়াতে তাদের ধান্দা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "আজকাল"র বর্তমান লেখকগণ।

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

পত্রপাঠ

98300 52182
92315 59717

১০ জে, কার্ণ রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

পরিষদ সংবাদ

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির, কোচবিহার বার্ষিক সাধারণ সভা

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির কোচবিহার জেলা শাখার বার্ষিক সাধারণ সভা গত ০৯-৮-২০০৮ ইং তারিখে কমঃ মদন বর্মন মঞ্চ, কমঃ জীতেন নন্দী নগর (অতিথি নিবাস, কোচবিহার) এ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি মোহনলাল মন্ডল, শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সভাপতি মোহনলাল মন্ডল, জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবর্গ। সাধারণ সভার উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ বিশ্বাস। তিনি বলেন পেশাগত দিক ছাড়াও গ্রন্থাগারিক একজন সমাজকর্মী, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হল শিক্ষা। সেই শিক্ষার আলোকে সমাজে সার্বিকভাবে পৌঁছে দিতে পারেন একজন গ্রন্থাগারিক। এল.এল.এ সদস্য ও প্রাক্তন অধ্যাপক দিগ্বীজয় দে সরকার তার বক্তব্যে বলেন গ্রন্থাগার গুলোকে আরও উন্নত ও অত্যাধুনিক পরিসেবা দেবার জন্য প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে কমপিউটার ব্যবহার করা যায় কিনা দেখতে হবে সরকারকে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির জেলা সম্পাদক আশিষ গোস্বামী বলেন—গ্রন্থাগার হল পুথিগত বিদ্যা ও অন্যান্য বিভিন্ন তথ্যমূলক পরিসেবা প্রদান করার এক আদর্শ স্থান। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অরুণ কুমার শীল বলেন—গ্রন্থাগারগুলোতে সাধারণ পরিসেবার বাইরেও অনুলর সেবা দেওয়া অত্যন্ত জরুরী। সাধারণ সভা পরিচালনার জন্য মোহনলাল মন্ডল, দুলাল পাইন ও সুনীল সরকারকে নিয়ে সভাপতিমন্ডলী ও দুলাল দাস, সমরেশ সরকার, আশুতোষ পাল ও পরিতোষ অঞ্জরকে নিয়ে স্টিয়ারিং কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার এবং বিগত আর্থিক বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন জেলার কোষাধ্যক্ষ দেবাশিষ গুহ মজুমদার।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লকের মোট ১০ জন প্রতিনিধি। সাধারণ সভার সাফল্যকামনা ও আগামীদিনে সংগঠনের ভিত আরোও মজবুত ও শক্তিশালী করে রাখার আবেদন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সম্পাদক চন্দন গুহ। সাধারণ সভা থেকে আগামী দিনে জেলা ও রাজ্যস্তরে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পেশ করা হয়—

জেলাগত দাবি

১। অবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের নির্দিষ্ট দিনে বেতন প্রদানের বিষয়ে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিককে সুষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

২। অবিলম্বে ডাই-ইন্-হারনেস্-এর ক্ষেত্রে পরিবারগুলির পোষাকের নিয়োগ পত্র প্রদান করতে হবে।

৩। গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রমোশনের কাজ দ্রুত করতে হবে।

৪। কোচবিহার জেলাতে অতিরিক্ত জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে।

৫। ডি.এল.ও. অফিসের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে হবে।

৬। গ্রন্থাগারের শূন্যপদে কর্মী নিয়োগের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।

৭। সাধারণ গ্রন্থাগারের উন্নয়নে অর্থ বৃদ্ধি করতে হবে।

রাজ্যগত দাবি

১। অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন মোতাবেক রাজ্য-গ্রন্থাগার অধিকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

২। অবিলম্বে আন্তঃ জেলা বদলির ক্ষেত্রে সুষ্ঠনীতি গ্রহণ করতে হবে।

সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন মহকুমা ও ব্লক থেকে ১৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিতি ছিলেন।

প্রতিবেদক - জয়ন্ত সাহা

পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, জলপাইগুড়ি
বার্ষিক সাধারণ সভা

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, জলপাইগুড়ি জেলার ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ১০ই আগষ্ট ২০০৮ ধূপগুড়ি শহরের বৈরাতীগুড়ি উচ্চবিদ্যালয়ে।

পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ-বেদিতে মাল্যদানের মাধ্যমে সভার সূচনা করেন কর্মীসমিতির জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি শ্রীহারাধন ব্রহ্ম।

পরে মঞ্চে মূল অনুষ্ঠান শুরু হয়। শুরুতে উদ্বোধনী ভাষণ দেন, সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য এবং কোচবিহার জেলার সম্পাদক শ্রী গোপাল সরকার। তিনি তাঁর ভাষণে কর্মীদের আগামী দিনের সমস্যাগুলির ব্যাপারে সাবধান হতে বলেন। দেশকে আমেরিকার কাছে বিকিয়ে দেওয়ার বিষময় প্রভাব সম্পর্কে কর্মীদের সচেতন হতে বলেন, এ ব্যাপারে সংঘবদ্ধভাবে লাগাতার প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং পারমানবিক চুক্তির ব্যাপারে আগামী ২০শে আগষ্ট দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও সামিল হতে বলেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপক ভাষণ দেন নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি ধূপগুড়ি জোনাল কমিটির সম্পাদক শ্রী প্রনব দত্ত, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির পক্ষে শ্রী বিপিন রায়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ জলপাইগুড়ি জেলার সম্পাদক শ্রী তমাল দে প্রমুখ। এরপর সভায় বিগত বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী ও আজকের পরিস্থিতিতে গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্দোলনের রূপরেখা সম্বিলিত প্রতিবেদন পাঠ করেন কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক শ্রী বাদল গুহ।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপর পাঁচ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ-গ্রহন করেন। আলোচনার মধ্য দিয়ে কর্মীদের নানা সমস্যা সভায় প্রস্তাবাকারে উঠে আসে, তার মধ্যে কয়েকটি যেমন —

(১) ভগ্নপ্রায় এবং জমিসংক্রান্ত গ্রন্থাগারগুলির সমস্যার সমাধানে গ্রন্থাগার দপ্তরকে উদ্যোগী হতে হবে।

(২) ডি.এল.ও.র দপ্তর এবং সমিতির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিসেবা বাড়াতে হবে।

(৩) ডি.এল.ও দপ্তরের কর্মীদের একাংশের দ্বারা গ্রন্থাগারকর্মীদের হয়রানি বন্ধ করতে হবে।

(৪) শূন্যপদে লোক নিয়োগ করতে হবে।

(৫) মেইনট্যানেন্স গ্র্যান্ট বৃদ্ধি করতে হবে। ইত্যাদি

২০০৭-২০০৮ সালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন শ্রী বাবলা জোয়ারদার।

সম্পাদকের জবাবী ভাষনের পর প্রতিবেদন এবং আয়ব্যয়ের হিসাব সভায় পাশ হয়।

সভায় জেলার দুইজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মী শ্রী নীতিশ বোস এবং লুৎফর রহমানকে বিদায় সম্বর্ধনা দেওয়া হয় জেলা কমিটির পক্ষে।

আজকের সভা পরিচালনার জন্য সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন, শ্রী হারাধন ব্রহ্ম, শ্রী দিলীপ রায় এবং শ্রী নিখিল দাস। স্টীয়ারিং কমিটিতে ছিলেন, শ্রী বাদল গুহ, শ্রী তমাল দে এবং শ্রী অলোক সরকার। সাধারণ সভায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১১৫ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

প্রতিবেদক - অসীম কুমার মৈত্র

পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, হাওড়া স্মারকলিপি প্রদান

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া জেলা শাখার (হাওড়া) উদ্যোগে ২৮শে জুলাই ২০০৮ অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা (সাধারণ) ও সভাপতি, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, হাওড়া এবং জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক ও সম্পাদক, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, (হাওড়া) মহাশয়ের নিকট নিম্নলিখিত দাবির ভিত্তিতে এক স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। গ্রন্থাগার পরিসেবা ও গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বার্থে দাবিগুলির দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন বলে আশ্বাস দেন।

১। মাসের ১লা তারিখে সরাসরি গ্রন্থাগার কর্মীদের স্বনামে বেতন দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। গ্রন্থাগার পরিসেবার স্বার্থে অবিলম্বে সমস্ত শূন্যপদে কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

৩। মৃত গ্রন্থাগার কর্মীর নিকট আত্মীয়দের স্থায়ী চাকুরির ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। অবিলম্বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের ইনক্রিমেন্ট-এর সমস্যার সমাধান বিষয়ে দ্রুত সরকারি নির্দেশনামা প্রকাশ করতে হবে।

৫। ৩০০ দিনের অর্জিত ছুটি চালু করতে হবে।

৬। জেলার বাকি ৫০টি উন্নীত শহর গ্রন্থাগারে অবিলম্বে কর্মী অনুমোদন করতে হবে।

৭। অবিলম্বে গ্রন্থাগারগুলির বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে এবং সমস্ত গ্রামীণ গ্রন্থাগারে বৃত্তি সহায়ক ও পাঠ্য পুস্তক বিভাগ খোলার জন্য অনুদান দিতে হবে।

৮। সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মীদের চাকুরি জীবনে একাধিকবার উচ্চশিক্ষার সুযোগ দিতে হবে।

৯। গ্রন্থাগারগুলিকে "সর্বশিক্ষা অভিযানে" যুক্ত করে আর্থিক সাহায্যের বিষয়টি সুবিবেচনা করতে হবে।

১০। নিয়মিত সার্ভিস বুক uptodate করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং সরকারি আদেশনামানুসারে ভাতা মাসের ইনক্রিমেন্ট সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১১। সরকারি আদেশনামানুসারে অবসরগ্রহণকারি কর্মীর অবসরের কমপক্ষে ৬ মাস পূর্বে পেনশনের কাগজপত্র D.P.P.G. তে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

১২। নিয়মিত প্রমোশন নীতি কার্যকর করতে হবে।

১৩। গ্রন্থাগার পরিসেবা উন্নত করার স্বার্থে গ্রন্থাগার গুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

১৪। স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের সভা নিয়মিত করতে হবে।

স্মারকলিপি প্রদানে নেতৃত্ব দেন অসিতকুমার রায়, অমিতকুমার পাল, অশোক কুমার দাস, কমলকান্তি দাস, সুবীর কুমার পাড়ুই, উত্তম গোলুই, অতনু রায়, নিশীথ সরকার, স্বপনকুমার চন্দ, অনন্ত চ্যাটার্জী।

প্রতিবেদক - অশোক কুমার দাস

২০০৮ সালের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার ফলাফল (মেধানুযায়ী)

পরীক্ষার রোল নং	নাম	প্রাপ্তনম্বর	শ্রেণী
৩৩	মৌসুমী গড়াই	৫৪৮	১ম
৯৯	কাকলি সূত্রধর	৫৪৩	১ম
৪৪	পৃথা কর	৫৩৬	১ম
৭৫	রুমকি প্রামাণিক	৫২৯	১ম
৫২	সঞ্জয় মাজি	৫২৭	১ম
৬৬	সুমনা মল্লিক	৫২৬	১ম
৭৮	দেবাস্মিতি রায়	৫২৬	১ম
২৭	সুশ্বেতা দে	৫২৪	১ম
৫০	প্রীতম মাজি	৫২৪	১ম
৪৭	মৃণালকান্তি খাঁড়া	৫২৪	১ম
২৫	সমিধ দত্ত	৫২০	১ম
৩৫	বপন ঘোষ	৫১৮	১ম
৯৬	শর্মিষ্ঠা সেন	৫১৮	১ম
২৩	সৌমেন দাস	৫১৫	১ম
৮৪	সঙ্কিতা সাহা	৫১৫	১ম
৭৩	শিল্পী পাল	৫১২	১ম
১৬	দেবাশিস দাস	৫১০	১ম
৫৪	বদরুল কামাল মল্লিক	৫১০	১ম
৬০	সৌমেন মণ্ডল	৫০৮	১ম
৫১	প্রিয়রঞ্জন মাজি	৫০৪	১ম
৬৯	তন্ময় নন্দী	৫০৩	১ম
১১	সুমিত চক্রবর্তী	৫০০	১ম

পরীক্ষার রোল নং	নাম	গ্রন্থনম্বর	শ্রেণী
২	আবদুল গফুর	৪৯৩	১ম
৪৮	লক্ষ্মণচন্দ্র কুইলা	৪৯১	১ম
২৬	শুভরঞ্জন দত্ত	৪৯০	১ম
১০	শিল্পী চক্রবর্তী	৪৮৯	১ম
৮৫	সুমিত সাহা	৪৮৮	১ম
২২	সাহেব দাস	৪৮৬	১ম
৬৫	সুদীপ্তা মুখার্জী	৪৮৫	১ম
৭৭	চঞ্চল রায়	৪৮৩	১ম
৩৬	তুহীনশুভ্র ঘোষ	৪৮০	১ম
২৯	সত্যবান দেহুরী	৪৭৮	১ম
৯১	উত্তমকুমার সারেন	৪৭৬	১ম
৮১	বিশ্বজিৎ সাধু	৪৭৪	১ম
২৪	পার্থপ্রতিম দত্ত	৪৭৩	১ম
৬৩	অনিতা মুখার্জী	৪৭৩	১ম
২৮	দীপংকর দেবনাথ	৪৭২	১ম
৬৪	মৃণালকান্তি মুখার্জী	৪৬৯	১ম
৫৭	দেবাশিস মণ্ডল	৪৬৭	১ম
১৩	স্নেহাংশু চট্টোপাধ্যায়	৪৬৪	১ম
১৯	পার্থসারথি দাস	৪৬৪	১ম
৮৯	পলাশ সর্দার	৪৬৪	১ম
৫৬	বাসুদেব মণ্ডল	৪৬৩	১ম
১৭	কল্যাণী দাস	৪৬২	১ম
৫৯	রোহন মণ্ডল	৪৬১	১ম
৬১	সুদেব মণ্ডল	৪৬১	১ম

পরীক্ষার রোল নং	নাম	প্রাপ্তনম্বর	শ্রেণী
৯৫	স্বপন সরকার	৪৬১	১ম
৭০	নাসিরুদ্দীন আহমেদ	৪৫৮	১ম
৪২	তুষারকান্তি কাঁ	৪৫৫	১ম
৩	অরিন্দম ব্যানার্জী	৪৫৩	১ম
৬	অভিজিৎ ভট্টাচার্য	৪৫২	১ম
১৫	অমিতেষ দাস	৪৫২	১ম
৩১	রামকৃষ্ণ ধাড়া	৪৫২	১ম
৩৯	সুমন্ত হালদার	৪৫২	১ম
৭১	মধুরিমা নায়েক	৪৫১	১ম
১০৫ এন	প্রকৃতি মিত্র	৪৫১	১ম
৮৬	সামিনা খাতুন	৪৫০	১ম
২১	রাখী দাস	৪৪৭	১ম
৪১	সৌমিত্র জানা	৪৪৬	১ম
১১৮ এন	দেবব্রত বর্মন	৪৪৫	১ম
৩৮	ইন্দ্রজিৎ গোস্বামী	৪৪৩	১ম
৬৮	অনুরাধা নাগ	৪৪৩	১ম
৩৭	দিব্যারণ গড়াই	৪৪২	১ম
২০	প্রসেনজিৎ দাস	৪৩৯	১ম
৩৪	অরূপকুমার ঘোষ	৪৩৭	১ম
৭২	অরিজিৎ পাল	৪৩৬	১ম
৫৮	জ্যোতির্ময় মণ্ডল	৪৩২	১ম
১৪	জগন্নাথ দাঁ	৪৩১	১ম.
১৮	মৌমিতা দাস	৪৩১	১ম
৮	প্রাণগোপাল ভৌমিক	৪৩০	১ম

পরীক্ষার রোল নং	নাম	প্রাপ্তনম্বর	শ্রেণী
৪০	অসীম হাওলাদার	৪২৯	১ম
৭৪	দেবাশিস পাত্র	৪২৮	১ম
৪	পিন্টি বাগ্	৪২০	১ম
৪৫	কাজী নজরুল ইস্‌লাম	৪১৮	২য়
৮৭	পদ্মনাভ সাঁতরা	৪১৬	২য়
১০৪ এন	অমৃতা গাঙ্গুলী	৪১৫	২য়
১	এ. এ. আখের আহ্‌মেদ	৪১৪	২য়
১০৩ এন	গৌতম বিশ্বাস	৪১৪	২য়
৭	অমিতকুমার ভট্টাচার্য	৪১১	২য়
৪৯	মহারাজ মাহাতো	৪০৯	২য়
৪৩	হিমালয় কৈবর্ত্ত	৪০৭	২য়
৫	সুকলচন্দ্র বর্মন	৪০৬	২য়
৭৯	প্রলয় রায়	৪০৩	২য়
৮৮	মৃত্যুঞ্জয় সর্দার	৪০১	২য়
৯৭	বিনীতা সুবা	৪০০	২য়
১০০	সৌমেন্দু ঠাকুর	৪০০	২য়
১০৬ এন	শ্রেয়সী নাগ	৪০০	২য়
১০৭ এন	দেবাশিস পাণিগ্রহী	৪০০	২য়
৫৫	শরৎ মিত্র	৩৯৭	২য়
৯২	আবির সরকার	৩৯৭	২য়
৯	অভিষেক বিশ্বাস	৩৯৫	২য়
১০৯ এন	কৌশিক সেন	৩৯৩	২য়
৮২	দেবজ্যোতি সাহা	৩৮৯	২য়
৬৭	শ্যামাপদ মুর্মু	৩৮৫	২য়
১১৯ এন	অসিত হালদার	৩৮৫	২য়
৫৩	বিধানচন্দ্র মাল	৩৭১	২য়
৭৬	বিপ্লব রবি দাস	৩৫৯	২য়
১১১ এন	শেখ্ ফিরোজ আলি	৩৫৮	২য়
১১৭ এন	তনিহো সেমা	৩৪৫	২য়
১২০ এন	কৃষ্ণপদ মাহাতো	৩৩৪	২য়
১২১ এন	মহেশ্বর মান্ডি	৩১৪	২য়

GRANTHAGAR

Vol. 58 No.9 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor . Joydeep Chanda December, 2008

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Library Day (Editorial) p.255

– 20th December is the Foundation Day of Bengal Library Association. To celebrate this every year Library Day is being organised throughout the state. This year the central programme would be held at State Central Library to discuss the the theme 'Role of library in modern society'. In this editorial the important of libraries in competitive environment is discussed in detail. Recommended strongly on library based education system as well as implementing National Library Policy. Pointed out some of the major problems those would effect library and at last tried to justify the main theme of current year's Library Day discussion programme.

National Library and Archive of Bhutan, by Malay Roy. p.257

– Disscussed in details the library system in Bhutan. In this connection discussed National Library and Archive in this country. Included its historical background, collections including manuscripts, classification and cataloguing, its administration, its problems etc. At last hoped for a well organised library in near future.

Library movement in Bengal and History of the Bengal Library Association, by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.255

– In this part of the serialized article the author tried to narrate some of the important events in the history of library movement in Bengal during 1967-1968. This included detailed reporting of the celebration of Demand week of library staffs in different districts, silent procesion of library staffs as well as deputation to the hon'ble Education Minister of the States by West Bengal Library Employees Coordination Committee, Golden Jubilee Celebration of Shanti Institution, etc.

Print and electronic resources for the library : which one get the advantage? –by Netai Chandra Ghatak. p.263

– Differentiated in details between print media and electronic media and also pointed out various advantages and disadvantages of them. Critically analysed which media would be suitable for library and discussed in details their evaluation criteria such as content, source, cost, format etc. Also pointed out their preservation as well as availability of these sources. At last concluded by requesting to provide right information to the users that may be from any medium – printed or electronic.

Shamindra Children Library, Pathabhaban,

Visvabharati : a report – by Koushik Ghosh. p.269

– Discussed in details about Shamindra Children Library situated at Visva-Bharati. In this connection a short biographical sketch was given on Shamindranath Tagore, the youngest son of poet Rabindranath Tagore. Discuss its establishment, collections, special features, classification, cataloguing, computerisation etc. At last hoped to render better service in future.

Letter to the Editor. p.271

– In a letter Mr. Arun Ghosh commented on three articles published in Granthagar Shraban and Ashwin issues written by Sukumar Khamroi, Joydeep Chanda and Arun Kanti Dasgupta respectively. He was surprised by the writings of Sukumar Khamroi, appreciated Mr. Chanda's article and critically analysed Mr. Dasgupta's writing.

Library News. p.273-274

1. Organization of a discussion programme in the occassion of International Book Day by Central Library, Kalyani University on 23rd April 2008. Reported by Bamaprasad Adhikary.

2. Celebration of 62nd Foundation Day by Pallisri Pathagar, Howrah on 15th August 2008. Reported by Ashok Mumar Das.

3. Financial grant to the non-sponsored libraries in Howrah district by LLA, Howrah district on 7th August 2008. Reported by Ashok Kumar Das.

4. Organization of farewell programme by Purulia District Library on 31st July 2008. Reported by Mrinal Kanti Mandal.

Association News. p.273-274

1. Organization of 39th Annual General Meeting of WBPLEA, Purulia District Committee, on 3rd August, 2008. Reported by Mrinal Kanti Mandal.

2. Organization of Annual General Meeting of WBPLEA, Jalpaiguri Subdivision, on 20th July 2008. Reported by Asim Kumar Maitra.

3. Organization of 11th Annual General Meeting of WBPLEA, Alipore Subdivision on 27th July 2008. Reported by Asim Kumar Maitra.

4. Deputation to the District Library Officer by WBPLEA, Coochbehar District Committee on 28th July 2008. Reported by Jayanta Saha.

5. Formation of the Wellcome Committee at the 39th State General Meeting of WBPLEA between 13th-14th September 2008. Reported by Asim Kumar Maitra.

6. Organization of Annual General Meeting of WBPLEA, Mathabhanga Subdivision Committee on 26th July 2008. Reported by Jayanta Saha.

Library Day : Association's appeal p.279

– An appeal made by the Bengal Library Association to make Library Day a grant success.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা **'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে** (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। **বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।**

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। **ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।**

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. **প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী** মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার **আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা** (পিনকোড সহ) **কর্মস্থলের ঠিকানা** পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা **ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের** সাদা কাগজের **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. **রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।** এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে **'গ্রন্থপঞ্জী'** থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী **বর্ণানুক্রমে** সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. **ইংরাজী** ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং **বাংলা ও ইংরাজী** ভাষায় **৭৫ শব্দের (75 words)** মধ্যে সংক্ষিপ্তসার **(ABSTRACT)** থাকা প্রয়োজন।

চ. **দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—**

i) **রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।**

ii) **রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।**

iii) **সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।**

iv) রচনাটির **'কপি রাইট'** বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. **প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়।** প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে **(১০০ শব্দের মধ্যে)** দিতে হবে। পত্রিকায় স্থান ভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত **গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন।** ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। **পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।**

৮. **বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে)** পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. **দশ কপির কমে 'এজেন্সি'** (Agency) দেওয়া হয় না এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের **ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে** জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL RMS WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd No R N 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 10 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda January, 2009

CONTENTS

Page

Recruitment procedure of the College Librarians in *Non-Govt. affiliated colleges.* (*Editorial*) 287

Keshab Chandra Sinha
Role of Rabindranath Tagor's Mobile library in rural development 288

Ashok Pramanik
School Library & Librarian : West Bengal Govt's burden 292

Nirmalendu Mukhopadhyay
Library Movement in Bengal & History of the Bengal Library Association 295

Ram Prasad Majumder
13 digit ISBN Number : Structure & Application in Library 299

Memorandum submitted to the chairman, College Service Commission 302

LIBRARY NEWS 304

ASSOCIATION NEWS 308

Result of Certificate Course in library science, 2008 309

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 9) 313

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org. Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**

ISSN : 0017-3247

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১১ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ ফাল্গুন, ১৪১৫

সূচীপত্র

27/04/07

	পৃষ্ঠা
বইমেলা (সম্পাদকীয়)	৩১৯
৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন - প্রতিবেদন	৩২০
শোক সংবাদ	৩২৮
কৌশিক ঘোষ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথি সংগ্রহশালা ঃ একটি প্রতিবেদন	৩২৯
পঞ্চম পে কমিশনের রিপোর্ট	৩৩১
চিঠিপত্র	৩৫১
গ্রন্থাগার সংবাদ	৩৫২
পরিষদ সংবাদ	৩৫৫
ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 10)	৩৫৭

C.R. AVENUE
BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অনাতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্ট বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১১ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ ফাল্গুন , ১৪১৫

সম্পাদকীয়

বইমেলা

গত ২৮ জানুয়ারি থেকে ৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখ পর্যন্ত কলকাতা পুস্তক মেলা সল্টলেকে সায়েন্সসিটি পার্শ্বস্থ মিলনমেলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল পাবলিশার্স এণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড এর তত্ত্বাবধানে। এবারের মেলার মূল বিষয় ছিল "স্কটল্যান্ড"। বইমেলা বা পুস্তকমেলা তা যেখানেই অনুষ্ঠিত হোক বা যাঁদের তত্ত্বাবধানে হোক আমরা স্বাগত জানাই। সুস্থ সংস্কৃতির ধারক হিসাবে বইমেলা একটি অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ আনতে বই এর কোন বিকল্প নেই।

১৯৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার পর ১৯৮০ সালে পার্কসার্কাস ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি এবং রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় প্রথম পশ্চিমবঙ্গ বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিমবঙ্গে যে সমস্ত গ্রন্থাগার ছিল এবং যে সমস্ত গ্রন্থাগার নতুন তৈরী হয়েছে বা হচ্ছে তাঁরা যাতে নিজেদের পছন্দমতো বই কিনতে পারেন। কারণ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর সরকার প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বুক গ্রান্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে বলা হয়েছিল তারা যেন অপসংস্কৃতি মূলক বই গ্রন্থাগারের জন্য না কেনেন। যে সমস্ত পুস্তক বিক্রেতা বা প্রকাশকরা বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছেন তাঁদেরকে এবং গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়েছিল, প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারকে বইকেনার সময় নির্দিষ্ট পরিমাণ ডিসকাউন্ট/কমিশন দেওয়ার জন্য। প্রথম বইমেলার সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় বইমেলা ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে তখনও কলকাতা পুস্তক মেলা পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হতো। এর পরের ইতিহাস সকলের জানা আছে। পশ্চিমবঙ্গ বইমেলা বন্ধ হয়ে যায়, পরিবর্তে জেলায় জেলায় বইমেলা শুরু হয়। কিন্তু পাবলিশার্স-এণ্ড বুক সেলার্স-গিল্ডের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত কলকাতা বইমেলা চলতে থাকে।

গত কয়েক বছর ধরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বইমেলা নিয়ে গ্রন্থাগার কর্মীরা মনে নানারকম প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার সমর্থনে সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন। সেই আলোচনা থেকে যে সব তথ্য উঠে এসেছে তা হলো (১) জেলার বইমেলায় সীমিত সংখ্যক প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতা অংশগ্রহণ করেন। (২) নামী প্রকাশকরা কমাচে অংশগ্রহণ করেন। (৩) যে সমস্ত বই মেলায় নিয়ে যাওয়া হয় বিক্রির জন্য তার মধ্যে অধিকাংশ হয় পুরানো যা অনেক গ্রন্থাগারে ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গেছে বা অপসংস্কৃতি মূলক বই নিয়ে আসেন যা গ্রন্থাগারে কেনা যায় না। (৪) প্রকাশকরা বা পুস্তক বিক্রেতারা যে ডিসকাউন্ট বা কমিশন দেন তার পরিমাণ নির্দিষ্ট নয় এবং অনেক সময় অতিরিক্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট গ্রন্থক্রয়কারীর নিজেদের পকেটস্থ হয়। (৫) অনেক সময় পুস্তকের যে ক্রয়মূল্য থাকে তা কেটে নতুন ক্রয়মূল্য বা নতুন ক্রয়মূল্য ছাপিয়ে বইএর মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া হয়। (৬) অনেক সময় বইয়ের বিষয় এক রেখে আখ্যাপত্র ও বইএর কভার পাল্টেবিক্রি করা হয়। যদিও সম্মেলনে গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত কর্মীরা বা ব্যক্তিরা এই সব প্রশ্ন তুলে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সুস্থতার লক্ষনের পরিচয় দিয়েছেন। তথাপি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির সদস্যের উদ্যোগ নিতে হবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য এবং পাশাপাশি যে সমস্ত প্রকাশক বা পুস্তক বিক্রেতা বই মেলায় অংশগ্রহণ করেন তাঁদেরও সহযোগিতা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হল রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন থেকে যে সমস্ত বই গ্রন্থাগারে দেওয়া হয় সেগুলো অনেকসময় অতিরিক্ত কপি (ডুপ্লিকেট) হয়ে যায় যদিও কেন্দ্রীয় ভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে "বই নির্বাচন কমিটি" আছে তারা একটি তালিকা প্রকাশ করেন। এই ব্যাপারে কোন কিছু সুরাহা করা যায় কিনা তাও দেখতে হবে। এবং সম্মেলনে আবার পশ্চিমবঙ্গ বইমেলা পূর্বের ন্যায় অনুষ্ঠিত করা যায় কিনা তাও আলোচিত হয়।

৪৯তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

১৪-১৬ ডিসেম্বর, ২০০৭

হেমচন্দ্র লাইব্রেরী, ১১/১, মোহনচাঁদ রোড, খিদিরপুর, কলকাতা-২৩

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সম্মেলনের শেষদিনে অর্থাৎ ১৬ই ডিসেম্বর, ২০০৭ আলোচ্যসূচী ছিল "গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা"। সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় এবং পরিষদের সভাপতি শ্রীরামকৃষ্ণ সাহা, সম্পাদক ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। আলোচনায় মোট ১৬ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। নিম্নলিখিত প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

মিলন সরকার (সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পঃ মেদিনীপুর)

তিনি বলেন, সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মী সংখ্যা খুবই কম। পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ যৌথভাবে চেষ্টা করলে এর সমাধান হবে। রাজ্য সরকার ও রাজারামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে যে কর্মশালা হয়েছিল সেরকম কর্মশালা বছরে একটা করে হলে ভালো হয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলি অবস্থা ভালো নয়। বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিয়ে সেমিনার ও চিন্তাভাবনা করা দরকার। এই ব্যাপারে জেলাগত কমিটি করলে ভালো হয়। কলেজ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেন সেমিনারে আসতে গেলে কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের ছুটি নিয়ে আসতে হয়। এ ব্যাপারে দেখা দরকার। বইয়ের সংখ্যা ও ছাত্র সংখ্যা দেখে কলেজ গ্রন্থাগারে স্টাফ প্যাটার্ন ঠিক করার কথা বলেন। লাইব্রেরি ক্লার্ক এর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে (সার্টিফিকেট কোর্স) শিক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রন্থাগার সাব কমিটিতে শিক্ষক সম্পাদক হওয়ায় অনেক অসুবিধা হচ্ছে। গ্রন্থাগারিক সম্পাদক হলে সুবিধা হয়। ন্যাক এর সহায়তায় কলেজে কম্পিউটার পাওয়া গেছে কিন্তু তার সফটওয়ার কি হবে তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপার আছে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বলেন, গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে খুব জরুরী ভিত্তিতে এবং এরজন্য নিয়োগনীতির পরিবর্তন করা দরকার আছে। নিয়োগের সময় ভৌগলিক অবস্থানের কথা চিন্তা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের বেতন সম্পর্কে আলোচনা করেন।

কেশবলাল চক্রবর্ত্তী (কৃত্তিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার, নদীয়া)

তন্যপদে অবিলম্বে কর্মী নিয়োগ করতে হবে। কর্মীর কালীন সময়ে কর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। ১৯৬০ সাল থেকে কৃত্তিবাস স্মৃতি গ্রন্থাগার Aided গ্রন্থাগার হিসাবে আছে। সরকারি গ্রন্থাগার হিসাবে এখনও পরিগনিত হয় নি। গ্রন্থাগারে ১০ হাজারের বেশী বই আছে। রামায়ণ সাহিত্য বেশী (১৩০০) বিদেশে এই গ্রন্থাগারের পরিচিতি আছে। বাংলা প্রবন্ধ আছে ৮০০। স্কুল, কলেজের ছাত্রছাত্রী, গবেষকরাই এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন। গড়ে ১৫০ দর্শনার্থী। এদের দেখার জন্য গ্রন্থাগারে তিনজন কর্মী প্রয়োজন। এখন অনুদান পাওয়া যায় বছরে ২৫,০০০/- টাকা। বার্ষিক অনুদান ১ লক্ষ ২৫ হাজার করা হোক। জাতীয় সম্পদ রক্ষার জন্য আপনাদের সাহায্য দরকার।

অমিতাভ চক্রবর্ত্তী (বর্ধমান)

তিনি বলেন সম্মেলনে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রাসঙ্গিক। জেলায় ১০০টির উপর পদ শূন্য। ১ জন গ্রন্থাগার কর্মীকে ২/৩টি গ্রন্থাগার দেখতে হয়। এই কাজ করতে গেলে কর্মী সংখ্যা বাড়াতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের নিয়মিত ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে কম্পিউটার নিয়ে ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করতে হবে। গোটা রাজ্যের জন্য একটা সফটওয়ার ব্যবস্থা চালু করা উচিৎ। গ্রন্থাগারে অর্থের সমস্যা আছে। অবিলম্বে অনুদান বাড়াতে হবে। কেরিয়ার গাইডেন্স সমস্ত স্তরের গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রন্থাগারিকের দক্ষতা অনুযায়ী অনুদান দিতে হবে। ৪০ জন গ্রন্থাগারকর্মী দুটি গ্রন্থাগারের দায়িত্বে আছে। তার জন্য অতিরিক্ত টাকা দেওয়া (TA এবং DA) হয় না। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের পে স্কেল নিয়ে ভাবতে হবে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করতে হবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে সরকার পোষিত গ্রন্থাগার ছাড়া অন্য গ্রন্থাগারের কর্মীদের ছুটি নিয়ে আসতে হবে কেন? এ নিয়ে ভাবতে হবে।

শম্ভুনাথ ভদ্র (গ্রন্থাগারিক, পাঁচুনিবাস গ্রন্থাগার, বাঁকুড়া)

বই থাকবে, কম্পিউটার থাকবে। সাধারণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা তা ভেবে দেখতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি কার জন্যে?

কোন কর্মীসমিতির জন্য কাজ করবো? পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি নানা সমস্যা সৃষ্টি করছে।

জগদীশ মাহাতো (কান্তারী হাই স্কুল, পুরুলিয়া)

রাজ্যে ১২,০০০ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩১৯৮। এর মধ্যে গ্রন্থাগারিকের সংখ্যা ৮৯৮। পুরুলিয়ায় ১৩৩টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ১৪টি বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক আছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পরিকাঠামো সমস্যা, পরিসেবা সমস্যা এবং বেতন সংক্রান্ত সমস্যা আছে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কোন ভবন নেই, নির্দিষ্ট অনুদান নেই। ছাত্রদের দেয় ফিস্ থেকে কি টাকা গ্রন্থাগার খাতে আসে তা জানা নেই। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যে পরিসেবা দেওয়া হয়, তা গ্রন্থাগার পরিসেবা নয়। প্রথম থেকে চতুর্থ পিরিয়ড পর্যন্ত ক্লাস নিতে হয়। তারপর গ্রন্থাগারে বসতে হয়। তিনি নিম্নলিখিত সমস্যাগুলি উল্লেখ করেন।

বেতন সমস্যা

গ্রাজুয়েট + বি.লিব.আই.এস.সি — টা ৪৫০০/-

এম.এ + বি.লিব.আই.এস.সি/এম.লিব.এস.সি- টা ৪৬৫০/-

১২.৩.৯৬ তারিখে সরকারি সারকুলার 39AC/HS/3S/23/92 অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন দেওয়ার কথা। মিত্র কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ২০০৪ সালে পুনরায় এই সারকুলার জারি হয়। এর দশমাস বাদে আর একটি সারকুলার (9AC/HS/3S/AC/92 তাং ১০.২.২০০৫) বলা হল পুনরায় বিবেচনা না করা পর্যন্ত এই আদেশনামা স্থগিত থাকলো। বিভিন্ন বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের বেতন দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের মনে ক্ষোভ ও বিভ্রান্তি দেখা দিচ্ছে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল স্রোত থেকে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার সরে যাচ্ছে।

পদমর্যাদা

৮.১.২০০৫ তারিখের সরকারি আদেশনামা অনুযায়ী বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের অশিক্ষক (Non Teaching) সিঙ্গিল পোষ্ট (Single Post) করা হয়েছে। ডি.আই এই আদেশনামা সমস্ত বিদ্যালয়ে পাঠাননি। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের ম্যানেজিং কমিটি এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ইলেকসনে যে ফর্ম এসেছিল, তাতে কোন কর্ম পূরণ করা হবে "শিক্ষক না অশিক্ষক কর্মচারী হিসাবে" তা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে। আমরা অশিক্ষক কর্মচারী হিসাবে ভোটদান করেছি। হাজিরা খাতায় বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের স্থান কখনও শিক্ষকদের পরে কখনও কর্মশিক্ষকদের পরে। তিনি বলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ একমাত্র শক্তিশালি সংগঠন। এখানেই আমাদের মিলিত বা যোগাযোগ করতে হবে। এরপর তিনি কতকগুলি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাবগুলি (১) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে ওয়ার্কশপ্ করতে হবে (২) উচ্চহারে বেতন এর ব্যবস্থা করতে হবে (৩) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিদ্যালয়ের পাঠাসূচীতে "অপসনাল" বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

প্রশান্ত চ্যাটার্জী (গ্রন্থাগার সহকারী, মাহেশ শ্রী রামকৃষ্ণ লাইব্রেরি)

২০০২ সাল থেকে গ্রন্থাগার সহকারী পদে থেকেও গ্রন্থাগারিক হিসাবে কাজ করে যাচ্ছি। ডি.এল.ও কে চিঠি দিয়েছি "লাইব্রেরি ইনচার্জ / অ্যাকটিং লাইব্রেরিয়ান" হিসাবে আদেশনামা পাঠানো এবং দুটি অ্যাসোসিয়েশনকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি। গ্রন্থাগারের বার্ষিক প্রতিবেদনে সই করা যাবে না। দুটি অ্যাসোসিয়েশনকে অনুরোধ সমস্যাটা নিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করুক। ডি এল ও এর কাজের সমন্বয় দরকার। ভাঙা মাসে ইনক্রিমেন্ট নিয়ে সমস্যা আছে। কম্পিউটার নিয়ে কাজ করার যাদের মানসিকতা আছে তাদের অনীহা বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে।

অসীমকুমার পূজারী (বাঁকুড়া)

শ্রীগোপাল চন্দ্র পাল মহাশয় আসতে পারেন নি। সম্মেলনে আলোচনার বিষয় বস্তুকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন শূন্যপদে নিয়োগ দরকার। অন্য লাইব্রেরির জেএলএ (JLA) কে চার্জ দিয়ে গ্রন্থাগারে বসানো হচ্ছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মধ্যে সমন্বয় দরকার। উভয় সংগঠনের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। বেতনের ক্ষেত্রে বি.লিব.এস.সি স্কেল চালু করতে হবে। রেকারিং গ্রান্ড বাড়াতে হবে। কারণ পত্রপত্রিকার দাম ও সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০তম বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন বিষ্ণুপুরে হওয়ার জন্য আবেদন করছি।

কমলকান্তি দাস (সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া)

হাওড়া জেলার বইমেলার গুরুত্ব খুব বেশী। কিন্তু প্রকাশকরা স্টক ক্লিয়ার করার জন্য অনুন্নত বই নিয়ে আসছে। যেহেতু

বইমেলা থেকে বইকেনা বাধ্যতামূলক সেইহেতু দুটি পরিষদের কাছে অনুরোধ তারা যেন প্রকাশকদের উন্নতমানের বই আনার জন্য ব্যবস্থা করেন। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তর থেকে যে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলো গ্রন্থাগারে সব পৌঁছায় না। বই, আসবাবপত্র, কেরিয়ার গাইডেন্সের জন্য অনুদান বৃদ্ধি করা দরকার। লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্যদের মধ্যে সমন্বয় দরকার। প্রয়োজনে সেমিনার করার দরকার। প্রতিবছর যে হারে কর্মী অবসর নিচ্ছে সে হারে কর্মী নিয়োগ হচ্ছে না। ফলে কর্মী সংখ্যা কমছে। কর্মী নিয়োগ বাড়ানো দরকার। রিফ্রেসার কোর্স প্রতিনিয়ত করা দরকার।

পতিতপাবন কুমার (গ্রন্থাগারিক, বাগনান ভদ্রকালি সাধারণ পাঠাগার, হুগলী)

বেশ কিছু গ্রন্থাগারে কম্পিউটার এসে গেছে। কিন্তু কোন বাংলা সফটওয়্যার পাওয়া যায়নি। টি.সি.এল (TCL) থেকে যে কম্পিউটার কেনা হয়েছে তারসঙ্গে Computer Adult Literacy Programme Software ফ্রি পাওয়া গেছে। সাক্ষরতার ব্যাপারে এই Program কাজে লাগতে পারে। ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বিশেষ অনুদানের জন্য আবেদন করেছি। কিন্তু কোন অনুদান পাওয়া যায় নি। সুতরাং এর একটা নিয়ম দরকার। কর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আইনগত জটিলতা কাটাতে হবে। কর্মীদের বকেয়া টাকা পাওয়া চাচ্ছে না। নন্ স্পনসর্ড গ্রন্থাগারের জন্য সরকার কিছু টাকা দিচ্ছে। কিন্তু কর্মীদের জন্য টাকা দিচ্ছে না। যাঁরা পরিচালনা করছেন তাঁদের কিছু সাম্মানিক দেওয়া দরকার।

অসীম চক্রবর্ত্তী (হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার) ঃ

ইনক্রিমেন্টের টাকা ফেরৎ দেবার ব্যাপারে সরকারের সাথে যোগাযোগ করে কিছু করা দরকার। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে Textual Ref. বই দিলে ভালো হয়। কেরিয়ার গাইডেন্সের টাকায় টেক্সট্ বই কিনলে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। টেক্সট্ বইএর জন্য অনুদান বৃদ্ধি হওয়া দরকার। অনেক প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের লাইব্রেরি নেই। সেখানকার ছাত্র ছাত্রীরা গ্রন্থাগারে এসে ইঞ্জিনিয়ারিংএর বই চাইছে। এই ধরনের বই গ্রন্থাগারে রাখলে ভালো হয়। সরকার বিদ্যালয় সম্পর্কে চিন্তা করছেন কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যাপারে চিন্তা করছেন না। গ্রন্থাগার কর্মীদের নতুন জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে (Advance Course এর জন্য) সুযোগ দেওয়া দরকার। কম্পিউটারের Earthing 0-5 volt রাখা উচিৎ।

মৌসুমি দাস (নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার)

জেলা গ্রন্থাগারে দারোয়ান/নাইটগার্ডের কাজের সময়সীমার ব্যাপারে সরকারি আদেশনামা থাকলে ভালো হয়। এই ব্যাপারে নজর দেওয়া প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং একজন স্কিলড্ গার্ড থাকলে ভালো হয়। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে যে হিন্দি বই দেওয়া হচ্ছে তা কোন কাজে লাগছে না। হিন্দী বইয়ের বিকল্প কিছু হয় কিনা তা দেখা উচিৎ। ৫২ বছরের গ্রন্থাগার-বই রক্ষনাবেক্ষনের ব্যবস্থা নেই। পুরানো ব্যবহারের অযোগ্য বইগুলো নিয়ে কি করা হবে? এই ব্যাপারে সরকারি আদেশনামা থাকলে ভালো হয়। কারণ গ্রন্থাগারে স্থানের অভাব দেখা দিচ্ছে। কশানমানি (Caution money) এবং সাবস্ক্রিপসন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে সরকারি আদেশনামা থাকা দরকার। বইএর ধুলো পরিস্কারের ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা দেখা দরকার।

অমরনাথ চ্যাটার্জী (কোন্নগর পাবলিক লাইব্রেরির প্রাক্তন গ্রন্থাগারিক)

বদলি সংক্রান্ত একটা নীতি থাকা দরকার। সরকার পোষিত গ্রন্থাগারে পরিদর্শনের কোন ব্যবস্থা নেই। যাঁরা আসেন তাঁদের কোন ধারনা নেই। ব্যবহারকারীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। কিন্তু এব্যাপারে কর্মীদের পরামর্শ দেবার কেউ নেই। আশা করা গিয়েছিল লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন কারণ তারা বুদ্ধিজীবি এবং সরকারি অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। কিন্তু তারা কিছু দেখছেন না। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে এব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা দরকার। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির ৪ জন প্রতিনিধি জোটবদ্ধভাবে কাজ করবেন আশা রাখি। তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব আছে। আমি যে গ্রন্থাগারে কাজ করে অবসর গ্রহণ করেছি, সে গ্রন্থাগারে এখনও পর্যন্ত কোন গ্রন্থাগারিক কাজে যোগ দেন নি। ওখানে তিনজন কর্মীর মধ্যে একজনকে তুলে নেওয়া হয়েছে। এখন দুটি পদ শূন্য। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে। কিন্তু সফটওয়্যারের অভাব আছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এ ব্যাপারে নজর দিক।

হেমন্ত গোস্বামী (পুরুলিয়া)

জেলাতে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির মাধ্যমে অনুদান দিলে ভালো হয়। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের গ্রন্থের জন্য যে অনুদান তার সরলীকরণ হওয়া দরকার। জেলা প্ল্যানিং কমিটিতে গ্রন্থাগার দপ্তরকে অন্তর্ভুক্ত করলে ভালো হয়। গ্রন্থাগার গৃহ কেমন হবে সে ব্যাপারে গ্রন্থাগারিকের পরামর্শ নিলে ভালো হয়। কর্মী সমস্যা সব জেলাতে আছে। আমাদের

জেলায় ৫২টি পদশূন্য। অবসর গ্রহণের পর সেইপদ পূরণ করতে সময় লাগছে। নাইটগার্ডের ব্যবস্থা নেই। মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে বাড়িতে রাখা হচ্ছে। গ্রন্থাগারে পরিকাঠামোর অভাব আছে। নির্বাচনের সমস্যা হচ্ছে গ্রন্থাগারিক না থাকার জন্য এবং সেই কারণে কমিটি গঠন করা যাচ্ছে না। বইমেলা পরিচালনার সময় গ্রন্থাগারিক না থাকলে অসুবিধা হয়। বইমেলাতে প্রকাশকরা অনেক ক্ষেত্রে বেশী কমিশন দিচ্ছে, সেই বাড়তি টাকা অনেকে পকেটে পুরে নিচ্ছে। সুতরাং বইকেনার ব্যাপারে সরকার থেকে একটা নির্দিষ্ট কমিশনের কথা বলে দেওয়া উচিৎ। পুরানো সংস্করণের বই নতুন মলাট লাগিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে আখ্যাপত্র পাল্টিয়ে নতুন হিসাবে প্রকাশকরা বিক্রি করছেন। কেরিয়ার গাইডেন্সের জন্য অনুদান বৃদ্ধি প্রয়োজন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের দেওয়া বইগুলোর গুনমান নিয়ে প্রশ্ন আছে। বই নির্বাচনের সময় বইগুলো ভালো করে দেখে নেওয়া দরকার। গ্রন্থাগারগুলি থেকে বইএর লিষ্ট নেওয়া হলে ভালো হয়। তাতে একই বই গ্রন্থাগারগুলিতে আসবে না। মাসের প্রথমে বেতনের ব্যাপারে নজর দিতে হবে। সরকারি অফিসারের ভুলের জন্য ৫০০-৫৩০ জন বেতন ফিক্সেশনের ব্যাপারে অসুবিধায় পরেছে। এই ব্যাপারে মামলা হয়েছে। সরকারের সঙ্গে বসে আলোচনা করে এই সমস্যা দূর করা প্রয়োজন। সার্ভিস বুকের সমস্যা দেখা দিচ্ছে। পুরানো ডিএলও চলে গেলে নতুন ডিএলও আগের নিয়ম পাল্টেনতুন নিয়মে কর্মীদের জয়েন করাচ্ছে বা ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে। ফলে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। মান্থলি রিপোর্ট বা বার্ষিক রিটার্ণের ব্যাপারে সমস্যা আছে।

কেকা পাত্তি (নবাবগঞ্জ সাধারণ পাঠাগার, উঃ চব্বিশপরগনা)

এখন কোন গ্রন্থাগারিক নেই। সাইক্লোস্টাইল মেশিন এর কোন টেকনিকাল জ্ঞান না থাকায় বই এর অবস্থা খারাপ। কোন পরিসেবা দেওয়া যাচ্ছে না। কোন অ্যাকাউন্টস ঠিকমতো করা হচ্ছে না। অথচ অডিট করতে হবে, না হলে অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি যৌথভাবে আন্দোলন করে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অ্যাপোয়েনমেন্টের ব্যবস্থা করুক। অনেক শহর গ্রন্থাগারে দপ্তরী কাম নাইটওয়াচম্যান গ্রন্থাগার চালায়। তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা দরকার। গ্রন্থাগারে কম্পিউটার কিনে পরিসেবা দেবার ব্যাপারে কথা হচ্ছে। কিন্তু কম্পিউটার কে চালাবে? সমস্ত ব্যাপারটার একটা পরিকল্পনা থাকা দরকার। গ্রন্থাগারে নন্‌টেকনিকাল কর্মীদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা দরকার। বই সংরক্ষণের ব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার এবং এরজন্য আর্থিক অনুদান দরকার। আমার গ্রন্থাগার বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য ছিল, এখন নেই। সদস্য হতে ম্যানেজিং কমিটির অনুমতি দরকার। ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা গ্রন্থাগার আন্দোলন নিয়ে কি ভাবছে? বামফ্রন্ট সরকার যে গ্রন্থাগারগুলো করে দিয়েছে সেগুলো ঠিকমতো চালানো যাবে কিনা? নতুন গ্রন্থাগার কি হবে না? সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সকলকে একমত হতে হবে। গ্রন্থাগার কর্মীদের পে-স্কেলের ব্যাপারে দেখা দরকার। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী বেতনক্রম চালু হওয়া দরকার। মূল উদ্যোক্তা হিসাবে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে ভূমিকা নিতে হবে।

সুব্রত ভট্টাচার্য (মালদা জেলা)

গ্রন্থাগার কর্মীদের সমস্যা মেটানো যায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে। কিছুদিন আগে "গ্রন্থাগারিক দিবস" পালিত হয়েছে। সম্মেলনে সর্বস্তরের মানুষ কমপক্ষে ৮০০ প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। দুটি গ্রন্থাগার সংগঠনকে দায়িত্ব নিতে হবে এই ধরনের সম্মেলন করার জন্য। গ্রামীণ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার রাখার জন্য ঘরের প্রয়োজন। সম্মেলনে আসার জন্য সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা কোন টি.এ. (TA) এবং ডি.এ. (DA) পান না। এব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার। মাসের ১লা তারিখে সকলে যাতে একসঙ্গে বেতন পান সে ব্যাপারে নজর দেওয়া দরকার। সমস্ত জেলায় ডি.এল.ও দেওয়া দরকার এবং ডি.এল.ও অফিসের পরিকাঠামো ঠিক বা পূর্ণ করা দরকার। এল.এল.এ. তে একজন চেয়ারম্যান থাকলে ভালো হয়। গ্রন্থাগারগুলির নির্বাচন একই দিনে করলে সরকারি প্রশাসন কে কাজে লাগানো যায়। এই ব্যাপারে আন্দোলন করা দরকার। এল এল এ মেম্বারদের সচেতন হতে হবে এবং তাঁদেরকে সম্মেলনে উপস্থিত করানো দরকার। ১২৫টা গ্রন্থাগারকে আপগ্রেড করা হয়েছে অথচ সেই সকল আপগ্রেড গ্রন্থাগারের পদ পূর্ণ করা হয়নি। বইমেলা থেকে বই রাজ্য সরকারের মাধ্যমে পেলে ভালো হয়। অবসরের পর পেনশন পেতে দেরি হচ্ছে। বি.লিব.এস.সি. স্কেল নিয়ে আন্দোলন করতে হবে।

শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী (সম্পাদক, পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি)

প্রথম দিনের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলছি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কম্পিউটার সংক্রান্ত ব্যাপারে একটা বুকলেট এবং সফ্‌টওয়ারের ব্যবস্থা করুক। গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের পর ২০০৭ সালে এসে দেখা যাচ্ছে চিত্ত বিনোদন থেকে তথ্য

পরিসেবা এবং শেষে তথ্য প্রযুক্তিতে উত্তোরণ সাধারণ গ্রন্থাগারে। এই তথ্যপ্রযুক্তি নোডাল স্তর (Nodal স্তর) পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে। ৩০০ গ্রন্থাগারে কম্পিউটার আছে স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদদের দেয় অনুদানের সাহায্যে। গ্রন্থাগার আন্দোলন ও পরিসেবা সম্পর্কে বলেন এখনও ১০০০ পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে ৩৪৪টি পদের অনুমোদন পাওয়া গেছিল ২৭.১০.০৫ তারিখে। ২ বছর অতিক্রান্ত এখনও নিয়োগ সম্পূর্ণ হয়নি। ১৪.৫.২০০৭ সালে কিছু পদের অনুমোদন পাওয়া গেছে। জলপাইগুড়ি ও হাওড়া জেলা কাজ শেষ করতে পেরেছে। কিছু জেলায় মামলা হয়েছে। এগুলো বসে ঠিক করতে হবে। বাকি কাজ শেষ করতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারকে অনুরোধ করতে হবে বাকি শূন্যপদের অনুমোদন দেওয়ার জন্য। বার্ষিক অনুদান বৃদ্ধি করার প্রয়োজন আছে। রাজ্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে। আশা করা যায় অনুদান কিছুটা বৃদ্ধি পাবে। বিদ্যালয় ও কলেজগুলি মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন পায়। অর্থদপ্তরের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে গ্রন্থাগার কর্মীরাও মাসের ৫ তারিখের মধ্যে বেতন পান। পেনসন দেওয়ার ক্ষেত্রেও মাসের ২/৩ তারিখের মধ্যে ব্যবস্থা করতে হবে। যে সকল গ্রন্থাগার কর্মীরা দেরিতে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ট্রেনিং নিয়েছেন তাদের ভাতা মাসে ইনক্রিমেন্ট এর ব্যাপারে দেখতে হবে। এল.এল.তে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মতো পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক ও সভাপতি প্রতিনিধিত্ব করেন। বাঁকুড়াতে যে সমস্যা হয়েছে তা জেলাগতভাবে মিটিয়ে ফেলতে হবে। এল.এল.এ তে নির্বাচন করার প্রয়োজন নেই। কর্মীরা অবসর নেওয়ার এক মাস আগে অবসরকালীন সুযোগ সুবিধার ব্যাপারে সমস্ত কাগজপত্র সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দুটি সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছে। উচ্চতর বেতন সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের কাছে আসেনি। সম্পূর্ণ তথ্য আসলে দুটি সংগঠন একই সঙ্গে সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেবে। এই সম্মেলনে ৪/৫ জেলা থেকে কোন প্রতিনিধি আসেন নি। যাঁরা এসেছেন তাঁরাও সকলে এখানে উপস্থিত নেই। এটা যেন ভবিষ্যতে না হয়। তাহলে অনেকের কাছে ভুল বার্তা পৌঁছাবে।

পুলক কর (কোষাধ্যক্ষ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

PR এর মাধ্যমে বই জমা পড়ে। রাজা রামমোহন লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের বই ডুপ্লিকেট হয়ে যাচ্ছে। রাজা সরকারের একটি বুক সিলেকসন কমিটি আছে। তাঁরা PR এর মাধ্যমে যে বই জমা পড়ে তা সিলেকসন করেন। মে মাস থেকে বই আসতে থাকে। যে বইগুলো কেনার সম্ভবনা থাকে যেমন রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের বই ইত্যাদি, এগুলো সিলেক্ট করা হয় না। বিষয়ভিত্তিক সিলেকসন হয়। উপন্যাসের উপর চাপ দেওয়া হয় না। ৮০ টার বেশী "টাইটেল" হয় না। অনেক জেলায় পছন্দের টাইটেলের ব্যবস্থা করা হয়।

রামকৃষ্ণ সাহা (সভাপতি, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

পুরানো পড়ার অযোগ্য বই বিক্রি করে দেবার কোন সরকারি নির্দেশনামা নেই। ম্যানাজিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়ে এল.এল.এ কে জানিয়ে বই বিক্রি বা বাতিল করা যেতে পারে। জেলাস্তরে গ্রন্থাগারের ম্যানাজিং কমিটি গ্রন্থাগার ঠিকমতো চালাচ্ছেন না। তাঁদের নিয়ে সেমিনার করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব কোন না কোন ব্যক্তির উপর বর্তাবে। ডি.এল.ও কে এব্যাপারে অবহিত করা দরকার। গ্রন্থাগারের দায়িত্ব অবশ্যই সহকারী/লাইব্রেরি ইনচার্জকে দিতে হবে। ক্রমশ গ্রন্থাগারিকদের উপর দায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। রির্ফেসার কোর্স প্রত্যেক জেলায় একবার করে করা দরকার। পুরুলিয়া ও দার্জিলিং জেলায় এখনও হয় নি। রির্ফেসার কোর্সে হিসাব, নথী কি থাকবে, সংগ্রহ পুস্তক ইত্যাদি সম্বন্ধে শেখানো হচ্ছে। এছাড়া সূচীকরণ, বর্গীকরণ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। মানুষকে তথ্য পরিসেবা/অনুলর সেবা দিতে হবে। মানুষকে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযোগ করাতে হবে। এটাই গ্রন্থাগার আন্দোলন। দুটি পোষ্টে অ্যাপোয়েনমেন্ট নয়। হয় দারোয়ান/নয় নাইটগার্ড। তাদের ১২ ঘন্টা ডিউটি। কোন ছুটি নেই। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব নেই। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন নিজস্ব একটা অনুদান আছে। তার সঙ্গে একই পরিমান টাকা রাজ্য সরকার দেয়। কিন্তু সমস্ত বিল পেমেন্ট রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে হয়। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন আলাদাভাবে বই কেনেন। দৈনন্দিন সমস্যা নিয়ে গ্রন্থাগার পত্রিকায় লিখলে সকলে জানতে পারবেন। ভুলত্রুটি শোধরানো যায়।

কৃষ্ণপদ মজুমদার ঃ (সম্পাদক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ)

সম্মেলনে মোট ৩৪০ জন প্রতিনিধি এসেছেন। একমাত্র উঃ দিনাজপুর থেকে কোন প্রতিনিধি আসে নি।

কলেজ লাইব্রেরি

কলেজে গ্রন্থাগারিক অ্যাপোয়েনমেন্ট কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে হচ্ছে। UGC অনুযায়ী বেতন পাচ্ছেন, প্রমোশন পাচ্ছেন, পদমর্যাদা অবশ্য ঠিক হয় নি। কোন "লিভ্

রুলস" না থাকায় "লিভ এনক্যাসমেন্ট" করা যাচ্ছে না। সরকারি নির্দেশনামা বেরিয়েছে। শুধু ২০০৪ সাল থেকে নয় সমস্ত গ্রন্থাগারিককে টাকা দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় স্টাটাউটে "লিভ রুলস্" আনা হবে। আগামী ২০শে জানুয়ারী, ২০০৮, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে আলোচনা সভা করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সহ গ্রন্থাগারিক স্কেল - ॥

বেতনের ব্যাপারে কিছু করা যায় নি। এটা নিয়ে পে কমিটির সঙ্গে বসা হয়েছিল। কর্মচারী সংসদ, যুক্ত সংগ্রাম কমিটি, সরকারের সাথে আলোচনা করতে হবে। অনেকে স্লেট পাশ করেছেন। কিন্তু কোন কলেজ কলেজ সার্ভিস কমিশনের কাছে লোক চাইছে না, সেই কারণে কোন লোক পাঠানো যাচ্ছে না।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার

বেতন বৈষম্য আছে। বেতন কমে গেছে। যখন যে পদে লোক প্রয়োজন তখন সে পদে কাজ করতে হচ্ছে। বিদ্যালয় মন্ত্রী শ্রী পার্থ দে মহাশয়কে বলা হয়েছে সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা। স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে যাতে নিয়োগ করা হয়। সে ব্যাপারে প্রয়োজন মত আইন প্রনয়ণের কথা মন্ত্রীকে বলা হবে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে একটা কনভেনশন করার দরকার আছে। আগামী সপ্তাহে বিদ্যালয় মন্ত্রীর কাছে বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নিয়ে মেমোরান্ডাম দেওয়া হবে। আগামী ২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবসের আলোচ্য বিষয় "বিদ্যালয় গ্রন্থাগার"।

সাধারণ গ্রন্থাগার

কর্মীদের ট্রান্সফারের ব্যাপারে এল.এল.এর ভূমিকা আছে। ডি.এল.ও. নিজে এল.এল.এর সম্মতি না নিয়ে ট্রান্সফার করতে পারে না। ট্রান্সফার দুটো ক্ষেত্রে হওয়া উচিৎ। কেউ যদি নিজে থেকে ট্রান্সফার চান নতুবা কেউ অপরাধ করলে। কেউ একটি গ্রন্থাগারে ১০/১২ বছর পরিসেবা দিয়েছেন, পরিবেশ তৈরী করেছেন তাকে ট্রান্সফার করলে ভালো হয়।

বইমেলা থেকে বইক্রয়

বইমেলা থেকে ৩০০০ টাকার বই কিনতে হবে। পছন্দমতো বই না পেলে বই কিনবেন কেন? জেলার দুটি সংগঠন আছে। তারা এই ব্যাপারে দেখলে ভালো হয়।

স্টাডি লিভ

এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। কারোর উচ্চশিক্ষা আটকানো যায় না। সরকারি নির্দেশ প্রকাশের অপেক্ষায়।

জেলা গ্রন্থাগারিকের পদ ও মর্যাদা

বেতন শহর গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের মতো। দুটি সংগঠন থেকে সরকারের কাছে বারবার বলা হয়েছে জেলা গ্রন্থাগারিকের মান না বাড়ালে অন্য গ্রন্থাগারের মান বাড়বে না।

পে-স্কেল

আমরা বি.লিব.এস.সি পে-স্কেল সমর্থন করি। সাথে এম.লিব.এস.সি. পে-স্কেল উন্নত হোক আমরা চাই। লাইব্রেরি অ্যাসিটান্টকে গ্রন্থাগারের চার্জ দেওয়া যেতে পারে, যদি কোন গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক না থাকে। এ ব্যাপারে ডি.এল.ও কে অনুরোধ করা হয়েছে।

৫০ বছর/১০০ বছর পূর্তিতে অনুদান

৫০ বছর/১০০ বছর পূর্তিতে কোন গ্রন্থাগারের টাকা দেওয়ার সরকারি কোন নিয়ম নেই। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে এই ধরনের গ্রন্থাগারে টাকা দেওয়া হয়। এবার ৫টি গ্রন্থাগার টাকা পেয়েছে ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে। ১০০ বছর পূর্তিতে গ্রন্থাগারকে সরকার টাকা দেন। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনকে অনুরোধ করা হবে আরও বেশী সংখ্যক গ্রন্থাগারকে এই ধরনের অনুদান দেওয়ার জন্য।

নন-স্পনসর্ড গ্রন্থাগার

হেমচন্দ্র পাঠাগারের মতো কিছু গ্রন্থাগারকে আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কিছু অনুদান দিচ্ছেন। এই ধরনের গ্রন্থাগারে ২/৩ জন মানুষ পরিসেবা দিচ্ছেন। এ ধরনের গ্রন্থাগারের অনুদান বৃদ্ধি করা দরকার। এদেরকে গ্রন্থাগার আইনের আওতায় আনা দরকার। যাঁরা পরিসেবা দিচ্ছেন তাঁদের একটা সাম্মানিক দেওয়া দরকার।

টেক্সট্ বুক

সাধারণ গ্রন্থাগারে টেক্সট্ বই দেওয়া সম্পর্কে ভাবা দরকার। এস.এল.সিতে আলোচনা করতে হবে এবং এরজন্য অনুদান বৃদ্ধি করতে হবে। গ্রন্থাগার মন্ত্রী এই ব্যাপারে সহানুভূতিশীল।

নির্বাচন

একই জেলায় একই দিনে নির্বাচন করা যেতে পারে। কিন্তু রাজ্যে একই দিনে নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

বইমেলা

বইমেলায় রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের সঙ্গে সরকার ২৫,০০০/- টাকা ম্যাচিং গ্রান্ড দেয়। অনুদান বৃদ্ধি করার কথা বলতে হবে।

জেলা প্ল্যানিং কমিটি

এই কমিটিতে গ্রন্থাগার আওতাভুক্ত নয়। ১২তম প্ল্যান পিরিয়ড শুরু হওয়ার আগে থেকে গ্রন্থাগারকে এর আওতায় আনার চেষ্টা করা হবে। এরফলে অতিরিক্ত টাকা পাওয়া যাবে।

এরপর ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী রেপোটিয়ার প্রদান হিসাবে সম্মেলনের আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং সুপারিশ পেশ করেন।

গৌতম গোস্বামী

Earthing এর গণ্ডগোলে ডাটাবেস নষ্ট হয়ে যেতে পারে। 0-5 volt এর মধ্যে earthing থাকা দরকার। যে ডাটাবেস তৈরী করেছেন, তা ফেলে দেবেন না। পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। আমরা যদি পরিসেবা না দিতে পারি তবে জনগন আমাদের ক্ষমা করবে না।

অচিন্ত্য চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক, হেমচন্দ্র পাঠাগার)।

আমরা এই সম্মেলনের আয়োজক। আমরা এর আগে দুবার সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম ১৯৫৫ এবং ১৯৯৭ সালে। আমরা গর্ব অনুভব করছি যে আপনারা আমাদের উপর ভরসা করে এবারও ২০০৭-সালে সম্মেলন করার দায়িত্ব দিয়েছেন। আমাদের কিছু ত্রুটি থাকতে পারে। তারজন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। গ্রন্থাগার জনগনের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিনোদনের ব্যবস্থাও করতে পারে। এই এলাকা এককালে খুব উন্নত ছিল। এখানে হেমচন্দ্র, মধুসূদন এবং রঙ্গলালের বাস ছিল। বর্তমানে সাংস্কৃতিক জীবন স্তিমিত হয়ে আসছে। হেমচন্দ্র পাঠাগারের মাধ্যমে আমরা এলাকার মানোন্নয়নের চেষ্টা করতে পারি সেই কামনা করি।

শিবানন্দ পাল

কম্পিউটারে যখন কাগজ পড়ি তখন সূচীকরন, বর্গীকরণের কথা মনে পড়ে। বহুল পরীক্ষিত সফটওয়ার হচ্ছে CDS/ISIS। বাংলা সফটওয়ার কেন তৈরী করা গেল না? আপনাদের নিজেদের ঠিক করতে হবে কোন সফটওয়ার গ্রন্থাগারে ব্যবহার করবেন।

বিজয়পদ মুখোপাধ্যায় (সম্মেলনের সভাপতি)

সনাতন গ্রন্থাগার চলবে। ডিজিটাল লাইব্রেরি, কম্পিউটার দ্বারা পরিচালিত লাইব্রেরি থাকবে। পুরো ডিজিটাইস লাইব্রেরি হবে কিনা জানি না। এখন শুধু নাম পাল্টাচ্ছে। সূচীকরণ এখন ডাটাবেস নামকরণ হয়েছে। কম্পিউটার চালিত গ্রন্থাগার করতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং ইয়াসলিকের দায়িত্ব নিতে হবে। লাইব্রেরি ডাইরেক্টরেট, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারেরও ভূমিকা আছে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে গ্রন্থাগারিক থেকে আমার শিক্ষক হিসাবে অবদান বেশী, যাঁরা এই সম্মেলনে প্রবন্ধ দেন নি ভবিষ্যতে তারা প্রবন্ধ দিয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করবেন।

রামকৃষ্ণ সাহা

বানিজ্যিক সংস্থা যে সফটওয়ার তৈরী করেন সেটা তাদের গবেষণার ফল। CDS/ISIS সফটওয়ারকে উন্নত করতে গেলে ইউনেস্কোর অনুমতি দরকার। বাংলা সফটওয়ার করার সম্ভবনা আছে। গ্রন্থাগারকে পুরোপুরি কম্পিউটার পরিচালিত করা এখন সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে হয়তো হতে পারে। নতুন প্রযুক্তি ভেবে চিন্তে ব্যবহার করতে হবে, কারণ নতুন প্রযুক্তি অনেক সময় ভাবিয়ে তুলতে পারে। ছাপানো বই থাকবে।

তরুন মন্ডল

ফ্রি সফটওয়ার মানে বিনাপয়সায় নয়। আপনি পারলে বা চাইলে কোডটা পরিবর্তন করতে পারেন।

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (সঞ্চালক)

১৬ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। গ্রন্থাগারিকদের উপর বাড়তি দায়িত্ব এসে পড়েছে। গ্রন্থাগারে কম্পিউটারের প্রয়োগ বিশেষভাবে দরকার। পরিকল্পনার অভাব আছে। পরিকাঠামোর অভাব আছে। যার ফলে প্রচুর সময়, অর্থ নষ্ট হচ্ছে। সফটওয়ার নির্বাচন নিয়ে সমস্যা আছে। গ্রামীণ অঞ্চলে বিদ্যুতের অভাব আছে। ফলে কম্পিউটার চালানোর অসুবিধা আছে। স্থানিক ভাষার তথ্য নেই। সুতরাং স্থানিক ভাষার ডাটাবেস দরকার। দক্ষ কর্মীর অভাব আছে। যাঁরা পরিসেবা নেবেন তাদেরকেও কম্পিউটার ও তথ্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করতে হবে। কর্মীদের দক্ষতা গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষনের দরকার। কম্পিউটার কিন্তু শেষ কথা নয়। গ্রন্থাগারের ভিত্তি হচ্ছে সূচীকরণ, বর্গীকরণ ইত্যাদি। গ্রন্থাগারের মূল কাজগুলো সুষ্ঠভাবে করতে হবে। কর্মীদের কম্পিউটারের আগ্রহ থাকা দরকার। না হলে কম্পিউটারের সুফল পাওয়া যাবে না।

কৃষ্ণপদ মজুমদার (সম্পাদক)

পরিশেষে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রথমে মাননীয় মন্ত্রী শ্রী দেবেশ দাস কে আন্তরিক অভিনন্দন জানান। অভিনন্দন জানান গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী তপন রায়কে, ধন্যবাদ জানান শ্রী কিশোর কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্মেলনের সভাপতি শ্রী বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়কে। সম্মেলন পরিচালনার জন্য মাননীয় সঞ্চালক অধ্যাপক অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানান। অভিনন্দন জানান রাধামাধব সরকার, শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর জেলার বিভিন্ন কর্মীদের, ইয়াসলিকের সম্পাদক অরুন চক্রবর্ত্তী, পরিষদের জেলা কমিটির কর্মকর্তাগনকে, সম্মেলনের আয়োজক হেমচন্দ্র লাইব্রেরীর সম্পাদক, সভাপতিদের, সদস্যদের, এলাকার মানুষদের, বিশেষ করে ধন্যবাদ জানান সম্পাদক অচিন্ত চট্টোপাধ্যায়, তিনি তিনটি সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। ধন্যবাদ জানান প্রতিবেদকদের, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা ও পরিবেশকদের, দুজন গ্রন্থাগার কৃতাক (মুর্শিদাবাদ, পূর্বমেদিনীপুর), রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মকর্তা ও কর্মীদের। অভিনন্দন জানান সমস্ত প্রতিনিধিদের যাঁরা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন। অভিনন্দন জানান বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠনকে যাঁরা সম্মেলন সফল করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এই প্রথম সম্মেলন যেখানে প্রবীর রায়চৌধুরী নেই। আগামী সম্মেলন হাওড়া অথবা বাঁকুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। এরপর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সম্মেলনে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নলিখিত সুপারিশ পেশ করেন ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী (প্রতিবেদক)

১। জনগ্রন্থাগারে কম্পুটারাইজেশন-এর ক্ষেত্রে জেলা গ্রন্থাগার পর্যন্ত কম্পিউটার প্রয়োগ-এর ব্যাপারে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়ে এই সভা প্রস্তাব করছে কম্পিউটার প্রয়োগ-এর প্রক্রিয়া প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার/গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত বিস্তৃত করা হোক এবং এই প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা হোক।

২। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে প্রাইমারী ইউনিট গ্রন্থাগার গ্রামীণ গ্রন্থাগার পর্যন্ত সমস্ত জনগ্রন্থাগারের মধ্যে কার্যকরি সম্পদ বিনিময় প্রক্রিয়া চালুপ্রসূ করা হোক।

৩। সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কম্পুটারাইজ করা হোক এবং এগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক তৈরি করা হোক। পরবর্তীকালে এই প্রাতিষ্ঠানিক লাইব্রেরি নেটওয়ার্কটি জনগ্রন্থাগারের নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হোক।

৪। সমস্ত বিদ্যালয় গ্রন্থাগারগুলিকে কম্পুটারাইজেশনের জন্য সেগুলিতে প্রয়োজনীয় হার্ডওয়্যার ও সফট্ওয়্যার সরবরাহ করার ব্যবস্থা করা হোক যাতে একটি বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক তৈরী করা সম্ভব হয়। পরবর্তীকালে এই বিদ্যালয় গ্রন্থাগার নেটওয়ার্কটি জনগ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক ও প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থাগার নেটওয়ার্ক প্রভৃতি অন্যান্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা হোক।

৪। (ক) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে কম্পুটারাইজেশনের পূর্বে যথাযথ স্টাফ প্যাটার্ন অনুযায়ী সেখানকার কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি প্রয়োজন।

৫। গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী হার্ডওয়্যারের নির্বাচন করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক এবং এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গ্রন্থাগারিককে যুক্ত করা হোক।

৬। ISO মানদন্ড-এর উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়নি এরূপ কোন সফটওয়্যারই কোন গ্রন্থাগারের জন্যই নির্বাচন করা সমীচীন নয় কারণ এই ধরনের সফটওয়্যার ডেটা ইমপোর্ট (import) ও এক্সপোর্ট (export) এর ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

৭। বাণিজ্যিক সফট্ওয়্যার ও ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের মধ্যে যতদূর সম্ভব গ্রন্থাগারে ওপেন সোর্স সফটওয়্যার নির্বাচন করা হোক।

৮। বাংলা ভাষায় স্থানীয় ডেটাবেস তৈরী করা হোক।

৯। তৈরী করা সমস্ত ডেটাবেসই সঠিকভাবে তৈরী হয়েছে কিনা যোগ্য বিশেষজ্ঞ দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১০। ডেটা এন্ট্রির ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞানে শিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকেই যুক্ত করা হোক।

১১। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য অর্থের সংস্থান, বিদ্যুতের সংযোন প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১২। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারিক কর্মীদের উপযুক্ত কম্পিউটারে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

১৩। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারে কম্পিউটার প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মী গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর কর্মশালার ব্যবস্থা করা হোক।

১৪। বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের ব্যবহারকারীদের তথ্য সাক্ষর (information literate) ও কম্পিউটার সাক্ষর (computer literate) করার জন্য নিরন্তর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার।

১৫। কম্পিউটারাইজেশনের আগে যথাযথ পরিকল্পনা করা দরকার।

১৬। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু করার আগে কর্মীসংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

— *প্রতিবেদক : ডঃ শ্যামল রায়চৌধুরী, পাপড়ি সেনগুপ্ত, বীথি বসু, বল্লরী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়দীপ চন্দ, গৌতম গোস্বামী*

শোক সংবাদ

গত ২৩শে আগষ্ট ২০০৮ জলপাইগুড়ি জেলার মেটেলি ব্লকের শালবণী ক্লাব ও পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক মঃ ওহীকল হকের জীবনাবসান ঘটেছে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি পরিষদের আজীবন সদস্য ছিলেন। মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে পরিষদের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে এবং পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতি, জলপাইগুড়ি জেলার পক্ষ থেকে গভীর সমবেদনা জানানো হয়।

হাওড়া জেলার সিদ্ধেশ্বর বিদ্যোৎসাহি গ্রন্থাগারের জুনিয়ার লাইব্রেরি অ্যাটেনডেন্ট শিশির কুমার সামন্ত গত ১লা অক্টোবর, ২০০৮ তারিখে জীবনাবসান হয়েছে। মৃত্যুর সময়ে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি কর্মীসমিতির একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। পরিষদের জেলা কমিটি ও পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পক্ষ থেকে তাঁর পরিবারবর্গকে সমবেদনা জানানো হয়।

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকা মাঘ, ১৪১৫ সংখ্যার (বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১০) পৃ. ৩১০ নিম্নলিখিত মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

আছে	হবে
আবদুল গফর	আবদুল গফফর

সম্পাদক,
গ্রন্থাগার

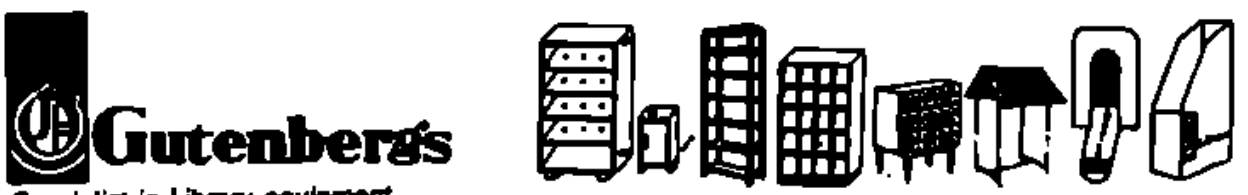

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথিসংগ্রহশালা : একটি প্রতিবেদন

কৌশিক ঘোষ

গ্রন্থাগারিক, শরীন্দ্র শিশু পাঠাগার, পাঠভবন, বিশ্বভারতী

পুঁথির উৎস সংস্কৃত 'পুস্তিকা' শব্দ থেকে। পুস্তিকা, পুথিয়া, পুথি, পুঁথি - এইভাবে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। পুঁথি বলতে বোঝায় একগুচ্ছ তালপত্র বা ভূর্জপত্র যার ঠিক মাঝখানের ছিদ্র দিয়ে একটি সুতো ঢুকিয়ে পত্রগুলিকে একত্রিত করে বাঁধা এবং এই পত্রগুচ্ছকে সুরক্ষিত করবার জন্য যার ওপরে ও নীচে দুটি কাঠের ফলক বা পাটা দিয়ে আটকান থাকে। যেমন রামাই পণ্ডিতের ধর্মপূজা পদ্ধতি এটি তেরেট পাতাই লেখা হয়েছে আনুমানিক ১৫০ বছরের পুরাতন।

বর্তমানে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের পুঁথি সংগ্রহশালাটি পাঠভবনের স্কুল বিভাগের দোতলায় অবস্থিত। পুঁথিঘরের ঠিক পাশেই রয়েছে পাঠভবনের ইতিহাস ঘর।

সম্ভবত ১৯৫১ সালের পর বর্তমান পুঁথিশালার আবির্ভাব। জন্মলগ্নের সময় বেশ কিছু বিদগ্ধজনের সহযোগিতায় ও সহায়তায় (তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রবোধ বাগচী মহাশয়, পণ্ডিত সুখময় ভট্টাচার্য মহাশয় ও পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় প্রমুখ) বর্তমান সংগ্রহশালা সমৃদ্ধ হয়। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের পুঁথিশালা ছাড়াও সংস্কৃত, ওড়িয়া এবং ইন্ডোটিবেট পুঁথিশালাও উল্লেখযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গের এশিয়াটিক সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা, বরাহনগর পাটবাড়ি সংগ্রহশালা, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি সংগ্রহশালার মধ্যে তুলনামূলকভাবে এশিয়াটিক সোসাইটির পরই বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পুঁথি সংগ্রহশালা স্থান করে নিয়েছে। এই সংগ্রহশালায় বর্তমানে বাংলা পুঁথির সংখ্যা পরিগ্রহণ সংখ্যা অনুযায়ী ৭৭৪২ খানি এবং এছাড়াও জমাট, স্তূপিকৃত আনক্ল্যাসিফাইড পুঁথির সংখ্যা আনুমানিক ৩০০। এছাড়াও এই পুঁথিশালার সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে সুরুলের জমিদার বাড়ি থেকে সংগৃহীত নথি যার সংখ্যা আনুমানিক ২০০০ পৃষ্ঠা। আরও বলা যায় যে, ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল ও পণ্ডিত সুখময় মুখোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় প্রায় ১০০০ খানি জয়দেব নথি সংগৃহীত হয় যা এই পুঁথিশালাকে সমৃদ্ধ করেছে।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুঁথি সংক্রান্ত বিষয়ে অনুরাগ আমরা প্রাক্ ইতিহাস থেকে জানতে পারি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদ্যোগী হয়ে বাংলাদেশের কুমারখালি থেকে 'মুগীর গান' সংগ্রহ করিয়েছিলেন তৎকালীন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক স্বর্গীয় প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহযোগিতায়, যা বর্তমানে এই সংগ্রহ শালাতেই আছে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথ কিছু পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজ থেকেও, যেগুলিকে রবীন্দ্রনাথ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে, যা বর্তমানে বাংলা পুঁথিশালায় সংগৃহীত হয়ে আছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ দ্বারা সংগৃহীত 'মুগীর গান' গ্রন্থখানি ডাঃ পঞ্চানন মণ্ডল মহাশয় সম্পাদিত 'গোর্খ-বিজয়' নামক গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

এই পুঁথিশালাটি সংগ্রহের দিক থেকে এতটাই সমৃদ্ধ যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদগ্ধজনেরা এই পুঁথিশালার দায়িত্বে থেকেছেন। সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে এই পুঁথিশালার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল তৎকালীন আচার্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। পরবর্তীকালে বাংলা বিভাগের বিদগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীরা এর দায়িত্ব সামলেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন ড. পঞ্চানন মণ্ডল, ড. পশুপতি সামন্ত, অধ্যাপক সুখময় মুখোপাধ্যায়, ড. সুমঙ্গল রানা, ড. সুনীল ওঝা প্রমুখ। বর্তমানে বাংলা বিভাগের হীডার ড. অমল পাল মহাশয় যোগ্যতার সঙ্গে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন। যাঁর নাম না করলে এই পুঁথিশালার কথা সম্পূর্ণ হয় না, তিনি হলেন পুঁথিশালার প্রাযোগীক সহকর্মী শ্রী জগন্নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়। তিনি দীর্ঘদিন অতি যত্নের সহিত পুঁথিগুলিকে সস্নেহে লালন পালন করে চলেছেন।

বাংলা পুঁথিশালায় বিভিন্ন সময়ে পর্যায়ক্রমে পুঁথি সংক্রান্ত কিছু বই প্রকাশিত হত। যেমন অমিতাভ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক 'মাধব সঙ্গীত', অধ্যাপক সুমঙ্গল রানা কর্তৃক 'পদরত্নাকর', ড. ভূদেব চৌধুরী ও ড. ভবতোষ দত্ত কর্তৃক 'পদমেরু গ্রন্থ', অধ্যাপক সুধাময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক 'সনাতন গোস্বামীর ভাগবত' : ১ম ও ২য় খণ্ড, ড. বুদ্ধদেব আচার্য কর্তৃক সংকলিত ও ড. ভবতোষ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত 'সুরুল নথি সংকলন' ইত্যাদি।

এই পুঁথিশালায় সংগৃহীত উল্লেখযোগ্য দুষ্প্রাপ্য কিছু পুঁথির বিবরণ দিচ্ছি যা এই পুঁথিশালাকে ভীষণভাবে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন —

১। 'যোগীর গান' - পরিগ্রহণ সংখ্যা - ১০৪৪, সংগ্রহ কাল - ১৯৪৮ সাল, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৪।

২। 'পদমেরু গ্রন্থ' - পরিগ্রহণ সংখ্যা - ১২৬৩, লিপিকাল/সংগ্রহ কাল - ১৯৬৩, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ২৫৫।

৩। 'মনসা মঙ্গল' - পরিগ্রহণ সংখ্যা - ১৯০৭, সংগ্রহকাল - ১৯৫২, সংগ্রাহক - জয়দেব নন্দী, রচয়িতা - বিপ্রদাস পিপলাই (মেদিনীপুর)।

৪। 'শ্রী ধর্মপুরাণ' - পরিগ্রহণ সংখ্যা - ২১৭৭, পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৪২, সাইজ ১২½" x ৩½"।

৫। 'ময়ূরভট্টের ধর্মপুরাণ' - পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৫৩০।

৬। 'কমলাকান্তের পদরত্নাকর গ্রন্থ' - পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪০।

৭। 'ওফাৎনামা' - পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৫৩৯, লেখক - আনন্দীপগার, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ১০, সাইজ - ৮½" x ৪½"।

৮। 'গরীব গদাই' - পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৫৪২, লেখক - অধীন ভৈরব, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৮৩।

৯। 'গোপ্তচেতনা' - লেখক - শেখ মুনিদ, সময় - ১২০১, পৃষ্ঠা সংখ্যা - ১৫৬।

১০। 'মর্ম গাঙীর পালা' - লেখক - কবি বল্লভ, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ৪।

১১। 'ভক্তমলা গ্রন্থ' - পরিগ্রহণ সংখ্যা ১৫৫৮, লেখক দ্বিজমোহন দাস, পৃষ্ঠাসংখ্যা - ২৪১।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন বিভাগের পুথিগুলির একটি সামগ্রিক কেন্দ্রীয় সংগ্রহশালার অন্তর্গত করতে চাইছে, যেটা সত্যিই প্রশংসনীয় ও সাধু উদ্যোগ। এই উদ্দেশ্যে নির্মিত 'লিপিকা' নামক অতি অত্যাধুনিক ভবনের নির্মাণ কাজও প্রায় শেষের মুখে। আশাকরি, আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পুঁথির দীর্ঘায়ুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, যা আগামী প্রজন্মকে বাংলা তথা অন্যান্য ভাষার অপ্রকাশিত অনেক তথ্যের আলো দেখাবে।

প্রসঙ্গত জানাই যে, দেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা লক্ষ লক্ষ পুঁথিকে অবহেলা, অমনোযোগে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে ২০০৩ সালে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রালয় কর্তৃক রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি মিশন (National Mission for Manuscripts) গঠন করা হয়।

তাই রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি মিশন সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা প্রসারে জোর দিয়েই পুঁথিগুলি সমীক্ষা করে রাষ্ট্রীয় তালিকা প্রস্তুতি, সুরক্ষা, সংরক্ষণ ও পুণরুদ্ধার, সনাক্তকরণ এবং পরিচয় নির্ণয়ের কাজ শুরু করেছেন। এই কাজের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের গবেষকদের কাছে খুলে যাবে আমাদের জ্ঞান সম্পদের বিপুল ভাণ্ডার।

রাষ্ট্রীয় পাণ্ডুলিপি মিশন কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথিশালার উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন।

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালাকে এই প্রতিবেদনের কেন কিছু তথ্যসমূহ পরিবেশন করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

তথ্যসূত্র -

১) অনিমা মুখোপাধ্যায়। যখন ছাপা বই ছিলনা। বুকফ্রস্ট পাবলিকেশন ফোরাম, কলিকাতা ১৯৯৮।

২) বুদ্ধদেব আচার্য সংকলিত। সুকুল নথি সংকলন। বিশ্বভারতী রিসার্চ পাবলিকেশন, শান্তিনিকেতন।

৩) সুখময় মুখোপাধ্যায়, সম্পাদিত। সংক্ষিপ্ত পুঁথি পরিচয়। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

৪) পঞ্চানন মণ্ডল। চিঠিপত্রের সমাজ চিত্র। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

৫) পঞ্চানন মণ্ডল। দ্বাদশ মঙ্গল। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

৬) সুখময় মুখোপাধ্যায়। চৈতন্য চরিতামৃত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALE SUBMITTED TO THE MEMBER SECRETARY, 5TH PAY COMMISSION, GOVT. OF WEST BENGAL

To

The Member Secretary

5th Pay Commission, Government of West Bengal

Tantuja Bhaban (8th floor)

DD18/14 Salt Lake

Kolkata 700 064

Sir,

You are well aware that the modern world has already accepted that a well organized library and information service is an essential necessity for social, economic, educational and cultural development of the community. Modern library is now interpreted as a 'Learning Resource Centre', a people's University', where various kinds of print, non-print, audio-visual and reprographic materials procured, processed and scientifically organized for use of various kinds of clientele for various purpose. To keep the flow of knowledge and information uninterrupted for present generations as well as for posterity to eradicate illiteracy to supplement the inadequacy of formal education, to fight obscurantism and other derogatory ideas, to provide information services for socio-economic development of the country and above all to bring expensive aspects of acquiring knowledge and information within the reach of the common people, there is no alternative but to look after the library and information services. The Bengal library Association was establsihed in 1925, under presidentship of poet Rabindranath Tagore. Since its inception is engaged to develop a powerful library movement for creation of an integrated public library and information system for the benefit of the people of this state.

In our state, there are various kinds of libraries, such as, public, academic, research and departmental libraries serving various kinds of clienteles. Following kinds of staff are engaged in these libraries for smooth running of library and information services.

1. Library Professional - Professional personnel are those who are required to have some professional education in Library and Information Science to discharge such duties which demands professional education viz. Certificate in library science, Bachelor degree in Library and Information Science (BLIS), (Previously Diploma in Librarianship conducted by the University of Calcutta), Master of Library and Information Science (MLIS) and above Master of Philosophy (M.Phil) and Doctorate in Philosophy (Ph D). Designations for such professionals are: Librarian, Deputy Librarian, Asst. Librarian, Sr. Technical Asst.,

Technical Asst., Jr. Technical Asst., Cataloguer, Library Assistant, Assistant to Librarian etc.

2. Auxiliary Staff – Auxiliary Staff are those who may be required to have any regular specialized training in library and information science, but their nature of job may demand some amount of skill and experience acquired during the course of work. Designation for such auxiliary staff is Library Clerk, Library Attendant, Binder, Duftry cum – Book Binder, Library Sorter, Junior Library Attendant (Cycle Peon) in rural libraries etc.

2. Non-professinoal Staff – There are other clerical, technical, and group D. staff in different libraries. Nature of duties rendered by them, staff under this category are required to be treated at par with other govt. employees of similar cadres.

The Bengal Library Association likes to place a memorandum for consideration of the 5th Pay Commission regarding revision of pay scales of professional staff and auxiliary staff working in different state govt. controlled, sponsored and aided libraries. As regards non-professional staff, the Association supports the views expressed by different Associations of employees.

The Memorandum, submitted by the Bengal Library association is divided into following parts.

1. Memorandum on revision of pay scales of library professionals and Auxiliary Staff working in following categories of libraries.

a) School Libraries
b) Public Libraries
c) Departmental libraries
d) Medical libraries
e) Polytechnic libraries
f) College libraries

2. Memorandum on some general issues.

You may have been noticed that there are sea changes in the attitude of the Central Government while determining the pay and status of the library staff. As our country is shifting towards information/ knowledge society, reduction of illiteracy, rise of urban culture, increasing information consciousness among people, demand for library and information services is increasing in phenomenal rate. Under the context global competitiveness it also demanding information based decision making and speedy file move movement for efficient governance. It is praiseworthy that the Government of West Bengal is sincerely trying to establish e-governance system with the help of statewide network. The Central government too established Knowledge Commission whose one of the important facet is to develop knowledge based system for the development of the country. The UGC, AICTE, Defence services too gave importance to the

retention of knowledge based person for the benefit of the society.

The Bengal Library Association urges upon the Pay Commission, West Bengal, to establish parity of pay with the scale as awarded by the 6th Pay Commission constituted by the Government of India and the decision on it for implementation. The Association further requests to consider this memorandum sympathetically so that proper justice is done to the library staff.

The Association likes to request you to give an opportunity to place its views to the honourable members of the Commission. The interview, if granted, will be helpful to clarify certain points.

Thanking You.

Yours faithfully

(Dr.K.P. Majumder)
General Secretary

Dated : 16th October, 2008

BENGAL LIBRARY ASSOCIASION

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALE OF SCHOOL LIBRARIANS

A. School Libraries – Importance of

It is a well-known fact that if reading habit is not developed at early stage of life, it is hardly possible to develop it in later stages School going boys and girls should be introduced to the pleasure of reading and importance of books at an age. Different Education Commission and Committees have recognized that a well organized school library is essential to inculcate reading habit as well as information acquisition habit among the students, to train them in the art of self education, to supplement the knowledge of students which they acquire from their teachers, to provide information and recreation to the students, to encourage life-long education, and to encourage social attitudes and to provide experience in social and democratic living. Considering the importance of library service in education system, the Education Commission under the Chairmanship of Dr. Ashok Mitra strongly recommended for "Library-Centred" education at school and college levels.

B. Role of librarians in School Library Service

The professionally qualified school librarians plays most important role not only to develop and organize the school library service in effective manner but also to attract young boys and girls to the world of books and reading. The job of a school librarian is essentially academic in nature and he supplements classroom teaching by introducing students to the world of reading materials and information. Realizing these roles of school librarians, all Education Commission have recommended that their pay scale and status should be on at par with teaching community. A few of these recommendations may be quoted here.

1. Recommendation of Secondary Education Commission (1952-53) (Mudaliar Commission)

"It would require the services of a highly qualified and trained who would be on at par with other senior teachers in pay and status and we definitely recommend that there should be in every secondary school, a full-time librarian of this type." (P. 109, chapter vii)

2. Recommendation of the Education Commission (1964-66) (Kothari Commission)

"The scale of pay for librarians should also be related of those for teachers in a suitable manner" (Section 3.14 School stage : simplification of pay scales, p. 53)

3. Recommendation of Education Commission (West Bengal) (1992) (Mitra Commission)

"Each school or college should have for it a post of trained librarians sanctioned; the individual

selected for the post must be given the same scale of pay and allowance as is offered to a member of the teaching staff" (Section 12.17, p. 215)

C. Present pay and status of school librarians

In case of Librarians and Assistant Librarians of government and non government colleges and universities the State Government has implemented long back the recommendations of the University Grants Commission by offering equivalent pay scales and career advancement schemes of college and university teachers to them. But in case of school librarians, the same principles has not yet been implemented in spite of specific recommendation from three Education Commission, headed by renowned educationists of our country, namely the Mudaliar Commission, the Kothari Commission and the Mitra Commission. The State Govt. (W.B.) long back has announced in the WB Legislative Assembly that it has accepted in principle most of the recommendations of the Mitra Commission of which one is that the librarians be offered same scale of pay as offered to the teachers. This accepted principle is yet to be implemented.

The distressing picture of existing pay scales of school librarians in West Bengal may be summarized as follows:

Qualifications	Existing scale of pay
1. Master Degree in any subject plus degree in Library & Information Science (BLIS) or Graduate with Master of Library and Information Science.	Rs. 4650-10175
2 Graduate with Degree in Library And information science (BLIS)	Rs. 4500-9700
3 Matric with Certificate in Library Science	Rs. 3350-6325

D. Recommendation of the Bengal Library Association

The Association urges upon the Commission to recommend to the government to start school library in every school in such a manner as recommended by the Mudaliar Commission and Mitra Commission. There must be a library, which must be situated in a proper room with appropriate book collection and must be run by a professionally qualified librarian and a library attendant with suitable grant for upgrading collection. The students must be allotted a library period and be allowed to use the collection uninhibitedly.

1. Scale of pay :

The Bengal Library Association urges upon the Pay Commission that the school librarians be given same pay scales of school teachers according to qualifications. This may be summarized as follows :-

1. Qualification of school librarians

1. Master degree in any subject plus degree in library and information science from a University or Master Degree in Library and Information science from a University or equivalent degree recognized by the state government.

2. Hons. Degree in any subject plus degree in Lib. & Inf Sc. from a University.

3. Degree in any subject plus degree in Library & Inf Science from a University.

4. Degree in any subject plus Certificate in Library Sc. from such institution recognized by the Government of West Bengal.

2 Equivalent pay scales of teachers to be offered to school librarians.

1 Existing pay scale of a teacher with Master Degree in any subject plus BT/B.Ed Degree is **Rs. 6000-12000** revision same scale of pay to be given to those librarians having qualifications Master degree in any subject plus degree in library and information science from a University or Master Degree in Library and Information science from a University or equivalent degree recognized by the state government.

2 Existing pay scale of a teacher with Hons. Degree in any subject plus BT/BEd Degree Is **Rs. 5500-11325.** Revision of same scale of pay to be given to those librarians having qualifications of Honours in any subject plus degree of Bachelor in Library and information science.

3. Existing scale of pay of teachers who are Graduate with B.Ed is **Rs 4650- 10175.** Revision of same scale of pay to be given to those librarians having qualifications Graduation in any subject plus Bachelor degree in Library and information science.

4. Libraians having degree in any subject plus Certificate in Library and information science. Proposed scale of pay for this type of librarians should be the revision of scale of **Rs 4000-8850.**

3. Pay Scale on enhancement of educational qualification.

The school librarians be given higher pay scales on enhancement of educational qualifications. This should be effective from the date of examination held.

4. Other economic benefits etc.

The school librarians be given all other economic and service benefits, including career advancement schemes etc. as given to the teachers of schools.

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALE OF PUBLIC LIBRARY EMPLOYEES (GOVT. CONTROLLED, SPONSORED AND AIDED)

A. Public Libraries : Importance of

The UNESCO Public Library manifesto proclaims that the public library is a living force for education, culture and information. The Manifesto further states that 'the public library is a practical demonstration of democracy's faith in universal education as continuing life-long in the appreciation of the achievement of humanity in knowledge and culture." Realizing the importance of public libraries in educational and cultural life of the people, the enlightened patriotic people of undivided Bengal took initiative to develop public libraries in Bengal. The present state Govt. as part of its programme for spread of education, took a leading role to develop an integrated public library services is now emmensely felt in the context of massive mass literacy programme undertaken by the state Govt. At Present under the West Bengal Public Library Act, 1979, around 6000 full time employees are engaged in approximately 2480 State Govt. controlled, sponsored and aided public libraries.

Library personnel, both professional and non-professional play very important role for management, maintenance, expansion and improvement of library and information services. After independence, the Govt. of India appointed an Advisory Committee for libraries, the report of which was published in 1959. Realising the importance of professional library staff for smooth running of public library service, the said Committee recommended that the pay and status of library professionals working in public libraries be equated the teaching community. Unfortunately this principle has not as yet been implemented in determining pay scales of public library professionals.

B. Principles of determining pay scales

While placing the views of the Association for consideration of the Pay Commission, the Bengal Library Association once again upholds the principle of equating public library professionals with teaching community. It is to be noted here that a librarian of a public library has to perform following professional duties:

(a) Acquisition of documents (selection, ordering, checking and accessioning books and other materials);

(b) Processing of documents (cataloguing, classification, indexing, filing etc.) ;

(c) Serving of documents to the readers (lending and reading room services, reference service, information services, audio-visual service etc.) ;

(d) Maintenance of documents (storing. binding. preservation etc.) Besides he has to perform following administrative and financial duties; (a) allocating and supervising duties to the subordinate staff (b) general management of libraries as joint secretary of the Managing Committee according to the WB Public Library Management Rules and Govt. orders; (c) financial management of libraries; (d) participating in resource sharing programmes with other libraries; (e) statutory obligations under the West Bengal Public Library Act and rules thereunder. The officers attached to the Directorate of Library Services are directly entrusted with the library development plan in the state. In other words the nature of duties and responsibilities of a library professional in public library system are academic and professional if considered from the standpoint of system management. So while considering the pay scale of a public library professional not only his qualifications. but the nature of his duties and responsibility are also to be taken into consideration.

New feature : Recently the public library system is transforming into electronic and digital library. Decision of introducing computers in the State Central Library and district libraries is in implementation phase. Computerisation of collection has already been started. Decision to computerise Sub-divisional/Town libraries is now under active considerartion of the Government. It has already been decided to connect all the district libraries in statewide network. so that they can interchange their documents for the use of readers.

(c) Recommendation of the Bengal Library Association

In the light of the abovementioned developments, the Bengal Library Association is placing following recommendations for consideration pay scale of library professionals and some categories of auxiliary staff working in Govt. controlled. sponsored and aided public libraries for the consideration of the Commission.

Suggested pay Scales:

Level ***Name of the post***

1. Director of Library services (present scale of pay 14,300 – 18.300)

Suggested recruitment qualification : Doctorate in Library and Information Science with 10 years' experience as a librarian of library of repute.

Suggested pay scale equivalent to University Professor (present scale of pay Rs. 16,400-22,400 to be revised).

2. (a) Deputy Director of Library Services (Present scale of pay 10,000-15325)

(b) Librarian, State Central Library (Present pay scale 8,000-13500)

Suggested pay scale equivalent to University Reader (present scale of pay Rs.12,000-18,300 to be revised).

Recruitment qualification : Master degree in Library and information science. Preferably the Deputy Director and the Librarian must be a scholar having Ph D degree. He must have good knowledge and experience in running a computerised library. He must have 7 years' experience managing a library of reputation.

3. (a) Assistant Director of Library services

(b) District Library Officers

(c) Librarian, Calcutta Metropolitan Library

(d) Librarian, Uttarpara Jaykrishna Public Library

(e) Librarians, District and Additional District libraries (Govt. controlled and sponsored)

(f) Deputy Librarian, State Central Library (Proposed)

Suggested pay scale equivalent to University senior lecturer (present scale of pay Rs.10, 000-15,200 to be revised).

Recruitment qualification: *Master degree in Library and information science, preferably Assistant Director. District Library Officer and the Librarian must be a scholar having Ph. D degree. He/She must have good knowledge and experience in computerised library. He/She must have 5 years' experience managing a library of reputation.*

4. (a) Librarian, Bangiya Sahitya Parishad Library

(b) Asst. Librarians, State Central Library and Calcutta Metropolitan Library, Uttarpara JayKrishna Public Library

(d) Lecturer in Library Science under Directorate of Library Service, W.B.

Suggested pay scale equivalent to University lecturer (present scale of pay Rs.8,000-13,500 to be revised).

Recruitment qualification : Master degree in Library and Information Science. Preferably the Librarian must be a scholar. He/She must have good knowledge and experience in Computer application in library services. He/She must have 5 years' experience managing a good library.

5 (a) Librarians, Town/Sub divisional library (Govt. controlled and Govt. sponsored)

(b) Librarian, Digha Govt. Library and Sidhu-Kanu-Birsa Govt Library (Purulia)

(c) Asst. Librarians, Bangiya Sahitya Parisad Library

(d) Librarians, Central Library at Kalimpong and Banipur.

(e) Astt. Librarians, District Libraries.

(f) Librarians of all Govt. aided public libraries (listed below)

(g) Library assistant and technical Assistant in State Central Library and Calcutta Metropolitan Library and in other Govt. Libraries.

Present pay scale: 4500-9700

Suggested pay scale is Rs.6,000-11,990 to be revised.

Recruitment qualification : Graduate Plus degree in Library and information science from recognized university plus knowledge in computer application in library service.

6. (a) Librarians, Rural / Area / Primary Unit libraries.

(b) Asst. Librarians of level 5 Public Libraries (Govt. controlled and sponsored)

(c) Library Asst. in public Libraries (other than those covered in 5 (g) of all Govt. controlled and sponsored Public Libraries)

Present pay scale: 3350-6325

Suggested pay scale:

(i) For Graduate in any Subject plus Bachelor of Library and Information science from a recognized university is Rs 5000-11170 to be revised.

(ii) Higher Secondary passed plus Certificate in Library science from a Government recognized institution: 4500-9700 to be revised.

Recruitment qualification: Higher Secondary plus Certificate in Library Science from an institution recognized by the Govt. of West Bengal plus knowledge in computer application in library services.

7. (a) Duftary cum Book Binder/ Binder

(b) Driver

Present scale of pay : Rs 3150-5680

Suggested scale of pay is 3600-7030 to be revised.

Recruitment qualification : Class VIII passed with 5 years' experience

8. (a) Junior Library Attendant (previously Cycle Peon)

(b) Library Attendant

Recruitment qualification : Class VIII passed

Present pay scale is 2600-4175

Suggested scale of pay is 3000-5230 to be revised.

Note : The Association suggests to abolish the designation of Jr Library Attendant and this designation to be converted to Library Attendant.

D. Non-professional staff working in public libraries

Besides abovementioned professional and auxiliary staff, there are non-professional staffs in some public libraries. They belong to different cadres, such as Head Clerk, Office Asstt, U.D. clerk and L.D. Clerk, Typist, Cashier, Photographer, Projectionist (In State Central Library) Peon, Darwan, Night Guard, Cleaner, Farash, Sweeper, Mali etc. Bengal Library Association suggests that their pay scales be appropriately revised by the pay Commission. As their required qualifications and duties are identical in other Govt. and sponsored organizations their cases should be taken as common caders and revision be made accordingly.

E. List of Govt. aided public libraries who come within the preview of the pay commissions report (Equivalent to the level 5 libraries as stated above)

1. Rishi Bankim Library and Museum Naihati, North 24 Parganas.
2. Ramakrishna Asharm Library, Belghoria, North 24-Parganas.
3. Ramakrishna Mission Central Library Narendrapur, South 24-Parganas.
4. Ramakrishna Mission Janasiksha Mandir, Belur, Howrah.
5. Ramakrishna Sarada Mission Ashram Granthagar, Calcutta.
6. Rammohan Library and Free Reading Room, Calcutta
7. Krittibus Memorial Library and Museaum, Fulia, Nadia.
8. Adwaita Ashram Library, Calcutta.

Suggested pay scale is Rs.6,000-11,990 to be revised.

Recruitment qualification : Graduate plus degree in Library and information science from recognized university. Plus knowledge in computer application in Library Service.

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALES OF LIBRARY PROFESSIONALS WORKING IN DEPARTMENTAL LIBRARIES ATTACHED TO GOVT. DEPARTMENTS, OFFICES AND INSTITUTIONS.

A. Govt. Departmental Libraries

There are some specialized libraries attached to different govt. departments and offices. They serve the specialist clients who use these libraries for administrative planning, academic research and technical purposes. These libraries are used as reference and information centres in different areas of

governmental activities. Some of these libraries have developed a very rich collection of documents over the years. Govt. officials and staff attached to govt. departments and some specialized readers from outside generally use these libraries. Though the library professionals attached to these libraries perform high level of reference and information work, their pay scales do not commensurate with their qualification, duties, responsibilities and experiences.

B. Categorization of Govt. Departmental Libraries

For determining appropriate pay scale for library professional, these libraries be scientifically categorized basing on certain norms, such as strength and nature of clienteles served, nature of services rendered, strength of staff, strength of collection, present pay structure etc. In this report of the last pay commission these libraries were categorized into three categories. In our opinion, basing on professional norms, these libraries may be categorized as follows

Category A

1. West Bengal State Secretariat Library
2. West Bengal Legislative Assembly Library
3. Judges Library, Calcutta High Court.
4. Library in policy planning Unit (Taxation) under the Dept of Finance.

Suggested pay scale of pay Rs 12,000-18,300 to be revised.

Recruitment qualification:

Master degree in Library and information science. Preferably the Librarian must be a scholar having Ph D degree from recognized university plus specialized knowledge required for managing the library and information services for the respective institution including knowledge in computer application in library services.

Category B

1. Land and Land Reforms Library (Established in 1725)
2. Ritwik Memorial Library
3. Dinesh Majumdar State Youth Library
4. State Institute of Panchayat and Rural Development

Suggested pay scale of pay Rs 10,000-15,525 to be revised.

Recruitment qualification: Master degree in Library and information science. Preferably the Librarian must be a scholar having Ph D degree. He must have good knowledge and experience in computerised library. He must have 5 years' experience managing a library of reputation.

Category C

1. All other Departmental Libraries attached to different Directorates, Departments, Officers of the State Govt. including Research Institutes, Planning Boards etc. under State Govt.
3. Libraries attached to different training institutes and schools, Shramik Vidyapith, Administrative Training Institute, Cultural Research Institute Etc. Under the State Govt. (Excluding college, polytechnics, schools etc.)
4. Libraries attached to different cultural organizations of the govt. such as different Academics established by the state Govt., Mahajati Sadan, Bangla Akademi etc.
5. Superintendent of Day Students Homes.
6. Sr. Technical Asst.(WB State Secretariat Library)
7. Supervisor, Binding Section, (with qualifications of Graduation and Degree of Library Science plus preservation training from State Archives or National Archives and Experiences of Binding and Mending work)
8. Assistant Librarians / Technical Assistant / Jr. Technical Asst. Catalouguer / Library Assistants / Assistant to Librarian)

Suggested pay scale equivalent to University lecturer present scale of pay Rs.8,000-13,500 to be revised.

Recruitment qualification: Master degree in any subject plus Bachelor degree in Library and information science or Graduate in any subject plus MLIS degree. Preferably the Librarian must be a scholar. He must have good knowledge and experience in Computer application in library services. He must have 5 years' experience managing a good library.

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALE OF LIBRARIANS AND ASST. LIBRARIANS OF MEDICAL COLLEGES INCLUDES ALL MEDICAL COLLEGES, COLLEGE OF NURSING, SCHOOL OF TROPICAL MEDICINE, GOVT. ADMINISTERED HOMEPOATHIC AND AYURVEDIC COLLEGES etc

A. Medical College Libraries-importance of

Libraries attached to Medical Colleges play very important role in medical education and research. These academic libraries are highly specialized in nature. They serve specialist clientele and render variety of services to students, teachers, researchers and specialists, Calcutta being a pioneer centre of medical education in our country, over the years these libraries have been enriched by aiding variety of materials, such as books, serials, non book materials and audio-visual materials. Besides conventional services, such as, lending and reading room services, these libraries are now offering various kinds of computerized information and references services for teaching and research. These libraries are now meeting the informational demand from UG, PG and post doctoral candidates. The impact of modern information technology has already been started in Medical College libraries and they are now gradually integrated into Medical Library Network.

Recently, the attitude of the Health Department has started changing. They have introduced 8000-13500 scale of pay for the librarian of College of Nursing for B.Sc course. (Vide memo no.HF/O/MERT/418/2/N-46/02 dt 24.4.2008). We appreciate this move whole heartedly.

As the library services in medical colleges is deeply concerned with the medical education and research the medical library service, these libraries may be shifted under the administrative control of the Director of Medical Education.

B. Deplorable conditions of pay & status of library professional of Medical Colleges.

The Bengal Library Association likes to draw the kind attention of the Commission towards deplorable conditions of pay and status of librarians and Assistant librarians of Medical Colleges. While librarians and Assistant librarians of Govt. and non-Government colleges of state get the benefits of UGC revised pay scales and career advancement facilities as given to the teachers of govt. and non-govt. colleges, the librarians and assistant librarians of Medical Colleges are being treated as teachers of the school so they are deprived from these benefits. A librarian or an assistant librarian of a govt. and non-government college not only enjoys the pay scale and selection grade (equivalent to Reader's scale)

through career advancement schemes but the Librarians of the medical colleges are being treated as group B categories. although all of them possesses Master degree either basic subjects or in Library and information science. These discriminatory treatments have a depressing effect among library professionals working in Medical Colleges. The following statement would give a picture about the deplorable conditions of pay and status of librarians and asst. librarians of Medical Colleges in comparison to pay and status of librarians and asst. librarians of govt. and non-govt. College under Education Department of the state Govt.

Existing pay structure of Librarians and Asst. Librarians of Colleges under Education Department

Master Degree plus Diploma / Degree in Library Science or Master Degree in Library Science (qualifications relaxable for those who were in position on or before 31.8.1981 vide GO 153-Edn (A)/5P-48/96 dt 24.3.99).

Existing pay structure suggested by the AICTE

Even AICTE has recommended revised scale of pay for the Librarians. Assistant Librarians of Engineering colleges, Polytecnics and Pharmacy college at par with the Teachers.

Present scale of pay Rs. 8000-13500 with the Career Advancement scheme Rs.10.000-15525 (after 8 years) and (Recently the UGC has appointed a Committee for revision of pay scales of teachers and librarians).

Existing pay structure of Librarians and Asst. Librarians of Medical Colleges.

1. Master Degree in any subject plus Diploma / Degree in Library Science or Graduate plus Master Degree in Library Science Rs. 4650-10175.

2. Graduate plus Diploma / Degree in Library Science Rs. 4500-9700

C. Recommendations of the Bengal Library Association

The Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to consider following suggestions as regards to revision of pay scales of librarians and Asst. librarians of Medical Colleges.

1. Pay Scale

The Bengal Library Association requests the pay Commission to recommend the revised scale of Lecturer (Present scale of pay Rs. 8000-13500) for librarians, Asst. librarians of Medical Colleges having Master Degree in library and Information Science from a University (qualification relaxable for those persons who were on position on or before 31.8.1981 as done in case of librarians / asst. librarians of govt. and non-govt. colleges under Education Dept.)

2. Future Recruitment Qualification

The Bengal Library Association also requests the Pay Commission to recommend that the State Govt.

should strictly follow UGC or AICTE recommended qualifications for medical college librarians and the college of nursing, pharmacy etc, namely. Master Degree in any subject plus Degree in Library Science from University or Master Degree in Library science from a University for future recruitment of librarians and asst. librarians of Medical Colleges.

3 Career Advancement Scheme

The benefits of career advancement scheme should also be extended to the librarians and asst. librarians of Medical Colleges and other similar institutes as implemented in case of librarians and asst. librarians of govt. and non-govt. colleges under Education Dept. of the State Govt.

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SALE OF LIBRARANS OF POLYTECHNICS(INCLUDING REGIONAL INSTITUTE OF PRINTING TECHNOLOGIES)

A. Importance of Polytechnic Libraries

It may be noted first that the state is undergoing rapid industrialization. This process will need large number of technical manpower for both manufacturing and service sector. Polytechnics in West Bengal are going to play important role by offering diversified technological courses to develop technically qualified manpower for industrial development. Over the years these polytechnic Libraries have developed a good collection of reading and audio-visual materials. Recently these libraries are flooded with IT materials for study and teaching. Besides conventional lending and reading room services, they are offering various kinds of reference and information services to their students and teachers.

Reviewing the role of Libraries in polytechnics, the Special Committee on Reorganization and Development of polytechnic Education in India, 1970-71 (Damodaran Committee), appointed by the Ministry of Education and Social Welfare, Govt. of India, states, that "The Committee stresses the importance of libraries in polytechnics as an effective aid and to intensify and support the education process of teaching and learning. A high degree of integration of library services and resources with the instructional programme will change the motivational pattern of students to use the library as a source of information and reference and thereby promote their learning. All polytechnics should have well stocked, well-staffed and attractive libraries. Necessary provision should be made for creating and maintaining adequate library facilities and services. students must be trained in trained in their effective use"(Section 5.62 to 5.66)

Importance of polytechnic libraries have further increased as the State Govt. has taken a massive programme

of modernization and expensive of polytechnic education under World Bank financial assistance scheme.

B. Pay and Status of Polytechnic Librarians

Reviewing the role of librarians in Polytechnic education the Damodaran Committees recommends that "As the library has an important educational role, it is necessary that the Librarian should be given the recognition and appropriate status due to him as an important member of the academic team. The committee recommends that the librarian should be given a grade at least equal to that of a Lecturer and granted the status of the Heads of the Dept. The Librarians should serve on the Committee of Heads of the Dept. to be able to develop the Library service in conformity with the changing needs of the polytechnics" (Annexure 5.5 of the Report)

C. Deplorable conditions of Librarians in Polytechnics

The Bengal Library Association likes to draw the kind attention of the Pay Commission towards deplorable conditions of pay and status of Polytechnic librarians. When the Librarians and Asst. librarians of Govt. and non-Govt. colleges are getting the benefits of UGC revised pay scales and career advancement facilities as given to the teachers of Govt. and non-Govt. Colleges, the librarians of Polytechnics have been deprived from these benefits. A Librarian or an Asst. Librarian of a Govt. or non-Govt. college not only gets the pay scale of a teacher but he also gets benefits of senior scale and selection grade (equivalent to Readers scale) through career advancement schemes. These discriminatory treatments have created a depressing environment among library professionals in polytechnics. The following statement would give a picture about the deplorable conditions of pay and status of librarians of polytechnics in comparison to pay and status of librarians and Asst. Librarians of Govt. and non-govt. College under Education Department of the State Govt.

Existing scale of pay for Librarians and Asst. Librarians of colleges under Education Dept.

Master Degree plus Diploma / Degree in Library Science or Master Degree in Library Science (Qualification relaxable for those who were in position on or before 1.1.1980) Present scale of pay Rs. 8000-13500 career advancement scheme Rs. 10000-15200 (after 8 years) Rs. 12000 – 18300(after another 8 years)

Existing scale of pay for the Librarians of Polytechnics

1. Master Degree plus Diploma / Degree in Library Science Rs. 4650-10175.
2. Graduate plus Diploma / Degree in Library Science Rs. 4500-9700.

D. Recommendations of the Bengal Library Association

The Bengal Library Association urges upon the Pay Commission to consider following suggestions :

1. Pay Scale

(i) Pay Commission kindly to recommend the revised pay scale of Lecturer (present scale of pay Rs. 8000-13500 to be revised) for Librarians of Polytechnics having Master Degree in Library Science from a University (Qualification relaxable for those persons who are on position as done in case of Librarians / Asst. librarians of Govt. and non-govt. colleges under education department.)

2. Future Recruitment Qualifications

The Bengal Library Association also requests the Pay Commission to recommend that the State Govt. should strictly follow UGC or AICTE recommended qualification for college librarians and/or scale of pay recommended by the AICTE for the Librarians and Assistant Librarians of Engineering college namely. Master Degree in any subject plus Diploma / Degree in Library Science from a University For future recruitment of librarians in polytechnics.

4. Career Advancement Scheme

The benefits of career advancement scheme should also be extended to the librarians of polytechnics as implemented in case of librarians and Asst. Librarians of Govt. and Non-Govt. colleges under the Education Dept. of the state Govt.

5. Library Assistants in Polytechnics

The Bengal Library Association urges upon the pay Commission to consider following pay scales for Library Asst. in polytechnics.

(a) If Degree in Library Science and Graduation from a University revised pay scale of trained graduate teacher. present scale of pay Rs. 4650-10175 to be revised.

(b) If Certificate in Library Science from recognized Institution, revised pay scale of a teacher with sub-overseer's certificate (present scale of pay Rs. 4000-8850 to be revised).

MEMORANDUM ON REVISION OF PAY SCALES OF LIBRARY PROFESSIONALS IN GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT COLLEGES AND ENGINEERING AND TECHNOLOGY COLLEGES

A. Library Assistant and Library Clerks in colleges

Following qualification based pay scales are recommended for consideration of the 5th Pay Commission.

a) For Graduate plus Diploma / Degree in Library Science revised pay scale of Trained Graduate Teacher (present scale of pay Rs. 4650-10175 to be revised).

b) For holders of Certificates in Library Science, revised pay scale of a Teacher with Sub-Overseer's Certificates (present scale of pay Rs. 4000-8850 to be revised).

c) For non-Certificate holders Revised pay scale of Rs. 3350-6325 to be revised).

MEMORANDUM ON SOME GERENAL ISSUES RELATED TO THE REVISION OF PAY SCALES OF LIBRARY STAFF

The Bengal Library Association likes to place its views on following general issues related to the revision of pay scales of library staff.

1. Different Allowances

1. Dearness allowance
2. House Rant Allowance
3. Medical Allowance
4. Hill Allowance

As regard abovementioned allowances, the Association is of the opinion that.

a) There should be uniform rules for the employees of Govt. controlled, Govt. sponsored and Govt. aided libraries.

b) Disparity in allowance between central and state Govt. employees should be abolished.

2. Retirement Age

The retirement age should be uniform for all categories of employees of Govt., Govt.-Sponsored, Govt.-aided libraries.

3. Leave encashment

All employees of Govt. sponsored or aided organizations should get leave encashment at the same rate as enjoyed by Govt. employees.

4. Career Advancement Scheme

Generally the range of service of an employee is 30-35 years. A very few of them will have scope for promotion to the higher scales. A large number of them may suffer from stagnation in the existing pay scales. It is therefore, suggested that there should be scope for career advancement by way of availing the next higher scale after completion of every eight years of service to the maximum of three such benefits in the whole service career.

5. Other Benefits

The employees of govt. sponsored or aided organizations should get benefits of Group Insurance, House Building Lone, Study Leave, Leave Travel Concession etc. as enjoyed by govt. employees.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় বিজ্ঞাপনের হার

পত্রিকার প্রযুক্তিগত তথ্য ঃ

সাইজ	ঃ	'ডবল ক্রাউন'
মুদ্রণ অঞ্চল	ঃ	৬" × ৯.৭৫"
মুদ্রণ সজ্জা	ঃ	ডি.টি.পি.
মুদ্রণ	ঃ	অফসেট

বিজ্ঞাপনের হার (প্রতি সন্নিবেশনে এক রঙে মুদ্রণের জন্য) ঃ

দ্বিতীয় কভার, তৃতীয় কভার এবং বিশেষ পৃষ্ঠা	১৫০০ টাকা
চতুর্থ কভার	২০০০ টাকা
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	১০০০ টাকা
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	৭০০ টাকা
কোয়ার্টার (১/৪ পৃষ্ঠা)	৪০০ টাকা
অর্দ্ধ কোয়ার্টার (১/৮ পৃষ্ঠা)	১৫০ টাকা

- প্রতি অতিরিক্ত রঙে মুদ্রণের জন্য অতিরিক্ত ৫০০ টাকা
- বছরে পর পর ৬ (ছয়) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা দশ (১০%) কমিশন এবং বছরে ১২ (বারো) টি বিজ্ঞাপনের জন্য শতকরা কুড়ি (২০%) কমিশন।

এজেন্সি ঃ দশ কপি পত্রিকার কমে এজেন্সি (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতি মাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। **অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।**

গ্রাসাতে যাদের ধানা, পড়াতে তাদের ধানা

কাউকে হাসানোর, কাউকে কাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

পত্রপাঠ

যুগ্মসম্পাদিত ও প্রকাশিত

দাম: মাত্র ৮ টাকা

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ ক্লে, মার্ক স্কোয়ার
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

চিঠিপত্র

জয়দীপ চন্দ-র "বিভিন্ন ধরণের প্রকাশকাল - একটি সূচীকরণ সমস্যা" শীর্ষক তথ্যবহুল প্রবন্ধটি ("গ্রন্থাগার" শ্রাবণ ১৪১৫) পড়ে অনেক পাঠকই উপকৃত হবেন। এই প্রবন্ধটিতে তিনি ৪৫টি অব্দ-র বর্ণানুক্রমিক তালিকা দিয়েছেন। আর দিয়েছেন হিজরি-র (অথবা হিজরা) বিবরণ। প্রতিটি অব্দ-কে খ্রীষ্টাব্দে রূপান্তরিত করবার পদ্ধতিও। ধর্ম ও মুখ্যত অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্ন অব্দ-র প্রচলন নিয়ে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে প্রথম ভেবেছিলেন বিশিষ্ট পদার্থবিদ ডঃ মেঘনাদ সাহা। তাঁর এই ভাবনা চিন্তা নিয়ে তিনি একটি বই লিখেছিলেন। এটির প্রকাশক কলকাতার Indian Science News Association (বিজ্ঞান পত্রিকা Science and Culture-এর প্রকাশক)। ডঃ সাহা তখন ছিলেন Astronomical Society of India-র সভাপতি। এই বইটির সারাংশ প্রকাশিত হয়েছিল The Journal of Royal Astronomical Society of India (1953, 47 (3), 97-105) পত্রিকায়। এই বইটিতে তিনি Calender (পঞ্জিকা) সংস্করণের প্রস্তাব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে Gregorian Calender-এর অনুক্রমণে পৃথিবীর সমস্ত দেশে ব্যবহৃত খ্রীস্টাব্দের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

অবৈজ্ঞানিক এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন জ্যোতিষ শাস্ত্র-এর বদলে astronomy (জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞান) অনুসরণ calender সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার প্রস্তাব করেন। ভারত সরকার ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে Council of Scientific and Industrial Research (CSIR)-এর অধীনে ছয় সদস্যের Calender Reforms Committee গঠন করেন। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন Calender বিশেষজ্ঞ এন সি লাহিড়ী। এই কমিটিকে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষে প্রচলিত সমস্ত ক্যালেণ্ডারগুলি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানভিত্তিক একটি সর্বভারতে ব্যবহারযোগ্য জাতীয় ক্যালেণ্ডার প্রনয়ণ করবার প্রস্তাব পেশ করতে হবে। প্রচলিত ক্যালেণ্ডারের সংখ্যা ছিল ৩০। এই কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কারণ ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে ধর্ম এবং আঞ্চলিক ভাবপ্রনতা জড়িয়ে আছে। ডঃ সাহা যদিও পদার্থবিদ্ ছিলেন তিনি সংস্কৃত ভাষায়ও পারদর্শী ছিলেন এবং বেদ সম্বন্ধে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ তারিখ কমিটি ভারত সরকারের কাছে প্রতিবেদন দাখিল করে। কমিটির মুখ্য প্রস্তাব ছিল যে শকাব্দ হবে জাতীয় ক্যালেণ্ডারের ভিত্তি - নাম National Saka Calender। ১ চৈত্র তারিখ থেকে বছর শুরু হবে। এই ক্যালেণ্ডার অনুযায়ী খ্রীষ্টাব্দ ৭৮ = শকাব্দ ১।

প্রতিবেদনের মুখবন্ধে প্রধানমন্ত্রী নেহরু লিখেছিলেন : "They [different calenders] represent past political divisions in the country, now that we have attained Independence it is obviously desirable that there should be a certain uniformity in the calender for our civic, social and other purposes and this should be on a scientific approach to this problem"।

ভারত সরকার এই রিপোর্ট অনুমোদন করলেও National Saka Calender-এর ব্যবহার প্রায় হয়না বললেও চলে। ভারত সরকারের চিঠিপত্রে খ্রীষ্টাব্দ তারিখের সঙ্গে শকাব্দ তারিখও দেওয়া হ'ত। এখন দেওয়া হয় কিনা জানিনা।

মুসলমান সমাজে হিজরি বৎসরের প্রচলন আছে। গ্রন্থাগারিক ডঃ মোহাম্মদ কলিমুদ্দিন তাঁর গ্রন্থটিতে — "মুসলিম নাম ও পদ্ধতি - ভারতীয় মুসলিম নামের উৎস, বিবরণ, সূচীকরণ অভিযান" (কলকাতা, সবুজ প্রকাশন, ২০০২) - হিজরি ক্যালেণ্ডার সম্বন্ধে একটি পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন। আমি এটির সমালোচনা করেছিলাম "গ্রন্থাগার" পত্রিকায় (ভাদ্র ১৪০৮)। এই পরিশিষ্টে হিজরি বৎসর, খ্রীষ্টাব্দ, প্রারম্ভিক তারিখ এবং বার-এর একটি দীর্ঘ তালিকা আছে। এই তালিকায় আছে ১ হিজরি (৬২২ খ্রীষ্টাব্দ) থেকে ১৪৪০ হিজরি (অর্থাৎ ২০১৮ খ্রীষ্টাব্দ)। হিজরি বৎসরকে খ্রীষ্টাব্দ এবং খ্রীষ্টাব্দকে হিজরি বৎসরে পরিবর্তিত করতে যে সূত্র ব্যবহৃত হয়েছে তা হ'ল : (১) হিজরি = (খ্রীষ্টাব্দ - ৬২১.৫৪) ÷ .৯৭০২২৫, এবং (২) খ্রীষ্টাব্দ = হিজরি × .৯৭০২২৫ ÷ ৬২১.৫৪।

সম্রাট আকবর প্রবর্তিত ফসলি সন অন্ধ্রপ্রদেশের তেলাঙ্গানা অঞ্চলে এখনও ব্যবহৃত হয়। নিজাম শাসনকালে এই প্রথার প্রচলন শুরু হয়। একটি উদাহরণ- তেলাঙ্গানা সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন আইনটির সরকারি নাম "AP (Telangana Area) Public Societies Registration Act, 1350 Fasli"। খ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী এই আইন প্রবর্তনের তারিখ হ'ল : (১৩৫০ + ৫৯৩) অর্থাৎ ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।

পরিশেষে একটি বক্তব্য। সব অব্দগুলি অবশ্য সূচীকরণের কাজে প্রয়োজনীয় নয়। "বাংলা সন" অথবা "বাংলা সাল" পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। যদিও পুস্তক বা পত্র পত্রিকায় সাধারণত বাংলা সনের সঙ্গে খ্রীষ্টাব্দও দেওয়া হয়। তবুও এই তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধটির গুরুত্ব কম নয়। জয়দীপ চন্দ-কে সাধুবাদ জানাই।

ইতি

অরুণ কান্তি দাশগুপ্ত

গ্রন্থাগার সংবাদ

জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ

জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ষব্যাপী 'সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব' পালনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এই উপলক্ষে গত ২৬ শে আগষ্ট ২০০৮, জেলা গ্রন্থাগারের রিডিংরুমে, সাংসদ শ্রীমতি মিনতী সেনকে সভাপতি, শ্রী মনোরঞ্জন চ্যাটার্জীকে কার্যকরি সভাপতি এবং শ্রী গৌতম গুহরায় ও দেবাশীষ মিশ্রকে যুগ্ম-সম্পাদক করে একশ জনের এক 'উৎসব উদ্‌যাপন কমিটি' গঠন করা হয়।

প্রারম্ভিক ভাষণ এবং মূল প্রস্তাব পাঠ সহ বিভিন্ন কর্মসূচি যা গ্রহণ করা হয়েছে তা সভায় পেশ করেন জেলা গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী গৌতম গুহরায়। এই উপলক্ষে তিনি বলেন, আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৮শে সেপ্টেম্বর ২০০৮, ১ম পর্যায়ের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহন করা হয়েছে। এ ছাড়াও বর্ষব্যাপী আলোচনা চক্র, ডিবেট, সাহিত্যবাসর, কবিতাপাঠ প্রদর্শনী ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে থাকবে।

স্বাগত ভাষণে জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী দেবাশিস মিশ্র বিগত পঞ্চাশ বছরের এই গ্রন্থাগারের ইতিহাস এবং পরবর্তীতে এর উন্নতি সাধনে যারা নেপথ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। বর্তমানে বিভিন্ন সমস্যা গুলির প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করান।

জলপাইগুড়ি জেলার সাংসদ শ্রীমতি মিনতী সেন তাঁর ভাষণে জেলা গ্রন্থাগারের ইতিহাস ব্যাক্ষা করে বলেন, এতদঞ্চলের সর্বসাধারনের একমাত্র তথ্যকেন্দ্র হচ্ছে এই গ্রন্থাগার। এরদ্বারা সমাজের এক বিরাট অংশ উপকৃত হচ্ছে। তথ্য বিস্ফোরণ এবং আহরনের যুগে যে কোন গ্রন্থাগার-ই এক মুখ্য ভূমিকা নেয়। জেলা গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এর ব্যপকতা যেহেতু বেশি তাই এর সেবাকার্য যাতে ব্যহত না হয় সেদিকে কর্মী এবং কর্তৃপক্ষকে সজাগ দৃষ্টি দিতে বলেন।

লোকসংস্কৃতির গবেষক শ্রী বিমলেন্দু মজুমদার বলেন, জেলার কৃষ্টি কালচার তার ঐতিহ্যকে যত্নে রক্ষা করতে পারে উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান শ্রী ডঃ আনন্দ গোপাল ঘোষ তার ভাষণে বলেন, কৃষ্টি-কালচার, সভ্যতা বিশেষ করে, জ্ঞানবিজ্ঞান ভিত্তিক সভ্যতা যার আবাস হচ্ছে গ্রন্থাগার। বর্তমানের যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এইযুগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেও সেই উপযোগি করে তুলতে হবে। সাহিত্য কলা ইতিহাসকে যেমন সযত্নে রক্ষা করতে হবে তেমনি কম্পিউটার প্রভৃতি উন্নত বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে (পাঠক) তথ্য যোগান দিতে হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চ্যাটার্জী জেলা গ্রন্থাগারের উন্নতিসাধনে তাঁর দিক থেকে করণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে লাইব্রেরির উন্নতি সাধনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিয়ে আরো যাতে অনুদান পাওয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি সহযোগিতা করবেন বলে জানান।

অন্যানাদের মধ্যে আরো যারা বক্তব্য রাখেন এঁরা হলেন, অধ্যাপিকা শ্রীমতি সুস্মিতা ভৌমিক, অধ্যাপক শ্রী পার্থসারথী চক্রবর্ত্তী, শ্রী রাজদীপ্ত রায়।

বক্তব্য রাখেন প. ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্রী বাদল গুহ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক শ্রী তমাল দে। আজকের সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী অমল দাশগুপ্ত। সঞ্চালক হিসাবে ছিলেন শ্রী দেবকুমার ঘোষ। আজকের সভায় এলাকার বিভিন্ন গুনীজন উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক - অসীমকুমার মৈত্র

মুর্শিদাবাদ জেলার গ্রন্থাগার সচেতনতা বিষয়ক সেমিনার-এর একটি রিপোর্ট

স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, মুর্শিদাবাদের উদ্যোগে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগ ও রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন, ভারত সরকারের যৌথ আর্থিক সহায়তায় গ্রন্থাগার সচেতনতা বিষয়ক একটি সেমিনার গত ২৩/৮/০৮ ও ২৪/৮/০৮ বহরমপুর স্থানিক সদনে অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের ব্যাবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন জেলা গ্রন্থাগার, মুর্শিদাবাদ।

দু'দিনের এই সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (উঃ) মুর্শিদাবাদ ও স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক, মুর্শিদাবাদের কার্য্যকরী সভাপতি মাননীয় শ্রী কাজল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

২৩/৮/০৮ উদ্বোধনী সংগীত ও উদ্বোধকের ভাষণের পর স্বাগত ভাষণ দেন শ্রী সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ। তিনি তাঁর ভাষণের মধ্য দিয়ে এই সেমিনার আয়োজনের ব্যাখ্যা করেন।

এরপর আলোচক হিসাবে মঞ্চে ভাষণ দেন মাননীয় শ্রী দেবব্রত মান্না, সহ-অধিকর্তা, গ্রন্থাগার পরিসেবা বিভাগ, পঃ বঃ সরকার। তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থাগার আইন, পরিচালন বিধি, ও গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির সদস্য, গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে সকলকে জ্ঞাত করান এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সেমিনারটিকে আকর্ষণীয় করে তোলেন।

দ্বিতীয় আলোচক রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন, ভারত সরকারের সহ অধিকর্তা মাননীয় শ্রী বিশ্ববরণ গুহ মহাশয় গ্রন্থাগার পরিসেবার উন্নয়ণে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন-এর ভূমিকা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্থিক সহযোগিতার বিশদ ব্যাখ্যা করেন এবং উপস্থিত প্রতিনিধিদের প্রশ্নের যথাযথ জবাব প্রদান করেন।

প্রথম দিন গ্রন্থাগার কর্মী, সম্পাদক, স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের প্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সমিতির প্রতিনিধি, অতিথি সাংবাদিক সহ প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। এদিন সেমিনারটিতে পৌরহিত্য করেন গ্রন্থাগারপ্রেমী অধ্যাপক মৃণাল কান্তি চক্রবর্তী মহাশয় এবং মঞ্চে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন কর্মী সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী রাধানাধব সরকার।

২৪/৮/০৮ সেমিনারের দ্বিতীয় দিনে সভাপতির আসন গ্রহন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা সভাপতি শ্রীমদন মোহন মণ্ডল মহাশয়। সংগীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি বৈশাখী কর। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ মহাশয়। সেমিনারে সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে ভাষণ প্রদান করেন জেলা পরিষদ। মুর্শিদাবাদ এর সভাধিপতি মাননীয়া শ্রীমতি পূর্ণিমা দাস ও শিক্ষাস্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মাননীয় শ্রী ইনসাফ আলী মহাশয়।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউণ্ডেশন এর সহ অধিকর্তা বিভিন্ন প্রকল্পের বিষয়ে বিশদ ভাবে জানান ও প্রতিটি গ্রন্থাগার যাতে এই আর্থিক সহযোগিতা পেতে পারে তার উদ্যোগ গ্রহনের অনুরোধ জানান।

অদ্যকার সেমিনারে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রী রামকৃষ্ণ সাহা ও কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার মহাশয়গণ। তাঁরা উভয়েই সময়োপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রন্থাগার কর্মী পরিচালন সমিতির যৌথ উদ্যোগ ব্যাখ্যা করেন। আগামীতে এই ধরণের সেমিনার আয়োজনের প্রস্তাব রাখেন। প্রতিনিধিদের জ্ঞাতব্যের যথাযথ জবাব দিয়ে সেমিনার টিকে প্রাণবন্ত করে তোলেন।

দ্বিতীয় দিনে গ্রন্থাগার কর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্য সাংবাদিক ও অতিথি সহ প্রায় ৩০০ জন উপস্থিত ছিলেন। দ্বিপ্রাহরিক আহারান্তে বিকেল ৪টায় সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

প্রতিবেদক - শমীক বর্মন রায়

পাত্রসায়ের সহৃদয় নেতাজী লাইব্রেরি
বিদায় সম্বর্ধনা

বালসি ধ্রুব সংহতি গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রী অসীম কুমার পূজারী মহাশয় গত ৩০শে এপ্রিল, ০৮ বুধবার তাঁর কর্মময় জীবন শেষ করেছেন। বিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন ও চাষীপ্রধান গ্রামে বর্ষার ধান রোপন ও নানা কাজ থাকায় উক্ত সময়ে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো সম্ভব হয় নি।

২১শে আগষ্ট ০৮ বৃহস্পতিবার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন বাঁকুড়া জেলা পরিকল্পনা কমিটির সদস্য, জোনাল কমিটির সম্পাদক শ্রী লালমোহন গোস্বামী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীপালী ব্যানার্জী, বিশিষ্ট সমাজসেবী রঞ্জিত সাম, অশোক মন্ডল, বালসী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ বিশ্বজিৎ কোঙার, বর্তমান পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও গোপালচন্দ্র পাল এবং অগনিত সদস্যবৃন্দের উপস্থিতিতে তাঁকে বিদায় সম্বর্ধনা জানানো হয়।

প্রতিবেদক - সত্যনারায়ণ গাঙ্গুলী

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

শ্রাবণের অপরাহ্নে চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘ শহর গ্রন্থাগার ও চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সঙ্ঘের যৌথ উদ্যোগে বিগত ২২শে জুলাই, ২০০৮ মঙ্গলবার বিকাল ৫টায় সঙ্ঘের দ্বিতল সভা কক্ষে একটি মনোজ্ঞ ঘরোয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে সহায়তা করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হুগলী জেলা তথ্য সংস্কৃতি ও জনসংযোগ বিভাগ। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় সঙ্ঘের সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষার্থীদের সমবেত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশু বিভাগ ও অন্যান্য বিভাগের সদস্য ও সদস্যাগণ সঙ্গীত, আবৃত্তি, যন্ত্রসঙ্গীত, গল্পবলা, নৃত্য, স্বরচিত কবিতা পাঠ প্রভৃতি পরিবেশন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী মণিময় সেনগুপ্ত ও ঐ বিভাগের কর্মীবৃন্দ। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রী সুকুমার নন্দী সকলকে স্বাগত জানিয়ে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন পরিসেবা সম্পর্কে অবহিত করেন ও সকলকে গ্রন্থাগারের সহায়তা গ্রহনের আহ্বান জানান। কিশোর প্রগতি সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রী গণেশ নন্দী সঙ্ঘের কর্মধারার বিস্তৃত আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রী অমিয় নন্দী গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা" কবিতা পাঠ করেন। তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী মণিময় সেনগুপ্ত জীবনের সামগ্রিক বিকাশে সুস্থ সংস্কৃতির প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উল্লেখ করে শহর গ্রন্থাগার ও সঙ্ঘ যে সংস্কৃতি চর্চা আজও বহন করে চলেছেন তাহা সমাজে প্রশংসনীয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন শ্রী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থাগার কর্মী, পাঠক ও সদস্য-সদস্যাবৃন্দ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানটিকে সফল করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীমতি অরুন্ধতী সেনগুপ্ত মহাশয়া সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক - দেবদাস মণ্ডল

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অন্যতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। ঈহেন চন্দ সম্পাদিত [illegible] পূর্তি সংখ্যা [illegible] প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গল্পের স্রষ্টাপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিশিষ্টজনের সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠান : এন.বি.এ., বে বুক স্টোর, চে'ঙ, নয়া উদ্যোগ, প্রত্রেসিভ, উষা, বোনা, ক্যাম্প, প্রজা, পাঠিরাম।

[illegible]

বিষয় : বাংলা উপন্যাস-ঈহেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখন্ডে ১২০টি ক্ষুদ্র উপন্যাসের আলোচনা। প্রথম খন্ড হাজার পৃষ্ঠার উপর) প্রতিখন্ড ৩০০টাকা।

বিষয় : বাংলা ছোটগল্প- ঈহেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখন্ডে কালজয়ী২৫টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখন্ড ২০০টাকা।
নির্বাচিত প্রবন্ধ-ঈহেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রোপাধ্যায়, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়নে এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক চিন্তা চর্চা, আর আছে স্মৃতিচারণের ঝালোমেলো প্রবন্ধ বৃত্তান্ত। দাম ১০০টাকা।

পরিষদ সংবাদ

"পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিম মেদিনীপুর ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা"

গত ৩১শে আগষ্ট-০৮ রবিবার দুপুর ১২টায় পঃবঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় শহীদ গ্রন্থাগার কর্মী নগরের চঞ্চল দে মঞ্চে, জীতেন্দ্র নাথ নন্দী তোরণের পাশে এবং অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী সড়কের ধারে মেদিনীপুর জেলা গ্রন্থাগারে।

প্রথমেই সমিতির পতাকা উত্তোলন, শহীদ বেদীতে মাল্যদান এবং খাদ্য আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

স্বাগত ভাষণ দেন পঃ মেদিনীপুর জেলার সাধারণ সম্পাদক মাননীয় বিকাশ রায় মহাশয়। তিনি তার ভাষণে বলেন আগামী ২০১০ সালে নতুন জেলা কমিটি গঠিত হবে তাই কর্মীগণ নিজনিজ এলাকার সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করুন। তারপর রাজ্য সহ সভাপতি মাননীয় হেমন্ত গোস্বামী মহাশয় সভার উদ্বোধন করেন। তিনি তার ভাষণে বলেন ১২-১৪ই সেপ্টেম্বর, ০৮ রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়িতে আপনারা অংশগ্রহণ করেন। রাজ্য নেতৃত্বকে প্রতিটি জেলার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। তিনি আরও বলেন তিনটি সূত্র ধরে আমাদের চলতে হবে সংগঠন মজবুত করতে হবে, ঐক্য গঠন করতে হবে এবং চেতনার মানবৃদ্ধি করতে হবে।

সভায় প্রতিবেদন পাঠ করেন জেলা সম্পাদক এবং হিসাব পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ দুর্লভ ঘোষ মহাশয়।

রাজ্য কমিটির সম্পাদক শিবানন্দ পাল মহাশয় তার বক্তব্যে বলেন আমাদের সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী পেশাগত ভাবে সংগঠনে যুক্ত হয়েছি। তার নিয়মাবলী বা গঠনতন্ত্র প্রকাশের পদ্ধতি সাধারণ সভা। আমরা রাজ্য নেতৃত্বরা কোন দৈব্য ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি নই। আমরা আপনাদের আলোচনা শুনে সমৃদ্ধ হই, আপনারাই সংগঠন তৈরী করেন আর তাতেই গ্রন্থাগার আন্দোলন শক্তিশালী হচ্ছে।

রাজ্য সম্পাদকের বক্তব্যে মাননীয় শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী মহাশয় বলেন ১৯৬৪ সালে আমাদের সংগঠনের ভিত্তি হয়। ১৯৭৫ সাল থেকে পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির আরও ব্যাপ্তি হচ্ছে। তবে গুনগত মান আরও উন্নত করতে হবে। আমাদের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রশাসনের কাছে যেতে হবে। আমরা আধলাতন্ত্র সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আছি আমাদের সংগঠনের জন্য কৌশলে কাজ করতে হবে, মাথা গরম করলে চলবে না।

সমগ্র কার্যক্রমটিতে বক্তরা গ্রন্থাগার পরিসেবার মানোন্নয়নে যতটুকু জোর দিয়েছেন তার বেশী গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছে খাদ্য আন্দোলন, নন্দীগ্রাম ও বর্তমান সিঙ্গুর পরিস্থিতি নিয়ে।

এই বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রায় ১৭০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন তবে সভা চলাকালীন রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্ব মণ্ডলীকে মঞ্চে বসে অবলীলায় ধূমপান করতে দেখে উপস্থিত সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক - অর্ঘ্য রাশি মাহা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, উত্তর দিনাজপুর
জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ রবিবার সারাদিন ব্যাপী রায়গঞ্জ কর্ণজোড়া রাষ্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার সেমিনার হলে অধ্যাপক প্রবীর রায় চৌধুরী মঞ্চে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটির জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলন ও ২য় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলায় ৫৪টি সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীরা বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং মহাবিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক এবং কর্মীরা মোট ১১৭ জন প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তর দিনাজপুর জেলার জেলা সমাহর্ত্তা শ্রী সুকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন জেলা সমাহর্ত্তা সুকুমার ভট্টাচার্য অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন আশিস চৌধুরী।

এরপর স্বাগত ভাষণ দেন জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক প্রানকৃষ্ণ করাতি। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের তথ্য পরিসেবার সম্প্রসারণ এবং আধুনিকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা চক্রের সূচনা করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিসেবা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ উদয়ন ভট্টাচার্য। এরপর উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিসেবার বিভাগের অধ্যাপক মহঃ জিয়ায়ুর রহমান। অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা শ্রী পীযূষ কান্তি দত্ত বিশেষ অতিথি রূপে ছিলেন। তিনি বলেন, জেলার গ্রামীণ গ্রন্থাগার তথ্য পরিসেবার উন্নয়নে গ্রন্থাগারিক ও কর্মীদের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগার পরিসেবাকে অধিকতর জনমুখী করার কথাও তিনি বলেন। জেলার সাধারণ সম্পাদক বিনয়কৃষ্ণ গোস্বামী জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহ্বান বই পড়ুন, গ্রন্থাগারে আসুন, বই সবার জন্য নব সাক্ষর ও শিশু কিশোরদের গ্রন্থাগারে আনুন। বিজ্ঞান মনস্কতা ও সুস্থ সংস্কৃতিবোধ গড়ে তোলার জন্য এবং জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে তথ্য আহরণের জন্য গ্রন্থাগারে আসুন এবং আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও তথ্য পরিসেবা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার গ্রন্থাগার পরিসেবায় তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকরণে জেলার প্রতিটি গ্রন্থাগারেই তার প্রভাব বা ছায়া পড়বে আগামীদিনে। এটা এখনই স্পষ্ট। অনুষ্ঠানের সভাপতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের জেলা শাখার সভাপতি শ্রী ভারতেন্দ্র চৌধুরী মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। আগামী ২ বছরের জন্য মোট ১৭ জনের স্পষ্ট নিয়ে একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়। জেলা কমিটির সভাপতি রূপে নির্বাচিত ভারতেন্দ্র চৌধুরী এবং সাধারণ সম্পাদক রূপে নির্বাচিত হন বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী। অনুষ্ঠানের পরিচালক ছিলেন দেবেশ কান্তি চক্রবর্ত্তী। জেলা গ্রন্থাগার সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যাঁরা শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন সুদর্শন রায়চৌধুরী, মন্ত্রী উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মন্ত্রী শৈলেন সরকার পরিষদীয় বিষয়ক ও পরিবেশ দপ্তর মন্ত্রী আনোয়ারুল হক্ জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী বিষয়ক উপাচার্য অধ্যাপক অরুনাভ বসু মজুমদার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারমন্ত্রী তপন রায়। অধ্যাপক সুব্রত পাল উপাচার্য বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ তাপস কুমার চট্টোপাধ্যায় রেজিস্টার গৌরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তর দিনাজপুর জেলা শাসক ও জেলা সমাহর্ত্তা সুকুমার ভট্টাচার্য গ্রন্থাগার অধিকর্তা সুজয় গোবিন্দ নিয়োগী উপঃঅধিকর্তা স্বপ্না রায় গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির জেলা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং এল.এল.এ সদস্য সৌমেন্দ্রকুমার ধর মহাশয়। গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ বেলা ৪টায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি এক কার্য নির্বাহক কমিটির সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে আগামী দু'বছরের জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হল।

উত্তর দিনাজপুর জেলা কমিটি ঃ-

সভাপতি	:	ভারতেন্দ্র চৌধুরী
সহঃ সভাপতি	:	জয়ন্ত শিকদার
সহঃ সভাপতি	:	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
সাধারণ সম্পাদক	:	বিনয় কৃষ্ণ গোস্বামী
সহঃ সম্পাদক	:	সৌর্যেন্দ্র কুমার ধর
সহঃ সম্পাদক	:	সুখলাল অধিকারী
কোষাধ্যক্ষ	:	ক্ষিতীশ চন্দ্র মন্ডল

অমিত সেনগুপ্ত, জীবন কুমার মুন্সী, প্রনব সরকার, সরোজ শেঠিয়ার, অতিশ চন্দ্র সিংহ, দিগেন্দ্র নাথ রায়, অনিতা চৌধুরী, প্রতুল কর্মকার, সুনীলেন্দু চক্রবর্ত্তী, মাজিদুর রহমান।

প্রতিবেদক - অর্ঘ্য রাশি মাজী

GRANTHAGAR

Vol. 58 No.10 Editor : Goutam Goswami Asso Editor Joydeep Chanda January, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Recruitment procedure of the college librarians in non-govt. affiliated colleges (Editorial) p.287

– Discussed in details the recruitment procedure of college librarians in non-govt colleges. Pointed out the changes made by West Bengal College Service Commission and have been found in recent advertisement. Also mentioned the corresponding Govt. order no. 89-Edn (CS) /2001 and UGC circular both had been violated by the commission. At last made an appeal to reconsider the matter and to follow the concerning Govt. order as well as UGC circular.

Role of Rabindranath Tagore's Chalantika Library in rural development – by Keshab Chandra Sinha. p.288

– Discussed in details the role of Chalantika Library in rural development in Sriniketan. Also pointed out the importance of mobile library in rural development. Mentioned in details different aspects of Chalantika Library - its establishment, historical overview, collections, users, services and overall its role in rural development.

School library and librarian : West Bengal Govt's burden – by Ashok Pramanik p.292

– Pointed pit different issues regarding the problems of school library and its pay & status of School librarian. Discussed in details the irregularities of Govt. orders issued in different times. Also mentioned the regular work schedule of school librarians. At last made a demand for equal status of school librarians with teaching staffs.

Library movement in Bengal and history of the Bengal Library Association – by Nirmalendu Mukhopadhyay. p.295

– In this part of the serialized article the author tried to narrate some of the important events in the history of library movement in Bengal in 1968. This included description of Mankar Pallimangal Library in Burdwan, Udiyaman Pathagar in Midnapore and detailed description of 25th Bengal Library Conference in Balurghat, West Dinajpur – its inauguration,

and messages from different parts of the society in India and in abroad.

13 digit ISBN : Structure and applications in library – by Ramprasad Majumder. p.299

– The author tried to describe in details different aspects of 13 digit ISBN – its utility, structure, ISBN Converter, its application in libraries and its different aspects and at last provided certain regulations to get this 13 digit ISBN.

Errata. p.298

Memorandum submitted to the Chairman, West Bengal College Service Commission on 29.12.2008 by the Association regarding the Recruitment procedure of the college librarians in non-govt. affiliated colleges. p.302

Library news. p.304-305

1. Celebration of the death anniversary of poet Rabindranath Tagore on 7th August 2008 by Memari Milan Sangha Town Library, Burdwan. Reported by Rupnarayan Roy.

2. Organization of farewell programme by Chinsurah Kishore Pragati Sangha Town Library, Hooghly on 31st July 2008. Reported by Rupnarayan Roy.

3. Celebration of birth anniversary of poet Kazi Nazrul Islam on 5th August 2008 by Magra Public Library, Hooghly. Reported by Nikhil Bandhu Goswami.

4. Celebration of 38th Foundation day by Jagriti Pathagar on 15th August 2008. Reported by Alok Kr. Sarkar.

Association News. p.306-308

1. Organization of Annual General Meeting of WBPLEA, Cochbehar District Committee on 9th August 2008. Reported by Jayanta Saha.

2. Organization of 29th Annual General Meeting of WBPLEA, Jalpaiguri District Committee on 10th August 2008. Reported by Asim Kr. Maitra.

3. Deputation to Additional District Magistrate (General) and other authorities by WBPLEA, Howrah District Committee on 28th July 2008. Reported by Ashok Kr. Roy.

Result of the Certificate Course in Library Science Examination, 2008. p.309

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষান্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কার ভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবনাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরেজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল্য এবং সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থান ভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো এবং স্থান ভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষজ্ঞের চাহিদা সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কার্যনির্বাহক, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

(কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬.

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Postal Registration No : SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-083/2007-09
LicenceNo.: MM & PO/SSRM-KOL.RMS/RNP-083/LPWP-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT.
Regd. No. : R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 10 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda February, 2009

CONTENTS

	Page
Book Fair (Editorial)	319
49th Bengal Library Conference : a report	320
Obituary	328
Kaushik Ghosh Manuscript Collection in Bengali Dept. of Visva Bharati University : a report	329
5th Pay Commission's Report	331
Letters to Editor	351
LIBRARY NEWS	352
ASSOCIATION NEWS	355
ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 10)	357

Printed & Published by Arun Ray for **Bengal Library Association**. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, **Phone : 2265-6866. E-mail : info@blacal.org, Website :http://www.blacal.org,** Printed at **Laser World**, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, **Phone : 9831161961.** *Editor*: **Goutam Goswami**

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ সিন্ধু চৈত্র, ১৪১৫

সূচীপত্র

২৩/০৫/০৩

পৃষ্ঠা

গ্রন্থাগার উন্নয়নে জাতীয় মিশন (সম্পাদকীয়) ৩৬৩

মিলন কুমার সরকার
গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে ৩৬৪

সোনালী ডাপ্‌সী
১৩ সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা (আই. এস. বি. এন) ৩৭০

দেবব্রত রায়
ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার : একটি সমীক্ষা ৩৭২

ভ্রম সংশোধন ৩৭৫

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস ৩৭৬

গ্রন্থাগার সংবাদ ৩৮২

পরিষদ সংবাদ ৩৮৫

ENGLISH ABSTRACTS (Vol.58, No. 11) ৩৮৯

BENGAL LIBRARY ASSOCIATION
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নতুন বই সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

■ ডঃ কৃষ্ণপদ মজুমদার

পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বইটি গবেষণাভিত্তিক, তথ্যসমৃদ্ধ অন্যতম আকর গ্রন্থ। অবিভক্ত বঙ্গদেশে ১৮শ শতক থেকে রাজ্যের গ্রন্থাগারের ইতিহাস, গ্রন্থাগার পরিসেবার প্রসার, স্বাধীনতা আন্দোলনে সাধারণ গ্রন্থাগার ভূমিকা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের পরিষদের প্রতিষ্ঠা; স্বাধীনোত্তর ভারতে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্মেষ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিষয় আলোচিত। বইটিতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে ৪৫টি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। আরো আছে সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি। এছাড়া আছে রাজ্যের গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

১৯০ পৃ। মূল্য ২৫০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

■ বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ

রামকৃষ্ণ সাহা

ডিউই দশমিক বর্গীকরণ প্রণালীর ২০তম সংস্করণকে ভিত্তি করে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ সংকলিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ ও সুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়ের ডিউই দশমিক বর্গীকরণের সংক্ষিপ্তসার প্রকাশের দীর্ঘদিন পরে বাংলা পুস্তক বর্গীকরণ প্রকাশিত হল। এই বর্গীকরণ প্রণালী বড়, মাঝারি ও ছোট গ্রন্থাগারের উপযোগী। এই তালিকা গ্রন্থাগারগুলির পুস্তক, পত্র-পত্রিকাসহ অন্যান্য মুদ্রিত সামগ্রী বর্গীকরণের পক্ষে উপযোগী। তালিকাটিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরাজি পরিভাষা দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিষয়সমূহকে বর্গীকরণ করার ক্ষেত্রে এই তালিকা যথেষ্ট উপযোগী। ইংরাজি শব্দের বাংলা পরিভাষা সংগ্রহের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নজর দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস, সাহিত্য ও ভৌগোলিক বিভাজন বহুবিস্তৃত। বাংলা ও সংস্কৃত সাহিত্যকে যথেষ্ট বিস্তারিত করা হয়েছে। সম্বন্ধ সূচক (রিলেটিভ) নির্ঘণ্টি বিষয় শিরোনাম ব্যবহারের উপযোগী।

তিনটি সংক্ষিপ্তসার, ৪টি সারণি যথাক্রমে সাধারণ উপবিভাগ, ভৌগোলিক বিভাজন, যার মধ্যে ভারতের প্রতিটি জেলার নাম, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি পৌর শহরের নাম সহ ভারতের মূলজাতি, ও উপজাতির বিস্তৃত তালিকা সমন্বিত।

ক্রাউন সাইজের বই, ভাল কাগজ ও টেকসই বাঁধাই। মোট পৃষ্ঠা ৬৩২।

মূল্য ১২০০ টাকা।

প্রকাশক : বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পি ১৩৪ সি আই টি স্কিম ৫২
কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ - ২২৬৫-৬৮৬৬

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র

বর্ষ ৫৮, সংখ্যা ১২ সম্পাদক ঃ গৌতম গোস্বামী সহঃ সম্পাদক ঃ জয়দীপ চন্দ চৈত্র , ১৪১৫

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার উন্নয়নে জাতীয় মিশন

সম্প্রতি দৈনিক সংবাদপত্রে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটির শীরোনাম হল "দেশ জুড়ে পাঠাগার উন্নয়নে ১৮০ কোটি টাকার প্রকল্প" সংবাদটি পড়ে যা তথ্য পাওয়া গেল তা হল - একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল ছাড়া দেশের অন্যান্য রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা দুর্ভাগ্যজনক। স্বাধীনতার বাট বছর পরেও বহু রাজ্যে বই নিয়ে আগ্রহ জন্মায়নি। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এগিয়ে সর্বজন স্বীকৃত এবং এরজন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী-সমিতির যৌথ আন্দোলন রাজ্যের সুষ্ঠ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলার এবং এর সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে বাধা নেই যে বামফ্রন্ট সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা ও শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে লক্ষ স্থির না থাকলে রাজ্যে সুষ্ঠ গ্রন্থাগার বাবস্থা গড়ে উঠত না। দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার বাট বছর পরে আমাদের চিন্তা করতে হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

সংবাদে আরও প্রকাশ হয়েছে যে গ্রন্থাগারগুলির খোলনলচে বদলাতে একটি "জাতীয় মিশন" গড়া হয়েছে এবং এর জন্য কেন্দ্র ১৮০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের আমলে স্যাম পিত্রোদা নেতৃত্বে গড়া "জ্ঞান কমিশন" (Knowledge Commission) এই ধরনের প্রস্তাব দিয়েছিল কেন্দ্রকে। প্রধানমন্ত্রী ও যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যানের বিষয়টি নিয়ে আগ্রহ থাকার ফলে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী প্রকল্পটি ঘোষণা করেন। দেশজুড়ে পাঠাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য এই কমিশন কাজ করবে। রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় দেশের ৩৬৬ শহরে ছোট বা বড় গ্রন্থাগার আছে কিন্তু দেশের সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রামের মধ্যে মাত্র ৫০ হাজার গ্রামে সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার রয়েছে এবং সেগুলির অধিকাংশের অবস্থা খারাপ। এদের অবস্থা ফেরানোর জন্য এই মিশন কাজ করবে। ভাবতে অবাক লাগে এতদিন বাদে কেন্দ্রীয় সরকারের টনক নড়েছে যে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি না করলে দেশের সঠিক উন্নয়ণ অসম্ভব। প্রশ্ন থেকে যায় এই বরাদ্দ টাকা কি হিসাবে ব্যয় করা হবে? যদিও বলা হয়েছে কয়েকদিনের মধ্যে এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এই ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে জাতীয় গ্রন্থাগারে সমস্ত ধরনের তথ্যকে নীচুতলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে কম্পিউটারের সাহায্যে পৌছে দেওয়া। এতে গ্রামীণ সাক্ষরতা কর্মসূচীতে সাড়া ফেলবে এবং অনেক গ্রামের গ্রন্থাগার জাতীয় গ্রন্থাগারের তথ্য হাতের সামনে পেয়ে যাবে। সম্প্রতি জাতীয় গ্রন্থাগারে ডিজিটাইজেসনের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ধরনের সাধারণ গ্রন্থাগারের সাথে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংযুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। কিছু কিছু গ্রন্থাগারে কম্পিউটার দেওয়া হয়েছে এবং রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সমস্ত তথ্যের ডিজিটাইজেসনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে।

আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে এই বরাদ্দ টাকার যেন সুষ্ঠ ব্যবহার হয় এবং সমস্ত রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উন্নতি এবং মানুষের মধ্যে বই সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। সাক্ষরতার কর্মসূচির সুষ্ঠ রূপায়ন এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে মানুষ ভালো মন্দের বিচার করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমাজের উন্নতি হবে। এই সময়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিসেবার মডেলটি যদি দেশের সামনে তুলে ধরা যায় তবে দেশের মানুষের কাছে এটা পরিস্কার হবে যে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে কিভাবে দুটি পরিষদের সাথে বর্তমান রাজ্য সরকার এবং গ্রন্থাগারগুলি কাজ করে চলেছে।

গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ প্রসঙ্গে

(Application of performance appraisal system in Library or Information Centre)

মিলন কুমার সরকার

গ্রন্থাগারিক, পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

১. ভূমিকা : জ্ঞানে অজ্ঞানে ব্যবস্থাপনা ধারনাটি মানবসভ্যতার আদিমকাল থেকেই চলে এসেছে। মানবসভ্যতার ক্রম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাপনা বিদ্যা প্রসারিত ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় কোন প্রতিষ্ঠানের পূর্বনির্ধারিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানবিক ও অন্যান্য উপাদানের সমন্বয়ে কাজ সম্পন্ন করিয়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা। আবার কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ পাবার পদ্ধতিই কর্মী ব্যবস্থাপনা (Personnel Management)। গত শতাব্দীর শেষের দিকে কর্মী ব্যবস্থাপনার উদ্ভব হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। একে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার সন্তান বলা হয়। কর্মীব্যবস্থাপনা এখনও একটি অপেক্ষাকৃত নতুন বিষয় এবং ব্যবস্থাপনার জগতে এক দ্রুত উদীয়মান তারকা।

প্রতিষ্ঠানের আয়তন ও জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবিক উপাদানের গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছে। শিল্প, কারখানা, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি প্রতিটি প্রতিষ্ঠান মানুষ নিয়ে গঠিত। আধুনিক যুগে উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সম্পদ মানুষ। মানুষের অভাবে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতিও অচল।

গ্রন্থাগার ও তথ্যপরিসেবা হল মানবকেন্দ্রিক ক্রিয়াকলাপ যেখানে ব্যবহারকারী হল কেন্দ্রবিন্দু। যথোপযুক্ত পরিচালন ব্যবস্থা এবং উন্নয়ন ব্যতীত ব্যবহারকারীর চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এর ফলে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রগুলি নতুন পরিচালন ব্যবস্থা কৌশল সম্পর্কে উৎসাহী হচ্ছে।

সব প্রতিষ্ঠানের মত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রকেও কর্মী এবং ব্যবস্থাপনার যৌথ প্রয়োগে তার সেবার কর্মসূচিকে সার্থক করে তুলে তার উপযোগিতা প্রমাণ করতে হয়। গ্রন্থাগার কর্মীগণ যাতে দলগত কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে গ্রন্থাগারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে সেদিকে যেমন দৃষ্টি দিতে হয় তেমনি ভাবে নিজের দক্ষতা প্রয়োগের অবকাশ পায় এবং তার দ্বারা অধিকতর দায়িত্ব ও মর্যাদা লাভ করে সে বিষয়েও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। সুদক্ষ কর্মীবর্গ ছাড়া কোন গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রই সুষ্ঠুভাবে তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনা।

২. ধারণা বা অর্থ কার্যসম্পাদন বা Performance কথার অর্থ হল কিছু করা এবং পর্যালোচনা বা Appraisal কথার অর্থ হল কৃতকার্যের মূল্য নির্ধারণ বা সম্পাদিত কাজ পর্যালোচনা। কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা বলতে মূল্য, গুণ এবং উৎকর্ষের মূল্যায়ণ বোঝায়। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের গুণাগুণ, গোষ্ঠীভুক্ত সদস্যদের প্রত্যেকের সম্পাদিত কাজের বিশ্লেষণ এবং উর্দ্ধতম ও অধীনস্থ কর্মীদের মধ্যে কাজের সম্পর্কের বিচার ও বিশ্লেষণকে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা বা Performance বলে। পরিদর্শক কিংবা কাজের সঙ্গে যুক্ত কোন উচ্চপদস্থ কর্মীর দ্বারা তার অধস্তন কর্মীর সম্পাদিত কাজের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিচার বিশ্লেষণ হয়ে থাকে, যার মাধ্যমে তারা ওই কর্মীর দক্ষতা ও কৃতিত্ব সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা করতে পারে। এধরনের কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা মূলত প্রশাসনিক কারণেই হয়ে থাকে, কেননা প্রশাসনকে কর্মীদের নির্বাচন, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বদলি, পারিশ্রমিক ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। কর্মী এবং কর্মী নিয়োগকারী সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তরগুলি কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতি দিয়ে থাকে। যেমন - আমি কিভাবে কাজ করছি? আমি কি করে ভালভাবে কাজ করতে পারি? ব্যক্তিগতভাবে এবং সামগ্রিকভাবে কি উপায়ে ভালভাবে কাজ করা যায়? কোন্ কর্মী বা কর্মীগণের কাজের মান অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট?

সুতরাং কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা হল কর্মীদের কাজের দক্ষতা নির্বাচনের এবং ভবিষ্যতে সেই দক্ষতা আরো উন্নত করার সম্ভাবনা আছে কিনা তা বিশ্লেষণ করবার একটি সুসংহত ও উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রক্রিয়া।

৩. উদ্দেশ্য কর্মী ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা। এই পর্যালোচনার ফলে কোন প্রতিষ্ঠান বা গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনবৃদ্ধি, পদোন্নতি, প্রশিক্ষণ, স্থানান্তরকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হয় এবং নির্দিষ্ট পর্যালোচনার ফলে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রতিষ্ঠানের বা গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের কাজের মূল্যায়ণে সক্ষম হন এবং অধস্তন কর্মীগণ জানতে পারেন

তাদের কাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে এবং তারা কোন্ জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। এতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রাস্তা সহজ থেকে সহজতর হয়। সাধারণত যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে কর্মীদের কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা করা হয়, তা হল —

৩.১. ধারণা বা অর্থ (Results of training)

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনায় গ্রন্থাগারের কর্মীদের বিগত প্রশিক্ষণের ফলাফল নির্ণয় করা হয় এবং ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আরো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন আছে কিনা তার প্রয়োজনীয়তা স্থির করা হয়।

৩.২. মূল্যায়ণ (Evaluation)

এই পর্যালোচনায় গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের প্রত্যেকের কার্যসম্পাদনের ক্ষমতা আলাদাভাবে মূল্যায়ণ করা যায়।

৩.৩. নির্দেশনা (Direction)

গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীকে, যথাযথভাবে কার্যসম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার আর একটি উদ্দেশ্য।

৩.৪. সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Decision making)

এই পর্যালোচনায় গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের কর্মী সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। কর্মীদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গ্রন্থাগারিক বা কর্তৃপক্ষ এসব পর্যালোচনা ভিত্তিক নথিপত্র বিশ্লেষণ করে দেখে।

৩.৫. অনুপ্রাণিতকরণ (Motivation)

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পরোক্ষভাবে কর্মীদের মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। কেননা কর্মীরা এই ধরনের পর্যালোচনার মাধ্যমে নিজেদের দক্ষতার স্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারে। ফলে তারা অধিক দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পাদনে সচেষ্ট হয়।

৩.৬. গবেষণার সুবিধা (Facilitates of research)

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা মানবসম্পদ সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ করে গবেষণাকারীরা ভবিষ্যতের কর্মীসংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে নীতি প্রণয়ন করতে সমর্থ হন।

৩.৭. সংস্থাপনের ত্রুটি নির্ণয় (Determination of defect in placement)

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা কর্মী সংস্থাপনের অর্থাৎ কর্মীকে কাজের দায়িত্ব অর্পন করার ত্রুটি নির্ধারণ করে। ফলে কর্তৃপক্ষ তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

৪. প্রয়োগ

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র হল জ্ঞানের ভান্ডার এবং এর প্রধান কাজ হল তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ করা। বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির যুগে তথ্যের পরিমাণ ও প্রসার এত ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে একুশ শতককে বলা হয় তথ্যবিস্ফোরণযুগ (Information age)। তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতির যুগে ব্যবহারকারীর চাহিদাপূরণ গ্রন্থাগার বা গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট এক নতুন চ্যালেঞ্জ। তথ্য প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে যদি গ্রন্থাগার কর্মীগণ প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে না পারেন তাহলে সঠিকভাবে তথ্যপরিসেবার কাজ ব্যর্থ হবে। ব্যবহারকারীগণের তথ্যের প্রতি আগ্রহ, ব্যবহারের ধরণ এবং তথ্য সংগ্রহের কৌশল এতদ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে যে তা চিরাচরিত তথ্য ব্যবস্থাকে এক দারুণ জটিলতার মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে আবশ্যিকভাবে গ্রন্থাগার কর্মীদের পেশাগত দক্ষতা, পরিচালন দক্ষতা এবং তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত দক্ষতা অর্জনের যেমন প্রয়োজন ঠিক তেমন গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের সম্পাদিত কার্যের পর্যালোচনা বা কৃতকার্যের মূল্যনির্ধারণ অবশ্যই প্রয়োজন।

গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের বিভিন্ন কাজে কর্মীদের কার্য-সম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করলে প্রভূত পরিমাণ সুফল পাওয়া সম্ভব। গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে উৎকর্ষতা বা সাফল্য নির্ভর করে সঠিকভাবে এই পদ্ধতির প্রয়োগের উপর। গ্রন্থাগারে যে কাজগুলি গ্রন্থাগার কর্মীদের সম্পাদন করতে হয় তা হল—প্রতিরূপ বা লিপি পরীক্ষা (Duplicate Checking), গ্রন্থের ফরমাশ দেওয়া (Book orders), গ্রন্থ মিলিয়ে নেওয়া (Checking), পরিগ্রহণের কাজ, বর্গীকরণ, সূচীকরণ করা, গ্রন্থচিহ্নণ (Book numbering), গ্রন্থ লেনদেন, গ্রন্থস্তকের সংস্থাপন বা শেলফে বই সাজিয়ে রাখা, গ্রন্থাগারে নির্দেশন সেবা (Reference Service), পত্রিকার হিসাব রাখা, বাজেট প্রস্তুত, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত (Annual report), বই এর ডাটাবেস তৈরী এবং বিভিন্ন তথ্য পরিসেবার মধ্যে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কমবেশী সূচীকরণ (Indexing), সারসংক্ষেপণ (Abstracting), নিউজপেপার ক্লিপিং পরিসেবা (Newspaper Clipping Service), ফটোকপির সুবিধা (Xeroxing facility), আন্তঃ গ্রন্থাগার পরিসেবা (Inter Library Loan Service), তাৎক্ষণিক সচেতনতা সেল

(Current Awamess Service), নির্বাচিত তথ্যবিস্তার সেবা (Selective dissemination of Information Service), ডাটাবেস গঠনসেবা (Database design Service), তথ্য বিশ্লেষণ ও পুনর্বিন্যাস সেবা (Information analysis and consolidation service) প্রভৃতি।

একবিংশ শতাব্দীতে তথ্য বিস্ফোরণের যুগে সঠিক সময়ে সঠিক তথ্য সঠিক পাঠককে দিতে হলে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি (Information Technology) এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির (Communication Technology) প্রয়োগ ও সংযোজন একটি আবশ্যিক প্রয়োজন। তাই চিরাচরিত (Traditional) গ্রন্থাগার পদ্ধতির (Electronics and digital library system) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারে সংগৃহীত সমস্ত ডকুমেন্টকে বৈদ্যুতিন ও ডিজিটাল ফর্মে পরিবর্তন করা হয় এবং প্রয়োজনমত অনলাইন (on-line) ও অফলাইন (off-line) পরিসেবা প্রদান করা যায়। এছাড়াও ইন্টারনেট পরিসেবার দৌলতে আবির্ভাব ঘটেছে ভারচুয়াল লাইব্রেরির। তবে একবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশে গ্রন্থাগার মূলগত ভাবে হাইব্রিড গ্রন্থাগার (Hybrid library)।

বর্তমান বাস্তবতা হল টেলিভিশান, Mass-media, বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক তথা বৈদ্যুতিন দুনিয়ায় (e-world) দৈনন্দিন নতুন ধরনের প্রযুক্তির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে গ্রন্থাগার বা তথ্য কেন্দ্রকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তথ্য কেনাবেচার যুগে, তথ্য বিশ্লেষণের যুগে, তথ্য প্রযুক্তির যুগে তথ্য শুধু সংগ্রহ করলেই চলবেনা। তথ্যপরিসেবার চাহিদা ও ব্যবহার কৌশলের দিকে তাকিয়ে, ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তথ্যকে সাজিয়ে গুছিয়ে শ্রেণীবিন্যাস করে সময় বাঁচিয়ে পরিসেবা দিতে হবে। চিরাচরিত বা আধুনিক গ্রন্থাগারের কর্মীদের তথ্য পরিসেবার ক্ষেত্রে উদার মানসিকতা, কাজের গতি বৃদ্ধি, সার্বিক তথ্য সংগ্রহ, সংগঠিত এবং সুসজ্জিত ভাবে সেবাদান করতে হবে। ফলপ্রসূভাবে এই কাজ করতে গেলে গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুযায়ী কার্য সম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ অবশ্য প্রয়োজন। এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীদের স্থানান্তরকরণ, উন্নত থেকে উন্নততর প্রশিক্ষণ, উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এবং গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের পরিসেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হন।

৫. পদ্ধতি

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা একটি জটিল প্রক্রিয়ায় যেকোন প্রতিষ্ঠানের মত গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে কর্মীর সম্পাদিত কাজের মূল্যায়ণ বা পর্যালোচনা করা যেতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলি হল —

৫.১. গোপন প্রতিবেদন পদ্ধতি (Confidential report method)

এটি একটি সহজ ও প্রাচীন পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মী তার অধীনস্থ কর্মীর বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি জানায়। একটি গোপন প্রতিবেদনের মাধ্যমে উচ্চপদস্থকর্মী তার অধীনস্থ কর্মীর গুণাবলী, আচার আচরণ, চরিত্র, মনোভাব এবং দক্ষতা ইত্যাদি বিষয়ে যাবতীয় বর্ণনা দিয়ে থাকেন।

৫.২. পর্যায়করণ পদ্ধতি (Ranking method)

এই পদ্ধতিতে সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের কার্যসম্পাদনের দক্ষতা বিচার করা হয়। বিচারের ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার্য কর্মীদের কর্মমানের ক্রম নির্ধারণ করা হয় অর্থাৎ যেকর্মী সর্বাধিক দক্ষ তাকে প্রথম এবং যেকর্মী সর্বাধিক দুর্বল বা অদক্ষ তাকে সর্বশেষ পর্যায় প্রদান করা হয়।

৫.৩. রেখাচিত্রের মানদণ্ড (Graphic rating scale)

কার্যসম্পাদন পর্যালোচনার এই পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠানের কর্মীর ব্যক্তিগত গুণাগুণ ও অবদান, যথা-নেতৃত্বদান, ক্ষমতা, উদ্যোগী মনোভাব, নির্ভর যোগ্যতা, গুণাগুণ চরিত্র ও পরিমাণগত কার্য প্রভৃতি উপাদানগুলি পরিমাপ করা হয়। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সঠিকভাবে এই পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের দক্ষতা বিচার করা খুবই জটিল।

৫.৪. জোড় পার্থক্যের পদ্ধতি (Paired Comparison method)

এই পদ্ধতিতে একজোড়া করে কর্মী বাছাই করা হয়। কর্মীদের মধ্যে তুলনা করে কার বা কাদের কাজ ভাল তা বিচার বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতি বিজ্ঞানভিত্তিক কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সঠিকভাবে এই পদ্ধতিতে কার্যসম্পাদনের দক্ষতা বিচার করা খুবই জটিল।

৫.৪. জোড় পার্থক্যের পদ্ধতি (Paired Comparison Method)

এই পদ্ধতিতে একজোড়া করে কর্মী বাছাই করা হয়। কর্মীদের মধ্যে তুলনা করে কার বা কাদের কাজ ভাল তা বিচার বিশ্লেষণ

করা হয়। যদি মোটকর্মীর সংখ্যা 'n' হয়, সেক্ষেত্রে $\frac{n(n-1)}{2}$ পরিমান জোড়া কর্মীর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হয়। পর্যায়করণ পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে অধিক ভাল ফল পাওয়া যায়।

৫.৫. জটিল ঘটনা পদ্ধতি (Critical Incilents method)

এই পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সংকটময় ও ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে কর্মীদের আচরণ পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষন রেকর্ডের যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে হয়। কর্মীর ইতিবাচক পদক্ষেপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তাকেই সর্বাধিক গুণসম্পন্ন কর্মী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়, যেমন প্রতিষ্ঠানে হঠাৎকরে আগুন লেগে গেলে। কিন্তু এধরনের ব্যতিক্রমী ঘটনাবলী সচরাচর ঘটনা বলে নিয়মিতভাবে তা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয়না।

৫.৬. খরচ বা ব্যয়ের হিসাব পদ্ধতি (Cost accounting method)

এই পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের কর্মীর কার্যসম্পাদন দক্ষতার ফলে আর্থিক দিক দিয়ে প্রতিষ্ঠানের কতটা সাশ্রয় হল তা দেখা হয়।

৫.৭. বাধ্যতামূলক বন্টন পদ্ধতি (Forced distribution)

এই পদ্ধতিতে উচ্চপদস্থ কর্মী তার অধীনস্থ কর্মীকে কাজের জন্য চাপ প্রদান করে বা বাধ্যতামূলক বিভাজন করে। যেমন- অসাধারণ, সাধারণের তুলনায় ভালো, সাধারণ, সাধারণের তুলনায় খারাপ, অত্যন্ত খারাপ। এক্ষেত্রে একজন কর্মী অন্যের চেয়ে কতভাল কাজ করছে তা দেখা হয়। যেসব প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক সংখ্যক কর্মী আছে সাধারণত সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

৫.৮. তালিকা যাচাই পদ্ধতি (Checklist method)

এই পদ্ধতিতে বিবরনীর একটি তালিকা প্রস্তুত করে তালিকার মধ্যে বিভিন্ন কর্মীর গুণাগুণ লিপিবদ্ধ করা হয়। তালিকা অনুসারে কর্মীরা গুণসম্পন্ন হলে ধনাত্মক চিহ্ন (+) এবং তা না হলে ঋণাত্মক চিহ্ন (–) ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতি সময় ও অর্থের নিরীখে অপেক্ষাকৃত ব্যয়বহুল।

৬. সুবিধা– গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা প্রতিক্রিয়া প্রয়োগের ফলে যে সুবিধাগুলি পাওয়া যায় তা হল—

৬.১ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বাড়ায় এবং তার ফলে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক পরিসেবার মান উন্নত হয়।

৬.২ গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সমন্বয় গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমায়।

৬.৩ কর্মীদের কাজের সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। ফলে কর্মীদের কাজের ত্রুটি বিচ্যুতি নির্ণয় করা যায় এবং সহজেই তা সংশোধন করা যায়।

৬.৪ গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যের দূরীকরণে সাহায্য করে এবং কাজের সঙ্গে বেতনের সামঞ্জস্য বিধান করে।

৬.৫ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ফলে প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হয়।

৬.৬ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যার প্রয়োগ সম্ভব হয়।

৬.৭ কর্মী সংগ্রহ এবং তার সংস্থাপনের দক্ষতা নির্ণয়ে সাহায্য করে। সুতরাং কর্মীকে উপযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত হবার নিশ্চয়তা প্রদান করে।

৬.৮ নির্দিষ্ট সময় অন্তর কর্মীগণের সম্পাদিত কার্য পর্যালোচনা করা হলে কর্মীগণ মানসিক চাপের মধ্যে থাকে বলে তারা কার্যসম্পাদনের ব্যাপারে সচেতন থাকে।

৬.৯ শুধুমাত্র গ্রন্থাগারের কর্মীদের বর্তমান কার্যসম্পাদনের দক্ষতাই বিশ্লেষণ করা হয়না, কর্মীদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও এই পর্যালোচনার পূর্বানুমান করা হয়। সুতরাং কর্মীদের পদোন্নতি ও বদলি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ইহা বিশেষ কার্যকরী।

৭. অসুবিধা– গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা প্রক্রিয়া প্রয়োগের ফলে যে অসুবিধাগুলি পরিলক্ষিত হয় তা হল —

৭.১ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীরা সবসময় গ্রন্থাগারিক বা উচ্চপদস্থ কর্মীর আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকে বা কার্যক্ষেত্রে অগণতান্ত্রিক।

৭.২ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে এই পদ্ধতি চালু হলে কর্মীদের উপর শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে।

৭.৩ ধারাবাহিক পর্যালোচনার ফলে গ্রন্থাগার বা তথ্য কেন্দ্রে পরিসেবার মানের উৎকর্ষতা বাড়তে পারে। কিন্তু সামগ্রিক কাজ কমে যাওয়ার সম্ভবনাও থাকে।

৭.৪ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে কর্মীদের কর্মদক্ষতার সবল ও দুর্বল দিকগুলি চিহ্নিত হওয়ায় কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক রেখে কাজ করার স্পৃহা ভেঙে পড়ে।

৭.৫ গ্রন্থাগার বা তথ্যকেন্দ্রের কর্মীদের কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা করেন গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। অনেক সময় ভাল কাজ করলেও কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিগত অপছন্দের কারণে কোন কোন কর্মী পক্ষপাতিত্বের স্বীকার হতে পারেন।

৭.৬ গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে এই কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ অনেকসময় কর্মী ছাঁটাইয়ের অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

৮. উপসংহার – আজকের দিনে কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কার্যসম্পাদন পর্যালোচনা পদ্ধতি বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানে, এমনকি গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রেও ব্যবহৃত হয়। এর দ্বারা গ্রন্থাগারের কোন নির্দিষ্ট কাজে কর্মীর যোগ্যতা ও দক্ষতা জানা যায় এবং তার কার্যসম্পাদনের মূল্যায়ন করা হয়। চিরাচরিত বা আধুনিক যেকোন গ্রন্থাগারেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে কর্মীকে সঠিকভাবে পরিচালনা করা যায়। কর্মীর যোগ্যতা ও দক্ষতা বাড়ানো, প্রশিক্ষণ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধা হয়। এর দ্বারা কর্মীদের কাজের একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে নিয়মানুগ মূল্যায়ণও সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগার প্রশাসন কর্মীদের কার্যসম্পাদনের পরিমাপ করতে সক্ষম হন এবং জানতে পারেন গ্রন্থাগারে কর্মীরা কি অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। কাজের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, কতটা অপূরিত রয়েছে।

গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগারকর্মী এবং প্রশাসনের সাফল্য দক্ষতার উপর। গ্রন্থাগারের সঙ্গে যুক্ত চারটি শ্রেণী (১) পাঠক ও গ্রন্থাগার (২) গ্রন্থাগারিক (৩) গ্রন্থাগার কর্মী (৪) প্রশাসন বা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। গ্রন্থাগারের পরিকল্পনা ও নীতিগ্রহণ এবং তাকে কার্যকরী করার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগারকর্মীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। একটি গ্রন্থাগারের সেবারমানের উন্নতি বা অগ্রগতি অনেকটায় নির্ভর করে গ্রন্থাগারিক এবং গ্রন্থাগার কর্মীর কাজের উপর। গ্রন্থাগারিক পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং গ্রন্থাগারকর্মীর সাহায্যে ওই পরিকল্পনা গ্রন্থাগারে রূপায়িত হয়। গ্রন্থাগার কর্মীর সম্পাদিত কার্যের পর্যালোচনা, গ্রন্থাগারের সামগ্রিক পরিকল্পনা, কার্য পরিচালনা, ত্রুটিবিচ্যুতি নির্ণয় এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে দিশা যোগায়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. অরূপ কুমার মণ্ডল। একবিংশ শতাব্দীর গ্রন্থাগার পেশাদারগণের প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান বিভাগের ভূমিকা। গ্রন্থাগার : বর্ষ ৫৭, সংখ্যা ১২, ১৪১৪। পৃঃ ৩৩০-৩৩২।

২. পদ্মলোচন গঙ্গোপাধ্যায়। কারবার ব্যবস্থাপনার রূপরেখা। কলকাতা, দেবুক কনসার্ন, ২০০২।

৩. পীযূষকান্তি মহাপাত্র ও শতদ্রুশোভন চক্রবর্তী। গ্রন্থাগার প্রশাসন। ২য় সং। কলকাতা : দি ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৩।

৪. মিলন সরকার। গ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার প্রয়োগ ও গুরুত্ব। গ্রন্থাগার : বর্ষ ৫২, সংখ্যা ১০, ১৪১০।

৫. শকেরপ্রসাদ গুহ এবং বিকুলপদ মুখার্জী। ব্যবস্থাপনা। ৫ম সং। কলকাতা : নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ২০০২। পৃঃ ২৯৪-৩০৩।

৬. সঞ্জীব কুমার বসু। কারবার ব্যবস্থাপনা : কলকাতা, বি.এম. পাবলিকেশন, ২০০৪। পৃঃ ৩৭৪-৩৯০।

৭. Decenz David A and Robbins Stephen P. Personnel and human management – New Delhi. Printice Hall, 1996. P. 357-390.

৮. Ghosh Biswanath. Personnel management and industrial relations : Calcutta. World Press. 1982. P. 224-231.

৯. Leap, Terry L and Crino, Michoel D. Personnel and human resource management : New York. Macmillan, 1989. P.316-347

১০. Prasad, L M. Principles and practice of management : New Delhi. Sultan Chand, 2001. P. 523-546.

হাসাতে যাদের ধান্দা, পড়াতে তাদের ধান্দা

কাউকে হাসানোর, কাউকে ফাঁসানোর একমাত্র মাসিকপত্র

প্রতি সংখ্যায় সমরেশ মজুমদার, জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়র এবং "শনিবারের চিঠি" ও "অচলপত্র"র বর্ষীয়ান লেখকগণ।

ফুটপাথে সাত রঙে দাম: মাত্র ৮ টাকা

পত্রপাঠ

☎ 98300 52182
92315 59717

১০ জে, ফার্ন রোড
কলকাতা-৭০০ ০১৯

বার্ষিক সডাক গ্রাহক-চাঁদা মাত্র ১২০ টাকা। বছরের যে কোনো মাস থেকেই হওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি পুরস্কৃত অনাতম শ্রেষ্ঠ লিটল ম্যাগাজিন। বীরেন চন্দ সম্পাদিত প্রকাশিত হয়েছে। কালজয়ী সাহিত্যের মূল্যায়নে এই পত্রিকা নিরলস ভূমিকা পালন করে চলেছে। উপন্যাস সংখ্যার পর বাংলা ছোটগল্প-মূল্যায়নের চতুর্থ পর্ব। বাংলা গদ্যের প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গল্প ও তার মূল্যায়ন নিয়ে সূচনা। যা ইতিমধ্যেই বিদগ্ধজনের সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠান ঃ এস.বি.এ., বে বুক স্টোর, চে'জ, নন্দা উদ্যোগ, এক্সেলসিয়র, উষা, বোলা, জ্ঞানশ্রী, প্রজ্ঞা, পাতিরাম।

প্রকাশিত হয়েছে

বিষয় ঃ বাংলা উপন্যাস-বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (দুইখণ্ডে ১২০টি প্রবন্ধী উপন্যাসের আলোচনা। প্রায় দেড় হাজার পৃষ্ঠার বই) প্রতিখণ্ড ৩০০টাকা।

বিষয় ঃ বাংলা ছোটগল্প- বীরেন চন্দ সম্পাদিত। (১ম, ২য়, ৩য়)
প্রতিখণ্ডে কালজয়ী ২০টি ছোটগল্প ও তার বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রতিখণ্ড ২০০টাকা।

নির্বাচিত প্রবন্ধ-বীরেন চন্দ। রবীন্দ্রনাথ, ওমুলীউল্লাহ, আবু ইসহাক,শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখ লেখকদের মূল্যায়নে এবং উত্তরবঙ্গের মাটি-মানুষ, সমাজসংস্কৃতি, গ্রন্থাগার ও সাক্ষরতা বিষয়ক মৌলিক নিবন্ধ চর্চা, আর আছে স্মৃতিমেদুর ব্যক্তিগত্যে স্মরণ পুস্তক। দাম ১০০টাকা।

১৩ সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা (আই এস বি এন)

সোনালী ভাপ্‌সী

সংক্ষিপ্তসার – আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা ১০ সংখ্যা থেকে বেড়ে ১৩ সংখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে। কিভাবে ১৩ সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার প্রত্যেকটি কি ভাবে চিহ্নিত হয় ও পরিবেশিত সংখ্যা নির্ণয় তা এই রচনায় নির্দেশ করছে।

আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা একটি সংখ্যায়িত মানক পদ্ধতি যার দ্বারা বই চিহ্নিত করা হয়। প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার (১৯৬৯) উপর নির্ভর করেই আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার সৃষ্টি। আর্ন্তজাতিক মানক প্রতিষ্ঠান (আই এস ও-২১০৮), ১৯৭০। বর্তমানে ২০০৭, ১লা জানুয়ারী এই আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা ১০ সংখ্যা থেকে বেড়ে ১৩ সংখ্যায় সৃষ্টি হয়েছে।

ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও ভারতীয় মানক সংস্থা এই আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা ভারতে প্রবর্তন করেন। রাজা রামমোহন রায় এডুকেশনাল রিসোর্স সেন্টার, দিল্লী - এই সংস্থা ভারতে আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা দেন।

গঠন :- আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা ৪/৫টি বিভাগে বিভক্ত।

- ১৩ সংখ্যার আন্তর্জাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা - এ জি এস আই প্রিফিক্স (৯৭৮/৯৭৯)।
- দল চিহ্ন (ভাষা, দেশ, অনুযায়ী)
- প্রকাশক চিহ্ন
- পদ চিহ্ন
- পরিস্কায়িত সংখ্যা (চেক সংখ্যা)

৯৭৮ ৮১ ৭৫ ২৭ ৭ ৬৬ ৫

এন সংখ্যা দল চিহ্ন প্রকাশক চিহ্ন শিরোনাম চিহ্ন পরিস্কায়িত সংখ্যা

অংশ চিহ্ন ০ থেকে ৫ সংখ্যার হয়।

- ০/১ ইংরাজিভাষী দেশ
- ২ ফ্রান্সভাষী দেশ
- ৩ জার্মানভাষী দেশ
- ৪ জাপানভাষী দেশ

ইত্যাদি....

আমেরিকা ৬২৮০০০ সংখ্যক প্রকাশক সংহিতা প্রকাশ করেছে ২০০৭, যার মূল্য ৩০০ ডলার। যা বর্তমানে আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা এজেন্সি বিনা চাঁদায় ওয়েবসাইট থেকে দেখার সুযোগ দিচ্ছে না।

১৩ সংখ্যার পরিস্কায়িত সংখ্যা তৈরীর পদ্ধতি (আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার)

২০০৫ সালে আর্ন্তজাতিক সংস্থা এই ১৩ সংখ্যার আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার তৈরী করেন কিন্তু এটি কার্যকর হয় ২০০৭।

১৩ সংখ্যার মধ্যে প্রথম ১২টি বসানো হল, ইহার বাম দিক থেকে ডান দিকে ১ ও ৩ দিয়ে এই ভাবে গুন করে যেতে হবে, এই সংখ্যাগুলির যোগফল বার করে ১০ দিয়ে ভাগ করতে হবে যত ভাগশেষ বেড়বে সেই ভাগশেষ সংখ্যাটি ১০ থেকে বিয়োগ করে যে ফল বেড়বে তাই হবে পরিস্কায়িত সংখ্যা।

যেমন - ৯৭৮-০-৩০৬-৪০৬১৫ ৭

(৯·১) + (৭·৩) + (৮·১) + (০·৩) + (৩·১) + (০·৩) + (৬·১) + (৪·৩) + (০·১) + (৬·৩) + (১·১) + (৫·৩)

= ৯+২১+৮+০+৩+০+৬+১২+০+১৮+১+১৫

= ৯৩ / ১০

= ভাগফল ৯, ভাগশেষ ৩

= ১০-৩

= ৭

অতএব ৭ হল পরিস্কায়িত সংখ্যা।

১০ সংখ্যার পরিস্কায়িত সংখ্যা তৈরীর পদ্ধতি (আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার)

১০ সংখ্যার মধ্যে প্রথম ৯টি বসানো হল, ইহার বাম দিক থেকে ডান দিকে ১০ থেকে ১ এইভাবে কমতে কমতে (যেমন ৯,৮,৭,৬ ....) দিয়ে এই ভাবে গুন করে যেতে হবে, এই

সংখ্যাগুলির যোগফল বার করে ১১ দিয়ে ভাগ করতে হবে যত ভাগশেষ বেরবে সেই ভাগশেষ সংখ্যাটি ১১ থেকে বিয়োগ করে যে ফল বেড়বে তাই হবে পরিক্কায়িত সংখ্যা।

যেমন

০৩০৬৪০৬১৫ ২

(০x০) + (৩x৯) + (০x৮) + (৬x৭) + (৪x৬) + (০x৫) + (৬x৪) + (১x৩) + (৫x২)

= ০+২৭+০+৪২+২৪+০+২৪+৩+১০

= ১৩০

= ১৩০ / ১১ = ১১ ভাগশেষ ৯

= ১১ - ৯

= ২

সুবিধা

- বই অর্ডার দেওয়ার কাজে সুবিধা।
- দ্রুত কাজ সম্পন্ন করা যায়।
- বই এর সংগ্রহ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।
- সঠিক শিরোনাম সমন্বিত বই যোগান দিতে সুবিধা হয়।
- বানিজ্যিক নথি ও পরিসংখ্যাণ সম্পর্কে, প্রকাশক সরবরাহকারীগণের কাছ থেকে জানা যায়।
- শিরোনাম সম্পর্কিত খবর পরিচালনা করা সহজ হয়।

অসুবিধা

- এই সংখ্যার দ্বারা কোন বই তালিকা (বিবলিওগ্রাফি) করা যায় না।
- আগের সংস্করণের কোন সংখ্যা জানা যায় না।
- একই শিরোনামে থাকলেও পুনঃমুদ্রণ হলেও বইগুলির আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা পাল্টায় না।
- যখন একজন গ্রন্থাগারিক সরাবরাহকারীর কাজ থেকে সঠিক শীরোনামের আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার, বইটি চান, তখন সরাবরাহকারী অন্য সংস্করনের বই সরবরাহ করেন।
- আর্ন্তজাতিক, জাতীয়, স্থানীয় সংস্থা সঠিক ভাবে আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যার তালিকা ঠিক রাখতে পারে না।
- আর্ন্তজাতিক প্রামাণ্য গ্রন্থাঙ্ক সংখ্যা সাহায্য করে না ভারতে প্রকাশিত বইগুলি ভারতীয় গ্রন্থাগারে কিনতে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ডব্লু ডব্লু / আই.এস.বি.এন. ডট কম

২. নন্দদুলাল বসাক. ইন্টারন্যাশান্যাল স্ট্যান্ডার্ড বুক নাম্বারিং সিস্টেম ইন প্রাসপেক্টিভ আই.এল.এ. বুলেটিন, খণ্ড১৭, সংখ্যা ৩ এবং ৪, ১৯৮২।

বইমেলায় প্রকাশিত ডাঃ লুনা ঘোষের
ছোটগল্প সংকলন "বাইশ নম্বর"

"গল্পগুলো নিছক গপ্পো নয় টান টান গল্প হয়ে উঠেছে".... "পাঠকদের অন্য স্বাদ এনে দেবে"

..... সমরেশ মজুমদার

প্রাপ্তিস্থান : দে বুক স্টোর, কলকাতা

ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার ঃ একটি সমীক্ষা

শ্রীদেবব্রত রায়

(পঙ্কজা নাইডু কলেজ অফ মিউজিক, বর্ধমান)

'ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার' নন্-স্পনসর্ড গ্রন্থাগার হলেও তথ্য ও গ্রন্থাগার পরিসেবার ক্ষেত্রে বর্ধমান তথা পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট নাম। এই গ্রন্থাগারকে জানতে গেলে শহীদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি সম্পর্কে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন।

শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি পঃ বঃ সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন আক্ট অনুসারে ১৯৭৮ সালে রেজিস্ট্রিকৃত হয়। এর রেজিস্ট্রেশন নং এস/২২২৪০ অফ্ ১৯৭৮-৭৯। সেবা সমিতি ভবনটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৮ সালের ২৭শে মে। এটি বর্ধমানের বাবুরবাগ এলাকায় জি.টি. রোডে-র সন্নিকটে অবস্থিত। তখন এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ফকিরচন্দ্র রায়।

শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি জনস্বাস্থ্য আন্দোলনে বর্ধমান জেলায় একটি অগ্রণী সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। সেবা সমিতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হলেও এর প্রধান লক্ষ্য ছিল স্বাস্থ্য সচেতনতার প্রসার এবং জনশিক্ষা সম্প্রসারণ। এই দুই বিষয়কে সার্থকরূপ দেওয়ার জন্য সমাজ বিজ্ঞান চর্চা কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আর্থিক অস্বচ্ছলতার জন্য এর স্বার্থক রূপায়ণ সম্ভব না হলেও এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট ফকিরচন্দ্র রায়ের নামে ১৯৯৪ সালের ৬ নভেম্বর 'ফকিরচন্দ্র রায় স্মৃতি সাধারণ গ্রন্থাগার' স্থাপিত হয়।[১] গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করেন ফকিরচন্দ্র রায়ের সংগ্রামী সাথি সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী মহাশয়। জন্মলগ্ন থেকেই সমিতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই সাধারণ গ্রন্থাগার সাফল্যের সাথে জনসেবায় নিয়োজিত।

উদ্দেশ্য ঃ শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতির এই গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য হল সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখা, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা বিষয়ে আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা, সমাজ সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার সুযোগ দান, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া ইত্যাদি। এছাড়া আরও অনেক উদ্দেশ্য আছে যেমন —

ক) শিশুদের মধ্যে পাঠাভ্যাস তৈরী ও গ্রন্থাগার অভিমুখী করা।

খ) পাঠকদের মধ্যে কল্পনাশক্তি এবং সৃজনশীল ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলা ও তার ব্যবস্থা করা।

গ) শিল্পকলা ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির মাধ্যমে সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা।

ঘ) বয়স, লিঙ্গ, জাতি, ধর্ম, ভাষা, সামাজিক পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকলকে গ্রন্থাগারমুখী করা।

গ্রন্থাগার ভবন ঃ প্রায় ২০০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে সেবা সমিতি ভবনের তৃতীয় তলে এই সুন্দর গ্রন্থাগারটি অবস্থিত। এই গ্রন্থাগারটির সংলগ্ন একটি সুবৃহৎ সেমিনার কক্ষ আছে, যেখানে বসে পাঠকরা পড়াশোনা করতে পারে। সেমিনার কক্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার ভবনটি খুব সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং গ্রন্থাগারের প্রতিটি জিনিসই খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন যেটি পাঠককে আকর্ষণ করে থাকে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ঃ তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এছাড়া সাক্ষাৎকার পদ্ধতি, প্রশ্নোত্তর পর্ব, নিজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদি পদ্ধতি অনুসরণ ও কাজের সুবিধার জন্য সরকারি কাগজপত্র, অফিসের গুরুত্বপূর্ণ নথি ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ঃ ৬১২টি বই নিয়ে গ্রন্থাগার তার পদযাত্রা শুরু করলেও ২০০৭-০৮ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী এর সংগ্রহ দাঁড়িয়েছে ৭৭১০। এছাড়াও এই বছরে ৫৮৮টি বই দান করে গ্রন্থাগার কে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য অবসর প্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক মহাশয়। অধ্যাপক উপাচার্যের নিজস্ব সংগ্রহ থেকে যে বইগুলি পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই বর্ধমান জেলার স্থানীয় লেখকদের লেখা বই। গ্রন্থাগারের বই গুলিকে পাঁচটি বিভাগে[২] ভাগ করে সাজানো আছে। যেমন - সাধারণ বিভাগ :- গল্প, উপন্যাস, রচনাবলী, নাটক, ধর্ম, জীবনী মূলক এবং ভ্রমন বিষয়ক বইপত্র। রেফারেন্স বিভাগ :- উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি, ছাত্র, গবেষকদের জন্য কিছু বিশেষ বই। পাঠ্যপুস্তক বিভাগঃ- একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন রকম পাঠ্যপুস্তক। এছাড়াও

জয়েন্ট এন্ট্রান্স সহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার সাহায্যকারি বইপত্র এই বিভাগের বৈশিষ্ট্য।

শিশু বিভাগ ঃ- গ্রন্থাগারের এই বিভাগে শিশুদের উপযোগী গল্প, কিশোর উপন্যাস, কল্পবিজ্ঞান, রোমাঞ্চকর কাহিনী, ভ্রমন বিষয়ক বিভিন্ন বই আছে - যা শিশু মনের বিকাশে সাহায্য করে।

পত্রপত্রিকা বিভাগ ঃ- এই বিভাগে ২৩ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ পত্রপত্রিকা নেওয়া হয়। যেমন - ১। দেশ, ২। গ্রন্থাগার, ৩। নন্দন, ৪। E.P.W., ৫। পেশাপ্রবেশ, ৬। কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, ৭। পশ্চিমবঙ্গ, ৮। স্বাস্থ্য ও মানুষ, ৯। যোজনা (ধনধান্যে), ১০। Jojana, ১১। মার্কসবাদী পথ, ১২। Mainstream, ১৩। Competition master, ১৪। Competition Success (G.K), ১৫। Front line, ১৬। Marxist, ১৭। Chronicle, ১৮। All India Appointment Gazette, ১৯। Employment News, ২০। কর্মক্ষেত্র, ২১। গণশক্তি, ২২। আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩। শিক্ষা সমাচার। অন্যান্য সংগ্রহগুলির মধ্যে - রবীন্দ্র রচনাবলী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা সমগ্র, বনফুল রচনাবলী, সুবোধ ঘোষ রচনা সমগ্র, Documentation of the Communist Movement in India - 27 vols., Collected works of Lenin-45 vols Mcgraw Hill Encyclopaedia of Science & Technology, 20 vols., West Bengal District Gazetteers, ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ এর ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস - 4 vols. উল্লেখযোগ্য। বর্ধমানের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস নিয়ে লেখা কিছু দুষ্প্রাপ্য বই এর সংগ্রহ ও বর্ধমান জেলার উপর লেখা কেশীর ভাগ বই এই গ্রন্থাগারে আছে। গ্রন্থাগারের সম্মুখে একটি কক্ষে শিবশংকর চৌধুরীর স্মৃতি বিজড়িত ব্যবহৃত জিনিষপত্র নিয়ে একটি সংগ্রহশালা আছে।

গ্রন্থাগার কমিটি ঃ- অন্যান্য গ্রন্থাগারের মত এখানেও একটি গ্রন্থাগার কমিটি আছে। গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটি সেবা সমিতির পরিচালন কমিটি থেকে পৃথক। এই কমিটির কাজ হল পুস্তক নির্বাচন ও ক্রয়, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করা, গ্রন্থাগারের উন্নতি সাধন। বর্তমানে কমিটির সদস্য সংখ্যা ১৫।

গ্রন্থাগার কর্মী ঃ- বর্তমানে একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক (আংশিক সময়ের) আছেন। যিনি খুব সুন্দর সুষ্ঠভাবে গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষন, পরিচালনা এবং পাঠকদের বিভিন্ন বিষয়ে সহযোগিতা করেন। এছাড়া বর্তমানে একজন আংশিক সময়ের গ্রন্থাগার সহায়ক নিয়োগ করা হয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের সময় ঃ- সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২.৩০ মিঃ ও বিকাল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিঃ পর্যন্ত গ্রন্থাগার খোলা থাকে। তবে সোম ও শনিবার সকাল এবং বৃহস্পতিবার গ্রন্থাগার বন্ধ থাকে।

গ্রন্থাগার পরিসেবা ঃ- গ্রন্থাগার বিভিন্ন রকম পরিসেবা প্রদান করে। যেমন —

ক) পুস্তক লেনদেন ও পাঠকক্ষে বিভিন্ন বইপত্র, পত্রিকা, সংবাদপত্র ব্যবহারের মাধ্যমে পরিসেবা।.

খ) অনুলয় পরিসেবা।

গ) বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশেষ ধরনের তথ্য পরিসেবা প্রদান।

এখানে প্রাসঙ্গিক ও জীবনমুখী গ্রন্থাগার পরিসেবা দেওয়া হয়, যে জীবনমুখী পরিসেবা গ্রন্থাগারে পাঠক বৃদ্ধির অন্যতম উপায়।

পুস্তক লেনদেন ঃ- এখানে ব্রাউন চার্জিং সিস্টেম মেনে চলা হয়। পাঠকের সুবিধা এবং কর্মী সংখ্যা কম থাকার জন্য এখানে মুক্ত মঞ্চ ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। পাঠকের মনের মত বই খুঁজে পেতে কোন অসুবিধা হয় না। এখানে ইস্যু রেজিষ্টারে সই করে সদস্যদের বই দেওয়া হয় ও বই ফেরত দিলে রেজিষ্টারে নামটি কেটে দেওয়া হয়। বইপত্র ১৫ দিনের জন্য পড়তে দেওয়া হয়। বিশেষ প্রয়োজন হলে পুনরায় ইস্যু করা হয়। প্রতিদিন বইপত্র আদান প্রদান হয় প্রায় ২৫-৩০টি।

পাঠকক্ষ ঃ- এখানে একটি পাঠ কক্ষ আছে, যেখানে পাঠকরা নিজের পছন্দমত বইটি খুঁজে নিয়ে রিডিং রুমে বসেই পড়াশুনা করতে পারে এবং গ্রন্থাগারের সমগ্র সংগ্রহ সম্পর্কে জানতে পারে।

গ্রন্থাগার ব্যবহারকারী ঃ- গ্রন্থাগার সদস্য ছাড়াও সমাজের সকল স্তরের মানুষ এই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অধিকারী। যেমন ছাত্রছাত্রী, সাধারণ পাঠক, গবেষক ও উচ্চশিক্ষিত, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার পরীক্ষার্থী এমনকি শিশু ও গৃহবধূরাও গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। সদস্য নয় এমন ব্যক্তিরা গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে পারলেও তাদের গ্রন্থাগারে বসে পড়তে হয়, বইপত্র বাড়িতে নিয়ে যেতে পারে না।

সদস্য সংখ্যা ঃ- গ্রন্থাগারের মোট সদস্য সংখ্যা - ৬৬৯। সদস্যদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

যেমন-

দাতা সদস্য - ২৭ জন

আজীবন সদস্য - ২১৩ জন

সাধারণ সদস্য - ২৩৬ জন

ছাত্রছাত্রী সদস্য - ১৯৩ জন

টেকনিক্যাল কাজ ঃ গ্রন্থাগারে ডকুমেন্টস্ গুলি প্রথমে এ্যাকসেশন, তারপর বর্গীকরণ ও সূচীকরণ করা হয়। এখানকার কিছু বই প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় - এর 'বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ' ও কিছু বই ডি.ডি.সি ১৯তম সংস্করণ অনুযায়ী বর্গীকরণ করা হয়েছে এবং সূচীকরণ AACR - 2R অনুযায়ী করা হয়। ক্যাটালগ্ কার্ড গুলি বর্ণানুক্রমিক ভাবে এবং বইপত্র গুলি বিষয় অনুযায়ী আলমারিতে নিজেদের সুবিধামত করে রাখা আছে।

গ্রন্থাগারের আয় ঃ গ্রন্থাগারের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়, সেকারণে গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। গ্রন্থাগারের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার কাছে আর্থিক সাহায্য বিভিন্ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন সময়ে এসেছে। যেমন —

সাল	প্রতিষ্ঠান	টাকার পরিমান
1999-2000	RRRLF	45,000/-
1999-2000	Library & Mass Edu. Dept., Govt. of West Bengal	96,659/-
2001-2002	Burdwan Municipality	10,000/-
2001-2003	Governor's Discretionary fund	8,000/-
2005-2006	Library & Mass Edu. Dept., Govt. of West Bengal	50,000/-
2006-2007	Director of Library Services, Govt. of West Bengal	8,000/-
2007-2008	Prabir Roy Chowdhury and Amita Roy Chowdhury Memorial Trust	1,00,000/-
2007-08	Director of Library Service, Govt. of West Bengal	1,08,000/-

সদস্য চাঁদা বাবদ বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা আয় হয় এবং পত্রিকার দাম বাবদ কয়েকজন দাতা সদস্যদের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা পাওয়া যায়। এছাড়া বর্ধমান পৌরসভা, বর্ধমান বইমেলা কমিটি বিভিন্ন সময়ে সাহায্য করে থাকে। সর্বোপরি, সেবাসমিতি গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য প্রতিবছর ১৮,০০০ টাকা করে সাহায্য করে।

পুস্তক সংরক্ষণ ঃ গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন সংরক্ষণ বিভাগ নেই। শুধুমাত্র পুস্তক সংরক্ষণের জন্য ন্যাপথালিন, গ্যামাক্সিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

কম্পিউটার ঃ গ্রন্থাগারের আধুনিক প্রযুক্তিগত কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ব্যবস্থা নেই। ফলে আশুঃ গ্রন্থাগার সহযোগিতা ঠিকমত গড়ে ওঠেনি।

ফটোকপি ঃ গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন ফটোকপি মেশিন নেই। তবে পাঠক পাঠিকাদের সুবিধার জন্য ফটোকপির ব্যবস্থা করা হয়। প্রয়োজনে পাঠক পাঠিকারা নিজেদের প্রয়োজন মতো বিষয়টি খুঁজে নিয়ে নিজেরাই বাইরে থেকে ফটোকপি করিয়ে নেয়। গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য বই বাড়িতে ইস্যু করা হয় না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কপি করতে দেওয়া হয় যাতে পাঠকের সুবিধা হয়।

গ্রন্থাগারের কার্য সম্প্রসারণ ঃ এখানে বছরের বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, কর্মশালা, বক্তৃতামালা, রক্তদান শিবির ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান গুলিতে বিশেষ বিষয় বিশেষজ্ঞকে নিয়ে আসা হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব এখানে সেমিনার করেছেন, যেমন - শ্রী নিরুপম সেন-শিল্পমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী অরিন্দম কোঙার, প্রয়াত শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী, গ্রন্থাগার আন্দোলনের জনক প্রয়াত অধ্যাপক প্রবীর রায়চৌধুরী, অধ্যাপক অমিত কুমার মল্লিক-প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী - বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার মন্ত্রী নিমাই মাল প্রমুখ। এই সমস্ত বিভিন্ন রকম কর্মসূচি গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

সমস্যা ঃ কোন প্রতিষ্ঠানই সমস্যা মুক্ত নয়। এই প্রতিষ্ঠানও তার ব্যতিক্রম নয়। প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ সমস্যার মধ্যে আর্থিক সমস্যা প্রধান হওয়ায় গ্রন্থাগারের নিজস্ব কোন ভবন গড়ে ওঠে নি। গ্রন্থাগারে কোন পূর্ণসময়ের কর্মী না থাকায় কাজের খুব অসুবিধা হয়। গ্রন্থাগারে বই পত্রের তুলনায় আলমারির সংখ্যা কম। অপ্রতুল জায়গার জন্য বিশেষ বইপত্রগুলি ডিসপ্লে করা যায় না।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা ঃ একটি ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিসেবা

(Mobile Library Service) ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং ডিজিটাল লাইব্রেরির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করেছে। এছাড়াও কেরিয়ার গাইডেন্স সেক্শন এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ বিভাগ খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি কার্যকর হলে গ্রন্থাগার আরও উন্নত রূপে নিজেকে তুলে ধরে অত্যাধুনিক পরিসেবা প্রদানে সক্ষম হবে।

মূল্যায়ন ঃ গ্রন্থাগারের অর্থাভাব, স্থানাভাব, দুষ্প্রাপ্য বই ব্যবহারের অসুবিধা, অত্যাধুনিক কম্পিউটার ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি পাঠককুলকে গ্রন্থাগার বিমুখ করলেও ইন্টারনেট ব্যবস্থা চালু হলে অন্যান্য গ্রন্থাগারের সাথে যোগ সূত্র স্থাপিত হবে, তত্ত্বের আদান প্রদান ঘটবে, আশু: গ্রন্থাগার সহযোগিতা পাঠককে আকৃষ্ট করবে বলে আশা করা যায়। গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ বইপত্রগুলি সংরক্ষণের জন্য বাতানুকূল ব্যবস্থা খুবই জরুরী। এই প্রতিষ্ঠান থেকে একটি নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করা উচিত যাতে প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক চিত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

জনশিক্ষা প্রসারে নানা ব্যক্তি ও সংস্থা থেকে আর্থিক সহায়তা আমাদের এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থ সংখ্যা বাড়াতে সাহায্য করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকর্তা, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থার কাছ থেকে আর্থিক অনুদান পেলে গ্রন্থাগারটিকে আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। তবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় যে - এই সমস্ত ছোটখাটো সমস্যাগুলি দূর করতে পারলে এই গ্রন্থাগার সমাজে এক বিশেষ আসন লাভ করবে। গ্রন্থাগার তথা ভান্ডারে পরিণত হবে, নতুন দিগন্ত খুলে শিক্ষায় জোয়ার আনবে। আধুনিক উন্নত তথ্য পরিসেবা দিয়ে পাঠককে সন্তুষ্ট করে গ্রন্থাগার তার নিজস্ব উদ্দেশ্য পূরণে সক্ষম হবে।

তথ্যসূত্র ঃ

1. Saheed Shibsankar Seba Samity: 17th Annual General Meeting. Secretary's Report. 1994-95. p.8.
2. শহিদ শিবশঙ্কর সেবা সমিতি : ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা - সম্পাদকের প্রতিবেদন ২০০৭-০৮, পৃষ্ঠা-১১-১২।
3. Saheed Shibsankar Seba Samity: Annual Report, 2006-07.
4. Fakir Chandra Roy Smriti Granthagar: Annual Report, 1999-2000.
5. Office record of Fakir Chandra Roy Smriti Sadharan Granthagar.

ভ্রম সংশোধন

গ্রন্থাগার পত্রিকার নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলির মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত।

যা আছে	সংখ্যা	যা হবে
(অ) সম্পাদকীয় (পঞ্চম বেতন কমিশন) বিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বেতন - যা সুপারিশ করা হয়েছে	বর্ষ - ৫৮, সংখ্যা - ৭ অগ্রহায়ণ, ১৪১৫	
(১) স্নাতকোত্তর + বি. লিব. আই. এস. সি. টা. ৮,৭০০ – ৩৪,৮০০ উৎসহ গ্রেড পে টা: ৪,২০০		(১) শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন কাঠামো (স্নাতকোত্তর+বি.টি./বি.এড)
(২) যেকোন বিষয়ে অনার্স + বি. লিব. আই. এস. সি. টা. ৮,৭০০ – ৩৪,৮০০ + গ্রেড পে টা. ৪,২০০		(২) শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন কাঠামো (যেকোন বিষয়ে অনার্স+বি.টি./বি.এড)
(৩) স্নাতক + বি. লিব. আই. এস. সি. টা. ৪,৮৬০ – ২০,২০০ + গ্রেড পে টা. ২,৮০০		(৩) শিক্ষকদের সমতুল্য বেতন কাঠামো (স্নাতক + বি.এড)
(৪) স্নাতক + গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট টা. ৪,৮৬০ – ২০,২০০ + উৎসহ গ্রেড পে টা. ২,৮০০		(৪) টা. ৪,০০০ – ৮,৮৫০
(অ) সূচিপত্র/CONTENTS	বর্ষ - ৫৮, সংখ্যা - ১১ ফাল্গুন, ১৪১৫	পঞ্চম বেতন কমিশন-
(১) পঞ্চম পে কমিশনের রিপোর্ট		বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক
(২) 5th Pay Commission report		দেয় স্মারকলিপি
		5th Pay Commission - submitted by Bengal Library Association

বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ইতিহাস

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন, শ্রীখণ্ড, বর্ধমান :

বর্ধমানের কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামে ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন ২১-২৩ শে এপ্রিল, ১৯৬৭ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়।

গত ২১ এপ্রিল স্থানীয় শ্রীখণ্ড উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে সুসজ্জিত মঞ্চে অপরাহ্ণ ৫-৩০ ঘটিকায় একবিংশ (ত্রয়োদশ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধন করেন জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক যাদব মুরলীধর মূলে।

নির্ধারিত উদ্বোধক অসুস্থতার দরুন উপস্থিত হতে না পারায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রী মূলে।

স্থানীয় শিল্পী কর্তৃক উদ্বোধনী সঙ্গীত হবার পর সম্মেলনের নির্ধারিত সভাপতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডঃ সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় দিয়ে তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অন্যতম সভাপতি প্রমীলচন্দ্র বসু।

শ্রী মূলে তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, বহুদিন থেকেই তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সদস্য। শ্রীচৈতন্যের লীলাভূমি শ্রীখণ্ডের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পেরে তিনি আনন্দিত। গ্রন্থাগারিকরা নির্বাচন ব্যাপারে পারদর্শী, সম্মেলনের সভাপতিরূপে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সুবিমল কুমার মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচনও তাঁরা ভুল করেন নি। তিনি যে সঠিক ভাবে এই সম্মেলন পরিচালিত করবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু ভারতবর্ষেই নয় সারা ভারতে একটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান। এই পরিষদের সঙ্গে কুমার মৃণীন্দ্র দেব রায় মহাশয়, তিনকড়ি দত্ত, প্রমুখ গ্রন্থাগার আন্দোলনের নিষ্ঠাবান কর্মীর নাম জড়িত। জাতীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে বরাবরই এই প্রতিষ্ঠানের সম্পর্ক রয়েছে। মিঃ চ্যাপম্যান থেকে এর শুরু। ১৯৩৩ খৃঃ যখন খান বাহাদুর আসাদুল্লা জাতীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ছিলেন তখন শ্রী মূলে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্মেলন উপলক্ষে কলকাতায় এসেছিলেন এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনেও উপস্থিত ছিলেন। এবারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে আসতে পেরে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত।

শ্রী মূলে বলেন, মিঃ চ্যাপম্যান থেকে যার শুরু এবং জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রায় সকল গ্রন্থাগারিকই এই মহান সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এসেছেন, তিনিও আজ এখানে উপস্থিত হয়ে তাঁর কর্তব্য পালন করতে পেরে আনন্দিত।

অতঃপর তিনি গ্রন্থাগার সহযোগিতা, আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক বিনিময়, যৌথ সূচী প্রণয়ণ এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত পত্রিকা বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন।

তিনি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকাটির প্রশংসা করে বলেন যে এই পত্রিকাটি দীর্ঘ ১৬ বছর যাবত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিষয় সমূহ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে সম্প্রতি যে সূচীপত্র দেওয়া হচ্ছে তার খুব প্রয়োজন ছিল। তিনি বলেন, দু'এক লাইনে প্রতিটি প্রবন্ধের যদি সারসংক্ষেপ এই সঙ্গে দেওয়া হয় তবে ভালো হয়। এছাড়া বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ সম্পর্কেও তিনি উচ্চ প্রশংসা করেন। পরিষদ প্রকাশিত পুস্তক সম্বন্ধে তিনি বলেন যে পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বিশেষ করে তিনি বাণী বসুর শিশু সাহিত্য গ্রন্থপঞ্জী বইটির কথা উল্লেখ করেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নিত্যানন্দ ঠাকুর তাঁর ভাষণে গত ১৬ বছরে এই লাইব্রেরিতে যত ডিরেক্টর এসেছেন তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরিষদের নানাবিধ শিক্ষামূলক কর্মধারার সাফল্যে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

প্রমীলচন্দ্র বসু বলেন, ১৯২৫ সাল থেকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম দিকে সম্মেলন কলকাতা শহরেই হয়েছে। তারপর এই আন্দোলন ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জেলায় জেলায় সম্মেলনের অনুষ্ঠান করা হয়।

১৯৪৪ সালে একবার বর্ধমানে গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়েছিল। এই ধরণের সম্মেলনের সার্থকতা এই যে সম্মেলনে ভাবের আদান প্রদান হয় এবং নতুন চিন্তাধারা জন্মলাভ করে। প্রতিবারই সম্মেলনে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এবারে বৃটিশ কাউন্সিল, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং নিজ বালিয়া সবুজ পাঠাগার প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সবুজ পাঠাগারের প্রদর্শনীটি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় সম্মেলনে প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী পাঠ করেন। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে যাঁরা শুভেচ্ছাবাণী পাঠান তাঁরা হলেন : স্বদেশ থেকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, বিশ্বভারতীর উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, পঃবঃ মধ্যশিক্ষা পরিষদের সভাপতি জে.এন.মল্লিক। ইয়াসলিকের অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক গোবিন্দভূষণ ঘোষ, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বি মালিক, ডাঃ জে এন মুখার্জী, কলিকাতা, ডঃ এস আর রঙ্গনাথন, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জাতীয় অধ্যাপক, এস বসিরুদ্দিন, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক, মোহন সিং, সভাপতি ইন্ডিয়ান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ সম্পাদক মহারাষ্ট্র গ্রন্থাগার সঙ্ঘ, বিজয় কুমার ব্যানার্জী, স্পীকার পঃবঃ বিধানসভা, এন সি চক্রবর্তী, গ্রন্থাগারিক অর্থমন্ত্রক, দিল্লী, এ পি ত্রিপাঠী, সাধারণ সম্পাদক, ইউ পি লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন, সাধারণ সম্পাদক, কেরালা গ্রন্থশালা সঙ্ঘ, ডিরেক্টর অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, হেমচন্দ্র গুহ, উপাচার্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, বি বি মিশ্র, ইনসডক, নয়াদিল্লী এবং বিদেশ থেকে — সি ভি পেন্না, চীফ ডিভিশন অব ডেভেলপমেন্ট অফ ডকুমেন্টেশন লাইব্রেরি অ্যান্ড আরকাইভস, ইউনেস্কো, প্যারিস, এন কুইনলি নামফোর্ড, লাইব্রেরিয়ান, লাইব্রেরি অব কংগ্রেস, ওয়াশিংটন, ডেপুটি ডাইরেক্টর, স্টেট অর্ডার লেনিন লাইব্রেরি, মস্কো ইউ এস এস আর টমাস আর বুকম্যান, ডিরেক্টর, ইন্টার ন্যাশনাল বিসনেস অফিস, আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন; এইচ ম্যাকেনা, প্রেসিডেন্ট স্পেশাল লাইব্রেরিজ অ্যাসোসিয়েশন, নিউ ইয়র্ক, ডেভিড, এইচ ক্লিফট, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, আমেরিকান লাইব্রেরিয়ান এসোসিয়েশন।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন ২২ এপ্রিল সকাল ৭-৩০টা প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। প্রথমে তিনি এই অধিবেশনের কার্যপদ্ধতি বর্ণনা করেন। আলোচনাকে দুভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমে মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা ও পরে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা হবে বলে স্থির হয়। যাঁরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তাঁরা পূর্বেই নাম-ঠিকানা নিয়ে সভাপতিকে দেন।

মূল প্রবন্ধের উপস্থাপনার মুখবন্ধরূপে সভাপতি বলেন গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ধারণা সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তনশীল। গ্রন্থাগার আজ শুধু অবসর বিনোদনের সঙ্গী নয়, পণ্ডিতের আশ্রয় মাত্র নয়, আজ জীবনের সর্বস্তরে গ্রন্থাগার ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গ্রন্থাগারের এই ব্যাপকতায় আজ গ্রন্থাগার শুধু গ্রন্থ সমাবেশ মাত্র নয় গ্রন্থসম অন্য বস্তু দ্বারা নিরক্ষর ব্যক্তিদের পরম সহায় রূপেও গ্রন্থাগার দেখা দিয়েছে। আত্মশিক্ষা চর্চায় গ্রন্থাগার সহায়ক হতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষে আত্মশিক্ষার সুযোগ না থাকলে সদ্য সাক্ষরের তাঁদের অধিগত বিদ্যা ভুলে যাবেন এবং বিপুল অপব্যয় হবে। আদ্বিক শিক্ষা প্রসারের সুযোগদানে গ্রন্থাগারকে অগ্রসর হতে হবে।

মূল প্রবন্ধ উত্থাপন করেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, বিগত পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্য গুলির তুলনায় অগ্রসর হয়েছে কিন্তু গ্রন্থাগারগুলির অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। জনমত গ্রন্থাগারমুখীন নয়। সরকারের বরাদ্দ টাকায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থ ক্রয় ক্ষমতা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য কি করা হয়েছে এবং আরো কি করা প্রয়োজন আমরা আজ তাই বিচার করব। শতকরা ৭০ জন নিরক্ষর দেশবাসীকে বাদ দিয়ে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা হতে পারে না। শ্রব্য ও দৃশ্যের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে নিরক্ষরদের কাছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা উপযোগী হতে পারে।

তিনি আরও বলেন, দেশে একাধারে কমিউনিটি সেন্টার ও তথ্যকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। এজন্য বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে সমন্বিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। গ্রন্থাগার কেবলমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয়ে থাকবে না। সরকারি সকল কর্ম তৎপরতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের অঙ্গাঙ্গীভাবে যোগ থাকা চাই, জনসংযোগের অভাবে আমাদের পরিকল্পনাগুলি আরোপিত মাত্র হয়েছে সাঙ্গীকৃত হয়নি। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

তিনি বলেন, বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বই প্রকাশিত না হলে বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব নয়। দেশের উন্নতির সঙ্গে গ্রন্থাগারের একান্ত যোগ রয়েছে।

অতঃপর প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, শম্ভু চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র পাল, মঙ্গল প্রসাদ সিংহ, রাম রঞ্জন ভট্টাচার্য, সত্যব্রত সেন, অশ্বিনী কুমার বেরা, নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, অশ্বিনী সেন, মঞ্জুকেশ ভট্টাচার্য, অরুনাংশু সেনগুপ্ত, সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রতিনিধিদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তরে জবাবী ভাষণে বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, মূল প্রস্তাবের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। গ্রামীণ ও জেলা কমিশন পঠনের প্রস্তাবে তিনি সমর্থন জানান। লাইব্রেরিগুলি যাতে অধিকতর অর্থ সাহায্য পায় তিনি বলেন, তার জন্য আবেদন জানাতে হবে। পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রয়োজন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারাকে আরও প্রসারিত করে দিতে হবে। এজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ক্যাম্প ট্রেনিং-এর পুনঃপ্রবর্তন করতে হবে। জেলায় জেলায় পরিষদের সদস্যরাই পরিষদের প্রতিনিধি রূপে কাজ করবেন।

প্রথম অধিবেশন দ্বিতীয় পর্যায় সময় ২২শে এপ্রিল সকাল ১০টা

প্রবীর রায় চৌধুরী আগামী ২৬শে এপ্রিল রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময়ে গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন মর্যাদা সম্পর্কে যে স্মারকলিপি দেওয়া হবে তা সভায় পাঠ করা হয়।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বেতন ও মর্যাদার বিষয় নিয়ে দীর্ঘকাল যাবত সভা-সমিতি হয়েছে, স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। এই স্মারকলিপিতে গ্রন্থাগারিক ছাড়াও সকল শ্রেণীর কর্মীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৬৪ র এপ্রিলে চলতি বেতন ক্রমের সুরাহা হয়নি। চালু বেতনক্রমের অসামঞ্জস্য রয়েছে। সার্ভিস রুল-এর প্রবর্তন প্রয়োজন।

(ক) সুপারিশ (১) নতুন বেতনক্রম (পুরুলিয়া সম্মেলনে গৃহীত) (২) গ্রন্থাগার কর্মীদের সরকারি কর্মীদের মত সবরকম সুযোগ দান (৩) স-বেতন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা (৪) কর্মীদের সন্তানদের বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ (৫) গ্রন্থাগার কমিটিগুলির পুনর্বিন্যাস (৬) শীতকালীন ভাতা।

(খ) ইউ জি সি অধিকাংশে ব্যবস্থার গ্রহণ করবেন। তাঁদের সুপারিশ কার্যকর হওয়া প্রয়োজন। স্পনসর্ড কলেজের সংগ্রহ ভিত্তিক বেতনক্রম অবৈজ্ঞানিক। প্রাইভেট কলেজের বেতনহার সর্বত্র সমান নয়। গভর্ণমেন্ট কলেজের সুখ সুবিধায় তারা বঞ্চিত। Prof. in charge প্রধান হওয়া মর্যাদা হানিকর। অবিলম্বে দূর করা উচিত। অন্যান্য কর্মীদের নতুন বেতনক্রম চালু করতে হবে। কলেজ কাউন্সিলের সভ্য হলেন গ্রন্থাগারিক, সিকিউরিটি প্রথা অযৌক্তিক। সরকারি অর্থ বিভাগ এর বিপক্ষে। বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্য প্রতি স্কুলে চাই শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক। Teacher in charge প্রথার অবসান চাই। বেতনক্রম শিক্ষকদের সমান হতে হবে। বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ন্যূনতম বিক্রয় গ্যারান্টি — বিভিন্ন বিষয়ের লেখক গোষ্ঠী দ্বারা বই লিখিয়ে সেই বই বিভিন্ন গ্রন্থাগারে (প্রায় ৩৫০০/ ৪০০০) মধ্যে যদি ১০০০/২০০০ বই ও বিক্রী হয়। সরবরাহের আশ্বাসে ভাল বই বেরোবে। এক কথায় সময়োপযোগী বই। তিনি প্রকাশকদের কাছে এই প্রস্তাব রাখেন।

জানকী নাথ বসু বলেন রয়ালটি, ট্রেড ডিসকাউন্ট প্রভৃতি UK, USA তে বই বিক্রী অনুসারে দেওয়া হয়। এদেশে এখনও এটা চালু নয়। কেরলের মত রয়ালটি, ট্রেড ডিসকাউন্ট দেওয়া সর্বত্র সম্ভব নয়। ছাপার মানের কথা তুললে আপনাদের 'গ্রন্থাগার' তো তৃতীয় শ্রেণীরও নিম্নে।

পুস্তক প্রকাশন - পুস্তক ব্যবসা সঙ্কটমুখীন। প্রকাশক সর্বত্র ব্যবসায়ী দৃষ্টি সম্পন্ন। সিরিয়াস বই নেশার বশেও প্রকাশিত হয়। পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক জাতীয়করণ হওয়ায় বিরাট ব্যবসা পুস্তক বিক্রেতার হাত ছাড়া। অমিয়বাবুর মতে middle man দের অবস্থা উন্নত এ তথ্য সত্য নয়। বোর্ড কিছু বই একচেটিয়া করেছে। UK, USA অপেক্ষা আমাদের দেশে কাগজের দাম ৩০% বেশি। ELBS এর পুস্তক ও অন্যান্য আমেরিকান বই বিশ্বের under developed দেশে ব্যবসা জালে বিস্তৃত করেছে। PL 480 মতই বেড়াজালে আমাদের বই শিল্প এতে জড়িয়ে পড়েছে। বাংলা পুস্তকশিল্প বাঁচাতে এইগুলি বন্ধ করা দরকার। আমদানী বন্ধ করার প্রয়োজন নেই তবে বই শিল্পে বিদেশী অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া উচিত। একচেটিয়া ব্যবসায় বই ধরাবার খরচ নেই সরকারি বই ভুলে ভর্তি। জাতীয়করণের বই ছাপা হয় বিনা মূল্যের উপহারের কাগজে। কম দামই পুস্তক শিল্পের একমাত্র বাঁচার উপায় নয়। কম দামে বিদেশী বই এর প্রকাশনে চিন্তার স্বাধীনতা কিছু ক্ষেত্রে

ব্যাহত হতে বাধ্য। প্রকাশন সমিতি সরকারের সাহায্য চান। না হলে জাতীয় সংস্কৃতি দেউলিয়া হয়ে যাবে। দিল্লীতে National Book Production এর আগামী সভায় এ বিষয় উত্থাপিত হবে। বর্তমানের কটি কালের গতিতে পরিবর্তিত হবে। Books in print এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশন সংস্থা গ্রন্থাগার পরিষদের সকল প্রকার আন্দোলনে যোগদান দ্বারা পঠন-পাঠনের প্রসার ও পুস্তকশিল্পকে বাঁচাবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

বাণী বসু ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাত্রে শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতির বালকবালিকাদের ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান ও স্থানীয় আদিবাসীদের নানান নৃত্য প্রতিনিধি ও দর্শকদের বিশেষ আনন্দ দেয়।

সমাপ্তি অধিবেশন ২৩ এপ্রিল সকাল ৮টা ডঃ সুবিমল মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন।

(১) মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় সমর্থন করেন প্রবীর রায় চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(২) বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন প্রবীর রায় চৌধুরী সমর্থন করেন সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

(৩) বাংলা বই গ্রন্থাগারিক দৃষ্টিতে প্রস্তাবক সৌরেন্দ্র মোহন গঙ্গোপাধ্যায় সমর্থক প্রবীর রায় চৌধুরী। প্রস্তাব গৃহীত হয়।

(৪) পুঁথিপত্র সংরক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গুধাংশু শেখর চট্টোপাধ্যায় সমর্থন করেন প্রবীর রায় চৌধুরী।

(৫) শ্রীখণ্ড চিন্ত মন্দির পাঠ্য মন্দিরের শম্ভুনাথ চ্যাটার্জীর প্রস্তাব কৌমুদিভূষণ ভট্টাচার্য উত্থাপন করেন। সমর্থন করেন নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়। বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, বাণী বসু, প্রমীলচন্দ্র বসু প্রমুখ এই প্রস্তাবের বিষয়ে আলোচনা করেন। বিষয়টি কমিটিতে বিবেচনার জন্য সত্যব্রত সেনের সংশোধনী প্রস্তাব মূল প্রস্তাবক সমর্থন করেন।

সভাপতির বিদায়ী ভাষণ — তিনি বলেন, বিদায়ের সময় স্বভাবতই ব্যথার সঞ্চার হয়। সর্বভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় সম্মেলনে আমি প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত থেকেছি। সেখানেও ১০০ থেকে ১৫০ প্রতিনিধি হয়। বাংলাদেশের গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রতিনিধির সংখ্যা দেখে আমি আশান্বিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার যোগ আছে। কিন্তু বাংলা দেশের গ্রামীণ গ্রন্থাগারের প্রকৃত রূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা আমি পেলাম এই সম্মেলনে এসে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হবার যদি সুযোগ পাই তবে সৌভাগ্য মনে করব। গ্রামীণ, জেলা বা বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রকৃত চেহারায়কি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ তা তুলে ধরেছেন। প্রতি গ্রামে বা প্রতি অঞ্চল পঞ্চায়েতে যে সব গ্রন্থাগারিক আছো তাঁরা প্রতিনিধি হিসেবে সম্মেলনে এসে আলোচনা করুন। সরকার অবহিত হোন। মাত্র ২ দিনের জন্য অবস্থান কিন্তু এখানে এসে অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছি। উদ্যোক্তাদের তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শেষ প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা হয়ে ভালই হয়েছে। শুধু গ্রন্থাগারকে নিয়ে সম্মেলনে অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তিনি অভ্যর্থনা সমিতি স্থানীয় সকলকে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে কৃতজ্ঞতা জানান।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বলেন, সভাপতি মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসে এখানকার অধিবাসীরা ধন্য হয়েছে। তিনি ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য মার্জনা ভিক্ষা করেন। গ্রামে সম্মেলন করার ব্যবস্থা সুন্দর কিন্তু গ্রামের লোকের সঙ্গে ভাবের আদান প্রদান না হলে সম্মেলন কতদূর সফল হবে সন্দেহ। গ্রামের অধিবাসীদের সমস্যা আলোচনার জন্য যদি কিছু সময় সম্মেলনে রাখা হয় তবে ভাল হয়। এই সম্মেলনে শ্রীখণ্ড পাঠামন্দির সহযোগিতা করেছেন। আমাদের মধ্যে তাঁরাও রয়েছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রমীলচন্দ্র বসু। তিনি বলেন ধন্যবাদ দেওয়া বাহুল্য এই সম্মেলনে আমরা একাত্ম হয়েগেছি। কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়াই রীতি। বিদায় নেবার কালে স্থানীয় সকলের সহযোগিতার কথা মনে পড়ছে। বাড়িতে যেসব সুখ স্বাচ্ছন্দ তা সম্মেলনে পাওয়া যায় না। কিন্তু মনে হয়েছে আমরা বাড়িতেই আছি। সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়ের নিরলস তত্ত্বাবধানে মুগ্ধ হয়েছি। শ্রীখণ্ডের বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁদের গুধানে সম্মেলন করতে দিয়ে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সেজন্য তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। স্থানীয় পাঠা মন্দির তাঁদের আতিথ্য। গ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়ে দেখানো সত্যিই উল্লেখযোগ্য। শ্রীখণ্ড জনস্বাস্থ্য সমিতি, শ্রীখণ্ডের অধিবাসীরা পরঃ সরকারের লোকরঞ্জন শাখা প্রত্যেকের কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। একদিনের আনন্দের ব্যতিক্রম হয়েছে পাঠা মন্দিরের প্রস্তাবে। কিন্তু মতান্তর হলেই মনান্তর হবে এমন কোন কথা নেই।

পুস্তক প্রকাশন সমিতির সম্পাদক, যে সকল প্রকাশকরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, যাঁরা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, বঙ্গীয় পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক সমিতি, বৃটিশ কাউন্সিল। নিজবালিয়া সবুজ পাঠাগারে সকলকে ধন্যবাদ।

সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় নানা কাজ থাকা সত্ত্বেও এ তিনদিন এখানে কাটিয়ে গেলেন সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি একনিষ্ঠ গ্রন্থাগার অনুরাগী বলেই এটা সম্ভব হয়েছে। এরপর একবিংশ সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ ঃ

১। পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রস্তাব।

(ক) চতুর্থ পরিকল্পনাকালে প্রাথমিক শিক্ষা ও নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযানকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

(খ) নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগারগুলিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের দায়িত্ব ও সর্ববিধ সাহায্যের ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করতে হবে।

(গ) প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং সদ্য সাক্ষরদের চাহিদা পূরণের জন্য নানাবিধ পুস্তক ও পত্র পত্রিকাদি প্রকাশনের সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা রাজ্য সরকারকে গ্রহণ করিতে হইবে।

(ঘ) বিদেশী পুস্তকের বাংলা ভাষায় অনুবাদ গ্রন্থাগারের মাধ্যমে ঐ সকল গ্রন্থ পাঠের সুযোগ দানের পরিকল্পনা রাজ্য সরকার পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সংস্থা গ্রন্থাগার পরিষদের সার্থক করে তুলতে হবে।

(ঙ) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠন, পরিচালন ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন অধিকর্তার অধীনে একটি পৃথক ডাইরেক্টরেট গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারগুলিকে এই ডাইরেক্টরেটের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে।

(চ) জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সমীক্ষণ, সমুন্নতি সংযোগরক্ষা প্রভৃতি উদ্দেশ্যে গঠিত জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গুলি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সঙ্গে সমন্বিত করতে হবে।

(ছ) গ্রন্থাগার গুলিকে অর্থ সাহায্যের উপযুক্ত ব্যবস্থাকরে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার করতে হবে।

(জ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির ন্যায় একই নীতির উপর ভিত্তি করে সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কমিটি গুলিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনর্গঠিত করতে হবে।

(ঝ) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার শীর্ষে এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারকে সর্বনিম্নে রাখিয়া এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার একটি সুসংবদ্ধ পিরামিডের মত কাঠামো গড়িয়া তুলিতে হইবে। এজন্য যথোচিত গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করিতে হইবে।

(ঞ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত অভিজ্ঞ কর্মী ছাড়া কাহারও গ্রন্থাগার পরিদর্শনের অধিকার থাকা উচিত নয়। সমাজ শিক্ষা সংগঠকদের এবং গ্রামসেবক, গ্রামসেবিকা দ্বারা গ্রামীণ গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের নির্দেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করিতে হইবে।

(ট) চতুর্থ পরিকল্পনা কালে এই রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নলিখিতরূপ হওয়া প্রয়োজন।

১. প্রতিটি পৌর ও মহকুমা শহরে একটি করিয়া গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

২. প্রতিটি অঞ্চল পঞ্চায়েত এলাকায় একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

৩. ২৫০০০ অধিক জনসংখ্যা সম্বলিত গ্রামে একটি করিয়া গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করিতে হইবে।

২। বেতন ও পদমর্যাদা সংক্রান্ত প্রস্তাব

(১) সর্বস্তরের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা এবং অন্যান্য দাবী সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে স্মারকলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন, এই সম্মেলন তাহা অনুমোদন করিতেছে এবং এই স্মারকলিপি কার্যকরী করার জন্য মন্ত্রিসভা ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাইতেছে।

(২) রাজ্য পে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাজ্য সরকার পুস্তক সংখ্যাকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারণের জন্য যে অলৌকিক ও অবৈজ্ঞানিক নীতি স্থির করিয়াছেন তা যে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃত্তিগত জ্ঞান। দায়িত্ব গ্রন্থাগারের প্রকৃতি, আয়তন ও কার্যধারার প্রভৃতি নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন নির্ধারিত হওয়া উচিত।

(৩) সম্মেলন বিভিন্ন গ্রন্থাগারের কর্মীদের নিকট হইতে যে সিকিউরিটি ডিপোজিট গ্রহণের প্রথা আছে তাহা অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছে। এই প্রসঙ্গে ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির একটি সুপারিশ এবং ভারত সরকারের অর্থবিভাগের একটি নির্দেশ নামার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে।

(৪) কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ব্যতীত গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থ পাঠাইবার জন্য গ্রন্থাগারিককে দায়ি করা উচিত নয়।

(৫) সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের কর্মীদের বেতন সরাসরি তাঁহাদের নামেই প্রেরণ করা উচিত।

(৬) গ্রামীণ, মহকুমা, শহর প্রভৃতি গ্রন্থাগারগুলির পরিদর্শনের ও তত্ত্বাবধানের অধিকার জেলা গ্রন্থাগারিককে দেওয়া হউক এবং এজন্য যাতায়াতের খরচ সরকারি তহবিল হইতে দেওয়া হউক।

(৭) সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার কর্মীদের দ্রুত শিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হউক। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য শিক্ষণ কেন্দ্রে কর্মীদের সবেতন ডেপুটেশন প্রেরণের দাবী জানাইতেছে যে :

১। তাঁহারা যেন গ্রন্থাগারের পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য সমৃদ্ধ বাংলা গ্রন্থে পরিবেশন করেন।

২। বাংলা বইয়ের আখ্যাপৃষ্ঠার সম্মুখ পাতার বা আখ্যাপৃষ্ঠার অপর পার্শ্বে বইয়ের লেখকের ও প্রকাশকের নাম, বইয়ের বিষয়, প্রকাশকাল ও মূল্য রোমান হরফে ইংরেজী ভাষায় দেওয়ার প্রচলন করেন।

৩। বিষয় ও আকার নির্বিশেষে সর্বপ্রকার বাংলা বই বাঁধার যে রীতি আছে তার পরিবর্তে 'পেপার ব্যাক' গ্রন্থ প্রকাশনের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

৪। সম্মেলন কিভাবে অল্পমূল্যে সমুদ্রিত বাংলা বই পাঠকদের দেওয়া যায়। এ বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তার জন্য বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাসভা, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং লেখক সমবায় সমিতির এক যৌথ অধিবেশন অবিলম্বে করার দাবী জানায়।

৫। বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন শিল্প ও বাংলা ভাষার পাঠকদের পাঠরুচি বিষয়ে ব্যাপক সমীক্ষার প্রয়োজন এবং পুনঃ সরকারের অর্থানুকূল্যে উপরের তিনটি পরিষদ সম্মিলিতভাবে এই সমীক্ষা করুন।

মূল্যবান পুস্তকাদি পুঁথি প্রভৃতি সংরক্ষণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

আর্থিক সঙ্গতির অভাবে বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত বহু প্রাচীন দলিল এবং পুস্তকাদি বিনষ্ট হইতে বসিয়াছে। এর ফলে বাংলা দেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস এবং জাতীয় সম্পত্তির অপূরণীয় ক্ষতির সম্ভাবনা তা আশঙ্কাজনক।

এই অবস্থায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন প্রস্তাব করে যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সক্রিয় উৎসাহ ও সহযোগিতায় একটি কেন্দ্রীয় সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপিত হউক। এই সংরক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগার তাহাদের গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রাচীন দলিল, নথি এবং অমূল্য পুস্তকাদি রক্ষণে সক্রিয় সাহায্য এবং উপদেশ লাভ করিতে পারিবেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

বেসরকারি এবং জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলিকে আর্থিক অনুদান প্রদান

গত ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদান প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এতে জলপাইগুড়ি জেলার ৭টি বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং ৭টি জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রের আধিকারিক. প্রতিনিধিদের হাতে চেক্ এবং বইয়ের প্যাকেট তুলে দেওয়া হয়।

স্বাগত ভাষনে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার পরিসেবা অধিকারের দপ্তর থেকে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। আবেদন করে এই অনুদান সংগ্রহ করতে হয়। বর্তমানে জেলায় জেলায় অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এই অনুদান প্রদান এই বছর থেকে চালু হয়। পোষিত গ্রন্থাগারগুলির পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি ও জনগ্রন্থাগার গুলি পরিসেবা দিয়ে যাচ্ছে। এর সংগে পোষিত গ্রন্থাগার গুলিকে যুক্ত করে বা সমন্বয়ের মাধ্যমে এই কাজকে আরো প্রসারিত করতে হবে।

তিনি বিভিন্ন বেসরকারি ও জনগ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন - কোন সমস্যা হলে যোগাযোগ করতে।

বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী রাধামাধব সরকার, রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। যে উদ্দেশ্যে CLIC লাইব্রেরিগুলি অর্থাৎ জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্র গুলি বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য আজ ব্যহত হচ্ছে। নিয়মিত অনুদান আসে না. কর্মীরা সাম্মানিক ভাতা পান না। এই ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রতিনিধিরা সভায় বক্তব্য রাখেন।

রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশন থেকে অনুদান পাওয়া যেতে পারে ব্যাখ্যা করে তার পদ্ধতিগত দিকগুলি তুলে ধরেন আজকের সভার বিশেষ অতিথি শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীমতি মল্লিকানাগ গঙ্গুলী (কর্মাধ্যক্ষা, শিক্ষা সংস্কৃতি তথ্য ও ক্রীড়া স্থায়ী সমিতি) তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে সরকারি সাহায্য যাতে এই সব গ্রন্থাগার গুলি পায় সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষকে উদ্যোগী হতে বলেন। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা সমাহর্তা জলপাইগুড়ি জেলা। তিনি ঐসব গ্রন্থাগারগুলি সরকারি সাহায্য যাতে পায় তার জন্য সচেষ্ট হবেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রী সুচাঁদ চট্টোপাধ্যায়। সঞ্চালক ছিলেন শ্রী তমাল দে।

প্রতিবেদক — অসীমকুমার মৈত্র

গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগার স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান

গত ১৫ই আগস্ট ২০০৮ তারিখে ভারতবর্ষের ৬২তম স্বাধীনতা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও গ্রন্থাগারে পালন করা হয়। এই উপলক্ষে সকাল ৭টায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ট্যাবলো সহিত এলাকা পরিক্রমা করে। সকাল ৯টায় গ্রন্থাগারের সদস্যদের উদ্যোগে এলাকা সাফাই অভিযান করা হয়। দুপুর ১২টা থেকে সারাদিন ব্যাপি স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও সর্বসাধারণের জন্য বসে আঁকো. আবৃত্তি, গান ও নৃত্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। সন্ধ্যা ৭টায় স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বক্তব্য রাখেন গ্রন্থাগার পরিচালন কমিটির সম্পাদক বিপ্লবদেব রায় ও এল.এল.এ. সদস্য বিশ্বনাথ প্রামাণিক মহাশয়। রাত্রি ৮ টায় প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সফল প্রতিযোগিদের পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এরপরে স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের সমন্বয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রন্থাগারের সকল সদস্য, সদস্যা ও এলাকার সকল নাগরিকদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সচেতনতা এবং মূল্যায়ণ বিষয়ক সেমিনার

গত ১২ই সেপ্টেম্বর' ০৮ ইং তারিখে রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি কোচবিহারের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় অতিথি নিবাসে গ্রন্থাগার সংক্রান্ত সচেতনতা এবং মূল্যায়ণ বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১০-৩০মি. অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলাশাসক পাধালাল মহাপাত্র মহাশয়। তিনি বলেন কোচবিহার জেলায় এই ধরণের অনুষ্ঠান এই প্রথম। গ্রন্থাগারগুলির উপযোগিতা তখনই বৃদ্ধি পাবে যখন লোক গ্রন্থাগারে আসবে। এর জন্য চাই জেলায় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি করা। পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির জেলা সম্পাদক গোপাল সরকার এই ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরি ফাউন্ডেশনকে ধন্যবাদ জানান। ভবিষ্যতে মহকুমা স্তরে এই ধরণের সেমিনার যাতে আয়োজন করা যায় তার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও পঃ বঃ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতিকে চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসচিব কৃষ্ণপদ মজুমদার বলেন যাদের নিয়ে গ্রন্থাগার চলবে তাদেরকে আগে সচেতন করার জন্য আগামীতে এই আলোচনাসভা মহকুমাস্তরে অনুষ্ঠিত হবে। গ্রন্থাগারের ইতিহাস মানবসভ্যতার ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গ্রন্থাগারে কর্মী নিয়োগ ও সরকারি সিদ্ধান্তের সঠিক প্রয়োগ এল এল-এর দায়িত্ব। তিনি রাজা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তিনটি স্তর যথা- স্টেট লাইব্রেরি কাউন্সিল, লোকাল লাইব্রেরি অথরিটি এবং গ্রন্থাগার পরিচালন সমিতির দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। গ্রন্থাগার পরিসেবার অতীত ও বর্তমান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অরুণ রায়। গ্রন্থাগারগুলির দেয় বর্তমান পরিসেবার পর্যালোচনা : সুযোগ ও সম্ভাবনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন মৃদুল মিত্র। তিনি বলেন পরিকাঠামোকে ধরে রেখে গ্রন্থাগারের সীমার মধ্যে পরিসেবা প্রদান করতে হবে—গ্রন্থাগারে বিভিন্ন মনীষীদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পুস্তক প্রদর্শনী করতে হবে। সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের পঞ্চায়েত নমিনীর মাধ্যমে সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। ভ্রাম্যমান গ্রন্থাগার পরিসেবা প্রদান করতে হবে। জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক অরুণ শীল বলেন আগেকার দিনে গ্রন্থাগার ছিল ঘরে, মন্দিরে, রাজা বিত্তশালীদের বৈঠকখানায়। স্বাধীনতার পরে সরকার ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালে কিছু গ্রন্থাগার স্থাপন করে। পরে আলাদা গ্রন্থাগার বিভাগ তৈরী হলে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতনতা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন কোচবিহার এ.বি.এন. শীল কলেজের গ্রন্থাগারিক বাদল চন্দ্র বর্মন প্রমুখ। জেলার সমস্ত মহকুমা ও ব্লক থেকে গ্রন্থাগারিক ও পরিচালন সমিতির সম্পাদকদের উপস্থিতিতে আলোচনাসভাটি সার্থক রূপ লাভ করে।

প্রতিবেদক — জয়ন্ত সাহা

চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগার

যথোচিত মর্যাদায় ৪ঠা অক্টোবর '০৮ চুঁচুড়া কিশোর প্রগতি সংঘ শহর গ্রন্থাগারে "রূপান্তর দিবস" পালিত হয়। এবছর ছিল গ্রন্থাগারের ২৬তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। সভাপতি অমিয় নন্দী পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন।

সম্পাদক সুকুমার নন্দী স্বাগত ভাষণে 'রূপান্তর দিবস' পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন এবং আগামী ডিসেম্বরে চাঁপাতলায় গ্রন্থাগারের নবনির্মিত ভবনে ৩টি শাখা স্থানান্তর সহ দারোদ্ঘাটনের সংকল্প ব্যক্ত করেন। এছাড়া গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি ও শুভকামনা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন তুলসী বসু, গণেশ নন্দী, আরতি ঘোষ, রঞ্জিত দে প্রমুখ।

বিশ্বনাথ চ্যাটার্জীর উদ্বোধণী সঙ্গীতের পর আবৃত্তি ও কবিতা পাঠে অংশগ্রহণ করেন গায়ত্রী দাস, কেয়া গাঙ্গুলি ও ওআ ওহ্। 'এ শুধু অলস মায়া' সহ অনুষ্ঠান উপযোগী কয়েকটি গান পরিবেশন করেন কুমারী বর্ণালী ব্যানার্জী ও বিশ্বনাথ চ্যাটার্জী।

সভাপতির মনোজ্ঞ ভাষণের পর প্রভাতী অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় সুকুমার নন্দীর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে।

প্রতিবেদক — অমিয়কুমার দত্ত

জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

গত ১লা নভেম্বর ২০০৮ বেলা একটা ত্রিশ মিনিটে, জেলা গ্রন্থাগারের সম্মুখস্থ মাঠে অনুষ্ঠিত হলো, নতুন ভবন তৈরির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান।

এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গ্রন্থাগার মন্ত্রী মাননীয় শ্রী তপন রায়। তিনি ছিলেন এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসী কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী যোগেশ চন্দ্র বর্মন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের যুগ্ম-সম্পাদক তথা সভার সঞ্চালক শ্রী গৌতম গুহরায় জেলা গ্রন্থাগারের স্থাপনের কাল থেকে বর্তমান বছর পর্যন্ত কার্যবিবরণী এবং ইতিহাস লিখিত আকারে সভায় তুলে ধরেন।

শ্রী গুহরায় নতুন ভবনের জন্য বরাদ্দকৃত এক কোটি এক লক্ষ টাকা পাওয়ার জন্য বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় এবং জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালন সমিতির উদ্যোগের প্রশংসা করেন। পরবর্তীতে জেলা গ্রন্থাগারের কর্মকাণ্ডকে বিস্তার করে পাঠক পরিসেবা যাতে বাড়ানো যায় সে ব্যাপারে তিনি অঙ্গিকারবদ্ধ হন। তিনি এই অর্থ বরাদ্দের জন্য গ্রন্থাগার দপ্তরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

এরপরে গ্রন্থাগার মন্ত্রী শ্রী তপন রায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্ততঃ একটি করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের মধ্য দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ছড়িয়ে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। নানা সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সারা রাজ্যে প্রায় ২৪৫০টি সাধারণের গ্রন্থাগারে এই পরিসেবা দেওয়ার কাজ চালু রয়েছে। পাঠকেরা যাতে এই পরিসেবা পায় তার জন্য কর্মীসহ উদ্যোক্তাদের সবাইকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

তিনি জলপাইগুড়ির জেলা গ্রন্থাগারের নতুন ভবন হলে, যে যে পরিসেবা দেওয়া বর্তমান সময়ে জরুরী সে ব্যাপারে বলেন,

"জলপাইগুড়ি জেলা এক বৈচিত্রময় জেলা। এখানে নানা ধর্ম, বর্ণ ভাষাভাষী মানুষ বসবাস করেন। এঁদের ভিন্ন ভিন্ন কৃষ্টি-সংস্কৃতি রয়েছে। যাঁরা গবেষক তাঁরা যাতে সহজেই তথ্য হাতের কাছে পান তার জন্য এই গ্রন্থাগারকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের আওতায় এনে ২৬টি জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে তথ্য আদান প্রদান করা সহজেই করা যাবে। পরবর্তীতে এই ব্যবস্থা মহকুমা স্তর থেকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার চিন্তা ভাবনা করা হবে।"

গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে শুধুই চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা না করে, শিক্ষার পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বই, জীবিকা সন্ধানী যুবক-যুবতীদের উপযোগী বই, বিশেষ করে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের পাঠাভ্যাস গড়ে তোলবার জন্য শিশু-কিশোরদের বই পর্যাপ্ত রাখার পরামর্শ দেন।

মাননীয় মন্ত্রী শ্রী যোগেশ চন্দ্র বর্মন এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইকো-টুরিজিম-এর বই জেলা গ্রন্থাগারে রাখার পরামর্শ দেন এবং জলপাইগুড়ি জেলার জন-জাতির পরিচয় তাঁদের কৃষ্টি কালচারের ইতিহাস সম্বলিত সংগ্রহশালা করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। এ ব্যাপারে তিনি বলেন প্রয়োজনে তাঁর দপ্তর সাহায্য করবে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক শ্রী মহেন্দ্র চন্দ্ররায়, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী অরুন শীলশর্মা। ধন্যবাদজ্ঞাপক বক্তব্য রাখেন, জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রী দেবাশিষ মিশ্র।

সভাপতিত্ব করেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী শ্যামল মুখার্জী। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতি মণিদীপা নন্দী বিশ্বাস এবং শ্রী গৌতমেন্দু নন্দী। অনুষ্ঠানে শহরের বিশিষ্ট মানুষজন সহ গ্রন্থাগার কর্মীদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক —
অসীমকুমার মৈত্র

পরিষদ সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হাওড়া জেলা

গত ৭ই সেপ্টেম্বর ২০০৮ বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাওড়া জেলা শাখার ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন গ্রন্থাগারিক প্রান্তর ব্যানার্জী। সভায় সভাপতিত্ব করেন পরিষদের জেলা সভাপতি কৃষ্ণচন্দ্র হাজরা। গত ১ বছরে প্রয়াত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে মৃত্যু ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিঃ নীরবতা পালন করা হয়। সাধারণ সভা উদ্বোধন করেন পরিষদের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ পুলক কর। তিনি বলেন যে, গ্রন্থাগারের কাজে সকল কর্মীকে মনোনিবেশ করে জনসাধারণকে পরিসেবা দিতে হবে। সভার কর্মী সমিতির রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও জেলা সম্পাদক অসিত কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের জেলা সম্পাদক কমলকান্তি দাস ২০০৭-২০০৮ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন ও কোষাধ্যক্ষ অলোক কুমার দাস আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন। ৪৩ জন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বাগত ভাষণ দেন বাঁটরা পাবলিক লাইব্রেরির সম্পাদক দেবব্রত কুণ্ডু। গ্রন্থাগারিক অমিত কুমার পাল বলেন যে জেলার সকল গ্রন্থাগার ও কর্মীদের পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য ও পুরানো সদস্যদের নবীকরণ করার জন্য একান্তভাবে আহ্বান জানান।

প্রতিবেদক — অলোককুমার দাস

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
মালদা জেলা সদর মহকুমা কমিটি

গত ১৮ই অক্টোবর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প: ব: সা: গ্র: কর্মী সমিতির (মালদা জেলা সদর মহকুমা কমিটির) ৪৯ তম প্রতিষ্ঠা দিবস। এই প্রতিষ্ঠাদিবসে সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন মহকুমা কমিটির সভাপতি কাজল মণ্ডল মহাশয়। তারপর তিনি শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। জেলা সম্পাদক সুব্রত ভট্টাচার্য, সদর মহকুমা কমিটির সম্পাদক অরুন রায়, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য আব্দুল ওদুদ, বি.এল.এ জেলা কমিটির সভাপতি শুভেন্দু নারায়ন পাল, সম্পাদক শশাঙ্ক দাশগুপ্ত মহাশয় এবং সব শেষে সমিতির প্রত্যেক সদস্য শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমিতির কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করেন : সুব্রত ভট্টাচার্য, আব্দুল ওদুদ, শুভেন্দু নারায়ন পাল, শশাঙ্ক দাশগুপ্ত, শম্ভুনাথ ভট্টাচার্য, হিরন্ময় সাহা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রতিবেদক — অরুন রায়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, হুগলী
৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ০৭/০৯/২০০৮ তারিখ হুগলী জেলা পাবলিক লাইব্রেরি এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি হলে (চুঁচুড়ায়) হুগলী জেলা শাখার ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয় জেলা শাখার সভাপতি ডঃ বীরেন্দ্র নাথ দত্ত -এর সভাপতিত্বে।

সভা উদ্বোধন করেন স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যকের (হুগলী) সভাপতি ও অতিরিক্ত জেলা শাসক (গ্রামোন্নয়ন), হুগলী মাননীয় জনাব লিয়াকৎ আলি। উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি বলেন- একজন মানুষের এক ঘন্টার জ্ঞানান্বেষণ একজন সাধকের ৬০ বছরের ইবাদত বা উপসনার থেকেও উত্তম।

গত বার্ষিক সভার (২০০৬-২০০৭) কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় ও সভায় তা অনুমোদিত হয়। এরপর সম্পাদক ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার (২০০৭-২০০৮) প্রতিবেদন পাঠ করেন। কোষাধ্যক্ষ শ্রী শরিদিন্দু ভুঁইয়া আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করেন।

সভায় মোট ৮৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রতিবেদনের উপর মোট ৮ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্রী প্রবীর দে মহাশয় তার সাবলীল ভাষায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের অতীত ও বর্তমানের সাথে আলোচনা করে কৃষি ও শিল্পায়নের বাস্তবতা নিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাথীদের সচেতন করেন।

সভায় জেলা শাখার সদস্য ও সাংসদ শ্রী শান্তশ্রী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন পরিষদ ও কর্মী সমিতির যৌথ উদ্যোগে কাজ করতে হবে। এছাড়া সভায় উল্লেখ করেন L.L.A. -র কাজকর্ম ঠিকমত হচ্ছে না। এরপর সম্পাদক মহাশয় জবাবী ভাষণ দেন।

সভাপতি তাঁর সমাপ্তি ভাষণে বলেন দেশের স্বাধীনতার জন্য গ্রন্থাগারের কাজ তখন একরকম ছিল। বর্তমানে তার প্রেক্ষাপট পাল্টেছে। বিশ্বাস যৌথ আন্দোলনের সাহায্যে গ্রন্থাগার গতিময় হবে। সভাপতি মহাশয় ২টি প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সভায় পেশ করেন। প্রস্তাব— (১) DL দপ্তর কর্মী সমবায় ভবনে স্থানান্তরিতকরণ ও (২) জেলা গ্রন্থাগারকে Model Library হিসাবে তৈরী করা।

এরপর সভায় প্রতিবেদন, হিসাব, হিসাব পরীক্ষকের নাম ও প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

সম্পাদক সভার শেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শেষ করা হয়।

সম্পাদক — সাত্যকি চৌধুরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, পুরুলিয়া
৩৪ তম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৭/১০/০৮ বেলা ২টার সময় জেলা গ্রন্থাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পুরুলিয়া জেলা শাখার ৩৪তম বার্ষিক সাধারণ সভা। এই বার্ষিক সভার উদ্বোধন করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগারের আজীবন সদস্য তথা পুরুলিয়া জেলার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক তপন কুমার বর্মন মহাশয়। উদ্বোধনী ভাষণের পর জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাত সম্পাদকীয় খসড়া প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদন পাঠের পর সাধারণ সভার কতকগুলো প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। উত্থাপিত প্রস্তাব সমূহ—

১. "দেশ ও সমাজ গঠনে সৃজনশীল নাগরিক গড়ে তোলা"

প্রস্তাবক - সুতনুপট্টনায়েক সমর্থক - দীপক চক্রবর্তী

২. "গ্রামোন্নয়নে গ্রন্থাগারের ভূমিকার কথা ভাবা"

প্রস্তাবক - মৃণাল কান্তি মন্ডল সমর্থক - দীপক চক্রবর্তী

৩. "বিদ্যারতনে একাডেমিক নেটওয়ার্ক গঠন"

প্রস্তাবক - প্রীজীব পাত্র সমর্থক - জগদীশ মাহাত

৪. "গ্রন্থাগার কর্মীদের নিজ পেশার নূতন ধারণার সাথে পরিচিতি প্রয়োজন"

প্রস্তাবক - সুনীল মুসিব সমর্থক - সনৎ কুমার গাঙ্গুলী

৫. "শিশু, কিশোর, ছাত্র-ছাত্রীরাই দেশের ভবিষ্যৎ তাদের গ্রন্থাগারমুখী করা দরকার ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনপদে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা দরকার"

প্রস্তাবক - প্রবেশ গাঙ্গুলী সমর্থক - বিপ্লব কবিরাজ

সম্পাদকীয় প্রতিবেদনের উপরে গঠন মূলক আলোচনা করেন ৬ জন সদস্য। জেলার পরিষদের সদস্য সংখ্যা ১৩৬। আজীবন সদস্য ৪০, সাধারণ সদস্য ৮০, প্রতিষ্ঠানিক সদস্য ১৬। উপস্থিত ছিলেন ৫৫ জন সদস্য। সভাপতি পার্থ সারথী ব্যানার্জী উপস্থিত সকল সদস্যকে বিষ্ণুপুরে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের রাজ্য সম্মেলনে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রতিবেদক —
মৃণাল কান্তি মন্ডল

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি
৩৯তম রাজ্য বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০০৮, জলপাইগুড়ি শহরের সরোজেন্দ্র দেবরায়কৃত সাংস্কৃতিক কলাকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল রাজ্যের সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীদের একমাত্র সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির ৩৯তম রাজ্য সাধারণ সভা। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম পুরুষ প্রয়াত অধ্যাপক শ্রী প্রবীর রায়চৌধুরী এবং সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রথম সম্পাদক, প্রয়াত শ্রী জীতেন্দ্রনাথ নন্দীর নামে নামকরণ করে প্রবীর রায়চৌধুরী নগর ও জীতেন্দ্রনাথ নন্দী মঞ্চ তৈরী করা হয়।

১৩ই সেপ্টেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হয় বেলা ১২টায়। সমিতির পতাকা উত্তোলন এবং শহিদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি শ্রী রাধামাধব সরকার। পরে একে একে মাল্যদান এবং পুষ্প স্তবক দিয়ে শহিদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন সমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন জেলার নেতৃত্ব এবং গণসংগঠনের নেতা এবং নেত্রীবৃন্দ।

পরে সভামঞ্চে রাজ্যবার্ষিক সভার উদ্বোধক, গণআন্দোলনের নেতা শ্রী মানিক সান্যাল উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, বর্তমান সময়টা একটা কঠিন সময়। সাম্রাজ্যবাদের ভয়ঙ্কর কড়াল থাবা আমাদের উপর নেমে আসছে। মূল্যবোধ পাল্টে যাচ্ছে। ভোগবাদী মানসিকতার গড্ডালিকা স্রোতে আমরা যেন ভেসে যাচ্ছি। পরিত্রাণের একমাত্র পথ সুস্থ সামাজিক চেতনা এবং মননের বিকাশ ঘটানো। এই বিকাশ ঘটবে গ্রন্থাগারে মেলে। চাই উন্নত গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, চাই আন্দোলন। কিন্তু এই আন্দোলনের সংগে বাস্তবিকতা মিশালে চলবে না'। তিনি আরো বলেন, 'সবার সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞান নাও থাকতে পারে। তাদের জ্ঞানের পিপাসা আপনারাই (গ্রন্থাগারিক, কর্মী) মেটাতে পারেন। এ ব্যাপারে তিনি ভাল ভাল তথ্য নির্ভর বই গ্রন্থাগারে রাখার এবং পরিসেবা দেবার বিষয়ে কর্মীদের বদ্ধপরিকর হতে অনুরোধ করেন।

দ্বিতীয় বক্তা এবং আজকের সভার প্রধান অতিথি শ্রীমতি দীপ্তি দত্ত (সভাধিপতি, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ) তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে এই বার্ষিক সভার সাফল্য কামনা করে, সবাইকে সংগে নিয়ে তৃনমূল স্তর পর্যন্ত গ্রন্থাগার আন্দোলনকে নিয়ে যাবার পরামর্শ দেন।

সভায় মূল্যবান বক্তব্য রাখেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সাধারণ কর্মসচীব শ্রী কৃষ্ণপদ মজুমদার। তিনি বলেন, 'সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি না হলে সার্বিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বা তার প্রসার ঘটানো সম্ভব নয়। চাকরি, পদোন্নতী, বিভিন্ন কর্মীদের দাবিদাওয়া যেমন একদিকে প্রয়োজন পরিসেবা দেবার স্বার্থে, তেমন প্রয়োজন টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ঘটান।' পরিসেবা দেবার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার কর্মীরা আজ যে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সে ব্যাপারে তিনি আধিকারিকবৃন্দ এবং কর্তৃপক্ষের দায়বদ্ধতার কথাও সভায় স্মরণ করিয়ে দেন। সারারাজ্যে যে সব বেসরকারি গ্রন্থাগার এবং জনগ্রন্থাগার ও তথ্যকেন্দ্রগুলি রয়েছে, তাদের সংগে পোষিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে একযোগে কাজ করার পরামর্শ দেন। জেলায় জেলায় সরকারি উদ্যোগে নানান কর্মসূচি গ্রহনের প্রস্তাব দিয়ে তিনি বলেন, 'আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে গ্রন্থাগার কর্মীরা সাবলীল না হলে পরিসেবা বিঘ্ন ঘটবে। কম্পিউটার, ইন্টারনেটসার্ভিং ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, প্রয়োজনে তার বাইরে গিয়ে মেধা খাটাতে হবে।' শেষে তিনি আগামী ৫০তম পরিষদের সম্মেলনে যা বাঁকুড়া শহরে নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে তাতে সবাইকে যোগ দেবার আমন্ত্রন জানান।

জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শ্রী মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যের মাধ্যমে, সাধারণ গ্রন্থাগারে পরিসেবা দেবার কাজ বাহত হচ্ছে দাবি করে গ্রন্থাগার কর্মীদের একাংশকে দায়ী করেন। পরে তিনি পরিসেবা বাড়ানোর জন্য দুটো প্রস্তাব সভায় পেশ করেন। প্রথমত নিয়ন্ত্রিত গ্রন্থাগারগুলি খোলা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্লকে ব্লকে গ্রন্থাগারকর্মীদের টিম করে পরিদর্শন করতে হবে।

তাতে পরিসেবা দেবার বিষয়টি উন্নতি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। প্রথমদিনের প্রথম অধিবেশন পর্যন্ত সভার কাজ পরিচালনা করেন সমিতির রাজ্য সভাপতি শ্রী রাধামাধব সরকার।

দ্বিতীয় দফায় প্রতিনিধি অধিবেশনের শুরুতে, সভাপতি মন্ডলী, স্টিয়ারিং কমিটি, ক্রেডিন্সিয়াল কমিটি ইত্যাদি গঠনের পর শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন সভাপতিমন্ডলীর পক্ষে শ্রী রাধামাধব সরকার। এক মিনিট নিরবতা পালনের পর আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন কর্মীসমিতির সম্পাদক শ্রী তরুন রায়। এরপর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, পারমানবিক চুক্তির বিরুদ্ধে এবং বর্তমান গ্রন্থাগারে পরিসেবার মান উন্নয়ন এবং আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে প্রস্তাব পাঠ ও সমর্থনের পর সাধারনের গ্রন্থাগার কর্মীসমিতির রাজ্য সম্পাদক শ্রী শিবপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী তাঁর লিখিত প্রতিবেদন পাঠ করেন। প্রতিবেদনের উপর দু একটা জেলা বাদ দিলে, সবাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। আলোচনায় কর্মীদের আর্থিক দাবিদাওয়া, বিশেষকরে বৃত্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত কর্মীদের উপযুক্ত স্কেল প্রদান, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রীধারীদের উপযুক্ত বেতনকাঠামো তৈরি, আগামী ৫ম বেতন কমিশনে কর্মী প্রতিনিধি এবং দক্ষ আইনজীবি নিয়োগ, শুন্যপদে কর্মী নিয়োগ, ৩০০ দিনের অর্জিত ছুটি প্রদান সহ, গ্রন্থাগার উন্নয়ন এবং পরিসেবা দেবার বিষয়ে আধিকারিক এবং কর্তৃপক্ষের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ইত্যাদি বিষয়ে কর্মীরা সোচ্চার হন। দক্ষিন চব্বিশ পরগনার প্রতিনিধি শ্রী মধুসূদন চৌধুরী, সাধারণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় কম্পিউটার, ইন্টারনেট ব্যবহার বিশেষ করে পাঠাপুস্তক কেরিয়ারগাইডেন্স সেকশনে পরিসেবা দেবার পাশাপাশি, সাধারণের জন্য যে গ্রন্থাগার তার চরিত্র যাতে না পাল্টায় সে ব্যাপারে প্রাঞ্জল ভাষায় সভাপতিমন্ডলী সহ উপস্থিত সবাইকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলেন। সব জেলা মিলে মোট ২৫ জন প্রতিনিধি আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

জবাবী ভাষণে সম্পাদক কর্মীদের অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া সহ গ্রন্থাগার উন্নয়ন এবং পরিসেবা বৃদ্ধির লক্ষে রাজ্য কমিটি আরো সচেষ্ট হবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। পরে ধ্বনি ভোটে প্রতিবেদন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব পাশ করেন প্রতিনিধিরা।

প্রতিনিধি অধিবেশনে সভাপতি মন্ডলীতে ছিলেন, শ্রী রাধামাধব সরকার, শ্রী অশোক দাস, শ্রী হেমন্ত গোস্বামী, শ্রী অরুন ঘোষ, শ্রী মৃদুল মিত্র। পরিচালন কমিটি : শ্রী বাদল গুহ, শ্রী অরুন বসু, শ্রী গোপাল সরকার, শ্রী সতীশ মাহাতো, শ্রী প্রণব দত্ত, ক্রেডিন্সিয়াল কমিটি : শ্রী দীপক জানা, তপন ঘোষ, শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ৪৩৭ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক — অসীমকুমার মৈত্র

পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, হাওড়া

গত ১৮ই অক্টোবর ২০০৮ হাওড়া জেলা গ্রন্থাগারে প.ব. সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতির ৪৪তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়। সমিতির পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সভাপতি জগদীশ সাপুই। শহিদ বেদীতে মাল্যদান করেন রাজ্য সম্পাদক শিবপ্রসাদ চক্রবর্তী, সহঃ সভাপতি অশোক কুমার দাস, জেলা সম্পাদক অমিত কুমার রায়, গ্রন্থাগারিক অমিত কুমার পাল, মহকুমা সম্পাদকদ্বয়, কমলকান্তি দাস ও সুবীর কুমার পাড়ুই। শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা হয়। সভায় বক্তারা অতীত ও বর্তমানকালে কর্মী সমিতির সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের মাধ্যমে সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিসেবাকে আপামর মানুষের কাছে পৌছে দিতে হবে। সর্বস্তরের গ্রন্থাগারের উপস্থিতিতে আলোচনা সভাটি সাফল্যমন্ডিত হয়।

প্রতিবেদক – অশোককুমার দাস

GRANTHAGAR

Vol. 58 No.12 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda March, 2009

ENGLISH ABSTRACTS

by Joydeep Chanda

Book Fair (Editorial) p.319

– Kolkata Book Fair was held between 28th January to 8th February, 2009 at Milan Mela Prangan near Science City. After W.B. Public Library Act (1979), 1st West Bengal Book fair was held at Park Circus Maidan which was organised by Left From Govt. in association with Bengal Library Association and W.B. Public Library Employees Association. Different issues like book purchasing, book distribution in libraries, reorganised of W.B. Book fair were the point of discussion in last two Bengal Library Conferences. After with participation or wellknown publishers in district book fair, discount rate, back-dated publication, overwriting of price of publication, duplicate copy of publications distributed by RRRLF etc. discussed in those conferences. Proposed some measures to monitor these problem and requested both the Association to take care of.

49th Bengal Library Conference : Proceedings p. 320

– 49th Bengal Library Conferences was held between 14th-16th December, 2007 in Hemchandra Library, Khidirpore. This last part of the proceedings included report of the last day session where topic was 'Different types of libraries and problems of library staff members'. 16 personnels took part in this discussion and Dr. K.P. Majumder, General Secretary of the Association gave his reply on different issues raised in the conference. At last no. of recommendations had seen proposed. Reported by Dr. Shymal Roychoudhury and others.

Manuscript collection in the Bengali Dept. of Visva Bharati University : a report – by Kauskik Ghosh p.329

– Manuscript Library of Bengali Dept. in Visva Bharati University is situated at the 1st floor of Pathbhaban School. Discussed in details different aspects of this library like its establishment, collections, persons in charge at different times, its publications and some important collections. In this connection also mentiioned National Mission for Manuscripts and hoped in using new technology this library made possible to protect these manuscripts.

Memorandum on Revision of pay scale submitted to the Member Secretary, 5th Pay Commission, Govt. of West Bengal by Bangal Library Association. p.331

– Memorandum included the revision of pay scales of school librarians, public library employees (govt. controlled, sponsored and aided), library professionals in govt. departmental libraries, librarians and ast. librarians in medical college libraries, librarians of Polytechniques and RIPT libraries and

library professionals in govt. and non-govt. colleges and engineering and technology college libraries.

Obituaries p.328

1. Md. Jahirul Haque, Librarian, Shalbani Club and Library, Jalpaiguri and life member of the Association passed away on 23rd August 2008.
2. Sisir Kr. Samanta, JLA, Siddheswar Bidyotsabi Library, Howrah passed away on 1st October 2008. The Association expressed its deep sympathy to the family members of both families.

Errata p.328

Letter to the editor p.351

– In his letter Sri Arun Kanti Dasgupta critically analysed Joydeep Chanda's article on 'Different types of year of publications : a cataloguing problem' published in Granthagar (Shraban, 1415 BS). In this connection mentioned calender Reforms Committee which was set up in 1952 by Govt. of India and its recommendations. Also mention Hijri and Fasli and at last again thanked Mr. Chanda for his informative article.

Library news p.352-354

1. Organizations of different programmes to celebrate 50th foundation day of Jalpaiguri District Library between 21st-28th September 2008. Reported by Asim Kr. Maitra.
2. Organization of Seminar on Library Awareness in Murshidabad district between 23rd-24th Aughst 2008 jointly by LLA, Murshibadad, DLS, Govt. of West Bengal and RRRLF. Reported by Samik Barman Roy.
3. Organization of farewell programme on the retirement of Asim Kr. Pujari of Patrasayer Sahriday Netaji Library on 21st August 2008. Reported by Satyanarayan Ganguly.
4. Organization of cultural programme by Chinsurah Kishore Pragati Sangha Town Library, Hooghly on 22nd July, 2008. Reported by Debdas Mandal.

Association news p.355-356

1. Organization of 15th Annual General Meeting of WBPLEA, West Midnapur District Committee on 31st August 2008. Reported by Argha Rashi Manna.
2. Organization of 2nd Annual General Meeting of BLA and district library conference in North Dinajpur district on 7th September 2008. Reported by Argha Rashi Manna.

'গ্রন্থাগার' পত্রিকার নিয়মাবলী

১. বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'গ্রন্থাগার' প্রতি ইংরাজী মাসের ২৫ তারিখে (বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে) প্রকাশিত হয়। বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১২০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৬০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যার মূল্য ১০.০০ টাকা।

২. যে কোন মাস থেকে পত্রিকার গ্রাহক হওয়া যায়। পরিষদের সদস্যদের পত্রিকা পাঠানো হয়। গ্রাহক চাঁদা বা সদস্য চাঁদা বাকী থাকলে পত্রিকা পাঠানো হয় না। পত্রিকা প্রকাশের ১০ দিনের মধ্যে পত্রিকা না পেলে সংশ্লিষ্ট ডাকঘরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ডাকের গোলযোগ বা ঠিকানা ভুল থাকার জন্য পত্রিকা না পেলে তার দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তাবে না।

৩. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ, গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের সম্বন্ধে সংবাদ, গ্রন্থ সমালোচনা, পাঠকদের মতামত প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

৪. প্রবন্ধ রচয়িতাদের নিম্নলিখিত সাধারণ নিয়মাবলী মানা প্রয়োজন :

ক. রচনার আখ্যা, লেখকের নাম ও ঠিকানা (পিনকোড সহ) কর্মস্থলের ঠিকানা পরিষ্কারভাবে লেখা প্রয়োজন।

খ. রচনা ফুলস্ক্যাপ বা A4 সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে হাতে লেখা বা টাইপ করে দেওয়া প্রয়োজন।

গ. রচনা ২০০০ (দুই হাজার) শব্দের মধ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়। এর বেশী হলে নির্বাচিত রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে পারে।

ঘ. প্রবন্ধের সঙ্গে 'গ্রন্থপঞ্জী' থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থপঞ্জী বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকবে। বাংলা বা ইংরাজী তথ্যসূত্র আলাদাভাবে বর্ণানুক্রমে থাকবে এবং প্রবন্ধের ভাবগুলির সঙ্গে সংযুক্ত করতে হবে।

ঙ. ইংরাজী ভাষায় রচনার আখ্যা, লেখকের নাম এবং বাংলা ও ইংরাজী ভাষায় ৭৫ শব্দের (75 words) মধ্যে সংক্ষিপ্তসার (ABSTRACT) থাকা প্রয়োজন।

চ. দুই কপি রচনা জমা দিতে হবে। সম্পাদকের নামে প্রকাশের অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠিতে থাকবে—

i) রচনাটি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য পাঠানো হল।

ii) রচনাটি অন্য কোন পত্রিকায় প্রকাশনার জন্য পাঠানো হয় নি বা প্রকাশিত হয় নি।

iii) সম্পাদনার দায়িত্ব পত্রিকার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত হল।

iv) রচনাটির 'কপি রাইট' বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের।

৫. প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়। প্রবন্ধ সংক্রান্ত সম্পাদকের মতামত (মনোনীত বা অমনোনীত) জানানো হয়। প্রকাশনার জন্য পাঠানো প্রবন্ধ বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুসারে প্রকাশনার জন্য মনোনীত হয়। প্রকাশনার জন্য রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব সম্পাদক ও সহযোগী বিশেষজ্ঞদের। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। প্রবন্ধের কপি রেখে রচনা পাঠাতে হবে। ইংরাজী ভাষায় লেখা কোন রচনা প্রকাশিত হয় না।

৬. গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক সংক্রান্ত সংবাদের মূল তথ্য সংক্ষেপে (১০০ শব্দের মধ্যে) দিতে হবে। পত্রিকায় স্থানাভাবের জন্য প্রয়োজন হলে সংবাদ সম্পাদিত হবে। প্রতি ইংরাজী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে সংবাদ পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছলে এবং স্থানাভাব না থাকলে সংবাদ সেই মাসেই প্রকাশিত হবে। বিশেষক্ষেত্র ছাড়া সংবাদ সম্পর্কিত ছবি ছাপানো সম্ভব নয়।

৭. গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থ সমালোচনার জন্য ২ কপি বই পাঠানো প্রয়োজন। ২ কপি বই সহ গ্রন্থ সমালোচনার অনুরোধ জানিয়ে সম্পাদকের নামে চিঠি দিতে হবে। পরিষদ নিযুক্ত বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গ্রন্থ সমালোচনা করা হয়।

৮. বিজ্ঞাপনদাতাদের বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ইংরাজী যে মাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হবে সেই মাসের ইংরাজী ১০ তারিখের মধ্যে (বাংলা আষাঢ় মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে) পরিষদের কার্যালয়ে পৌঁছানো চাই। বিজ্ঞাপনের হার ও বিভিন্ন শর্তাবলীর জন্য পরিষদের কর্মসচিব, কোষাধ্যক্ষ বা পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

৯. দশ কপির কমে 'এজেন্সি' (Agency) দেওয়া হয় না। এজেন্সির জন্য একশ টাকা জমা দিতে হবে এবং প্রতিমাসে কত কপি প্রয়োজন জানাতে হবে। অবিক্রীত পত্রিকা সাধারণতঃ ফেরৎ নেওয়া হয় না।

১০. গ্রাহক ও পরিষদের সদস্যদের ঠিকানার পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে নতুন ঠিকানা (পিন কোড সহ) পরিষদের কার্যালয়ে জানাতে হবে।

গ্রাহক চাঁদা বা পরিষদের সদস্য চাঁদা পরিষদের কার্যালয়ে দুপুর ২টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত জমা দেওয়া যায়।

কার্যালয়

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পি-১৩৪, সি.আই.টি. স্কীম - ৫২

কলকাতা - ৭০০ ০১৪, দূরভাষ : ২২৬৫-৬৮৬৬

PUBLISHED ON 25TH OF EVERY ENGLISH CALENDER MONTH

Licence No.: MM & PC SSRM-DL.RMS/RNP-083/LP-P-019/2007-09
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
Regd. No. R. N. 2674/57

GRANTHAGAR

Vol. 58 : No. 12 Editor : Goutam Goswami Asso. Editor : Joydeep Chanda March, 2009

CONTENTS

Page

National Mission for the development of Library (Editorial) 363

Milan Kumar Sarkar

Application of performance appraisal system in Library or Information Centre 364

Sonali Dapsi

13 digit International Standard Book Number (ISBN) 370

Debabrata Roy

Fakir Chandra Roy Smriti Public Library : a review 372

Errata 375

Nirmalendu Mukhopadhyay

Library movement in Bengal : History of The Bengal Library Association 376

Library News 382

Association News 385

ENGLISH ABSTRACTS (VOL. 58, NO. 11) 389

Printed & Published by Arun Ray for Bengal Library Association. Published from P-134 C.I.T. Scheme 52, Kolkata - 700 014, Phone : 2255-9866. E-mail : info@blacal.org, Website : http://www.blacal.org, Printed at Laser World, P-4A, C.I.T. Road, Kolkata - 700 014, Phone : 9831161981. Editor : Goutam Goswami